

ধম্মপদট্ঠকথা

[বৌদ্ধ গম্পা]

পঞ্চম খণ্ড



অধ্যাপক ডঃ সুকোমল চৌধুরী



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Mangalsree Bhante

ধম্মপদটীকথা (৫ম খণ্ড)

অনুবাদক : অধ্যাপক ডঃ স্ককোমল চৌধুরী

পালি স্দুত্তাপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক-নিকায়ের অন্যতম গ্রন্থ 'ধম্মপদ' শুদ্ধ বৌদ্ধ সাহিত্যে নহে, সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে একটি অতুলনীয় গ্রন্থ। গীতা, বাইবেল ও কোরাণের ন্যায় ধম্মপদ বৌদ্ধশাস্ত্রের আকরগ্রন্থ। মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সর্বাঙ্গসুন্দর সংহত রূপায়ণের মধ্যেই ধম্মপদের বাণীর পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। স্দুতরাং ধম্মপদকে মানুষের জীবন-বেদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ধম্মপদের অট্টকথা (Commentary) খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে আচার্য বুদ্ধঘোষ স্থবির কর্তৃক সিংহলী ভাষা হইতে পালিভাষায় অনূদিত হয়। ইহা ধম্মপদের ৪২০টি গাথার কুশলাকুশল-বিপাক সন্দীপনী চিন্তাকর্ষক ৩০৫টি (২৯৯+৬) উপাখ্যানে পরিপূর্ণ স্দুবহুৎ একটি গ্রন্থ। নীতিবিষয়ক এতগুলি উপাখ্যানের সমষ্টি একত্রে অন্য কোন সাহিত্যে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রথম ২০টি উপাখ্যানের সমূল বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ২টি খণ্ডে। অনুবাদক যথাক্রমে শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির (১৯৩৪ খৃঃ) ও শ্রীমৎ ধর্মকীর্তি মহাস্থবির (১৯৬৯ খৃঃ) ইহার পর হইতে ডঃ স্ককোমল চৌধুরীকৃত সমূল বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডে মোট ৪৭টি উপাখ্যান ২০০৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য ৫ম খণ্ডে মোট ৪৭টি উপাখ্যানও চলিত বৎসরের জুলাই মাসে প্রকাশিত হইতেছে।

মূল্য : ২০০ টাকা (Rs. 200/-)

ধন্মগদট্টকথা

(বৌদ্ধ গল্প)

পঞ্চম অঙ্ক

[অন্নহস্ত, মহাস্ফ, পাপ এবং দণ্ড বর্ণনা]

(বাংলা অনূবাদ সমেত)

অধ্যাপক

ডঃ সুকোমল চৌধুরী

কর্তৃক অনূদিত

মহাবোধি বুক প্রেস

৪৭, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কোলকাতা—৭০০ ০৭০

COMMENTARY ON THE DHAMMAPADA (Part V)

By

Professor Sukomal Chaudhuri

প্রথম প্রকাশ :

বুদ্ধ পর্দর্শনা, ১৪১০ : মে, ২০০৩

বুদ্ধাব্দ : ২৫৪৭

© মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সী

Publisher :

Sri D. L. S. Jayawardana

Maha Bodhi Book Agency

4-A, Bankim Chatterjee Street,

Kolkata—700 073

Ph : 2241-9363

প্রকাশক :

ডি. এল. এস জয়বর্ধন

মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সি

৪-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কোলকাতা—৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :

পঞ্চানন জানা

জানা প্রিন্টিং কনসার্ন

৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,

কোলকাতা ৭০০ ০১২

দূরভাষ—২২১৯-৬৮২৬

মূল্য : দুইশত টাকা (Rs. 200/-)

ISBN. 81-87032-46—4

উৎসর্গ

আমার পরমপূজ্য শিক্ষক কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা বিশ্ব-
বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পালি ও সংস্কৃতের
অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ডঃ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের গ্রীহস্তে
এই শ্রদ্ধার্ঘ্য সাদরে অর্পিত হইল ।

—সুকোমল চৌধুরী

প্রকাশকের নিবেদন

ধম্মপদট্ঠকথার পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে আছে অরহন্ত বর্গ, সহস্র বর্গ, পাপ বর্গ ও দণ্ডবর্গের সম্মূল বজ্ঞানবাদ। অনুবাদক ও সম্পাদক অধ্যাপক ডক্টর সুকোমল চৌধুরী। অধ্যাপক ডঃ চৌধুরী সমগ্র ধম্মপদট্ঠকথার বজ্ঞানবাদের দায়িত্ব লইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ফেরুয়ারী, ২০০৩এ, আরও ৫টি খণ্ডে অবশিষ্ট সম্মূল বজ্ঞানবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। চলিত বৎসরেই অবশিষ্ট কাজ শেষ করিবার জন্য আমরা চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছি।

নিভুলভাবে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার জন্য আমরা চেষ্টার চূড়ি রাখি নাই। তথাপি কিছ্র মদ্রুণ প্রমাদ থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। আশা করি পাঠকগণ এই চূড়ি উপেক্ষা করিবেন। ‘জানা প্রিন্টিং কনসার্ন’ এর শ্রীপশ্চানন জানা আমাদের ধন্যবাদার্থে যেহেতু তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যে এই গ্রন্থ মদ্রুদিত করিয়াছেন।

মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সী
কোলকাতা
বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৪১০

ডি. এল. এস. জয়বর্ধন

সংক্ষিপ্তসারঃ

অরহন্তবর্গঃ

‘অরি বা রিপদকে যিনি পরাজয় করিয়াছেন তিনি হইলেন অহং’। ‘অহং’ শব্দের অন্য প্রতিশব্দ হইল ‘খীণাসব’, ‘রিপদঞ্জয়’। অহংকে প্রায় নিম্নলিখিতভাবে প্রশংসা করা হয়। যিনি সমস্ত প্রকার আসব ক্ষয় করিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য যাহার পালিত হইয়াছে, কতব্যকর্ম সম্পাদিত হইয়াছে এবং যাহার আর কোন প্রকার করণীয় নাই।^১ অহং একক ও নির্জনে বিচরণশীল, অপ্রমত্ত, আতাপী এবং আত্মজয়ী।^২ অহংতেরা প্রায় সদুক্তি করিয়া থাকেন : আমার অন্তর্দৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, অচল দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে, ইহাই আমার শেষ জন্ম, আমার কোন পুনর্জন্ম নাই।^৩

এই বর্গে অহংতের আরও বহুগুণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। যিনি বীতরাগ, শোকবিহীন, এবং সর্ব বন্ধনবিমুক্ত তাঁহার অন্তরে কোন প্রকার দাহ থাকিতে পারে না। যিনি স্মৃতিমান ও বিগতস্পৃহ, তিনি জলাশয়ে ত্যাগী হংসদলের ন্যায় আলয়ে আনন্দ লাভ করেন না। যিনি সঙ্গমহীন, আহারে মত্তাজ্ঞ, তৃষ্ণাবিহীন, অনাসক্ত, যাহার শূন্যতা, অনিমিত্ততা ও বিমুক্তি গোচরীভূত এইরূপ ব্যক্তির গতি উন্মীলমান পক্ষীর ন্যায় অজ্ঞেয়। সারথি কর্তৃক সুবিনীত অশ্বের ন্যায় যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত, যিনি নিরাসক্ত ও মানহীন তাঁহার উন্নতিতে দেবতারাও ঈর্ষাপোষণ করেন। তিনি অষ্ট লোকধর্মের দ্বারা^৪ বিচলিত হন না। যে ব্যক্তি পৃথিবীর মত স্থির, শুভ্রের ন্যায় নিশ্চল এবং যাহার হৃদয় স্বচ্ছ সরোবরের ন্যায় নির্মল তাঁহার আর কোন পুনর্জন্ম হয় না। এইরূপ প্রশান্ত ব্যক্তির কায়, বাক্য ও চিন্তা শাস্ত হয় এবং তিনি পরম জ্ঞানের অধিকারী হন। সেই লোকোত্তর জ্ঞানে আলোকিত ব্যক্তি বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। তিনি গ্রামে, নগরে, গভীর অরণ্যে যেখানেই বাস করুন না কেন সমস্ত জায়গা তাঁহার সংস্পর্শে রমণীয় হইয়া উঠে। রমণীয় নির্জন অরণ্য প্রদেশে পার্থিব জনসাধারণ আনন্দলাভ না করিলেও বীতৃষ্ণ অহংবৃন্দ তথায় মূর্ত্তির আশ্বাদ উপলব্ধি করেন। কারণ তাঁহারা ভোগের আনন্দ উপভোগ করেন না।

সহস্রবর্ষ:

এই অধ্যায়ে সুভাষিত বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। অনর্থপদ-যুক্ত বহু বাক্য ভাষণ করার চেয়ে লোভ দ্বেষ মোহ উপশমকারী অর্থপূর্ণ একটি বাক্য বলাও উত্তম। কারণ অনর্থপূর্ণ বহুল্লোক আবৃত্তি বা শিক্ষা দ্বারা দুঃখের উপশম হয় না। ধর্মের সারার্থযুক্ত একটি শ্লোক শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী আচরণ করিলে পরম শান্তিলাভ হয়। অনর্থপূর্ণ শত গাথা ভাষণ করার চেয়ে তৃষ্ণা নিবৃত্তিকর একটি শ্লোকের দ্বারা বহু পদ্য সঞ্চয় হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে শত শত যোদ্ধাকে পরাস্ত করা বড় কথা নহে, যে নিজকে জয় করিতে পারে (অর্থাৎ আত্মদমন করিতে পারে) সেই প্রকৃত জয়ী। কারণ অপরের উপর জয়লাভের দ্বারা সংযমী হওয়া যায় না।^৬ বিজয়ীর মনে সাময়িক আনন্দ ও প্রতিপত্তি লাভ সম্ভব হইলেও ইহার পরিণাম ভয়াবহ। আত্মজয়ী পুরুষ সর্বদা কায়মনোবাক্যে সংযম পালন করে। ইহাতে তাঁহার পদ্যের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সংসারে সর্বত্র তিনি প্রশংসা অর্জন করেন। এইরূপ আত্মজয়ী পুরুষের জয়কে দেব, গন্ধর্ব কিম্বা মার কেহই পরাজয়ে পরিণত করিতে পারে না। মাসে মাসে শত সহস্র মূদ্রা ব্যয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের চেয়ে পণ্ডিত ও অধ্যাত্মজ্ঞানলাভী ব্যক্তির মূহূর্তকাল সেবা বা উপাসনা করাই শ্রেয়। শত সহস্র বৎসর অগ্নির উপাসনার পদ্য সৎপুরুষদিগের প্রতি সম্মান ও পূজার্জনিত পদ্যের শতাংশের একাংশেরও সমান হয় না।

মহাপুরুষদের প্রতি অভিবাদনজনিত পদ্যের তুলনায় যাগযজ্ঞের পদ্য অতি সামান্য। শীলবান বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে অভিবাদনের দ্বারা ইহজীবনে চারি প্রকার পদ্যলাভ হয় যথা,—আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল।^৭ দুষ্টশীল হইয়া শতবর্ষ জীবন ধারণ করার চেয়ে প্রজ্ঞাবান ও সংযত হইয়া একদিন জীবন ধারণ করা শ্রেয়। দুষ্টপ্রাজ্ঞ ও অসংযত হইয়া শতবর্ষ জীবন যাপন করার চেয়ে শীলবান ও ধ্যানপরায়ণ হইয়া একদিন জীবন ধারণ করা উত্তম। পশুপক্ষ্মের উৎপত্তি ও বিলয় সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত না হইয়া শতবর্ষ জীবন ধারণ করার চেয়ে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞাত হইয়া একদিন জীবিত থাকা উত্তম। অমৃতপদ বা নির্বাণ সাক্ষাৎ না করিয়া শতবর্ষ জীবন ধারণ করার চেয়ে পরমার্থ লাভ করিয়া এক মূহূর্ত জীবিত থাকা শ্রেয়। সদ্ধর্ম

জ্ঞাত না হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকার চেয়ে সার ধর্ম বা চাঁদি আঁধা সত্য জ্ঞাত হইয়া একদিন জীবন ধারণ করা শ্রেয় ।

পাপবর্গ :

পাপ ও পুণ্য মানবজীবনের উন্নতি অবনতির দুইটি ধারা : একটি মানুষকে জানায় উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় জীবনের ইঙ্গিত, অপরটি তাহাকে নামাইয়া আনে চরম অবনতির পক্ষিলাবর্তে । এই দ্বিমুখী জীবনে শাস্বত-কালের মানুষ রূপান্তরিত হয় স্ব স্ব কর্মের পরিণামে । তাঁহার জীবন উজ্জ্বল ও ভাস্বর হইয়া উঠে পুণ্যের সংস্পর্শে, আর অপরটির প্রভাবে হইয়া উঠে মসীলিপ্ত কালিমাময় বিভীষিকাপূর্ণ ঘৃণিত জীবন । পাপবর্গের গাথাসমূহে ইহারই দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে ।

কল্যাণকর্মের দ্বারা চিত্ত প্রফুল্ল হয়, পাপ দূরীভূত হয় । একাগ্রচিত্তে দান না করিলে চিত্ত পাপমুক্ত হয় না । পাপকর্মের পুনরাবৃত্তি করা অনর্দচিত । ইহাতে ইচ্ছা প্রকাশ বিধেয় নহে । পাপসংয়ের ফল বিষময় । তাই ইহা সর্বতোভাবে পরিহার করা কর্তব্য । পুণ্য কর্ম পুনঃ পুনঃ করা শ্রেয় । ইহাতে পুণ্যকামী ব্যক্তির জীবন ক্রমে ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় । এইজন্য পুণ্যসংঘ পরম সুখের । অপরিপক্ক পাপকে পাপী মঙ্গল-রূপে দর্শন করে । পাপ পরিপক্ক হইলে পাপী তাহার বিষময় ফল দেখিতে পায় । তদ্রূপ পুণ্যবান ব্যক্তির পুণ্যফল যতদিন পর্যন্ত লাভ না হয় ততদিন পর্যন্ত পুণ্যকার্যের স্বরূপ দেখিতে পায় না । পাপ অল্প হইলেও ইহাকে অবহেলা করা উচিত নহে । কারণ ইহা পরিণামে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় । বিন্দু বিন্দু জল যেমন পাত্র পূর্ণ করে সেইরূপ মূর্খব্যক্তির অজ্ঞতায় পাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় । সেইরূপ পুণ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । বিজ্ঞ ব্যক্তি অল্প অল্প পুণ্য সংঘ্য করিয়া নিজকে পুণ্যময় করিয়া তোলেন ।

পণ্যসম্ভার সহ যণিকের বিপদসঙ্কুল পথ যেমন পরিত্যাজ্য তদ্রূপ পণ্ডিত ব্যক্তির কাম, রূপ এবং অরূপ ভবের তৃষ্ণা ত্যাগ করা কর্তব্য । পাপচেতনার অভাবে পাপকার্য করা যায় না । নিষ্পাপ অন্তরে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না । যে ব্যক্তি নির্দোষ, শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক পদ্রুকের প্রীতি

অন্যায় আচরণ করে, প্রকৃষ্ট খলিকণার ন্যায় পাপ সে অভ্যাসটাকে আত্মগণ করে।

কর্মের গতি বিচিত্র। পাপ কর্মের প্রভাবে পাপী ব্যক্তি প্রেতলোকে, নরকে অথবা হীন ঘোনিতে উৎপন্ন হয়। অপর দিকে ধার্মিক ব্যক্তি দেব, ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। তৃষ্ণাবিমুক্ত অহং ব্যক্তি নির্বাণ সুখ উপভোগ করেন। পাপ কর্মের কল পরিহার করা অসম্ভব। ত্রিজগতে এমন কোন স্থান নাই যেখানে যাইয়া পাপী ব্যক্তি তাহার পাপকর্ম হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে।^১ জন্ম মৃত্যু দৈনন্দিন ব্যাপার। জন্মগ্রহণ করিলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। একমাত্র তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করিতে পারিলেই মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

দণ্ডবর্গ :

অন্যায়ের প্রতিকার স্বরূপ শাস্তির বিধান জগতে আবহমান কাল হইতে প্রচলিত আছে। তথাপি অন্যায় করিবার প্রবণতা সমাজ হইতে উচ্ছিন্ন হইয়াছে বলা চলে না। অন্যায় প্রতিরোধ করিবার নিত্যনূতন যত্ন নিয়মই প্রবর্তিত হউক না কেন মানুষ তাহার অস্তির্নিহিত পাশব শক্তিকে যতদিন বশীভূত করিতে না পারিবে ততদিন সমাজদেহে এই অন্যায়ের নেশা চিরকাল জাগরুক থাকিবে। তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যতই নিয়ম নীতি শৃঙ্খলার প্রবর্তন করা হউক না কেন মহাপুরুষগণ অন্যায়কারীর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে কার্পণ্য করেন নাই। একদিকে যেমন তাঁহারা বলিয়াছেন—

“অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,

তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।”

আবার অপরদিকে অন্যায়কারীর প্রতি সমবেদনায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উদাস্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছেন—

“দাঁড়তের সাথে দণ্ডদাতা

যদি কাঁদে ভাই

সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।”

দণ্ডবর্গের প্রতিটি গাথায় এই একই কথার সূত্র প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে । ইহাতে বলা হইয়াছে প্রাণীমাত্রই দণ্ড বা শাস্তিকে ভয় করে । মৃত্যুর নামে সকলে শিহরিয়া উঠে । জীবন সকলেরই প্রিয় । নিজকে সবাই ভালবাসে । নিজের সঙ্গে তুলনা করিয়া কাহাকেও বধ বা হত্যা করা উচিত নহে । যে নিজের সুখ কামনা করে অথচ পরের সুখ হরণ করে সে পরিণামে সুখী হইতে পারে না । অপর সুখকাতর জীবের প্রতি দণ্ডপ্রদান অব্যাহত রাখিয়া স্বর্গীয় বা নির্বাণ সুখ কামনা করা বৃথা । কর্কশ বাক্য উচ্চারণ করা উচিত নহে । কর্কশ বাক্যের পরিণাম অতিশয় ভয়াবহ । ক্রোধোদ্দীপক বাক্য দঃখপ্রদ । ইহাতে প্রতিশোধস্পৃহা উত্তরোত্তর জাগ্রত হয় । যে ব্যক্তি নির্দোষীকে শাস্তি প্রদান করে তাহাকে নিম্নলিখিত দশটি অবস্থার অন্যতম অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয় : (১) নিদারুণ বেদনা*, (২) ভীষণ ক্ষতি*, (৩) অঙ্গহানি, (৪) কঠিন ব্যাধি, (৫) চিন্তাবিকৃতি, (৬) রাজদণ্ড, (৭) দারুণ অপবাদ**, (৮) জ্ঞাতিবিয়োগ, (৯) সম্পদহানি এবং (১০) পুনঃ পুনঃ গৃহদাহ।** এইগুলি ছাড়া অন্যায়ভাবে দণ্ড প্রদানকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পর তীব্র নরকযন্ত্রণা ভোগ করে । এইজন্য জ্ঞানীব্যক্তিগণ বহু বিষয় চিন্তা করিয়া অন্যায়কারীকে শাস্তি প্রদান করেন এবং শ্রদ্ধা, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও তত্ত্বানুশীলনে রত হইয়া অনল্প দঃখ পরিহার করিয়া নির্বাণলাভে সচেষ্ট হন ।

পাদটীকা

* ডঃ রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়ার ‘কথায় ধর্মপদ’ হইতে সংকলিত ।

১। ‘খীণা জাতি বদ্বিসতং ব্রহ্মচরিয়ং, কতং করণীয়ং নাপরং ইখন্তাম্ ।’

২। ‘একো বদ্বপকট্টো অম্পমন্তো আতাপী পহিতন্তো, অরহং খীণাসবো বদ্বিসতকরণীষো ওহিতভারো অনদ্পন্তসদথো পরিক্ খীণভবসংযোজনো সম্মদঞ্ঞা বিমদন্তো ।’

৩। “ঞাগং চ পন মে দস্সনং উদপাদি, অকুপ্পা মে চেতোবিমদন্তি, অষং অস্তিমা জাতি, নঞ্চি দানি পদনভবো ।”

৪। লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ এবং দুঃখ ।

৫। “যো সহস্ং সহস্‌সেন সঙ্কামে মান্‌সে জিনে,
একং জেযামন্তানং স বে সঙ্কামজুন্তমো ।” শ্লোক নং ১০৩ ।

৬। “অভিবাদনসীলস্‌ নিচ্চং বদ্ধাপচায়িনো,
চত্তারো ধম্মা বড্‌ট্‌স্তি আয্‌ বগ্গো সুখং বলং ।” শ্লোক নং ১০৯ ।

৭। “ন অস্তলিক্‌থে ন সম্‌দমম্‌বে
ন পস্বতানং বিবরং পবিস্‌স
ন বিজ্জতি সো জগতিপ্পদেসো
ষখ্‌ট্‌ঠিতো মূষেয্য পাপকম্মা ।” শ্লোক নং ১২৭ ।

৮। শূলরোগ, শিরঃপীড়া, দূরারোগ্য হৃদরোগ প্রভৃতি তীব্র যন্ত্রণা-
দায়ক ব্যাধি ।

৯। শ্রমলব্ধ সম্পত্তির অপচয় প্রভৃতি আরও বহু প্রকার ক্ষতি ।

১০। নিজকে অজ্ঞাত অভূতপূর্ব, অকৃতপূর্ব এমন কি অশ্রুতপূর্ব
বিষয়ে লিপ্ত করিয়া দূরপন্থে কলঙ্কের ভাগী হওয়া ।

১১। “যো দম্‌ডেন অদম্‌ডেস্‌ অপ্পদট্‌ঠেস্‌ দস্‌সতি,
দসম্‌ অঞ্‌ঞতরং ঠানং থিম্পমেব নিগচ্ছতি ।
বেদনং ফরস্‌ং জ্ঞানিং সরীরস্‌ চ ভেদনং,
গরুকং বাপি আবাহং চিত্তক্‌থেপং ব' পাপদুগে ।
রাজতো বা উপসগ্‌গং অশ্বক্‌খানং ব' দারুণং,
পরিব'স্‌ বা ঐতীনং ভোগানং ব' পভঙ্গরং ।
অথব'স্‌ অগারানি অগ্‌গি ডহতি পাবকো,
কায়স্‌ ভেদা দম্পঞ্‌ঞো নিরমং সো'পপজ্জতি ।”

শ্লোক নং ১৩৭-১৪০ ।

সূচীপত্র

অন্নহস্তবর্গ	উপাখ্যান	পৃষ্ঠা
১। জীবক-প্রসঙ্গ	" ...	১
২। মহাকাশ্যপ স্থবিরের	" ...	৬
৩। বেলট্ঠিসীস স্থবিরের	" ...	১২
৪। অনন্দরুদ্ধ স্থবিরের	" ...	১৬
৫। মহাকচ্চায়ন স্থবিরের	" ...	২১
৬। শারিপদ স্থবিরের	" (ক) ...	২৪
৭। কোশম্বীবাসী তিষ্য স্থবিরের প্রামণ্যের	" ...	৩০
৮। শারিপদ স্থবিরের	" (খ) ...	৩৭
৯। খদিরবানিয় রেবতস্থবিরের	" ...	৪১
১০। জনৈকা স্ত্রীলোকের	" ...	৬০

সহস্রবর্গ	উপাখ্যান	
১। তাম্রদন্তিক চোরঘাতকের	" ...	৬৩
২। বাহিয় দারুচীরিয় স্থবিরের	" ...	৭৩
৩। থেরী কুন্ডলকেশীর	" ...	৮৫
৪। অনর্থজিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণের	" ...	১০০
৫। শারিপদ স্থবিরের মাতুল ব্রাহ্মণের	" ...	১০৪
৬। শারিপদ স্থবিরের ভাগিনেয়ের	" ...	১০৭
৭। শারিপদ স্থবিরের সহায়ক ব্রাহ্মণের	" ...	১০৯
৮। আয়ুবর্ধন কুমারের	" ...	১১২
৯। সংকিচ্চ প্রামণ্যের	" ...	১১৯
১০। খাণ্ডকোন্ডপ্ণ স্থবিরের	" ...	১৪১
১১। সম্পদাস স্থবিরের	" ...	১৪৫
১২। পটাচারা থেরীর	" ...	১৫৩
১৩। কিসা গোতমীর	" ...	১৬৭
১৪। বহুপদন্তিকা থেরীর	" ...	১৭৬

পাপবর্গ	উপাখ্যান	পৃষ্ঠা
১। চুল্ল-একসার্টক ব্রাহ্মণের	" ...	১৮০
২। সেব্যাসক হুবিরের	" ...	১৮৭
৩। লাজ দেবকন্যার	" ...	১৮৯
৪। অনার্থপিণ্ডক শ্রেষ্ঠির	" ...	১৯৬
৫। অসংযত পরিক্খার ভিক্ষুর	" ...	২০৫
৬। বিড়ালপাদক শ্রেষ্ঠির	" ...	২০৮
৭। মহাধনবর্গিকের	" ...	২১৫
৮। কুঙ্কটমিত্র নিষাদের	" ...	২২১
৯। কোকশদ্বন্দ্বকলঙ্কের	" ...	২৩৩
১০। মণিকার কুলোপগ তিষ্য হুবিরের	" ...	২৩৯
১১। তিন প্রকার ব্যক্তির	" ...	২৪৫
১২। সুপ্রবন্ধ শাক্যের	" ...	২৫৫

দণ্ডবর্গ	উপাখ্যান	
১। ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণের	" (১) ...	২৬০
২। ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণের	" (২) ...	২৬৩
৩। সম্বহুলকুমারকের	" ...	২৬৫
৪। কোণ্ডধান হুবিরের	" ...	২৬৭
৫। উপোসথিক স্ত্রীগণের	" ...	২৭৮
৬। অজগর প্রেতের	" ...	২৮১
৭। মহামোদ্‌গল্যায়ন হুবিরের	" ...	২৮৯
৮। বহুভাণ্ডিক ভিক্ষুর	" ...	৩০০
৯। সম্ভতি মহামাত্যের	" ...	৩১০
১০। পিলোতিক তিষ্য হুবিরের	" ...	৩১৯
১১। সুখ-প্রামণ্যের	" ...	৩২৪

॥ নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্মৈ ॥

ধম্মগদট্ঠকথা

৭ । অরহন্তবগ্গো

জীবকপঞ্‌হবন্ধু । ১

‘গতন্ধিনো’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জীবকম্ববনে বিহরন্তো
জীবকেন পদুট্ঠপঞ্‌হং আরম্ভ কথেসি । জীবকবন্ধু
বন্ধকে বিথারিতমেব ।

একস্মিং পন সময়ে দেবদন্তো অজাতসত্ত্বনা সন্ধিং একতো
হুত্বা গিগ্বাকুটং অভিরুহিহুত্বা পদুট্ঠচিন্তো ‘সথারং বধি-
স্সামী’তি সিলং পবিম্বি । তং হে পম্বতকুটানি সম্পাটি-
চ্ছিংসু । ততো ভিষ্জিয়া গতা পাপটিকা ভগবতো পাদং
পহ্নিয়া লোহিতং উপাদেসি, ভুসা বেদনা পবত্তিৎসু ।
ভিক্‌খু সথারং মন্দকুচ্ছিং নয়িৎসু । সথা ততোপি

*

*

*

৭ । অইৎবর্গ

জীবক-প্রশ্ন উপাখ্যান । ১ ।

‘গতন্ধিনো’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জীবকের আশ্রমে অবস্থানকালে
জীবকের প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন । ‘জীবকবন্ধু
সন্ধে’ (মহাবস্তু, ৩২৬) বিস্তৃতভাবে বলা আছে ।

একসময় দেবদন্ত অজাতশত্রুর সহিত একত্র হইয়া গৃধ্রকূট পর্বতে
আরোহণ করিয়া ‘শাস্তাকে হত্যা করিব’ এইরূপ প্রদুর্ভীচিতে একটি শিলা
নিক্ষেপ করিলেন । দুইটি পর্বতশীর্ষ ইহাকে ধারণ করিল, কিন্তু বিদীর্ণ
হইয়া একটি প্রস্তরখণ্ড ভগবানের পাদকে আঘাত করিয়া রক্তপাত ঘটাইল ।
ভগবান ভীষণ বেদনায় কষ্ট পাইলে ভিক্ষুরা তাহাকে মদকুচ্ছিতে লইয়া

জীবিকম্ববনং গন্তুকামো ‘তথ মং নেথা’তি আহ। ভিক্ষু-
ভগবন্তং আদায় জীবিকম্ববনং অগমংসু। জীবকো তং
পবত্তিং সুত্তা সত্ত্বা সন্তিকং গন্ত্বা বণপটিকম্মথায় তিখণ-
ভেসজ্জং দত্ত্বা বণং বন্ধিত্বা সথারং এতদবোচ—‘ভন্তে, ময়া
অন্তোনগরে একস্স মনুস্সস্স ভেসজ্জং কতং, তস্স সন্তিকং
গন্ত্বা পুন আগমিস্সামি, ইদং ভেসজ্জং যাব মমাগমনা বদ্ধ-
নিয়ামেনেব তিট্ঠতু’তি। সো গন্ত্বা তস্স পুরিসস্স
কত্ত্বাকিচ্চং কত্ত্বা দ্বারপিদহনবেলায় আগচ্ছন্তো দ্বারং ন
সম্পাপদুগি। অথস্স এতদহোসি—‘অহো ময়া ভারিয়ং
কম্মং কতং, যদাহং অঞ্‌ঞতরস্স পুরিসস্স বিয় তথাগতস্স
পাদে তিখণভেসজ্জং দত্ত্বা বণং বন্ধিং, অয়ং তস্স মোচন-
বেলা, তস্মিং অমুচ্চমানে সন্নিবত্তিং ভগবতো সরীরে
পরিলাহো উম্পত্তিজস্সতী’তি। তস্মিং খণে সথা আনন্দ-

*

*

*

গেলেন। শাস্তা সেখান হইতে জীবকের আশ্রবনে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া
বলিলেন—‘আমাকে সেখানে লইয়া যাও।’ ভিক্ষুগণ ভগবানকে জীবকের
আশ্রবনে লইয়া গেলেন। জীবক সেই ঘটনা শুনিয়া শাস্তার নিকট যাইয়া
ব্রণ উপশমের জন্য বিশেষ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন এবং
শাস্তাকে বলিলেন—‘ভন্তে, আমি নগরাভ্যন্তরে জনৈক ব্যক্তিকে ঔষধ দিয়া
আসিয়াছি। আমি তাহার নিকট যাইয়া পুনরায় আসিব। আমি ফিরিয়া
না আসা পর্যন্ত আমি যে ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি তাহা যেন ঐ অবস্থাতেই
থাকে।’ তিনি যাইয়া ঐ ব্যক্তির কতব্যকৃত সম্পাদন করিয়া ফিরিবার সময়
নগরদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি কিছুতেই নগরের বাহিরে আসিবার পথ
খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন তিনি চিন্তা করিলেন—‘অহো! আমি বড়ই
অন্যায় কাজ করিয়াছি। আমি সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে ঘেরূপ করিয়া থাকি,
তথাগতের পাদেও তীর ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়াছি। এখন
ত সেই বন্ধন খোলার সময়। বন্ধন না খুলিলে সারারাত্রি ভগবানের শরীরে
দাহ উৎপন্ন হইবে।’ সেই মূহুর্তে শাস্তা আনন্দ শ্রবিরকে বলিলেন—

থেরং আমন্তেসিস—“আনন্দ, জীবকো সায়ং আগচ্ছন্তো দ্বারং
ন সম্পাপদুণি, ‘অয়ং বণস্স মোচনবেলা’তি পন চিস্তেসিস,
মোচেসিস ন”ন্তি । থেরো মোচেসিস, বণো রুদ্ধখতো ছল্লি
বিয় অপগতো । জীবকো অন্তোঅরুণেষেব সথু সন্তিকং
বেগেন আগন্হা ‘কিং নু থো, ভন্তে, সরীরে বো পরিলাহো
উপ্পম্বো’তি পদুচ্ছি । সথা ‘তথাগতস্স থো, জীবক, বোধি-
মণ্ডেযেব সস্বপরিলাহো বৃপসন্তো’তি অনুসন্ধিং ঘটেহা
ধম্মং দেসেসন্তো ইমং গাথমাহ—

‘গতদ্ধিনো বিসোকস্স, বিপ্পমদুত্তস্স সস্বাধি ।

সস্বগন্হম্পহীনস্স, পরিলাহো ন বিজ্জতী’তি । ৯০ ।

তথ ‘গতদ্ধিনো’তি গতম্মগস্স কন্তারদ্ধা বটুদ্ধাতি হে অদ্ধা
নাম । তেসু কন্তারপটিপল্লো যাব ইচ্ছিতট্ঠানং ন পাপদু-

*

*

*

‘আনন্দ, জীবক সায়ংকালে প্রত্যাগমনকালে নগরদ্বার রুদ্ধ হওয়ার আসিতে
পারিল না । এখন ত ক্ষতস্থানের বন্ধন খুলিয়া ফেলার সময় । তুমি খুলিয়া
ফেল ।’ স্থবির খুলিয়া দিলেন । ক্ষতস্থান বৃক্ষবাকলের ন্যায় অপগত
হইল । জীবক অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শাস্তার নিকট দ্রুত আসিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—‘ভস্কে, আপনার শরীরে নিশ্চয়ই দাহ উৎপন্ন হইয়াছে ।’ শাস্তা
বলিলেন—

‘হে জীবক, তথাগতের সমস্ত পরিদাহ বোধিমণ্ডপেই উপশান্ত হইয়াছে ।’
তারপর পূর্বাপর ঘটনার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদানকালে এই
গাথা ভাষণ করিলেন—

“যাঁহার পথ চলা শেষ হইয়াছে, যিনি বিগতশোক হইয়াছেন, যিনি সর্ব-
প্রকারে মুক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহার সকল গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহার কোন
দুঃখ নাই ।”

—ধম্মপদ, স্লোক, ৯০ ।

অর্থ : ‘গতদ্ধিনো’ অর্থাৎ গতমার্গ ব্যক্তির । অধনা দুই প্রকার—কান্তার
অধনা এবং বজ্র অধনা । ইহাদের মধ্যে কান্তার প্রতিপন্ন ব্যক্তি যতক্ষণ না

গতি, তাব অন্ধিকোষেব, এতস্মিং পন পন্তে গতিন্ধি নাম
 হোতি । বট্টসান্নিসিতাপ সত্তা যাব বট্টে বসন্তি, তাব
 অন্ধিকা এব । কস্মা ? বট্টস অখোপিতত্তা । সোতাপন্ন-
 দয়োপি অন্ধিকা এব, বট্টে পন থেপেহা ঠিতো খীণাসবো
 গতিন্ধি নাম হোতি । তস্স গতিন্ধিনো । ‘বিসোকস্সা’তি
 বট্টমূলকস্স সোকস্স বিগতত্তা বিসোকস্স । ‘বিপ্পমুত্তস্স
 সম্বধী’তি সম্বেসসু খন্ধাদিধম্মেসসু বিপ্পমুত্তস্স, ‘সম্বগন্ধপ-
 হীনস্সা’তি, চতুন্নস্পি গন্ধানং পহীনত্তা সম্বগন্ধপ-
 হীনস্স । ‘পরিলাহো ন বিজ্জতী’তি দুবিধো পরিলাহো
 কায়িকো চেতসিকো চাতি । তেসসু খীণাসবস্স সীতুণ্-
 হাদিবসেন উপ্পন্নত্তা কায়িকপরিলাহো অনিব্বতোব, তং
 সন্ধ্যা জীবকো পুচ্ছতি । সখা পন ধম্মরাজতায়
 দেসনাবিধিকুসলতায় চেতসিকপরিলাহবসেন দেসনং

*

*

*

ঈশিত স্থান প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ সে অধিকই । ইহা প্রাপ্ত হইলেই গতিন্ধি নাম
 হয় । বট্ট সান্নিহিত সত্তাগণও যতক্ষণ বট্টে থাকে, ততক্ষণ তাহারা অধন্যই ।
 কেন ? বট্টের শেষ করে নাই বলিয়া । সোতাপন্নাদি ব্যক্তিগণও অধন্যই ।
 আর বট্টকে যিনি নিঃশেষ করিয়া দ্বিতীয়া হইতেছেন ক্ষীণাস্রব, যাহাকে
 বলা হয় গতাধন্য । সেই গতাধন্য ব্যক্তির । ‘বিশোকের’ বট্টমূলক শোক
 বিগত হইয়াছে যাহার সেই বিশোকের । ‘সর্বতোভাবে বিপ্রমুত্তের’ অর্থাৎ
 সমস্ত প্রকার স্কন্ধাদিধর্মসমূহে যে বিপ্রমুত্ত হইয়াছে । ‘সমস্ত গ্রন্থি যাহার
 প্রহীন হইয়াছে’ অর্থাৎ চারি প্রকার গ্রন্থির (অভিধ্যা, ব্যাপাদ, শীলরত
 পরামর্শ এবং সত্যাবিনিবেশ) প্রহীন যে করিয়াছে সেই সর্বগ্রন্থপ্রহীন ।

‘পরিদাহ থাকে না’—পরিদাহ দুই প্রকার—কায়িক এবং চেতসিক ।
 যাহারা ক্ষীণাস্রব (= অহং) তাহাদের শীতোষ্ণজনিত কায়িক পরিদাহ
 অনিবর্ত্তই তাই জীবক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । শাস্তা ধর্মরাজ বলিয়া,
 দেশনাবিধিকুশলী বলিয়া, চেতসিক পরিদাহবশে দেশনাকে বিনিবর্তিত

বিনিবস্তেতো, 'জীবক, পরমথেন এবরুপস্স খীগাসবস্স
পরিলাহো ন বিজ্জতী'তি আহ ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপুণিংসুতী ।

। জীবকপণ্ডিত্বথু পঠমং ।

*

*

*

কিয়্যা বলিলেন—‘হে জীবক, পরমার্থবশে এইরূপ ক্ষীগাস্তব ব্যক্তির
পরিদাহ থাকে না ।’

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

। জীবক-প্রশ্ন উপাখ্যান সমাপ্ত ।

মহাক্সসপথেরবন্ধু । ২

‘উদ্যুজ্ঞন্তী’তি ইমং ধর্মদেবনং সখা বেলদুবনে বিহরন্তো মহাক্সসপথেরং আরব্ধ কথেসি ।

একস্মিৎসিহি সময়ে সখা রাজগহে বদুট্ঠবস্সো ‘অন্ধমাসচ্চ-
য়েন চারিকং পক্কমিস্সামী’তি ভিক্খুনং আরোচাপেসি ।
বত্তং কিরেতং বুদ্ধানং ভিক্খুহি সন্ধিং চারিকং চরিতু-
কামানং ‘এবং ভিক্খু অন্তনো পত্তপচনচীবররজনাদীনি
কহা সুখং গমিস্সন্তী’তি ‘ইদানি অন্ধমাসচ্চয়েন চারিকং
পক্কমিস্সামী’তি ভিক্খুনং আরোচাপনং । ভিক্খুসু-
পন অন্তনো পত্তচীবরাদীনি করোন্তেসু মহাক্সসপ-
থেরোপি চীবরানি ধোবি । ভিক্খু উস্সায়িংসু ‘থেরো
কস্সা চীবরানি ধোবতি, ইমস্মিং নগরে অন্তো চ বহি চ

*

*

*

মহাকাশ্যপ স্থবিরের উগাখ্যান । ২ ।

‘ধর্মাভ্যাসে নিরত থাকে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণদুবনে অবস্থানকালে মহাকাশ্যপ স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ দিয়াছিলেন । ‘আমার পুত্র’ ইত্যাদির দ্বারা পূর্বাপর সম্বধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন ।

এক সময় শাস্তা রাজগহে বসাবাস উদ্‌যাপন করিয়া ভিক্ষুদের জানাইলেন—‘অধর্মাস অতীত হইলে আমি চারিকায় বাহির হইব ।’ ভিক্ষুদের সঙ্গে চারিকায় গমনেচ্ছ বুদ্ধগণের ইহাই নিয়ম যাহাতে ভিক্ষুগণ নিজ নিজ ভিক্ষাপাত্রকে অগ্ন্যুত্তাপের দ্বারা পরিপক্ব করিয়া চীবরাদি রঞ্জিত করিয়া সুখে যাইতে পারে । সেইজন্য তাঁহারা বলিয়া থাকেন—‘আমি এখন হইতে অধর্মাস অতীত হইলে চারিকায় যাইব ।’ ভিক্ষুগণ ভিক্ষাপাত্র পরিপক্ব করা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকিলে মহাকাশ্যপ স্থবিরও নিজের চীবরাদি ধৌত করিলেন । ভিক্ষুরা বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—‘স্থবির কেন চীবর ধৌত করিতেছেন ? এই নগরের ভিতরে এবং বাহিরে আঠার

অট্ঠারস্স মনুস্সকোটিয়ো বসন্তি । তথ্ণ য়ে থেরস্স ন ঐণাতকা, তে উপট্ঠাকা, য়ে ন উপট্ঠাকা, তে ঐণাতকা । তে থেরস্স চতুর্হি পচ্চযোহি সন্মানসঙ্কারং করোন্তি । এত্তকং উপকারং পহায় এস কহং গমিস্সতি ? সচোপি গচ্ছেয়া, মাপমাদকন্দরতো পরং ন গমিস্সতী'তি । সথা কির যং কন্দরং পহা নিবত্তেতস্সবদুত্তকে ভিক্খু 'তুম্হে ইতো নিবত্তথ, মা পমজ্জিত্থা'তি বদতি । তং 'মাপমাদকন্দর'ন্তি বুদ্ধতি, তং সন্ধ্যেতং বদন্তং ।

সথাপি চারিকং পক্কমন্তো চিন্তেতি—'ইমস্মিং নগরে অন্তো চ বহি চ অট্ঠারস্স মনুস্সকোটিয়ো বসন্তি । মনুস্সানং মঙ্গলামঙ্গলট্ঠানেসু ভিক্খুহি গন্তস্সং হোতি, ন সন্ধা বিহারং তুচ্ছং কাতুং, কং নু খো নিবত্তেস্সামী'তি ? অথস্স এতদহোতি—'কস্সপস্স হেতে মনুস্সা ঐণাতকা চ

*

*

*

কোটি মনুষ্যের বাস । তাহাদের মধ্যে যাহারা স্থবিরের জ্ঞাতি নহে, তাহারা স্থবিরের সেবক । আর যাহারা স্থবিরের সেবক নহে, তাহারা স্থবিরের জ্ঞাতি । তাহারা সকলে চতুর্প্ৰত্যাদি দ্বারা স্থবিরের সন্মান-সৎকার করিয়া থাকে । এইরূপ উপকার ত্যাগ করিয়া স্থবির কোথায় যাইবেন ? যাইলেও 'মাপমাদ' নামক পর্বত-কন্দরের বেশী দূরে যাইবেন না ।' শাস্তা ঐ কন্দর প্রাপ্ত হইলে যে সকল ভিক্ষু ফিরিতে চাহে তাহাদের বলেন—'তোমরা ঐ স্থান হইতে ফিরিয়া যাও । প্রমত্ত হইও না ।' এইজন্যই ঐ কন্দরের উক্ত নাম হইয়াছে । ভিক্ষুরাও সেই উদ্দেশ্যেই বলিয়াছে যে মহাকাশ্যপ স্থবির 'মাপমাদ কন্দরের' বেশী দূরে যাইবেন না ।

শাস্তাও চারিকায় যাইয়া চিন্তা করিলেন—'ঐ নগরের ভিতরে এবং বাহিরে আঠার কোটি মনুষ্যের বাস । তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল কার্যে ভিক্ষুদের যাইতে হয় । অতএব বিহার একেবারে শূন্য রাখাও ঠিক নহে । কিন্তু কাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিব ?' তখন তিনি ভাবিলেন—'ঐ মনুষ্যগণ

উপট্টাণ্ডা চ, কস্সপং নিবন্তেতুং বটুভীতি । সো ধেরং
আহ—‘কস্সপ, ন সন্ধা বিহারং তুচ্ছং কাডুং, মনুস্সানং
মঙ্গলামঙ্গলট্টানেন্দু ভিক্খুহি অথো হোতি, ত্বং অন্তনো
পরিসায় সন্ধিং নিবন্তুস্’তি । ‘সাধু, ভন্তে’তি ধেরো
পরিসং আদায় নিবন্তি । ভিক্খু উম্মায়িসু, ‘দিট্ঠং
বো, আবুসো, ননু ইদানেব অম্হেহি বদন্তং ‘মহাকস্সপো
কস্সা চীঘরাণি ধোবতি, ন এসো সথারা সন্ধিং গমি-
স্সতী’তি যং অম্হেহি বদন্তং, তদেব জাত’ন্তি । সথা
ভিক্খুনং কথং সুদ্বা নিবন্তিস্সা ঠিতো আহ—‘ভিক্খবে,
কিং নামেতং কথেথা’তি ? ‘মহাকস্সপথেরং আরম্ভ
কথেন্ন, ভন্তে’তি অন্তনো কথিতনিয়ামেনেব সস্বং আরো-
চেসুং । তং সুদ্বা সথা “ন, ভিক্খবে, তুমুহে কস্সপং
‘কুলেসু চ পচ্চেসু চ লঙ্গো’তি বদেথ, সো ‘মম

কাশ্যপেরই জ্ঞাতি এবং সেবক । কাশ্যপকেই ফিরাইতে হইবে ।’ তিনি
স্থবিরকে বলিলেন—‘কাশ্যপ, বিহার একেবারে শূন্য রাখা ঠিক নহে । মনুষ্য-
গণের মঙ্গলামঙ্গল কার্যে ভিক্ষুদের প্রয়োজন হয় । তুমি সপারিষদ ফিরিয়া
যাও ।’ ‘সাধু ভন্তে’ বলিয়া মহাকাশ্যপ নিজের পরিষদের ভিক্ষুদের লইয়া
ফিরিয়া গেলেন । ভিক্ষুগণ সলিমন কল্পিতে লাগিল—‘বন্ধুগণ, দেখিলে ত !
আমরা এখনই ধলাবলি করিতেছিলাম না যে মহাকাশ্যপ কেন চীঘর
ধুইতেছেন । তিনি ত শান্তার সঙ্গে ঘাইবেন না । আমরা বাহা বলিয়া-
ছিলাম তাহাই হইল । শান্তা ভিক্ষুদের কথা শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া
বসিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বলিতেছ ?’

‘ভন্তে, মহাকাশ্যপ স্থবিরের প্রসঙ্গেই বলিতেছিলাম ।’—এই বলিয়া
তাহারা বাহা আলোচনা করিয়াছিল সমস্তই শান্তাকে জানাইল । তাহা
শুনিয়া শান্তা বলিলেন—“হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কখনও ভাবিওনা যে কাশ্যপ
কোন পরিবার বা চতুর্প্রত্যয়ের শ্রুতি অনুবৃত্ত । আমার কথা রক্ষা করিবার

বচনং করিস্সামী'তি নিবন্তো । এসো হি পদ্বেষে পথনং
করোন্তোয়েব 'চতুস্ পচ্চয়েস্ অলঙ্গো চন্দ্রপমো হৃদ্বা
কুলানি উপসংক্রমিতুং সমথো ভবেয়্য'ন্তি পথনং অকাসি ।
নথেষ্প কুলে বা পচ্চয়ে বা লঙ্গো, অহং চন্দ্রাপম্পটি-
পদণ্ডেব অরিয়বংস্পটিপদণ্ড কথেষ্টো মম পদ্বন্তং কস্সপং
আদিং কহ্বা কথেসি"ন্তি আহ ।

ভিক্খু সখারং পদ্বিচ্ছংসু—'ভন্তে, কদা পন থেরেন
পথনা ঠপিতা'তি ? 'সোতুকামাথ, ভিক্খবে'তি ? 'আম,
ভন্তে'তি । সখা তেসং, 'ভিক্খবে, ইতো কস্পসতসহস্স-
মথকে পদমুত্তরো নাম বুদ্ধো লোকে উদপাদী'তি বহ্বা
পদমুত্তরপাদমূলে তেন ঠপিতপথনং আদিং কহ্বা সস্বং
থেরস্স পদ্ববচরিতং কথেসি । তং থেরপালিয়ং বিথারিত-

*

*

*

জন্যই সে ফিরিয়া গিয়াছে । পূর্বজন্মে সে এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল—
'চতুপ্রত্যয়ের প্রতি আসক্ত না হইয়া চন্দ্রাপম বিশুদ্ধ হইয়াই যেন আমি
বীভিন্ন পরিবারে উপস্থিত হইতে সক্ষম হই ।' তাহার কোন কুল বা প্রত্যয়ের
প্রতি আসক্তি নাই । আমি চন্দ্রাপম প্রতিপদ (সংস্কৃতনিকায়, ১. ২. ১৪৬)
এবং আৰ্যবংশ প্রতিপদ দেশনাকালে আমার পুত্র কাশ্যপকে উদ্দেশ্য
করিয়াই বলিয়াছিলাম ।"

ভিক্ষুগণ শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভণ্ডে, কখন স্থবির এই প্রার্থনা
করিয়াছিলেন ?'

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি শুনিতে চাও ?'

'হ্যাঁ ভণ্ডে ।'

শাস্তা তাহাদের বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, এখন হইতে শতসহস্র কস্পের মাথায় পদমুত্তর নামক
বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ।'—ইত্যাদি বলিয়া পদমুত্তর পাদমূলে
তাহার প্রার্থনা নিবেদন করা হইতে শুরুর করিয়া স্থবিরের সমস্ত পূর্বচরিত
বর্ণনা করিলেন । ইহা থেরপালিতে অর্থাৎ থেরগাথায় বিস্তৃতভাবে বলা

মেব । সখা পন ইমং থেরস্স পদ্বচরিতং বিখারেহ্বা 'ইতি
থো, ভিক্খবে, অহং চন্দোপমস্পটিপদণ্ণেব অরিয়বংস-
স্পটিপদণ্ণ মম পদন্তুং কস্সপং আদিং কহ্বা কথেসিং, মম
পদন্তুস্স কস্সপস্স পচ্চয়েসদু বা কুলেসদু বা বিহারেসদু বা
পরিবেণেসদু বা লণ্ণো নাম নখি, পল্ললে ওতিরহ্বা তথ
চরিত্বা গচ্ছন্তো রাজহংসো বিয় কথচি অলণ্ণোযেব মম
পদন্তো'তি অনুসন্ধিং ঘটেশা ধম্মং দেসেন্তো ইমং
গাথমাহ—

‘উয়্যুজ্জন্তি সতীমন্তো, ন নিকেতে রমন্তি তে ।

হংসাব পল্ললং হিহ্বা, ওকমোকং জহন্তি তে'তি । ৯১ ।

তথ ‘উয়্যুজ্জন্তি সতীমন্তো’তি সতিবেপুল্লস্পত্তা খীণাসবা
অন্তনা পটিবিদ্ধগুণেসদু ঝানবিপস্সনাদীসদু আবজ্জনসমা-
পজ্জনবদুট্ঠানাদিট্ঠানপচ্চবেক্খণাহি যুজ্জন্তি ঘটেন্তি ।

*

*

*

হইয়াছে । শাস্তা এইভাবে স্থবিরের পদ্বচরিত বিস্তৃতভাবে বলিয়া বলিলেন
—“হে ভিক্ষুগণ, আমি চন্দোপম প্রতিপদ এবং আর্যবংশ প্রতিপদ আমার
পুত্র কাশ্যপ প্রমুখদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছি । আমার পুত্র কাশ্যপের
চতুর্প্রত্যয় বা কুল বা বিহার বা পরিবেণের প্রতি কোন আসক্তি নাই ।
পল্ললে অবতরণ করিয়া তাহাতে বিচরণ করিয়া আমার পুত্র রাজহংসের ন্যায়
কোথাও আসক্ত হয়না”—এইভাবে পূর্বাপর ঘটনার সম্বন্ধ ঘটাইয়া ধর্ম-
দেশনাকালে শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিতেছিলেন—

“যাঁহারা একাগ্রমনে ধর্মাভ্যাসে নিরত থাকেন, গৃহসুখে আনন্দলাভ
করেন না—হংসগণ যেমন পদ্বর্কারিণী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাঁহারাও
(অহংগণ) সেইরূপ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান ।”

—ধম্মপদ, শ্লোক, ৯১ ।

অন্বয় : ‘যাঁহারা একাগ্রমনে ধর্মাভ্যাসে রত থাকেন’ অর্থাৎ স্মৃতি বৈপুল্য
প্রাপ্ত অহংগণ শমধ-বিদর্শন সাধনায় যে গুণসমূহ অর্জন করেন তাহাতেই
আবর্তন-সমার্তন-বদুত্থান-অধিষ্ঠান-প্রত্যবেক্ষণাদির দ্বারা বর্তমান থাকেন,

‘ন নিকেতে রমন্তি তে’তি তেসং আলয়ে রতি নাম নথি ।
 ‘হংসাবা’তি দেসনাসীসমেতং, অয়ং পনেথ অথো—যথা
 গোচরসম্পন্নে পল্ললে স্কুণা অন্তনো গোচরং গহেহ্বা গমন-
 কালে ‘মম উদকং, মম পদমং, মম উৎপলং, মম কর্ণিকা’তি
 তস্মিং ঠানে কর্ণি আলয়ং অকহ্বা অনপেক্খাব তং ঠানং
 পহায় উপ্পতিহ্বা আকাসে কীলমানা গচ্ছন্তি, এবমেবং
 খীণাসবা যথ কথ্যচি বিহরন্তাপি কুলাদীসু অলংগা এব
 বিহরিহ্বা গমনসময়েপি তং ঠানং পহায় গচ্ছন্তা ‘মম
 বিহারো, মম পরিবেণং, মমদপট্ঠাকা’তি অনালয়া অন-
 পেক্খাব গচ্ছন্তি । ‘ওকমোক’ন্তি আলয়ালয়ং, সম্বালয়ে
 পরিচ্ছজন্তীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গংসুদতি ।

। মহাকস্সপথেরবথু দুর্দতিয়ং ।

তাহা হইতে বিচ্যুত হন না সর্বদা তাহাতেই ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকেন । ‘তৃষ্ণা-
 নিকেতনে অভিভরমিত হন না’ অর্থাৎ তাঁহাদের গৃহবাসে অনন্দই হয় না ।
 ‘হংসের ন্যায়’ যেমন গোচরসম্পন্ন পুষ্করিণীতে পক্ষিগণ তাহাদের গোচর
 শেষ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় ‘আমার জল, আমার পদ্ম, আমার উৎপল,
 আমার কর্ণিকা বলিয়া তাহাতে কোন মমত্ব উৎপন্ন করে না, নিরপেক্ষভাবে
 সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া উড়িয়া যাইয়া আকাশে ক্রীড়া করিতে করিতে
 চলিয়া যায়, ঠিক তদ্রূপ অহংগণ যত্র তত্র অবস্থানকালে কুলাদির প্রতি
 অনাসক্ত হইয়া বিহার করিয়া গমনকালেও সেই সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার
 সময় ‘আমার বিহার, আমার পরিবেণ, আমার সেবকগণ বলিয়া মমত্ব
 উৎপাদন না করিয়া নিরপেক্ষভাবে চলিয়া যান । ‘ওকমোক’ অর্থাৎ আলয়ালয়,
 সকল আলয় পরিত্যাগ করেন এই অর্থ ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তি প্রভৃতি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

। মহাকাশ্যপ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

বেলট্ঠিসীসখেরবন্ধ । ৩

‘ষেষং সন্নিচয়ো নখী’তি ইমং ধর্মদেসনং সখা জেতবনে
বিহরন্তোআয়স্মন্তং বেলট্ঠিসীসং আরব্ধ কথেসি ।

সো কিরায়স্মা অস্তোগামে একং বীথিং পিন্ডায় চরিত্বা
ভত্তিকিচ্চং কত্বা পদন অপরং বীথিং চরিত্বা সদ্ধুতং কুরং
আদায় বিহারং হরিত্বা পটিসামেত্বা ‘নিবদ্ধং পিন্ডপাত-
পরিয়েসনং নাম দদ্ধুত’স্তি কতিপাহং ঝানসদ্ধুতেন বীতিনা-
মেত্বা আহায়েন অথে সতি তং পরিভুঞ্জতি । ভিক্খু
এত্বা উজ্জায়িত্বা তমত্থং ভগবতো আরোচেসদুং । সখা
এতস্মিং নিদানে আয়তিং সন্নিধিকারপরিবজ্জনথায়
ভিক্খুনং সিক্খাপদং পঞ্‌ঞপেত্বাপি থেয়েন পন
অপঞ্‌ঞন্তে সিক্খাপদে অস্পিচ্ছতং নিস্সায় কতত্তা তস্স

*

*

*

বেলট্ঠিসীস স্ববিরের উপাখ্যান । ৩ ।

‘স্বাহাদের সঞ্জয় নাই’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে
আয়দুস্মান বেলট্ঠিসীসকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই আয়দুস্মান বেলট্ঠিসীস গ্রামের এক রাস্তায় ভিক্ষাচরণ করিয়া
ভোজনকৃত্য শেষ করিয়া পদনরায় অন্য রাস্তায় ভিক্ষাচরণ করিয়া শুদ্ধ ভাত
(অর্থাৎ ব্যঞ্জন ছাড়া) লইয়া বিহারে আসিয়া সঞ্জয় করিয়া ‘প্রত্যহ পিন্ড-
পাতের সম্বন্ধে যাওয়া দূঃখজনক’ এই মনে করিয়া কিছুদিন ধ্যানলব্ধে
কাটাওয়া আহায়ের প্রয়োজন হইলে তাহা ভোজন করিতেন । ভিক্ষুগণ
তাহা জানিতে পারিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং ভগবানকে এই বিষয়
জ্ঞাপন করিলেন । শাস্ত্রা এই বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন যে ভিক্ষুরা
ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য কোন সঞ্জয় করিতে পারিবে না । কিন্তু এই
শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হইবার পূর্বে ঐ ভিক্ষু উক্ত অপরাধ করিয়াছেন এবং
যেহেতু তিনি নিলোলুপ শাস্ত্রা তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন নাই ।

দোসাভাবং পকাসেসন্তো অন্দুসন্ধিং ঘটেত্বা ধম্মং দেসেসন্তো
ইমং গাথমাহ—

‘ষেসং সন্নিচয়ো নথি, যে পরিঞ্ণাতভোজনা ।

সদ্দুঞ্ণতো অনিমিত্তো চ, বিমোক্খো ষেসং গোচরো ।

আকাসেব সকুস্তানং, গতি তেসং দূরন্নয়া’তি । ৯২ ।

তথ ‘সন্নিচয়ো’তি ত্বে সন্নিচয়া—কম্মসন্নিচয়ো চ, পচ্চয়-
সন্নিচয়ো চ । তেসদ্দু কুসলাকুসলকম্মং ‘কম্মসন্নিচয়ো’ নাম,
চত্তারো পচ্চয়া ‘পচ্চয়সন্নিচয়ো’ নাম । তথ বিহারে বসন্তুস্স
ভিক্খুনো একং গদুলপিণ্ডং, চতুভাগমত্তং সন্পিং, একণ্ড
তণ্ডুলনাংলিং ঠপেত্তুস্স পচ্চয়সন্নিচয়ো নথি, ততো উত্তরি
হোতি । ‘ষেসং’ অয়ং দুবিধোপি সন্নিচয়ো নথি । ‘পরি-
ঞ্ণাতভোজনা’তি তীহি পরিঞ্ণাহিপরিঞ্ণাতভো-
জনা যাগদ্দাদীনঞ্ণহি যাগদ্দাবাদিজনানং ঞ্ণাতপরিঞ্ণা,

*

*

*

পূর্বাপর ঘটনার সম্বধান করিয়া শাস্তা ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষা
করিয়াছিলেন—

“যাঁহাদের কোন বস্তুর সঙ্ঘ নাই, যাঁহারা ‘পরিজ্ঞা’রয়ের সহিত (জ্ঞাত-
পরিজ্ঞা, তীরণপরিজ্ঞা এবং প্রহাণপরিজ্ঞা) ভোজন করেন, শূন্যতা ও
অনিমিত্ত বিমোক্ষ যাঁহাদের গোচরীভূত হইয়াছে, আকাশে পক্ষিগণের পদ-
নিক্ষেপ যেমন নিরূপণ করা যায় না, তাঁহাদিগের (অর্থাৎ অহংগণের)
গতিও সেইরূপ নিরূপণ করা যায় না ।” —ধম্মপদ, স্লোক ৯২ ।

অম্বয় : ‘সঙ্ঘ’ বলিতে দুই প্রকার সঙ্ঘ—কর্মসঙ্ঘ ও প্রত্যয়সঙ্ঘ ।
ইহাদের মধ্যে কুশলাকুশল কর্ম হইতেছে কর্মসঙ্ঘ এবং চারি প্রকার প্রত্যয়
হইতেছে প্রত্যয় সঙ্ঘ । বিহারে বসবাসকারী ভিক্ষু একটি গুড়পিণ্ড,
সামান্যমাত্র ঘৃত বা নালিমাত্র তণ্ডুল রাখিলে প্রত্যয়সঙ্ঘ হয় না—ইহার
বেশী রাখিলে হয় । যাঁহাদের এই উভয়বিধ সঙ্ঘ নাই, পরিজ্ঞাতভোজনকারী
অর্থাৎ তিন প্রকার পরিজ্ঞা দ্বারা ভোজনকারী । যাগদ্দ প্রভৃতির যাগদ্দাবকে জানা

আহারে পটিকূলসঞ্জ্ঞাবসেন পন ভোজনস্স পরিজ্ঞানং
 তীরণপরিঞ্ঞা, কবলীকারাহারে ছন্দরাগঅপকড্ঢন-
 ঞ্ণাণং পহানপরিঞ্ঞা । ইমাহি তীহি পরিঞ্ঞাহি বে
 পরিঞ্ঞাতভোজনা । ‘সদুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চা’তি
 এথ অস্পর্গিহিতবিমোক্ষোপি গহিতোযেব । তীর্ণপি
 চেতানি নিস্বানস্সেব নামানি । নিস্বানঞ্ঞহি রাগদোস-
 মোহানং অভাবেন সদুঞ্ঞতো, তেহি চ বিমদুত্তন্তি
 সদুঞ্ঞতো বিমোক্ষো, তথা রাগাদিনিমিত্তানং অভাবেন
 অনিমিত্তং, তেহি চ বিমদুত্তন্তি অনিমিত্তো বিমোক্ষো,
 রাগাদিপর্গিধীনং পন অভাবেন অস্পর্গিহিতং, তেহি চ
 বিমদুত্তন্তি অস্পর্গিহিতো বিমোক্ষোতি বদুচ্চতি । ফল-
 সমাপত্তিবসেন তং আরম্মণং কহ্বা বিহরন্তানং অয়ং
 তিবিধো ‘বিমোক্ষো যেসং গোচরো’ । ‘গতি তেসং দুরব-
 য়া’তি যথা নাম আকাসেন গতানং সকুণানং পদনিক্খেপস্স

*

*

*

‘জ্ঞাতপরিজ্ঞা’ । আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাবশে ভোজনকে জানা ‘তীরণপরিজ্ঞা’ ।
 কবলীংকার আহারে (অর্থাৎ শূল আহারে) ছন্দ রাগ দূরীকরণের জ্ঞান
 ‘প্রহানপরিজ্ঞা’ । এই তিন প্রকার পরিজ্ঞার দ্বারা যাহারা পরিজ্ঞাতভোজী ।
 ‘শূন্যতা ও অনিমিত্ত’ বলিতে এখানে ‘অপ্রর্গিহিত’ বিমোক্ষকেও গ্রহণ করা
 হইয়াছে । এই তিনটি হইতেছে নির্বাণেরই নাম । রাগ-দ্বेष-মোহের অভাবে
 নির্বাণ হইতেছে ‘শূন্যতা’ । সেইগুণি হইতে বিমুক্ত বলিয়া শূন্যতা-বিমোক্ষ ।
 তদুপ রাগাদি নিমিত্তসমূহের অভাবে ‘অনিমিত্ত’ । সেইগুণি হইতে বিমুক্ত
 বলিয়া অনিমিত্ত-বিমোক্ষ । রাগাদি প্রর্গিধিসমূহের অভাবে ‘অপ্রর্গিহিত’ ।
 সেইগুণি হইতে বিমুক্ত বলিয়া অপ্রর্গিহিত-বিমোক্ষ । ফলসমাপত্তিবশে
 ইহাকে আলম্বন করিয়া বিহারকারীদের এই ত্রিবিধ বিমোক্ষ যাহাদের
 গোচর । ‘তাঁহাদের গতি দৃষ্টেয়’—আকাশে বিচরণকারী পক্ষীদের যেমন
 পদনিষ্কেপ দেখা যায় না বলিয়া তাহাদের গতি দৃষ্টেয়, তদুপ যাহাদের উক্ত

অদস্সনেন গতি দুরন্নয়া ন সন্ধা জানিতুং, এবমেব যেসং
অয়ং দুবিধো সন্নিচয়ো নখি, ইমাহি চ তীহি পরিঞ্ণোহি
পরিঞ্ণোতভোজনা, যেসণ্ড অয়ং বদন্ত্পকারো বিমোক্খো
গোচরো, তেসং তয়ো ভবা, চতস্সো যোনিয়ো, পণ্ড গতিয়ো,
সন্তু বিঞ্ণোণট্ঠিতিয়ো, নব সত্তাবাসাতি ইমেসদু পণ্ডসদু
কোট্ঠাসেসদু ইমিনা নাম গতাতি গমনস্স অপঞ্ণোয়নতো
গতি দুরন্নয়া ন সন্ধা পঞ্ণোপেতুন্তি ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্গিংসদুতি ।

। বেলট্ঠিসীসথেরবথদু ততিয়ং ।

*

*

*

দুই প্রকার সত্ত্ব নাই, যাঁহারা উক্ত তিন প্রকার পরিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞাতভোজী,
যাঁহাদের উক্ত প্রকার বিমোক্ষ গোচর, তাঁহাদের শিভব (কামভব, রূপভব ও
অরূপভব), চতুর্বিধ যোনি (অণ্ডজ, জরায়ুজ, সংস্বেদজ ও ঔপপাতিক),
পণ্ড গতি (নরক, তিষ্ণক্, মনুষ্য, দেব ও ব্রহ্ম), সত্ত্ববিধ বিজ্ঞানীস্থিতি
(নানাত্মকায় নানাত্মসংজ্ঞী, নানাত্মকায় একাত্মসংজ্ঞী, একাত্মকায় নানাত্মসংজ্ঞী,
একাত্মকায় একাত্মসংজ্ঞী, আকাশানন্তায়তন, বিজ্ঞানানন্তায়তন এবং অকিঞ্চ-
নায়তন) ও নব সত্ত্বাবাস (১। মনুষ্য, দেব, বিনিপাতিক—নরক, অসুর,
প্রেত ও তিষ্ণক্, ২। ব্রহ্মকারিক দেবতা, ৩। আভাস্বর, ৪। শূভ-
কীর্ণ, ৫। অসংজ্ঞসত্ত্ব, ৬। আকাশানন্তায়তন, ৭। বিজ্ঞানানন্তায়তন,
৮। অকিঞ্চনায়তন এবং ৯। নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন)—এই পাঁচ প্রকার
বিভাগের মধ্যে তাঁহার (অহঁতের) এই গতি হইয়াছে বলিয়া গমনের
অজ্ঞানতাহেতু তাঁহার গতি ‘দুজ্ঞেয়’ অর্থাৎ জানা সম্ভব নহে ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তির স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ হইয়াছিল ।

। বেলট্ঠিসীস হুবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

অনুরুদ্ধথেরবন্ধু । ৪

‘যস্মাসবান্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লবনে বিহরন্তো
অনুরুদ্ধথেরং আরব্ধ কথেসি ।

একস্মিৎত্রিদিবসে থেরো জিন্নচীবরো সঙ্কারকুটাদীসু
চীবরং পরিয়েসতি । তস্ম ইতো ততিয়ে অন্তভাবে পুরাণ-
দর্শিত্যিকা তাবতিংসভবনে নিব্বত্তিত্বা জালিনী নাম
দেবধীতা অহোসি । সা থেরং চোলকানি পরিয়েসমানং
দিস্বা থেরস্স অথায় তেরসহথায়তানি চতুহথবিথতানি
তীর্ণ দিব্বদুস্সানি গহেত্বা ‘সচাহং ইমানি ইমিনা
নীহারেন দস্সামি, থেরো ন গণ্হিস্সতী’তি চিস্তেত্বা
তস্ম চোলকানি পরিয়েসমানস্স পুরতো একস্মিং সঙ্কার-
কুটে সথা নেসং দসন্তমন্তমেব পঞ্ঞায়তি, তথা ঠপেসি ।
থেরো তেন মণ্ণেন চোলকপরিয়েসমানং চরন্তো নেসং দসন্তং

*

*

*

অনুরুদ্ধ স্থবিরের উপাখ্যান । ৪ ।

‘যাঁহার আম্রবসমূহ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে
অনুরুদ্ধ স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন স্থবির জীর্ণচীবর হইয়া আবর্জনাশূপে চীবর (ছিন্নবস্ত্র)
খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন । বর্তমান হইতে পূর্বে তাঁহার তৃতীয় জন্মের
ভাষা তাবতিংসভবনে জন্মগ্রহণ করিয়া জালিনী নামে দেবকন্যা হইয়াছিলেন ।
তিনি স্থবিরকে জীর্ণবস্ত্র খুঁজিতে দেখিয়া স্থবিরের জন্য দৈর্ঘ্য তের হাত
এবং প্রস্থে চার হাত বিশিষ্ট তিনখানি দিব্যবস্ত্র লইয়া ‘যদি আমি এইভাবে
প্রদান করি স্থবির গ্রহণ করিবেন না’ চিন্তা করিয়া তিনি যেস্থানে জীর্ণবস্ত্র
খুঁজিতেছিলেন সেখানে একটি আবর্জনাশূপে এমনভাবে বস্ত্রগুলি রাখিয়া
দিলেন যাহাতে বস্ত্রের পাড়ের কিছুঅংশ দেখা যায় । স্থবির সেই রাস্তায়
জীর্ণবস্ত্রের সন্ধান করিতে করিতে ঐ বস্ত্রসমূহের পাড়ের শেষভাগ দেখিতে

দিম্বা তথৈব গহেত্বা আকড়্‌মানো বদন্তুস্পমাগানি দিম্ব-
দুস্মানি দিম্বা 'উক্কট্টপংসুকুলং বত ইদ'ন্তি আদায়
পক্কামি । অথস্স চীবরকরণদিবসে সথা পণ্ডসত্‌ভিক্‌খু-
পরিবারো বিহারং গন্ত্বা নিসীদি, অসীতিমহাথেরাপি
তথৈব নিসীদিংসু, চীবরং সিব্বেতুং মহাকস্সপথেরো মূলে
নিসীদি, সারিপদন্তুথেরো মল্লেক্‌, আনন্দথেরো অণ্ণে,
ভিক্‌খুসল্লো সত্তুং বট্টেসি, সথা সচ্চিপাসকে আবদুণি,
মহামোঙ্গল্লানথেরো যেন যেন অথো, তং তং উপনেষ্টো
বিচরি ।

দেবধীতাপি অস্তোগামং পর্বিসিত্বা 'ভোস্তা অস্সাংস নো
অনুরুদ্ধথেরস্স চীবরং করোস্তো সথা অসীতিমহাসাবক-
পরিবদন্তো পণ্ণহি ভিক্‌খুসতেহি সঙ্কিং বিহারে নিসীদি,
যাগদুআদীনি আদায় বিহারং গচ্ছথা'তি ভিক্‌খুং সমাদ-

*

*

*

পাইয়া টানিয়া বাহির করিয়া ঐ মাপের দিব্যবস্ত্র দেখিয়া 'ইহা উৎকৃষ্ট
পাংশুকুল' ভাবিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন । তাঁহার চীবরকরণদিবসে
শাস্তা পণ্ডশত ভিক্কু-পরিবার লইয়া বিহারে যাইয়া উপবেশন করিলেন ।
অশীতি মহাস্থবিরগণও সেখানেই উপবেশন করিলেন । চীবর সেলাই
করিবার জন্য মহাকাশ্যপ স্থবির মূলভাগে উপবেশন করিলেন, শারিপদ
স্থবির মধ্যস্থানে, আনন্দস্থবির অগ্রভাগে উপবেশন করিলেন, ভিক্কুসল্ল
সদুতা গুটাইতে লাগিলেন । শাস্তা সদুচিতে সদুতাপ্রবেশ করাইতেছিলেন
এবং মহামোঙ্গল্যায়ন স্থবির যেখানে যাহা প্রয়োজন তাহা সরবরাহ
করিতেছিলেন ।

দেবকন্যাও গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এই বলিয়া গ্রামবাসীদের ভিক্কা
দিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন—

'আৰ্ষ অনুরুদ্ধ স্থবিরের চীবর প্রস্তুত করিবার জন্য শাস্তা অশীতি
মহাপ্রাবক এবং পণ্ডশত ভিক্কুর সহিত বিহারে উপবেশন করিয়াছেন । তোমরা
যাগুভাত প্রভৃতি লইয়া বিহারে যাও । মহামোঙ্গল্যায়ন স্থবিরও (ঋদ্ধি-

পেসি । মহামোংগল্লানথেরোপি অন্তরাভন্তে মহাজম্বদুপেসিং
 আহরি, পণ্ডসতা ভিক্খু পরিক্খীণং খাদিতুং নাসক্-
 খিংসু । সন্ধো চীবরকরণট্টানে ভূমিপরিত্তমকাসি,
 ভূমি অলন্তকরসরঞ্জিতা বিয় অহোসি । ভিক্খুহি পরি-
 ভূত্তাবসেসানং যাগদুখজ্জকভন্তানং মহারাসি অহোসি ।
 ভিক্খু উম্বায়িংসু ‘এত্তকানং ভিক্খুনং কিং এবং
 বহুকেহি যাগদুআদীহি, ননু নাম পমাণং সল্লক্খেষা
 এত্তকং নাম আহরথা’তি এতাকা চ উপট্টাকা চ বত্তম্বা
 সিয়দং, অনুরুদ্ধথেরো অন্তনো এততিউপট্টাকানং বহুভাবং
 এপেত্তুকামো মএংএ’তি । অথ নে সথা ‘কিং, ভিক্খবে,
 কথথা’তি পদচ্ছিন্না, ‘ভন্তে, ইদং নামা’তি বদন্তে “কিং পন
 তুম্হে, ভিক্খবে, ‘ইদং অনুরুদ্ধেন আহরাপিত’ন্তি
 মএংএথা’তি ? ‘আম, ভন্তে’তি । ‘ন, ভিক্খবে, মম

প্রভাবে) প্রভূত বৃহৎ জম্বদুফল আহরণ করিলেন । পণ্ডিত ভিক্ষু এত
 খাদ্য নিঃশেষ করিতে পারিলেন না । (দেবরাজ) শত্রু চীবর নির্মাণস্থানে
 একটি বৃক্ষ প্রস্তুত করিয়া দিলেন, ভূমি যেন লাক্ষারসে রঞ্জিত হইল ।
 ভিক্ষুদের ভূত্তাবশেষ যাগদু-খাদ্য-ভাতের মহারাশি পড়িয়া থাকিল । ভিক্ষুগণ
 নিন্দা করিতে লাগিলেন—“এই কয়জন মাত্র ভিক্ষুর জন্য এত প্রচুর যাগদু-
 আদির কি প্রয়োজন ছিল ! আয়োজন দেখিয়া মনে হইতেছে (অনুরুদ্ধ
 স্থবিরের) জ্ঞাতিগণ এবং সেবকদের বলা হইয়াছিল ‘তোমরা এত এত লইয়া
 আইস’ । নিশ্চয়ই অনুরুদ্ধ স্থবির দেখাইতে চান যে তাঁহার কত জ্ঞাতি
 এবং সেবক আছে ।” শাস্তা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমরা কি
 বিষয়ে বলিতেছ ?’

‘ভন্তে, এই বিষয়ে বলিতেছি ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর অনুরুদ্ধ স্থবির এইসব আহরণ
 করাইয়াছে ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে ।’

পদন্তো অনুদ্রুতকো এবরূপং বদেতি । ন হি খীণাসবা
পচয়পটিসংযদন্তং কথং কথেন্তি, অয়ং পন পিণ্ডপাতো
দেবতানুভাবেন নিব্বত্তো’তি অনুসন্ধিৎ ঘটেহা ধম্মং
দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘যস্সাসবা পরিক্খীণা, আহারে চ অনিস্সিতো ।

সুণ্ণতো অনিমিত্তো চ, বিমোক্খো যস্স গোচরো ।

আকাসেব সকুন্তানং, পদং তস্স দূরন্নয়’ন্তি । ৯৩ ।

তথ ‘যস্সাসবা’তি যস্স চত্তারো আসবা ‘পরিক্খীণা’ ।

‘আহারে চ অনিস্সিতো’তি আহারস্মিণ্ণ তণ্হাদিট্ঠি-
নিস্সযেহি অনিস্সিতো । ‘পদং তস্স দূরন্নয়’ন্তি’ যথা :

‘আকাসে’ গচ্ছন্তানং সকুণানং ‘ইমস্মিং ঠানে পাদেহি
অক্কমিহা গতা, ইদং ঠানং উরেন পহরিহা গতা, ইদং

*

*

*

‘হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র অনুদ্রুত এইরূপ বলিতে পারে না । অহংগণ
প্রত্যয়সামগ্রীর কথা বলিতে পারে না । এই পিণ্ডপাত দেবতার প্রভাবে
সংগৃহীত হইয়াছে । তারপর পূর্বাপর ঘটনার সমন্বয় করিয়া ধর্মদেশনা-
কালে শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যাঁহার আস্রবসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি আহার চতুষ্টিয়ের বশীভূত
নহেন, শূন্যতারূপ ও অনিমিত্ত বিমোক্ষ যাঁহার গোচরীভূত হইয়াছে,
আকাশে পক্ষীগণের গতি যেমন দূর্জের, তাঁহার গতিও সেইরূপ দূর্জের ।

—ধম্মপদ, শ্লোক ৯২ ।

অন্বয় : ‘যাঁহার আস্রবসকল’ অর্থাৎ যাঁহার কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা
এই চারি আস্রব ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে । ‘আহারের বশীভূত নহেন’ অর্থাৎ আহারে
তৃষ্ণাদৃষ্টি নিশ্রয়ের দ্বারা অনিশ্রিত । ‘তাঁহার গতি দূর্জের’ যেমন আকাশে
গমনরত পক্ষীরা এই স্থান পাদদ্বারা মর্দিত করিয়াছে, এই স্থান উরদেশদ্বারা

সীসেন, ইদং পক্খেহী'তি ন সন্ধা ঞ্জাতুং, এবমেব এব-
রূপস্স ভিক্খুনো 'নিরয়পদেন বা গতো, তিরচ্ছানয়ো-
নিপদেন বা'তি আদিনা নয়েন পদং পঞ্জাপেতুং নাম
ন সঙ্কোতি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তি ফলাদীনি পাপদগিংসুতি ।

। অনুরুদ্ধথেরবথু চতুথং ।

*

*

*

আঘাত করিয়া গিয়াছে, এই স্থান মন্তকের দ্বারা, এই স্থান পক্ষের দ্বারা
ইহা জানা সম্ভব নহে, তদ্রূপ এইরূপ ভিক্কুর গতি জানা সম্ভব নহে—'তিনি
নরকপদে গিয়াছেন না তিষ'ক্ ষোনিপদে গিয়াছেন' ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিল ।

। অনুরুদ্ধ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



মহাক্কায়নথেরবথু । ৫

‘যস্মিন্দ্রিয়ানী’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা পদ্বারামে
বিহরন্তো মহাক্কায়নথেরং আরম্ভ কথেসি ।

একস্মিৎ হি সময়ে ভগবা মহাপবারণায় মিগারমাতুল্লা
পাসাদস্স হেট্ঠা মহাসাবকপরিবৃত্তো নিসীদি । তস্মিৎ
সময়ে মহাক্কায়নথেরো অবন্তীসু বিহরতি । সো
পনায়স্মা দূরতোপি আগন্ত্বা ধম্মস্সবনং পঙ্গণ্হাতিয়েব ।
তস্মা মহাথেরা নিসীদন্তা মহাক্কায়নথেরস্স আসনং
ঠপেহা নিসীদিংসু । সন্ধো দেবরাজা স্বীহি দেবলোকেহি
দেবপরিসায় সন্ধিং আগন্ত্বা দিব্বগন্ধমালাদীহি সখারং
পূজেহা ঠিতো মহাক্কায়নথেরং অদিম্বা ‘কিং নু থো মম
অয়ো ন দিম্সতি, সাধু থো পনস্স সচে আগছেয়্যা’তি ।

•

•

•

মহাক্কায়ন স্থবিরের উপাখ্যান । ৫ ।

‘বাহার ইন্দ্রিয়সমূহ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা পদ্বারামে অবস্থানকালে
মহাক্কায়ন স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একসময় ভগবান মহাপবারণার জন্য মিগারমাতার (—বিশাখার)
প্রাসাদের নীচে মহাপ্রাবকপরিবৃত্ত হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন । সেই
সময় মহাক্কায়ন স্থবির অবস্খীতে বিহার করিতেছিলেন । সেই আয়ত্মান
দূর হইতে আসিয়াও ধর্মশ্রবণ করিতে পারিতেন । সেইজন্য মহাস্থবিরগণ
আসনগ্রহণ করা কালে মহাক্কায়ন স্থবিরের আসন বাদ দিয়া উপবেশন
করিতেন । দেবরাজ শত্রু দুই দেবলোক হইতে দেবপরিষদের সহিত আসিয়া
দিব্যগন্ধমালাদির দ্বারা শাস্তাকে পূজা করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া মহাক্কায়ন
স্থবিরকে না দেখিয়া ‘আমার আর্ষকে দেখা যাইতেছেন কেন ? ভাল হইত
যদি তিনি আসিয়া উপস্থিত হইতেন’—ইহা চিন্তা করিলেন । স্থবিরও ঠিক

থেরোপি তং খণ্ডেএব আগন্ত্বা অন্তনো আসনে নিসিন্-
মেব অন্তানং দস্পেসি । সঙ্কো থেরং দিম্বা গোপ্ফকেসু
দল্হং গহেত্বা ‘সাধু বত মে, অয়্যো, আগতো, অহং
অয়্যস্স আগমনমেব পচ্চাসীসামী’তি বহ্বা উভোহি হথেহি
পাদে সম্বাহিত্বা গন্ধমালাদীহি পুজ়েত্বা বন্দিত্বা একমন্তং
অট্ঠাসি । ভিক্ষু উম্বায়িসু । ‘সঙ্কো মদুখং ওলোকেত্বা
সঙ্কারং করোতি, অবসেসমহাসাবকানং এবরুপং সঙ্কারং
অকরিত্বা মহাকচ্চায়নং দিম্বা বেগেন গোপ্ফকেসু গহেত্বা
‘সাধু বত মে, অয়্যো, আগতো, অহং অয়্যস্স আগমনমেব
পচ্চাসীসামী’তি বহ্বা উভোহি হথেহি পাদে সম্বাহিত্বা
পুজ়েত্বা বন্দিত্বা একমন্তং ঠিতো’তি । সথা তেসং তং কথং
সুত্বা, ‘ভিক্ষবে, মম পুত্তেন মহাকচ্চায়নেন সিদিসা
ইন্দ্রিয়েসু গুপ্তদ্বারা ভিক্ষু দেবানম্পি মনুস্সানম্পি

*

*

*

ঐ মদুহতে আসিয়া নিজে আসনে উপবিষ্ট হইয়া নিজেকে প্রকটিত
করিলেন । শত্রু স্থবিরকে দেখিয়া তাঁহার উভয় পায়ের গোড়ালিকে দৃঢ়ভাবে
ধারণ করিয়া ‘ভালই হইয়াছে আৰ্য আপনি আসিয়াছেন, আগি আৰ্য
আপনার আগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম’ বলিয়া দুই হাতে স্থবিরের পদযুগল
সংবাহন করিয়া গন্ধমালাদির দ্বারা পূজা ও বন্দনা করিয়া একপাশে
দাঁড়াইলেন । ভিক্ষুগণ নিন্দা করিতে লাগিলেন এই বলিয়া “শত্রু মদুখ
দেখিয়া সৎকার করেন । অন্যান্য মহাপ্রাবকদের তদ্রূপ সৎকার না করিয়া
মহাকচ্চায়নকে দেখামাত্রই দ্রুত তাঁহার পায়ের গোড়ালি দ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া
‘ভালই হইয়াছে আৰ্য আপনি আসিয়াছেন আমি আৰ্য আপনার আগমন
প্রত্যাশা করিতেছিলাম’ বলিয়া উভয় হস্তের দ্বারা তাঁহার পদযুগল সংবাহন
করিয়া পূজা ও বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইলেন ।” শাস্তা তাহাদের
কথা শুনিয়া ‘হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র মহাকচ্চায়নের ন্যায় ইন্দ্রিয়বিষয়ে
গুপ্তদ্বার ভিক্ষুগণ দেবমনুষ্য সকলেরই প্রিয় হইয়া থাকেন’—এই কথা বলিয়া

পিয়াষেবা'তি বহ্না অনুসন্ধিং ঘটেহা ধম্মং দেসেন্তো ইমং
গাথমাহ—

‘ষিস্সিন্দ্রিয়ানি সমথঙ্গতানি,

অস্সা যথা সারথিনা সুদন্তা ।

পহীনমানস্স অনাসবস্স,

দেবাপি তস্স পিহয়ন্তি তাদিনো'তি । ৯৪ ।

তস্সথো—‘ষস্স’ ভিক্ষুদ্বনো ছেকেন ‘সারথিনা সুদন্তা
অস্সা’ বিয় ছ ‘ইন্দ্রিয়ানি সমথং’ দন্তভাবং নিব্বিসেবনভাবং
‘গতানি’, তস্স নববিধং মানং পহায় ঠিতন্তা ‘পহীনমানস্স’
চতুন্নং আসবানং অভাবেন ‘অনাসবস্স’ । ‘তাদিনো’তি
তাদিভাবসংঠিতস্স তথারূপস্স ‘দেবাপি পিহয়ন্তি’,
মনুস্সাপি দস্সনণ্ড আগমনণ্ড পথেন্তিয়েবাতি ।

দেসনাবসানে বহ্ন সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগিংসুদতি ।

। মহাকচায়নথেরবত্থু পণ্ডমং ।

*

*

*

পূর্বাপর ঘটনার সম্বয় সাধন করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ
করিয়াছিলেন—

“সারথি যেমন অশ্বদিগকে দমন করে, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে শাস্ত
করিয়াছেন, তাদৃশ নিরভিমান নিষ্কলুষ পুরুষের দর্শন দেবতারাও কামনা
করিয়া থাকেন ।”

—ধম্মপদ, স্লোক ৯৪ ।

অন্বয় : যেই ভিক্ষুর দক্ষ সারথির দ্বারা সুদান্ত অশ্বদিগকের ন্যায় হয়
ইন্দ্রিয় ‘শাস্ত’ দাস্ত্যভাব পদনঃ সেবনের অভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার নববিধ মান
(আমি শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠের সদৃশ, শ্রেষ্ঠ হইতে হীন, সদৃশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,
সদৃশের সদৃশ, সদৃশ অপেক্ষা হীন, অধমের উত্তম, অধমের সমান, অধম
অপেক্ষা অধম) ত্যাগ করিয়া স্থিত থাকায় ‘পহীনমানের’, চারিপ্রকার আস্রবের
অভাবে অনাস্রব ব্যক্তির । ‘তাদৃশ’ তাদৃশভাবসংস্থিত তথারূপ ব্যক্তিকে
দেবতারাও স্পৃহা করিয়া থাকেন, মনুষ্যাগণও তাদৃশ ব্যক্তির দর্শন এবং
আগমন প্রার্থনা করিয়া থাকেন ।

দেশনাবসানে বহ্ন ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছে ।

। মহাকচায়ন হৃবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

সারিগুত্ত্বেরবন্ধ (ক) । ৬

‘পৃথিবীসমো’তি ইমং ধর্মদেমনং সখা জেতবনে বিহরন্তো
সারিপদত্ত্বেরং আরব্ধ কথেসি ।

একস্মিৎএহি সময়ে আসম্মা সারিপদত্তো বদুট্ঠবস্সো
চারিকং পঙ্কমিতুকামো ভগবন্তং আপদুচ্ছিত্তা বন্দিহা অন্তনো
পরিবারেন সন্ধিং নিক্খমি । অএৎএপি বহু ভিক্খু
থেরং অনদুগচ্ছিসু । থেরো চ নামগোত্তবসেন পএৎএস-
মানে ভিক্খু নামগোত্তবসেন কথেসা নিবত্তাপেসি ।
অএৎএতরো নামগোত্তবসেন অপাকটো ভিক্খু চিস্তেসি—
‘অহো বত মস্মি নামগোত্তবসেন পঙ্গণ্হন্তো কথেসা
নিবত্তাপেস্যা’তি থেরো মহাভিক্খুসস্কেস অন্তরে তং ন
সল্লক্খেসি । সো ‘অএৎএ বিয় ভিক্খু ন মং পঙ্গণ্-
হাতী’তি থেরো আঘাতং বন্দি । থেরস্সপি সস্ঘাটিকল্লো

* * *

সারিগুত্ত্ব স্থবিরের উপাখ্যান (ক) । ৬ ।

‘পৃথিবীর ন্যায়’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
সারিপদত্ত্ব স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

এক সময় আসম্মান সারিপদত্ত্ব বর্ষাবাসের শেষে চারিকার ঘাইতে ইচ্ছুক
হইয়া ভগবানকে বলিয়া বন্দনা করিয়া নিজের (পঞ্চত ভিক্কুর) পরিবার
সহ নিষ্কান্ত হইলেন । অন্যান্য অনেক ভিক্কুও স্থবিরের অনুগামী
হইয়াছিলেন । স্থবিরও যাহাদের নামগোত্র জানা আছে তাহাদের নামগোত্র
বলিয়া ফেরং পাঠাইলেন । নামগোত্রে অপরিচিত জনৈক ভিক্কু চিন্তা
করিলেন—‘অহো ! আমার নামগোত্র জানা থাকিলে আমাকেও নিশ্চয়ই
ফেরং পাঠাইয়া দিতেন ।’ স্থবির মহাভিক্কুসস্কেসের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে
পান নাই । সেই ভিক্কু ‘অন্যান্য ভিক্কুদের ন্যায় তিনি আমাকে সম্বোধন
করিলেন না’ মনে করিয়া স্থবিরের প্রতি রুষ্ট হইলেন । স্থবিরের সস্ঘাটির

তস্মভিক্খুনো সরীরং ফুসি, তেনাপি আঘাতং বন্ধিয়েব ।
 সো 'দানি থেরো বিহারপচারং অতিক্কন্তো ভবিস্সতীতি
 এত্থা সত্থারং উপলক্ষমিত্থা 'আয়স্সমা মং, ভস্কে, সারিপদ্রন্তো
 তুম্হাকং অঙ্গসাবকোম্হীতি কল্পসক্খলিং ভিন্দন্তো
 বিয় পহরিত্থা অত্থমাপেত্থাব চারিকং পক্কন্তো'তি আহ ।
 সত্থা থেরং পক্কোসাপেসি ।

তস্মিং খণে মহামোঙ্গল্লানথেরো চ আনন্দথেরো চ
 চিস্তেসুং—‘অম্হাকং অঙ্গজেট্ঠভাতরা ইমস্স ভিক্খুনো
 অপহট্ঠাবং সত্থা নো ন জানাতি, সীহনাদং পন নদাপেতু-
 কামো ভবিস্সতীতি পরিসং সন্নিপাতাপেস্সামা’তি । তে
 কুণ্ডিকহত্থা পরিবেণদ্বারানি বিবারিত্থা ‘অভিক্কমথায়স্সমন্তো,
 অভিক্কমথায়স্সমন্তো, ইদানায়স্সমা সারিপদ্রন্তো ভগবতো
 সম্মুত্থা সীহনাদং নাদিস্সতী’তি মহাভিক্খুসঙ্ঘং সন্নি-

*

*

*

প্রান্তদেশ সেই ভিক্ষুর শরীরকে স্পর্শ করিলে তাহাতেও সেই ভিক্ষু রুদ্ধ
 হইলেন । সেই ভিক্ষু ‘ইতিমধ্যে স্ববির নিশ্চয়ই বিহারের সীমা অতিক্রম
 করিয়াছেন’ জানিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘ভস্কে,
 আয়ুস্সান শারিপদ্র নিজের অগ্রপ্রাবকস্বের অহংকারে আমাকে এমন চপেটা-
 ঘাত করিয়াছেন যে আমার কণকুহর বিদীর্ণ হইয়াছে এবং ক্ষমা প্রার্থনা না
 করিয়া চলিয়া গিয়াছেন ।’ শাস্তা স্ববিরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ।

তখন মহামৌদগল্যায়ন স্ববির এবং আনন্দস্ববির চিন্তা করিলেন—
 ‘আমাদের অগ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই ভিক্ষুকে প্রহার করিতে পারেন না’ এই কথা
 শাস্তা জানেন । শাস্তা স্ববিরের দ্বারা সিংহনাদ নাদিত করিতে ইচ্ছা
 করিয়াছেন মনে হয় । আমরা ভিক্ষুপরিষদকে সম্মিলিত করিব ।’ তাহারা
 চাবি লইয়া সমস্ত পরিবেণদ্বার উন্মুক্ত করিয়া ‘আপনারা সকলে আসুন,
 আয়ুস্সান্গণ আপনারা সকলে আসুন । এখন আয়ুস্সান শারিপদ্র
 ভগবানের সম্মুখে সিংহনাদ নাদিত করিবেন’—এই বলিয়া মহাভিক্ষুসঙ্ঘকে

পাতেসুং । থেরোপি আগন্ডা সখারং বন্দিয়া নিসীদি ।
 অথ নং সখা তমখং পুচ্ছি । থেরো ‘নায়ং ভিক্খু ময়া
 পহটো’তি অবস্থাব অন্তনো গুণকথং কথেষ্বে ‘যস্স নুন,
 ভন্তে, কায়ে কায়গতাসতি অনুপট্ঠিতা অস্স, সো ইধ
 অঞ্ণতরং সরস্কাচারিং আসজ্জ অস্পটিনিস্সজ্জ চারিকং
 পক্কমেয়া’তি বত্তা ‘সেয়াথাপি, ভন্তে, পথবিয়ং সুচিম্পি
 নিক্খিপন্তি, অসুচিম্পি নিক্খিপন্তী’তি আদি না নয়েন
 অন্তনো পথবীসমাচত্তত্তণ্ণ আপোতেজোবায়ো রজোহরণ-
 চন্ডালকুমারকউসভাছিন্নবিসাণসমাচত্তত্তণ্ণ অহিকুণপাদীহি
 বিয় অন্তনো কায়েন অট্টিয়নণ্ণ মেদকথালিকা বিয়
 অন্তনো কায়পরিহরণণ্ণ পকাসেসি । ইমাহি চ পন নবাহি
 উপমাহি থেরে অন্তনো গুণে কথেষ্বে নবসুপি ঠানেসু
 উদকপরিয়ন্তং কত্তা মহাপথবী কম্পি । রজোহরণচন্ডাল-
 কুমারকমেদকথালিকো পমানং পন আহরণকালে পুথুজ্জনা

*

*

*

সম্মিলিত করাইলেন । স্থবিরও আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া উপবেশন
 করিলেন । তখন শাস্তা তাঁহাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন । স্থবির
 ‘আমি ঐ ভিক্ষুকে প্রহার করি নাই’ ইহা না বলিয়া নিজের গুণকথা
 বর্ণনাচ্ছলে বলিলেন—‘ভন্তে, যাহার কায়ে কায়গতা স্মৃতি অনুপস্থিত,
 তিনি নিশ্চয়ই কোন সরস্কাচারীকে আঘাত করিয়া তাহাকে ত্যাগ
 করিয়া চারিকায় চলিয়া যাইতেন’ । ‘ভন্তে যেমন পৃথিবীতে শর্দাচ এবং
 অশর্দাচ উভয়ই নিক্ষিপ্ত হয়’—ইত্যাদি উপায়ে নিজের চিন্তাসমতাকে পৃথিবী
 (ধাতু), আপ (ধাতু), তেজো (ধাতু), রজোহরণ, চন্ডালকুমার, বৃষভের
 ছিন্ন বিষণ্ণের সহিত তুলনা করিলেন । তিনি অহিকুণপাদির ন্যায় তাঁহার
 কায়ে যে জুগুপ্সা, মেদ বিগলিত করিবার চাটুর ন্যায় নিজের কায়সংরক্ষণের
 কথা প্রকাশিত করিলেন । যখন স্থবির এইরূপ নবাবধ উপমার দ্বারা নিজ
 গুণের কথা প্রকাশ করিতেছিলেন তখন সমুদ্রপৰ্শস্ত মহাপৃথিবী প্রকম্পিত
 হইয়াছিল । যখন তিনি রজোহরণ-চন্ডালকুমারক-মেদকথালিক ইত্যাদি উপমা

ভিক্‌খু অস্সদ্বিনি সন্ধারেতুং নাসক্‌খিংসু খীগাসবানং
ধম্মসংবেগো উদপাদি ।

থেরে অন্তনো গুণং কথেন্তেয়েব অন্ভাচিক্‌খনকস্স
ভিক্‌খুনো সকলসরীরে ডাহো উম্পজ্জি, সো তাবদেব
ভগবতো পাদেসু পতিত্বা অন্তনো অন্ভাচিক্‌খনদোসং
পকাসেস্বা অচ্চয়ং দেসেসি । সখা থেরং আমন্তেত্বা,
'শারিপদ্র, খম ইমস্স মোঘপদ্বরিসস্স, যাবস্স সন্তথা মদ্বা
ন ফলতী'তি আহ । থেরো উক্কটিকং নিসীদিত্বা অঞ্জলিং
গগয়্‌হ 'খমামহং, ভন্তে, তস্স আয়স্সতো, খমতু চ মে
সো আয়স্সা, সচে ময়্‌হং দোসো অখী'তি আহ । ভিক্‌খু
কথয়িংসু 'পস্সথ দানাবুসো, থেরস্স অনোপমগুণং, এব-
রুপস্স নাম মদুসাবাদেন অন্ভাচিক্‌খনকস্স ভিক্‌খুনো
উপরি অম্পমন্তকম্পি কোপং বা দোসং বা অকত্বা সয়মেব
উক্কটিকং নিসীদিত্বা অঞ্জলিং পগয়্‌হ খমাপেতী'তি ।

*

*

*

প্রদর্শন করিতেছিলেন তখন সাধারণ ভিক্ষুগণ অশ্রুমোচন না করিয়া থাকিতে
পারেন নাই । অহংগণের ধর্মসংবেগ উৎপন্ন হইয়াছিল ।

স্থবির যখন নিজ গুণের কথা বলিতেছিলেন তখন তাঁহাকে মিথ্যা অপবাদ
প্রদানকারী ভিক্ষুর সমস্ত শরীরে দাহ উৎপন্ন হইয়াছিল । তিনি তৎক্ষণাৎ
স্থবিরের পাদমূলে নিপতিত হইয়া নিজের দোষের কথা স্বীকার করিলেন ।
শান্তা স্থবিরকে ডাকিয়া বলিলেন—'শারিপদ্র, এই মূর্খকে ক্ষমা কর, তাহা
না হইলে তাহার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে ।' স্থবির উৎকৃষ্টক আসনে
বসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন—'ভন্তে আমি সেই আয়স্সান ভিক্ষুকে
ক্ষমা করিতেছি । যদি আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনিও
আমাকে ক্ষমা করুন ।' তখন ভিক্ষুগণ বলাবলি করিতেছিলেন—'বন্ধুগণ
দেখ, স্থবিরের অনোপম গুণ প্রত্যক্ষ কর । এইরূপ মিথ্যাবাদী ভিক্ষুর উপর
অম্পমাত্রও কোপ বা ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া স্বয়ং উৎকৃষ্টক আসনে বসিয়া
করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন ।' শান্তা সেই কথা শুনিয়া বলিলেন—

‘সখা তং কথং সুত্তা, ভিক্ষবে, কিং কথেষা’তি পদচ্ছিহ্বা
 ‘ইদং নাম, ভন্তে’তি বদন্তে, ‘ন ভিক্ষবে, সন্ধা সারিপপুত্ত-
 সাদিসানং কোপং বা দোসং বা উম্পাদেতুং, মহাপথবীস-
 দিসং, ভিক্ষবে, ইন্দখীলসাদিসং পসম্মউদকরহদসাদিসং
 সারিপপুত্তস চিত্ত’ন্তি বহ্বা অনদুসন্ধিং ষটেহা ধম্মং দেসেসন্তো
 ইমং গাথমাহ—

‘পথবিসমো নো বিরুদ্ধ্বতি,

ইন্দখিলপমো তাদি সুব্বতো ।

রহদোব অপেতকন্দমো,

সংসারা ন ভবন্তি তাদিনো’তি । ৯৫ ।

তস্সথো—ভিক্ষবে, যথা নাম পথবিয়ং সুচীনি গন্ধমালা-
 দীনিপি নিক্খিপন্তি, অসুচীনি মত্তকরীসাদীনিপি
 নিক্খিপন্তি, যথা নাম নগরদ্বারে নিখাতং ইন্দখীলং

*

*

*

‘ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বলিতেছ ?’

‘ভন্তে, এই বিষয়ে বলিতেছি ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, শারিপপুত্ত সদৃশ (অহংগণ) কোপ বা ঘেষ উৎপন্ন করিতে
 পারেন না । হে ভিক্ষুগণ, শারিপপুত্তের চিত্ত মহাপৃথিবীসদৃশ, ইন্দুখীল
 সদৃশ এবং প্রশান্ত উদকসম্পন্ন হৃদসদৃশ ।’ এই কথা বলিয়া পূর্বাপর সমন্বয়
 করিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘তাদৃশ সুব্রত পুরুষ (অহং ভিক্ষু) পৃথিবী ও ইন্দুখীলের ন্যায়
 শূভাশুভে ও শত্রুমিত্রে সমভাবেপন্ন, অনুরাগ বা বিরাগশূন্য, তিনি পঙ্কহীন
 হৃদের ন্যায় নির্মল ও শাস্ত । রাগ-ক্রোধাদিরূপ মলিনতা তাঁহার থাকে না ।
 তাদৃশ ব্যক্তিকে সংসারে পুনরাবর্তন করিতে হয় না ।’ ধম্মপদ, শ্লোক ৯৫ ।

অন্বয় : হে ভিক্ষুগণ, যেমন লোকে পৃথিবীর উপর পবিত্র গন্ধ-
 মালাদি নিক্ষেপ করে, অপবিত্র মত্তপদুরীষাদিও নিক্ষেপ করে ; যেমন
 বালকাদি নগরদ্বারে প্রতিষ্ঠিত ইন্দুখীলে মলমত্ত ত্যাগ করে ও অপর কেহ

দারকাদয়ো ওম্মন্ত্ৰেণ্টিপি উহদন্ত্ৰিপি, অপরে পন তং
গন্ধমালাদীহি সঙ্করোন্তি । তথ পথবিয়া ইন্দখীলস্স চ
নেব অনুরোধো উম্পজ্জতি, ন বিরোধো ; এবমেব যদায়ং
খীণাসবো ভিক্খু অট্ঠহি লোকখম্মেহি অকম্পিয়ভাবেন
'তাদি', বতানং সুন্দরতায় 'সুস্বতো' । সো 'ইমে মং চত্ঠহি
পচ্চয়েহি সঙ্করোন্তি, ইমে পন ন সঙ্করোন্তী'তি সঙ্কারণ
অসঙ্কারণ করোন্তেসু নেব অনুরুদ্ধ্বতি, 'নো বিরুদ্ধ্বতি',
অথ খো 'পথবিসমো' চ 'ইন্দখিলদুপমো' এব চ হোতি । যথা
চ অপগতকন্দমো 'রহদো' পসম্মোদকো হোতি, এবং
অপগতকিলেসতায় রাগকন্দমাদীহি অকন্দমো বিম্পসম্মো
হোতি । 'তাদিনোতি' তস্স পন এবরুপস্স সুগতিদুগতীসু
সংসরণবসেন 'সংসারা' নাম ন হোন্তীতি ।

দেসনাবসানে নব ভিক্খুসহস্সানি সহ পটিসম্ভিদাহি
অরহত্তং পাপদুগিংসুতি ।

। শারিপদ্রস্তথেরবথু ছট্ঠং ।

*

*

*

প্রণত হইয়া গন্ধমালাদি দ্বারা তাহার সৎকার করে, তথাপি যেমন তাহাতে
পৃথিবীর এবং ইন্দ্রখীলের অনুরাগ বা বিরাগ কিছুই জন্মায় না, সেইরূপ
অহং ভিক্ষু অষ্ট লোকধর্মের দ্বারা বিচলিত হন না । তাঁহাদের সুন্দর
ব্রতের জন্য তাঁহারা সুব্রত । তিনি 'ইহারা চারি প্রত্যয়ের দ্বারা আমার
সেবা করিল এবং ইহারা তাহা করিল না' এই ভাবিয়া সৎকারকারী বা
অসৎকারকারীর উপর সন্তুষ্ট বা বিরোধী হন না । অতএব তিনি পৃথিবীসম
এবং ইন্দ্রখীলসম । যেমন কন্দমশূন্য হৃদ স্বচ্ছোদক হয়, তদ্রূপ যাঁহাদের
ক্লেশ অপগত হইয়াছে, রাগরূপকর্দমের দ্বারা যাঁহারা অক্লিষ্ট তাঁহারা
বিপ্রসন্নই । 'তাদিনো' অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তির এইরূপ সুগতিদুগতিতে
সংসরণবশে 'সংসার' হয় না অর্থাৎ সংসারে পুনরাবর্তন করিতে হয় না ।

দেশনাবসানে নবসহস্র ভিক্ষু প্রতিসম্ভিদা সহ অহং প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। শারিপদ্রস্তথেরবথু উপাখ্যান সমাপ্ত ।

কোসম্বিবাসীতিস্‌সথেরসামণেরবখ্ । ৭

‘সন্তং তস্স মনং হোতী’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো তিস্সথেরস্স সামণেরং আরম্ভ কথেসি ।

একো কির কোসম্বিবাসী কুলপদ্ভো সথদ্‌ সাসনে
পব্বজিহ্বা লব্ধপসম্পদো ‘কোসম্বিবাসীতিস্সথেরো’তি
পঞ্‌ঞায়ি । তস্স কোসম্বিয়ং বদ্‌ট্‌ঠবস্সস্স উপট্‌ঠাকো
তিচীবরণেব সপিপফাণিতণ আহরিহ্বা পাদমূলে ঠপেসি ।
অথ নং থেরো আহ—‘কিং ইদং উপাসক’তি । ‘নন্‌ ময়া,
ভন্তে, তুম্‌হে বস্সং বাসিতা, অম্‌হাকণ্‌ বিহারে বদ্‌ট্‌ঠবস্সা
ইমং লাভং লভন্তি, গণ্‌হথ, ভন্তে’তি । ‘হোতু, উপাসক’
ন ময়্‌হং ইমিনা অথো’তি । ‘কিং কারণা, ভন্তে’তি ?
‘মম সন্তিকে কপিপয়কারকো সামণেরোপি নথি, আবদুসো’-

*

*

*

কোশম্বীবাসীতিম্বস্থবিরের শ্রামণেরের উপাখ্যান । ৭ ।

‘তাঁহার মন শাস্ত হয়’ ইত্যাদি ধর্ম‌দেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
তিষ্যম্ববিরের শ্রামণেরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

জনৈক কোশম্বীবাসী কুলপদ্‌ শাস্তার শাসনে প্ররজিত হইয়া উপসম্পন্ন
হইয়া কোশম্বীবাসী তিষ্যম্ববির নামে পরিচিত হইয়াছিলেন । কোশম্বীতে
তাঁহার বর্ষাবাস শেষ হইলে (তাঁহার) সেবক ত্রিচীবর এবং ঘৃত-গড়ু আনিয়া
তাঁহার পাদমূলে রাখিলেন । ম্ববির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ইহা
কি উপাসক ?’ ‘ভন্তে, আপনি আমাদের এখানে বর্ষাবাস করিয়াছেন,
আমাদের বিহারে বর্ষাবাস করিলে এইরূপ লাভ হয়, ভন্তে গ্রহণ করুন ।’
‘হে উপাসক, বেশ । কিন্তু আমার ত এইগুলির প্রয়োজন নাই !’

‘ভন্তে, কেন ?’

‘আমার কাছে কোন ‘কপিপয়কারক’ শ্রামণেরও নাই ।’

তি। ‘সচে, ভন্তে, কপিপয়কারকো নথি, মম পুত্তো অয়্যস্স সন্তিকে সামণেরো ভবিষ্সতী’তি । থেরো অধি-বাসেসি । উপাসকো সত্তবাস্সিকং অন্তনো পুত্তং থেরস্স সন্তিকং নেত্বা ‘ইমং পব্বাজেত্থা’তি অদাসি । অথস্স থেরো কেসে তেমেত্বা তচপণ্ডককম্মট্ঠানং দত্বা পব্বাজেসি । সো খুরণ্ণেয়েব সহ পটিসম্ভিদাহি অরহত্তং পাপুণি ।

থেরো তং পব্বাজেত্বা অড্ঢমাসং তথ বসিত্বা ‘সথারং পস্সিস্সামী’তি সামণেরং ভণ্ডকং গাহাপেত্বা গচ্ছন্তো অন্তরামণ্ণে একং বিহারং পার্বিসি । সামণেরো উপম্বায়স্স সেনাসনং গহেত্বা পটিজ্জগি । তস্স তং পটিজ্জগন্তস্সেব বিকালো জাতো, তেন অন্তনো সেনাসনং পটিজ্জগিতুং নাসক্খি । অথ নং উপট্ঠানবেলায়ং আগন্ত্বা নিসিনং থেরো পুচ্ছি—‘সামণের, অন্তনো বসনট্ঠানং পটিজ্জগত’-

*

*

*

‘ভন্তে যদি আপনার কপিপয়কারক না থাকে তাহা হইলে আমার পুত্র আপনার নিকট শ্রামণের হইবে।’ স্থবির অনুমোদন দিলেন । উপাসক তাহার সপ্তবর্ষীয় পুত্রকে স্থবিরের নিকট লইয়া যাইয়া—‘ভন্তে, ইহাকে প্রজ্যা দিন’ বলিয়া প্রদান করিলেন । অনন্তর স্থবির তাহার চুল সিক্ত করিয়া ত্র্যক্ষ্মস্থান দিয়া প্রব্রজিত করিলেন । সেই বালক ক্ষুরাগ্রেই প্রতীসম্ভিদা সহ অহং প্রাপ্ত হইলেন ।

স্থবির তাহাকে প্রজ্যা দিয়া অর্ধমাস সেখানে অবস্থান করিয়া ‘শান্তাকে দেখিতে যাইব’ বলিয়া শ্রামণেরের দ্বারা জিনিসপত্র বহন করাইয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে একটি বিহার প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন । শ্রামণের উপাখ্যায়ের শয়ন স্থান প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত থাকিল । তাহাতেই বিকাল হইয়া গেল, সে নিজের শয্যা প্রস্তুত করিতে পারে নাই । যখন স্থবিরকে সেবা করিবার জন্য সে আসিয়া বসিল, স্থবির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘শ্রামণের, তুমি তোমার বাসস্থান প্রস্তুত করিয়াছ ত ?’

ন্তি ? ‘ভল্লেত, পটিজ্জিগিতুং ওকাসং নালথ’ন্তি । ‘তেন
 হি মম বসনট্টাণেয়েব বস, দুক্খং তে আগম্মকট্টাণে
 বহি বসিতু’ন্তি তং গহেত্বাব সেনাসনং পার্বসি । থেরো
 পন পুথুজ্জেনো নিপন্নমত্তোব নিদ্দং ওক্কমি । সাম্মণেরো
 চিন্তেসি—‘অজ্জ মে উপম্বায়েন সন্ধিং ততিয়ো দিবসো
 একসেনাসনে বসন্তুস্স, সচে নিপজ্জিহ্বা নিন্দারিস্সামি,
 থেরো সহসেয়াং আপজ্জিয়াতি নিসিন্নকোব বীতিনা-
 মেস্সামী’তি উপম্বায়েস্স মণ্ডকসমীপে পল্লঙ্কং আভুজ্জিহ্বা
 নিসিন্নকোব রত্তিং বীতিনামেসি । থেরো পচ্চুসকালে
 পচ্চুট্টায় ‘সাম্মণেরং নিক্খমাপেতুং বট্টতী’তি মণ্ডকপস্সে
 ঠপিতবীজনিং গহেত্বা বীজনিপত্তস্স অঙ্গেন সাম্মণেরস্স
 কটসারকং পহরিত্বা বীজনিং উক্কং উক্খিপত্তো ‘সাম্মণের,
 বহি নিক্খমা’তি আহ, বীজনিপত্তদন্ডকো অক্খিম্হি

*

*

*

‘ভস্কে, ব্যবস্থা করিবার সময় পাই নি ।’

‘তাহা হইলে তুমি আমার বাসস্থানেই থাক । কারণ বাহিরে আগন্তুকদের
 বাসস্থানে তোমার কষ্ট হইবে ।’—এই বলিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়াই শয়ন
 স্থানে প্রবেশ করিলেন । স্থবির ছিলেন তখনও পৃথগ্জন (অর্থাৎ অহং হন
 নাই), তাই শয়নমাত্র ঘুমাইয়া পড়িলেন । শ্রামণের চিন্তা করিল—
 ‘উপাধ্যায়ের সহিত একই শয়ন স্থানে বাস করা অদ্য লইয়া তিনদিন হইল ।
 যদি আমি শ্রুইয়া ঘুমাইয়া পড়ি, তাহা হইলে স্থবির ‘সহবাস’ করার
 অপরাধে অপরাধী হইবেন, অতএব আমি বসিয়াই রাত্রি কাটাইয়া দিব ।’—
 ইহা ভাবিয়া উপাধ্যায়ের মণ্ডকসমীপে পশ্চাসনে বসিয়া রাত্রি অতিবাহিত
 করিল । স্থবির প্রত্যুষকালে নিদ্রোখিত হইয়া ‘শ্রামণেরকে ঘরের বাহির
 করিতে হইবে’ ভাবিয়া মণ্ডকপার্শ্বে রক্ষিত ব্যজনী লইয়া ব্যজনীর অগ্রভাগ
 দ্বারা শ্রামণেরের মাদুরে আঘাত করিয়া ব্যজনী উর্ধ্বে ছুঁড়িয়া বলিলেন—
 ‘হে শ্রামণের, বাহিরে যাও ।’ ব্যজনীর দণ্ড শ্রামণেরের চক্ষুতে আঘাত

পটিহঞ্ৰ্ণ, তাবদেব অক্খি ভিজ্জি। সো 'কিং, ভন্তে'তি বহা উট্ঠায় 'বহি নিক্খমা'তি বদন্তে 'অক্খি মে, ভন্তে, ভিন্ন'ন্তি অবহা একেন হথেন পটিচ্ছাদেহা নিক্খমি। বত্তকরণকালে চ পন 'অক্খি মে ভিন্ন'ন্তি তুণ্হী অনিসীদিহা একেন হথেন অক্খিং গহেহা একেন হথেন মদুট্ঠিসম্মজ্জনিং আদায় বচ্চকুটিং মদুখধোবনট্ঠানং সম্মজ্জিহা মদুখধোবনোদকং ঠপেহা পরিবেণং সম্মজ্জি। সো উপম্বায়স্স দন্ডকট্ঠং দদমানো একেনেব হথেন অদাসি।

অথ নং উপম্বায়ো আহ—'অসিক্খিতো বতায়ং সাম-
ণেরো,, আচরিষদুপম্বায়ানং একেন হথেন দন্ডকট্ঠং দাতুং
ন বট্ঠতী'তি। 'জানামহং, ভন্তে, ন এবং বট্ঠতীতি, একো
পন মে হথো ন তুচ্ছো'তি। 'কিং সামণেরা'তি? সো

*

*

*

করিল। তৎক্ষণাৎ তাহার একটি চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। সে 'ভন্তে, কি বলিলেন?' জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিয়া 'বাহিরে যাও' ইহা উক্ত হইলে 'ভন্তে, আমার চোখ অন্ধ হইয়াছে' না বলিয়া এক হাতে চোখ ঢাকিয়া বাহিরে গেল। ব্রতকরণাদি কালেও 'আমার চোখ অন্ধ হইয়াছে' বলিয়া চুপচাপ বসিয়া না থাকিয়া এক হাতে চোখ ঢাকিয়া অন্য হাতে সম্মার্জ'নী লইয়া পায়খানা এবং মদুখ ধুইবার স্থান সম্মার্জ'ত করিয়া মদুখ ধুইবার জল রাখিয়া পরিবেণ সম্মার্জ'ত করিল। সে উপাধ্যায়কে দস্তকাষ্ঠ দিবার সময়েও এক হাতেই দিল।

তখন উপাধ্যায় তাহাকে বলিলেন—'এই শ্রামণের অসভ্য ত! আচার্য-
উপাধ্যায়কে এক হাতে দস্তকাষ্ঠ দিতে নাই, তাহাও জান না?'

'ভন্তে, আমি জানি যে ইহা উচিত নহে, কিন্তু আমার এক হাত খালি নাই।'

'শ্রামণের, কেন কি হইয়াছে?'

আদিতো পট্টায় তং পবান্তং আরোচেসি । থেরো সদ্ধাব
 সংবিগ্গমানসো ‘অহো বত ময়া ভারিয়ং কস্মং কত’ন্তি
 বত্তা ‘খমাহি মে, সম্পদুরিস, নাহমেতং জানামি, অবস্সয়ো
 মে হোহী’তি অঞ্জলিং পঙ্গয়’হ সত্তবস্সিকদারকস্স পাদ-
 মূলে উক্কুটিকং নিসীদি । অথ নং সামণেরো আহ—
 ‘নাহং, ভন্তে, এতদথায় কথেসিং, তুম্‌হাকং চিত্তং অন-
 রক্‌খন্তেন ময়া এবং বদন্তং, নেবেথ তুম্‌হাকং দোসো
 অথি, ন ময়’হং । বটুস্সেবেসো দোসো, মা চিন্তায়িথ,
 ময়া তুম্‌হাকং বিম্পটিসারং রক্‌খন্তেনেব নারোচিত’ন্তি ।
 থেরো সামণেরেন অস্সাসিয়মানোপি অনস্সাসিত্বা উপল্ল-
 সংবেগো সামণেরস্স ভণ্ডকং গহেত্বা সথ্‌দু সন্তিকং
 পায়াসি । সথাপি স্স আগমনং ওলোকেন্তোব নিসীদি ।
 সো গন্ত্বা সথ্‌য়ারং বন্দিত্বা সথ্‌য়ারা সদ্ধিং পটিসম্মোদনং
 কত্বা ‘খমনীয়ং তে ভিক্‌খু, কিণ্ডি অতিরেকং অফাসদুং

*

*

•

সে সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে জানাইল । স্থবির শূন্যবামাগ্রই উদ্বিগ্ন হইয়া—
 ‘অহো ! আমি অন্যায় কাজ করিয়াছি ! হে সংপদুরে, তুমি আমার
 ক্ষমা কর । আমার শরণ হও ।’—এই বলিয়া করজোড়ে সপ্তবর্ষীয় বালকের
 পাদমূলে উৎকুটিক হইয়া বসিলেন । তখন শ্রামণের তাহাকে বলিল—‘ভন্তে,
 আমি এইজন্য ঐকথা বলি নাই । আপনার চিত্তকে রক্ষা করার জন্যই
 আমি এইরূপ বলিয়াছি । ইহাতে আপনারও দোষ নাই, আমারও দোষ
 নাই । সংসারবর্ষেরই ইহা দোষ । চিন্তা করিবেন না । আপনি মমাহিত
 হইবেন বলিয়া পূর্বে বলি নাই ।’ স্থবির শ্রামণেরের দ্বারা আশ্বাসিত
 হইলেও তিনি আশ্বস্ত হইলেন না । সংবেগপ্রাপ্ত হইয়া শ্রামণেরের জিনিস-
 পত্র লইয়া শান্তার নিকট চলিয়া গেলেন । শান্তাও তাঁহার আগমনের
 প্রতীক্ষাতেই ছিলেন । তিনি ষাইয়া শান্তাকে বন্দনা করিয়া কুশলাদি
 জিজ্ঞাসা করিয়া স্থিত হইলে শান্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষু, আশা
 করি তুমি ভালই আছ, কোন অসুবিধা আছে কি ?’ ‘ভন্তে, সমস্তই ভাল,

অখী'তি পদ্বিচ্ছিতো আহ—‘খম্নীয়ং, ভন্তে, নখি মে
কিঞ্চি অতিরেকং অফাসদুং, অপিচ খো পন মে অয়ং
দহরসামণেরো বিয় অঞ্ঞো অতিরেকগুণো ন দিট্ঠ-
পদ্বো’তি। ‘কিং পন ইম্মিমা কতং ভিকখু’তি। সো
আদিতো পট্ঠায় সম্বং তং পবত্তিং ভগবতো আরোচেত্তো
আহ—“এবং, ভন্তে, ময়া খম্মাপিয়মানো মং এবং বদেসি
‘নেবেথ তুম্হাকং দোসো অখি, ন ময়ংহং। বট্টসেসবেসো
দোসো, তুম্হে মা চিন্তিয়থা’তি, ইতি মং অস্সাসেসিয়েব,
ময়ি নেব কোপং, ন দোসমকাসি, ন মে, ভন্তে, এবরুপো
গুণসম্পন্নো দিট্ঠপদ্বো”তি। অথ নং সথা ‘ভিকখু
খীণাসবা নাম ন কস্সচি কুস্পন্তি, ন দস্সন্তি, সন্তিন্দ্রিয়া
সন্তমানসাব হোন্তী’তি বহা অনদসন্নিং ঘটেহা ধম্মং
দেসেত্তো ইমং গাথমাহ—

*

*

*

কোন অসদ্বিধা নাই। কিন্তু এই শ্রামণের মত গুণবান খুব কমই
দেখিয়াছি।’

‘হে ভিক্ষু, এই শ্রামণের কি করিয়াছে?’ তিনি প্রথম হইতে সমস্ত
বৃত্তান্ত ভগবানকে জানাইয়া বলিলেন—“ভন্তে, আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিলে
সে বলিল—‘ভন্তে, ইহাতে আপনারও দোষ হয় নাই, আমারও নহে। সংসার-
বজ্রই দোষের কারণ। আপনি চিন্তা করিবেন না।’—এইভাবে আমাকে
আশ্বস্ত করিয়াছে। আমার প্রতি কোন ক্রোধ বা ঘৃণা করে নাই। ভন্তে,
আমি এইরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ইতিপূর্বে দেখি নাই।” তখন শাস্তা তাঁহাকে
বলিলেন—

‘হে ভিক্ষু, ক্ষীণাস্রব অহংগণ কাহারও প্রতি কুপিত হন না, কাহাকেও
বিদ্বেষ করেন না। তাঁহারা শাস্তেন্দ্রিয় এবং শাস্তমানস হইয়া থাকেন।’—
ইহা বলিয়া পূর্বাধিক সমন্বয় ঘটাইয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ
করিলেন—

‘সন্তং তস্স মনং হোতি, সন্তা বাচা চ কস্স চ ।

সস্মদঞ্ঞা বিমদন্তস্স, উপসন্তস্স তাদিনো’তি । ৯৬ ।

তথ ‘সন্তং তস্সা’তি তস্স খীণাসবসামণেরস্স অভিজ্ঞাদীনং
অভাবেন ‘মনং’ সন্তমেব ‘হোতি’ উপসন্তং নিব্বৃত্তং । তথা
মুসাবাদাদীনং অভাবেন ‘বাচা চ’ পাণাতিপাতাদীনং
অভাবেন কায়কস্সণ সন্তমেব হোতি । ‘সস্মদঞ্ঞা
বিমদন্তস্সা’তি নয়েন হেতুনা জানিহা পণ্ণহি বিমদন্তীহি
বিমদন্তস্স । ‘উপসন্তস্সা’তি অবভন্তরে রাগাদীনং উপ-
সমেন উপসন্তস্স । তাদিনোতি তথারূপস্স গুণসম্পন্ন-
স্সাতি ।

দেসনাবসানে কোসম্বিবাসীতিস্সথেরো সহ পটিসম্ভিদাহি
অরহন্তং পাপুণি । সেসমহাজনস্সাপি সাথিকা ধম্মদেসনা
অহোসীতি ।

। কোসম্বিবাসীতিস্সথেরসামণেরবথু সন্তমং ।

*

*

*

‘সম্যক্জ্ঞানদ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত, তাদৃশ ধীর (রাগাদির উপশম হেতু
উপশান্ত) ব্যক্তিগণের (ক্ষীণাস্রবগণের) চিত্ত প্রশান্ত হয়। বাক্য শান্ত হয়
এবং কর্মও শান্ত হইয়া যায়।’

—ধৰ্মপদ, শ্লোক ৯৬ ।

অন্বয় : ‘তাঁহার শান্ত’ অর্থাৎ সেই অহং শ্রামণেরের ‘চিত্ত’ লোভাদির
অভাবে শান্ত উপশান্ত নিবৃত্ত । তদ্রূপ মূষাবাদাদির অভাবে ‘বাক্য’ এবং
প্রাণাতিপাতাদির অভাবে কায়কর্মও শান্ত । ‘যিনি সম্যক্জ্ঞানদ্বারা বিমুক্ত’
অর্থাৎ কার্যকারণ বিশ্লেষণের দ্বারা জানিয়া পণ্ড বিমুক্তির দ্বারা যিনি বিমুক্ত ।
‘উপশান্তের’ অর্থাৎ অভ্যন্তরে রাগাদির উপশমের দ্বারা উপশান্ত যিনি ।
‘তাদৃশ ব্যক্তির’ অর্থাৎ তাদৃশ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির ।

দেসনাবসানে কোসম্বীবাসী তিষ্যস্থবির প্রতিসম্ভিদা সহ অহং প্রাপ্ত
হইলেন । এই ধর্মদেশনা অন্যান্য বহুজনের নিকট সার্থক হইয়াছিল ।

। কোসম্বীবাসী তিষ্য স্থবিরের শ্রামণেরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

সারিপুত্তথেরবথু (খ) । ৮

‘অস্সন্ধো’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো সারিপুত্তথেরং আরব্ভ কথেসি ।

একস্মিৎপ্রহ সময়ে তিৎসমত্তা আরওঞকা ভিক্ষু সথদু সন্তিকং আগন্ত্বা বন্দিত্বা নিসীদিংসু । সথা তেসং সহ পটিসম্ভিদ্ধাহি অরহত্তস্সুপনিস্সয়ং দিস্স্বা সারিপুত্তথেরং আমন্তেত্বা ‘সন্দহসি ত্বং সারিপুত্ত, সন্ধিন্দ্রিয়ং ভাবিতং বহুলীকতং অমতোগথং হোতি অমতপরিয়োসান’ন্তি এবং পণ্ডিন্দ্রিয়ানি আরব্ভ পঞঃহং পদুছি । থেরো ‘ন খবাহং, ভন্তে, এথ ভগবতো সন্ধায় গচ্ছামি, সন্ধিন্দ্রিয়ং...অমত-পরিয়োসানং । যেসঞ্হেতং, ভন্তে, অঞ্ণাত অস্স অদিট্ঠং অবিদিতং অসচ্ছিকতং অফস্সিতং পঞ্ণায়, তে

*

*

*

সারিপুত্ত স্থবিরের উপাখ্যান (খ) । ৮ ।

‘অশ্রদ্ধ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সারিপুত্ত স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একসময় ত্রিশজন আরণ্যক ভিক্ষু শাস্তার নিকট আসিয়া বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলেন । শাস্তা তাঁহাদের মধ্যে প্রতিসম্ভিদা সহ অহংভের উপ-নিশ্রয় দেখিয়া সারিপুত্তকে আমন্ত্রণ করিয়া—

‘হে সারিপুত্ত, তুমি কি বিশ্বাস কর যে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হইলে তাহা পরিণেবে নির্বাণরূপ অমৃত উপলব্ধিতে সহায়ক হয়?’—এই ভাবে শাস্তা শ্রদ্ধা, বীৰ্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা—এই পঞ্চেন্দ্রিয় বিষয়ে সারিপুত্তকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন । স্থবির বলিলেন—“ভগ্নে, আমি এখানে ভগবান আপনার শ্রদ্ধার বিষয়ে ঘাইতৈছনা যে ‘শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত...সহায়ক হয়’ । ভগ্নে, যাহাদের ইহা (নির্বাণামৃত) অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত এবং প্রজ্ঞার দ্বারা অস্পষ্ট, তাঁহাদের সেখানে অন্যদের শ্রদ্ধার

তথ পরেসং সন্ধায় গচ্ছেয়্য। সন্ধিন্দ্রিয়ং...অমতপরিয়ো-
 সান'ন্তি এবং তং পঞ'হং ব্যাকাসি। তং সদ্ধা ভিক্খু
 কথং সমুট্টাপেসদং 'সারিপপ্তথেরো মিচ্ছাগহণং নেব
 বিম্সভেজসি, অজ্জাপি সম্মাসম্বুদ্ধস্স ন সন্দহতিযেবা'তি।
 তং সদ্ধা সথা "কিং নামেতং, ভিক্খবে, বদেথ, অহএ'হি
 'পাণ্ডিন্দ্রিয়ানি অভাবেহা সমর্থবিপস্সনং অবড্ঢেহা মঙ্গ-
 ফলানি সচ্ছিকাতুং সমথো নাম অথী'তি সন্দহসি ত্বং
 সারিপপ্ততো'তি পদ'চ্ছং। সো 'এবং সচ্ছিকরোন্তো অথি
 নামাতি ন সন্দহামি, ভন্তে'তি কথেসি। ন দিবস্স বা
 কতস্স বা ফলং বিপাকং ন সন্দহতি, নাপি বুদ্ধাদীনাং
 গুণং ন সন্দহতি। এসো পন অন্তনা পটিবিদ্ধেসু বান-
 বিপস্সনামঙ্গফলধম্মেসু পরেসং সন্ধায় ন গচ্ছতি। তস্মা
 অনুপবজ্জে'তি বহা অনুসন্ধিৎ ঘটেহা ধম্মং দেসেস্তো
 ইমং গাথমাহ—

*

*

*

প্রয়োজনীয়তা আছে। 'শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত.....সহায়ক হয়'—এইভাবে
 তিনি ঐসকল প্রশ্নের ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ কথা
 সমুদ্রাপিত করিলেন—'সারিপপ্ত স্থবির এখনও মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করিতে
 পারেন নাই। এখনও তিনি সমাক্সম্বুদ্ধকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন
 না।' ইহা শুনিয়া শাস্তা—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বলিতেছ? আমি
 সারিপপ্তকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 'সারিপপ্ত, তুমি কি বিশ্বাস কর যে
 পশ্চেন্দ্রিয় অভাবিত হইলে এবং শমথ ও বিপশ্যনা অভাবিত হইলে কেহ
 মার্গফল লাভ করিতে সমর্থ হয় কি?' সে বলিয়াছে—'ভস্তু, না, এইরকম
 কেহ আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।' তারপর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা
 করিয়াছিলাম—'তুমি কি বিশ্বাস কর না যে দান এবং পুণ্যকর্মের ফল
 আছে। বুদ্ধাদির গুণ আছে?' বস্তুতপক্ষে সে অন্যদের শ্রদ্ধার উপর
 নির্ভর করে না। যেহেতু সে স্বকীয় জ্ঞানের দ্বারা প্রতিবিদ্ধ ধ্যান, বিপশ্যনা,
 মার্গ-ফল ধর্মসমূহে আস্থাভাজন। অতএব সে সমালোচনার পাত্র নহে।'—
 ইহা বলিয়া শাস্তা পূর্বাপর ঘটনার সমন্বয় করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা
 ভাষণ করিয়াছিলেন—

‘অস্সন্ধো অকতৎঞং চ, সন্ধিচ্ছেদো চ যো নরো,

হতাবকাসো বন্তাসো, স চে উত্তমপোরিসো’তি । ৯৭ ।

তস্সথো—অন্তনো পটিবন্ধগুণং পরেসং কথায় ন সন্দ-
হতীতি ‘অস্সন্ধো’ । অকতং নিস্বানং জানাতীতি ‘অকত-
ঞং’, সচ্ছিকতনিস্বানোতি অথো । বট্টসন্ধি, সংসার-
সন্ধিঃ ছিন্দিয়া ঠিতোতি সন্ধিচ্ছেদো । কুসলাকুসলকস্ম-
বীজস্স খীগত্তা নিস্বত্তনাবকাসো হতো অস্সাতি
‘হতাবকাসো’ । চতুহি মগ্গেহি কত্তস্বকিচ্চস্স কতত্তা,
সস্বা আসা ইমিনা বন্তাতি ‘বন্তাসো’ । সো এবরূপো ‘নরো’ ।
পটিবন্ধলোকুত্তরধম্মতায় পুরিসেসদ্ উত্তমভাবং পত্তোতি
‘পুুরিসদ্ভত্তমো’তি ।

*

*

*

‘যিনি ‘অশ্রদ্ধ’ অর্থাৎ পরের কথায় বিচারবুদ্ধি বিরহিত হইয়া অজ্ঞতার
ঘোরে বিশ্বাস স্থাপন করেন না ; অর্থাৎ যিনি ধীর স্থির বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ;
যিনি ‘অকৃতজ্ঞ’ অর্থাৎ নির্বাণতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছেন ; যিনি ‘সন্ধিচ্ছেদী’ অর্থাৎ
সংসারাবর্তন ছিন্ন করিয়াছেন ; যিনি ‘হতাবকাশ’ অর্থাৎ কুশলাকুশল, সং-
অসং, ভালমন্দের ফলাফলের হাত হইতে মুক্ত হইয়াছেন ; যিনি ‘বাস্তাশঃ’
অর্থাৎ হাঁহার সকল প্রকার কামনা-বাসনা ফুরাইয়া গিয়াছে এবং ভালমন্দের
অতীত হইয়াছেন—তিনিই যথার্থ সাধুপুরুষ ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ৯৭ ।

অস্বয় :—যিনি স্বেয়ং জ্ঞাতা তিনি অন্যের কথাকে বিশ্বাস করেন না
বলিয়া ‘অশ্রদ্ধ’ । ‘অকৃতকে’ অর্থাৎ নির্বাণকে জানিয়াছেন বলিয়া ‘অকৃতজ্ঞ’,
অর্থাৎ যিনি নির্বাণের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন । বট্টসন্ধি অর্থাৎ সংসার-
সন্ধিকে ছিন্ন করিয়া স্থিত তাই ‘সন্ধিচ্ছেদ’ । কুশলাকুশল কর্মবীজ বিনষ্ট
হওয়ায় পুনরাগমনের অবকাশ হত ‘হাঁহার’ তাই তিনি ‘হতাবকাশ’ । চারি
মার্গের দ্বারা কতব্যকৃত করিয়াছেন বলিয়া সকল আশা হাঁহার দ্বারা ‘বাস্তা’
অর্থাৎ নিঃশেষীকৃত বলিয়া ‘বাস্তাশঃ’ । তিনি এইরূপ মানুষ । লোকোত্তর
ধর্মসমূহকে প্রতিষিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া তিনি পুরুষগণের মধ্যে উত্তমভাব
প্রাপ্ত হইয়াছেন । তাই তিনি ‘পুরুষোত্তম’ ।

গাথাবসানে তে আরএৎঞকা তিংসমত্তা ভিক্খু সহ
পটিসম্ভিদাহি অরহন্তং পাপদুগ্ধংসু। সেসজনস্সাপি
সাত্থিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

। শারিপদত্তথেরবথু অট্ঠমং ।

*

*

*

গাথাবসানে আরণ্যক ত্রিশজন ভিক্খু প্রতিসম্ভিদা সহ অর্হন্তপ্রাপ্ত
হইয়াছেন । অন্যান্য বহুজনের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। শারিপদত্ত স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

খদিরবনিয় রেবতথের বখ । ৯

‘গামে বা’তি ইমং ধম্মদেশনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
খদিরবনিয় রেবতথেরং আরব্ধ কথেসি ।

আয়স্মা হি সারিপদ্ভো সত্তাসীতিকোটিনং পহায়
পস্বাজিহ্বা চালা, উপচালা, সীসদ্‌পচালাতি তিস্সো
ভিগিনিয়ো, চুন্দো উপসেনোতি ইমে দ্বে চ ভাতরো
পস্বাজেসি । রেবতকুমারো একোব গেহে অবসিট্ঠো ।
অথস্স মাতা চিস্তেসি—‘মম পদ্ভো উপতিস্সো এত্তকং
ধনং পহায় পস্বাজিহ্বা তিস্সো চ ভিগিনিয়ো দ্বে চ ভাতরো
পস্বাজেসি, রেবতো একোব অবসেসো । সচে ইমস্পি
পস্বাজেস্সতি, এতকং নো ধনং নস্সিস্সতি, কুলবংসো
পচ্ছিজ্জিস্সতি, দহরকালেয়েব নং ঘরাবাসেন বন্ধি-
স্সামী’তি । সারিপদ্ভথেরোপি পটিক্কেব ভিক্খু

*

*

*

খদিরবনিয় রেবতস্থবিরের উগাথ্যান । ৯ ।

‘গ্রামে বা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে অবস্থানকালে খদিরবনিয়
রেবতস্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

আয়স্মান শারিপদ্র সত্তাশীতি কোটি ধন ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়া,
চালা, উপচালা এবং শিশোপচালা এই তিন ভগিনী এবং চুন্দ ও উপসেন
নামক দুই ভাইকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন । (ভাই) রেবতকুমার একাই গৃহে
অবশিষ্ট ছিলেন । তখন তাঁহার মাতা চিন্তা করিলেন—‘আমার পুত্র
উপতিষ্য এত ধন ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়া তিন ভগিনী এবং দুই
ভাইকেও প্রব্রজিত করিয়াছে, শূদ্র রেবতই অবশিষ্ট রহিল । যদি ইহাকেও
প্রব্রজিত করে তাহা হইলে আমাদের এত ধন নষ্ট হইয়া যাইবে, কুলবংশও
নিঃশেষ হইয়া যাইবে । অতএব তরুণবয়সেই ইহাকে (রেবতকে) সংসার-
বন্ধনে আবদ্ধ করিব ।’ এদিকে শারিপদ্র পূর্বেই ভিক্ষুদের জানাইয়া

আণাপেসি ‘সচে, আব্দুসো, রেবতো পম্বজিতুকামো
 আগচ্ছতি, আগমত্তমেব নং পম্বাজেয়্যাথ, মম মাতাপিতরো
 মিচ্ছাদিট্ঠিকা, কিং তেহি আপদ্বিচ্ছিতেহি, অহমেব তস্স
 মাতা চ পিতা চা’তি। মাতাপিস্স রেবতকুমারং
 সত্তবস্সিকমেব ঘরবন্ধনেন বন্ধিতুকামা সমানজাতিকে কুলে
 দারিকং বারেহা দিবসং ববথপেহা কুমারং মণ্ডেহা পসাথেহা
 ম্হতা পরিবারেন সন্ধিং আদায় কুমারিকায় ঞ্জাতিঘরং
 অগমাসি। অথ নেসং কতমঙ্গলানং দ্বিন্মস্পি ঞ্জাতকেস্দু
 সন্নিপতিতেস্দু উদকপাতিয়ং হথে ওতারেহা মঙ্গলানি বহ্বা
 কুমারিকায় বদ্ভুং আকম্বমানা ঞ্জাতকা ‘তব অয়্যিকায়
 দিট্ঠধম্মং পস্স, অয়্যিকা বিয় চিরং জীব, অম্মা’তি
 আহংস্দু। রেবতকুমারো ‘কো ন্দু থো ইমিস্সা অয়্যিকায়
 দিট্ঠধম্মো’তি চিন্তেহা ‘কতরা ইমিস্সা অয়্যিকা’তি পদ্বিচ্ছি।
 অথ নং আহংস্দু, ‘তাত, কিং ন পস্সসি ইমং বীসবস্স-

*

*

*

রাখিয়াছিলেন—‘আব্দুস, যদি রেবত প্রব্রজ্যায় ইচ্ছুক হইয়া আসে,
 আসামাত্রই তাহাকে প্রব্রাজিত করিবে। আমার মাতা-পিতা মিথ্যাদৃষ্টি-
 সম্পন্ন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। আমি তাহার মাতা
 এবং পিতা।’ তাঁহার মাতাও রেবতকুমারকে সাত বৎসর বয়সেই গৃহবন্ধনে
 আবদ্ধ করিবার জন্য সমানজাতিক কুলে পাত্রী ঠিক করিয়া বিবাহের দিন
 ধার্য করিয়া কুমারকে মণ্ডিত ও প্রসাধিত করিয়া বহু লোকজন সঙ্গে লইয়া
 পাত্রীর জ্ঞাতিগৃহে গেলেন। উভয়পক্ষের জ্ঞাতিগণ বিবাহমঙ্গলে একত্রিত
 হইয়া জলপূর্ণপাত্রে হাত রাখিয়া পাত্র-পাত্রীকে আশীর্বাদ করিয়া পাত্রীর
 শ্রীবুদ্ধি কামনা করিয়া বলিলেন—‘মা, তোমার পিতামহীর মত হও ; তাঁহার
 মত দীর্ঘকাল সংসারকে দেখ ; তাঁহার মত দীর্ঘজীবন লাভ কর।’ রেবত-
 কুমার তখন চিন্তা করিল—‘ইহার পিতামহীর মত দ্বারা দৃষ্ট ধর্ম কি?’—
 তখন সে জিজ্ঞাসা করিল—‘ইহার পিতামহী কোথায়?’ ‘বৎস, তুমি
 দেখিতেছ না ঐ বৃদ্ধাকে যাহার বয়স ১২০ বৎসর ? যাহার পঞ্চদশ

সতিকং খণ্ডদন্তং পলিতকেশং বলিত্তচং তিলকাহতগন্তং
গোপানসিবন্ধং, এসা এতিস্মা অয়্যাকা'তি । 'কিং পন
অয়ম্পি এবরূপা ভবিষ্যতী'তি ? 'সচে জীবিস্সতি,
ভবিষ্যতি, তাতা'তি । সো চিভেসি—'এবরূপম্পি নাম
সরীরং জরায় ইমং বিম্পকারং পাপদুগিস্সতি, ইমং মে
ভাতরা উপতিস্সেন দিট্ঠং ভবিষ্যতি, অভ্বেজব ময়া
পলায়িত্বা পস্বজিতুং বটুতী'তি । অথ নং ঞ্জাতকা
কুমারিকায় সন্ধিং একযানং আরোপেত্বা আদায় পক্রমিৎসু ।
সো থোকং গন্ত্বা সরীরকিচ্চং অপদিসিদ্ধা 'ঔপেথ তাব যানং,
ওতরিহা আগমিস্সামী'তি যানা ওতরিহা একস্মিং গদুস্বে
থোকং পপণ্ডং কত্বা অগমাসি । পদুনিপি থোকং গন্ত্বা
তেনেব অপদেসেন ওতরিহা অভিহি, পদুনিপি তথেব
অকাসি । অথস্স ঞ্জাতকা 'অদ্ধা ইমস্স উট্ঠানানি

পলিতকেশ : শুকে বলিরেখা প্রকট, ষাঁহার শরীরে প্রচুর তিলদৃশ্যমান,
ষাঁহার দেহ (বয়সের ভারে) নৃদ্যজ হইয়াছে—তিনিই ই'হার পিতামহী ।'
রেবত তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল—'তাহা হইলে এও (অর্থাৎ আমার ভাষাও)
একদিন এইরূপ হইবে ?'

'হ্যাঁ বৎস, যদি বাঁচিয়া থাকে এইরূপই হইবে ।'

রেবত ভাবিল—'আমার ভাষার এত সুন্দর শরীরও একদিন জরাগ্রস্ত
হইয়া এইরূপ কুৎসিত আকার ধারণ করিবে ? আমার (জ্যেষ্ঠ) ভ্রাতা
উপতিষ্য নিশ্চয়ই এইসব দেখিয়াছেন । অদ্যই আমি পলায়ন করিয়া
প্রব্রজিত হইব ।' জ্ঞাতীগণ তাহাকে কন্যার সহিত একই যানে আরোহণ
করাইয়া বিদায় দিলেন ।

কিছুদূর যাইয়া সে শরীরকৃত্য করিবার ভাব দেখাইয়া বলিল—'গাড়ী
ধামাও, আমি নামিব এবং আবার ফিরিয়া আসিব ।' এই বলিয়া গাড়ী
হইতে নামিয়া একটি ঝোপে কিছুক্ষণ কাটাইয়া ফিরিয়া আসিল । পদুনরায়
কিছুদূর যাইয়া একই ভান করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া আবার চাঁড়িল ।

বসন্তী'তি সল্লক্খেহা নাতিদল্হং আরক্খং করিংসু ।
 সো পদুনিপি থোকং গল্হা তেনেব অপদেসেন ওতরিহা
 'তুম্হে পাজেন্তো পদুরতো গচ্ছথ, ময়ং পচ্ছতো সণিকং
 আগমিস্সামা'তি বহা ওতরিহা গদুস্বাভিমুখো অহোসি ।
 ঐত্তাকাপিস্স 'পচ্ছতো আগমিস্সতী'তি সঞ্ ঐয়া যানং
 পাজেন্তো গমিংসু । সোপি ততো পলায়িত্বা একস্মিং
 পদেসে তিংসমত্তা ভিক্খু বসন্তি, তেসং সন্তিকং গল্হা
 বন্দিহা আহ—'পস্বাজেথ মং, ভন্তে'তি । 'আবুসো, ঙ্গ
 সম্বালঙ্কারপটিমি'ডতো, ময়ং তে রাজপদুত্তভাবং বা অমচ্চ-
 পদুত্তভাবং বা ন জানাম, কথং পস্বাজেস্সামা'তি ? 'তুম্হে
 মং, ভন্তে, ন জানাথা'তি ? 'ন জানামাবুসো'তি । 'অহং
 উপতিস্সস্স কনিট্ঠভাতিকো'তি । 'কো এস উপতিস্সো

*

*

*

তৃতীয়বারও তাহাই করিল । তখন তাহার জ্ঞাতিরা ভাবিল—'এইরকম
 বারে বারে মলমূত্র ত্যাগ করিতে যাওয়া বোধ হয় তাহার স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে ।'
 এই ভাবিয়া তাহারা তাহার আরক্ষা শিথিল করিয়া দিল । সে কিছুদূর
 আবার ঐ শরীরকৃত্যের ভান করিয়া নীচে অবতরণ করিয়া বলিল—
 'আপনারা গাড়ী চালাইয়া আগে আগে যান, আমরা পরে আস্তে আস্তে
 যাইতেছি ।' তারপর সে ঝোপের দিকে চলিয়া গেল । জ্ঞাতিরাও
 ভাবিলেন—'পরে ঠিক আসিবে ।' তাহারা গাড়ী চালাইয়া চলিয়া গেলেন ।
 সেও পলায়ন করিয়া যাইতে যাইতে একস্থানে শিশুজন ভিক্খু বাস করিতেছেন
 দেখিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া বলিল—'ভস্কে,
 আমাকে প্রব্রজ্যা দিন ।'

'আবুসো, তুমি ত দেখিতেছি সর্বাঙ্গকারবিভূষিত । তুমি কি রাজপুত্র
 না অমাত্যপুত্র জানি না ; কিভাবে তোমাকে প্রব্রজ্যা দিব ?'

'ভস্কে, আপনারা আমাকে জানেন না ?'

'না, আবুসো ।'

'আমি উপতিষ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ।'

'এই উপতিষ্য কে ?'

নামা'তি ? “ভন্তে, ভদন্তা মম ভাতরং ‘সারিপদন্তো’তি বদন্তি, তস্মা ময়া ‘উপতিস্মা’তি বদন্তে ন জানন্তী”তি । ‘কিং পন স্বং সারিপদন্তথেরস্স কনিট্ঠভাতিকো’তি ? ‘আম, ভন্তে’তি । ‘তেন হি এহি, ভাতরা তে অনদ্‌ঞ্‌ঞাত-মেবা’তি বহ্বা ভিক্‌খু তস্স আভরণানি ওমদ্‌ঞাপেহ্বা একমন্তং ঠপেহ্বা তং পব্বাজেহ্বা থেরস্স সাসনং পহিণিংসদ্‌ । থেরো তং সদ্‌হ্বা ভগবতো আরোচেসি—“ভন্তে, ‘আরঞ্‌-ঞেকভিক্‌খুহি কির রেবতো পব্বাজিতো’তি সাসনং পহিণিংসদ্‌, গন্ত্বা তং পস্সিহ্বা আগমিস্সামী”তি । সথা ‘অধিবাসেহি তাব, সারিপদন্তো’তি গন্তুং ন অদাসি । থেরো প্দুন কতিপাহচ্চয়েন সথারং আপদ্‌ছি । সথা ‘অধিবাসেহি তাব, সারিপদন্ত, ময়স্পি আগমিস্সামা’তি নেব গন্তুং অদাসি ।

*

*

*

‘ভন্তে, ভদন্তগণ আমার ভাতাকে ‘সারিপদন্ত’ বলিয়াই জানেন । সেইজন্য আমি ‘উপতিষ্য’ বলিলে আপনারা চিনিতে পারিতেছেন না ।’

‘তুমি কি সারিপদন্তস্থবিরের কনিষ্ঠ ভাতা ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে ।’

‘তাহা হইলে আইস, তোমার ভাতা আমাদিগকে অনূমতি দিয়াছেন’—এই বলিয়া ভিক্ষুগণ তাহার আভরণসমূহ উন্মোচিত করাইয়া একপাশে রাখাইলেন । তারপর তাহাকে প্রব্রাজিত করিয়া সারিপদন্তস্থবিরের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন । স্থবির ইহা শুনিয়া ভগবানকে জানাইলেন—‘ভন্তে, আরণ্যক ভিক্ষুদের দ্বারা রেবত প্রব্রাজিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছে । আমি যাইয়া দেখিয়া আসি ।’ শাস্তা—‘হে সারিপদন্ত, তুমি মানিয়া নাও ।’ বলিয়া সারিপদন্তকে ষাইতে দিলেন না । স্থবির কয়েকদিন পরে আবার শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনূমতি চাহিলেন । শাস্তা—‘হে সারিপদন্ত, তুমি মানিয়া নাও, আমরাও ষাইব’—বলিয়া সারিপদন্তকে ষাইতে দিলেন না ।

সামগেরোপি ‘সচাহং ইধ বসিস্সামি, ঐতাকা মং অনু-
বন্দিহা পক্কোসিস্সন্তী’তি তেসং ভিক্খুদং সন্তিকে যাব
অরহত্তা কস্মট্ঠানং উগ্গাহিত্বা পত্তচীবরমাদায় চারিকং
চরমানো ততো তিস্সযোজনিকে ঠানে খদিরবনং গন্ত্বা
অন্তোবস্সেযেব তেমাসন্ডন্তরে সহ পটিসম্ভিদাহি অরহত্তং
পাপদ্দিগি। থেরোপি পবারেত্তা সথারং পুন তথ গমনথায়
আপদ্দিচ্ছি। সথা ‘ময়্যম্পি গমিস্সাম, সারিপপত্তা’তি পণ্ডিহি
ভিক্খুদসত্তেহি সঙ্কিং নিক্খমি। থোকং গতকালে আনন্দ-
থেরো দ্বেধাপথে ঠত্তা সথারং আহ—‘ভন্তে, রেবতস্স
সন্তিকং গমনমগ্গেসদু অয়ং পরিহারপথো সট্ঠিযোজনিকো
মনুস্সাবাসো, অয়ং উজ্জুমগ্গো তিস্সযোজনিকো অমনুস্স-
পরিগ্গাহিতো, কতরেন গচ্ছামা’তি। ‘সীবালি, পন, আনন্দ,
অম্হেহি সঙ্কিং আগতো’তি? ‘আম, ভন্তে’তি। ‘সচে,

*

*

*

শ্রামণেরও চিন্তা করিল—‘যদি এখানে আমি থাকি, জ্ঞাতীগণ আমার
অনুসরণ করিয়া ধরিয়া ফেলিবে’—ইহা চিন্তা করিয়া ভিক্ষুদের নিকট হইতে
অহঁত্ব লাভ না করা পৰ্য্যন্ত ‘কম্ভস্থান’ গ্রহণ করিয়া পাণ্ডচীবর লইয়া
চারিকায় বিচরণ করিতে করিতে উক্তস্থান হইতে ত্রিশযোজন দূরে খদিরবনে
যাইয়া বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করিলেন এবং তিন মাসের মধ্যেই প্রতিসম্ভিদা সহ
অহঁত্ব প্রাপ্ত হইলেন। শারিপপত্ত স্থবিরও প্রবারণার পরে আবার শাস্ত্রার
অনুমতি প্রার্থনা করিলেন রেবতের নিকট যাইবার জন্য। শাস্ত্রা—‘হে
শারিপপত্ত, আমরাও যাইব’ বলিয়া পণ্ডশত ভিক্ষুর সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন।
কিছুদূর যাইয়া আনন্দস্থবির দ্বিমুখী রাস্তার সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া শাস্ত্রাকে
বলিলেন—‘ভন্তে, রেবতের নিকট যাইবার দূরীটি রাস্তা আছে—একটির দূরত্ব
ষাট্ যোজন, ঘুরপথ এবং মনুষ্যবাস আছে (অর্থাৎ কোন উপদ্রব নাই),
আর একটির দূরত্ব ত্রিশ যোজন, রাস্তা সোজা তবে অমনুষ্যের উপদ্রব
আছে। আমরা কোন্ রাস্তায় যাইব?’

‘হে আনন্দ, সীবালি কি আমাদের সঙ্গে যাইতেছে?’

‘হাঁ ভন্তে।’

সীর্বািল আগতো, উজ্জুম্গমেব গণ্হাহী'তি । সথা কির
 'অহং তুম্হাকং যাগদ্ভত্তং উম্পাদেঙ্গসামি, উজ্জুম্গং
 গণ্হাহী'তি অবত্ভা 'তেসং তেসং জনানং প্দ্‌এঃএঃস
 বিপাকদানট্ঠানং এত'ন্তি এত্ভা 'সচে, সীর্বািল, আগতো,
 উজ্জুম্গং গণ্হাহী'তি আহ । সথরি পন তং ম্গং
 পটিপন্নে দেবতা 'অম্হাকং অয়্যস্স সীর্বািলথেরস্স সন্ধারং
 করিস্সামা'তি চিন্তেত্ভা একেকযোজনে বিহারে কারেত্ভা
 একযোজনতো উদ্ধং গন্তুং অদত্ভা পাতো ব্দট্ঠায় দিব্বযাগদ্-
 আদীনি গহেত্ভা, 'অয়্যো, নো সীর্বািলথেরো কহং নিসিন্নো'-
 তি বিচরন্তি । থেরো অন্তনো অভিহটং ব্দক্খপম্দুখস্স
 ভিক্খুসংঘস্স দাপেসি । এবং সথা সপরিবারো তিৎস-
 যোজনিকং কন্তারং সীর্বািলথেরস্স প্দ্‌এঃএঃ অনদ্ভব-
 মানোব অগমাসি । রেবতথেরোপি সথদ্ আগমনং এত্ভা
 ভগবতো গন্ধকুটিং মাপেত্ভা পণ্ড কূটাগারসতানি, পণ্ড চক্ষ-

*

*

*

‘যদি সীর্বািল সঙ্গে থাকে তাহা হইলে সোজা রাস্তাতেই যাও ।’

শাস্তা—‘আমি তোমাদের যাগদ্ভাতের ব্যবস্থা করিব, সোজাপথে যাও’—
 না বলিয়া ‘সেই সেই পুণ্যবানদের ফলদানের ইহাই স্থান’ জানিয়া ‘যদি
 সীর্বািল আসিয়া থাকে, তাহা হইলে সোজাপথেই যাও’ বলিলেন । শাস্তা
 সেই রাস্তায় উপস্থিত হইলে দেবতারা ‘আমাদের আৰ্ঘ্য সীর্বািল শ্হবিরের
 সংকার করিব’ চিন্তা করিয়া এক এক যোজন দূরত্বে এক একটি বিহার
 নির্মাণ করাইয়া, দিনে এক যোজনের বেশী দূরে যাইতে না দিয়া প্রাতঃকালে
 উঠিয়া দিব্য যাগদ্ভ প্রভৃতি লইয়া ‘আমাদের আৰ্ঘ্য সীর্বািল শ্হবির কোথায়
 আছেন’ বলিয়া খোঁজ করিতে লাগিল । সীর্বািল শ্হবির নিজে যাহা লাভ
 করিয়াছেন তাহা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করিলেন । এই প্রকারে
 শাস্তা সপরিবারে ত্রিশযোজনিক রাস্তা সীর্বািল শ্হবিরের পুণ্যপ্রভাবেই
 অতিক্রম করিলেন । রেবত শ্হবিরও শাস্তার আগমনের কথা জানিয়া
 ভগবানের জন্য গন্ধকুটির ব্যবস্থা করিলেন । পণ্ডশত কূটাগার, পণ্ডশত

মনসতানি, পণ্ডরন্তিট্ঠানদিবাট্ঠানসতানি চ মাপেসি।
সথা তস্স সন্তিকে মাসমত্তমেব বসি। তস্মিং বসমানোপি
সীবলিথেরস্সেব পদুঞ্ঞং অন্দুভবি।

তথ পন দ্বে মহল্লকভিক্খু সথু খদিরবনং পবিসনকালে
এবং চিন্তয়িসু—‘অয়ং ভিক্খু এত্তকং নবকম্মং
করোন্তো কিং সন্ধিস্সতি সমগধম্মং কাতুং, সথা ‘সারি-
পদুত্তস্স কনিট্ঠো’তি মুখোলোকনকিচ্ছং করোন্তো এব-
রুপস্স নবকম্মকস্স ভিক্খুস্স সন্তিকং আগতো’তি।
সথাপি তং দিবসং পচ্চুসকালে লোকং বোলোকেহ্মা তে
ভিক্খু দিম্বা তেসং চিত্তাচারং অঞ্ঞাসি। তস্মা তথ
মাসমত্তং বসিহ্মা নিক্খমনদিবসে যথা তে ভিক্খু অন্তনো
তেলনালিণ্ড উদকতম্বদুণ্ড উপাহনানি চ পমুস্সন্তি, তথা
অধিট্ঠিহ্মা নিক্খমন্তো বিহারুপচারতো বহি নিক্খন্ত-
কালে ইন্ধিং বিস্সজ্জেসি। অথ তে ভিক্খু ‘ময়া ইদাণ্ঠ-

*

*

*

চক্ষুগম্য স্থান, পণ্ডশত রাত্রিবিহার স্থান এবং পণ্ডশত দিবাবিহার স্থান নির্মাণ
করাইলেন। শাস্তা তাঁহার নিকট একমাস কাল মাত্র বাস করিলেন। সেখানে
অবস্থানকালে সীবলি স্থবিরেরই পদ্যফল অনুভব করিয়াছিলেন।

শাস্তা যখন খদিরবনে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন দুইজন বৃদ্ধ ভিক্ষু
চিন্তা করিয়াছিলেন—‘এই ভিক্ষু এত সব নবকর্মে নিযুক্ত থাকিলে কি করিয়া
শ্রমগধম’ পালন করিবে? শাস্তা ‘সারিপদুত্ত স্থবিরের কনিষ্ঠ ভাই’ বলিয়া
পক্ষপাতিত্ব করিতেছেন এবং এইরূপ নবকর্মকারী ভিক্ষুর নিকট
আসিয়াছেন।’ শাস্তাও সেইদিন প্রত্যুষকালে পৃথিবী অবলোকনকালে ঐ
দুইজন ভিক্ষুকে দেখিয়া তাহাদের মনের কথা জানিতে পারিলেন। অতএব,
সেখানে একমাসকাল অবস্থান করিয়া ফিরিয়া ষাইবার দিন এমন অধিষ্ঠান
করিলেন যাহাতে ঐ ভিক্ষুদ্বয় নিজেদের তেলনালি, জলের পাত্র এবং উপাহনের
কথা ভুলিয়া যায়। এইরূপ অধিষ্ঠান করিয়া নিষ্ক্রমণকালে বিহার প্রবেশের
দ্বার অতিক্রম করিবামাত্রই তাঁহার ঋদ্ধি প্রয়োগ করিলেন। সেই ভিক্ষুরাও

দণ্ড পমুট্টং, ময়াপি পমুট্টং'ন্তি উভোপি নিবন্তিত্বা তং
ঠানং অসল্লক্খেত্বা খদিররুদ্ধক্খকট্টকোহি বিস্বম্মানা
বিচারিত্বা একস্মিং খদিররুদ্ধক্খে ওলম্বন্তং অন্তনো ভণ্ডকং
দিস্বা আদায় পক্কমিংসু । সথাপি ভিক্খুসঙ্ঘং আদায়
পদ্বন মাসমত্তেনেব সীর্বািলথেরস্স পুণ্ড্রং অনদ্ভবমানো
পটিগন্ত্বা পদ্ববারামং পার্বিসি ।

অথ তে মহল্লকভিক্খু পাতোব মদুখং ধোবিত্বা 'আগন্তুক-
ভত্তদায়িকায় বিসাখায় ঘরং যাগদুং পিবিম্সামা'তি গন্ত্বা
যাগদুং পিবিত্বা খজ্জকং খাদিত্বা নিসীদিংসু । অথ নে
বিসাখা পদ্বিচ্ছ—'তুম্হেপি, ভন্তে, সথারা সন্ধিং রেবত-
থেরস্স বসনট্টানং অগমিত্বা'তি । 'আম, উপাসিকে'তি ।
'রমণীয়ং, ভন্তে, থেরস্স বসনট্টান'ন্তি । 'কুতো তস্স
'রমণীয়তা সেতকট্টকখদিররুদ্ধক্খগহনং পেতানং নিবাসনট্-

*

*

*

তখন 'আমি এইটা ভুলিয়া গিয়াছি, আমি ঐটা ভুলিয়া গিয়াছি' বলিয়া
ফিরিয়া আসিয়া সেই স্থান খুঁজিয়া না পাইয়া খদিরবৃক্ষের কটকের দ্বারা
লিদ্ধ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একটি খদিরবৃক্ষের শাখায় নিজেদের দ্রব্যগদূলি
ঝুলন্ত অবস্থায় দেখিয়া গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন । শাস্তাও ভিক্ষুসঙ্ঘকে
লইয়া আরও একমাস সীর্বািলস্থবিরের পুণ্যফল উপভোগ করিয়া সেইস্থান
হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পদ্ববারামে প্রবেশ করিলেন ।

অনন্তর সেই বর্ষীয়ান ভিক্ষুদ্বয় সকালেই মদু খুইয়া 'আগন্তুক অন-
দায়িকা বিসাখার গৃহে যাইয়া যাগদু পান করিব' বলিয়া যাইয়া যাগদু পান
করিয়া অন্যান্য খাদ্যাদি খাইয়া উপবেশন করিলেন । তখন বিসাখা
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনারাও কি শাস্তার সঙ্গে রেবত-
স্থবিরের বাসস্থানে গিয়াছিলেন ?'

'হ্যাঁ উপাসিকে ।'

'ভন্তে, স্থবিরের বাসস্থান খুব রমণীয়, তাই না ? 'হে উপাসিকে, রমণীয়তা
কোথায়, সেতকট্টকযুক্ত খদির বৃক্ষের গহন বন, যেন প্রেতদের নিবাসস্থান ।'

ঠানসদিসং উপাসিকে'তি । অথএৎএৎ হে দহরভিক্খু
আগমিংসু । উপাসিকা তেসম্পি যাগুখজ্জকং দত্তা তথেষ
পটিপদ্বিচ্ছি । তে আহংসু—‘ন সন্ধা উপাসিকে বগ্নেতুং,
সুধম্মদেবসভাসদিসং ইন্ধিয়া অভিসংখতং বিষ থেরস্স
বসনট্টান’ন্তি । উপাসিকা চিন্তেসি—‘পঠমং আগতা
ভিক্খু অএৎএথা বদিংসু, ইমে অএৎএথা বদন্তি, পঠমং
আগতা ভিক্খু কিঞ্চিদেব পমুস্সিয়া ইন্ধিয়া বিস্সট্ট-
কালে পটিনিবত্তিয়া গতা ভাবিস্সন্তি, ইমে পন ইন্ধিয়া
অভিসংখরিয়া নিম্মিতকালে গতা ভাবিস্সন্তী’তি অন্তনো
পসিডতভাবেন এতমথং এত্থা ‘সথারং আগতকালে পদ্বিচ্ছ-
স্সামী’তি অট্টাসি । ততো মূহুত্তংষেব সথা ভিক্খু-
সম্বপরিবত্তো বিসাখায় গেহং গন্ত্বা পএৎএত্তাসনে
নিসীদি । সা বুদ্ধপমুখং ভিক্খুসম্বং সঙ্কচ্চং পরি-
বিস্সিয়া ভত্তকিচ্চাবসানে সথারং বন্দিয়া পটিপদ্বিচ্ছি—

*

*

*

পরে আরও দুইজন তরুণ ভিক্ষু আসিলেন । উপাসিকা তাঁহাদের
যাগু এবং খাদ্যাদি দিয়া ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন । তাঁহারা বলিলেন—

‘হে উপাসিকে, আমাদের বর্ণনার অতীত । সুধম্মদেবসভাসদশ
স্থবিরের বাসস্থান, যেন ঋদ্ধিপ্রভাবে নির্মিত হইয়াছে ।’ উপাসিকা চিন্তা
করিলেন—‘প্রথমে আগত ভিক্ষুগণ এক রকম বলিলেন, ইহারা অন্যথা
বলিতেছেন । মনে হয় শাস্তার ঋদ্ধিপ্রভাবে প্রথমে আগত ভিক্ষুরা বিস্মৃত
হইয়া কোন কিছু ফেলিয়া আসিয়া আবার আনিতে গিয়াছিলেন, আর পরে
আগত ভিক্ষুরা নিশ্চয়ই শাস্তার ঋদ্ধিবলে রমণীয়ভাবে নির্মিত (রেবত-
স্থবিরের) বাসস্থানে গিয়াছিলেন ।’—নিজের বুদ্ধি-বিবেচনায় বিশাখা ইহাই
মনে করিলেন । তারপর ‘শাস্তা আসিলে জিজ্ঞাসা করিব’ বলিয়া নীরব
রহিলেন । পরমুহূর্তেই শাস্তা ভিক্ষুসম্বপরিবৃত্ত হইয়া বিশাখার গৃহে
আসিয়া প্রজ্ঞপ্ত আসনে উপবেশন করিলেন । তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসম্বকে
সাদরে (খাদ্যভোজ্য) পরিবেশন করিয়া ভোজনকৃত্যাবসানে শাস্তাকে বন্দনা

“ভন্তে, তুম্‌হেহি সন্ধিং গতিভিক্‌খুস্‌ একচে রেবত-
থেরস্স বসনট্‌ঠানং ‘খদিরগহনং অরঞ্ঞ’ন্তি বদন্তি,
একচে ‘রমণীয়’ন্তি, কিং নু থো এত’ন্তি ? তং সদ্‌স্বা
সথা ‘উপাসিকে, গামো বা হোতু অরঞ্ঞাৎ বা, যস্মিং
ঠানে অরহন্তো বিহরন্তি, তং রমণীয়মেবা’তি বদ্বা অনদ্‌-
সন্ধিং ঘট্টেহা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘গামে বা যদি বারঞ্ঞে, নিন্‌নে বা যদি বা থলে ।

যথ অরহন্তো বিহরন্তি, তং ভূমিরামণেয়্যক’ন্তি । ৯৮ ।

তথ কিণ্‌ঢাপি অরহন্তো গামন্তে কায়বিবেকং ন লভন্তি,
চিত্তবিবেকং পন লভন্তেব । তেসঞ্‌হি দিম্বপটিভাগা-
নিপি আরম্মণানি চিত্তং চালেতুং ন সঙ্কোন্তি । তস্মা
গামো বা হোতু অরঞ্ঞাদীনং বা অঞ্‌ঞতরং, ‘যথ
অরহন্তো বিহরন্তি, তং ভূমিরামণেয়্যক’ন্তি’ সো ভূমিপদেসো
রমণীয়ো এবাতি অথো ।

*

*

*

করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে, আপনার সঙ্গে যেসকল ভিক্ষু রেবত-
স্থবিরের বাসস্থানে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন রেবত-
স্থবিরের বাসস্থান ‘খদিরবৃক্ষের গহন অরণ্য’ আবার কেহ কেহ বলিলেন
‘রমণীয়’; কি ব্যাপার বলুন ত ভন্তে ?’ ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন—

‘হে উপাসিকে, গ্রাম হউক বা অরণ্য হউক, যে স্থানে অহংগণ বাস
করেন সেই স্থান রমণীয়ই ।’ ইহা বলিয়া শাস্তা পূর্বাপর সমন্বয় ঘটাইয়া
ধর্ম দেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘গ্রামে, অরণ্যে, জলে বা স্থলে যেখানেই অহংগণ অবস্থান করেন, সেই
স্থান রমণীয়ই ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৯৮ ।

অন্বয় : যদি অহংগণ গ্রামে কায়বিবেক লাভ না করেন, চিত্তবিবেক
(অবশ্যই) লাভ করিয়া থাকেন । দিব্য আলম্বনসমূহও তাঁহাদের চিত্তকে
চালিত করিতে পারে না । সেইজন্য গ্রাম হউক বা অরণ্য হউক বা অন্য
কোথাও হউক, যেখানে অহংগণ বাস করেন, সেই স্থান রমণীয়ই বটে । ইহাই
অর্থ ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদগ্ধিৎসুতি ।

অপরেন সময়েন ভিক্ষু কথং সমুট্টাপেসুং—

‘আবুসো, কেন নু খো কারণেন আয়স্মা সীবলিথেরো সত্তদিবসসত্তমাসাধিকানি সত্ত বস্সানি মাতু কুচ্ছিয়ং বসি, কেন নিরয়ে পচ্চি, কেন নিস্সন্দেন লাভংগযসংগম্পত্তো জাতো’তি? সথা তং কথং সুত্তা, ‘ভিক্ষবে, কিং কথেনা’তি পদুচ্ছিয়া, ‘ভন্তে, ইদং নামা’তি বদন্তে তস্সায়স্মতো পদুস্বকস্মং কথেন্তো আহ—

ভিক্ষবে, ইতো একনবদতিকম্পে বিপস্সী ভগবা লোকে উম্পজ্জিয়া একস্মিং সময়ে জনপদচারিকং চরিয়া পিতু নগরং পচ্চাগমাসি । রাজা বুদ্ধম্পমুখস্স ভিক্ষুসুসস্স আগন্তুকদানং সজ্জিয়া নাগরানং সাসনং পেসেসি ‘আগন্তুয় ময়ং দানে সহায়কা হোন্তু’তি । তে তথা কথ্য ‘রঞংএ দিন্নদানতো অতিরেকতরং দস্সামা’তি সথারং নিমন্তেয়া

*

*

*

দেশনা অবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তি-ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

অন্য এক সময়ে ভিক্ষুগণ কথা উত্থাপন করিলেন—‘আবুসো, কেন আয়ুস্মান সীবলিহুবির সাত বৎসর সাত মাস এবং সাত দিন মাতৃগর্ভে ছিলেন ; কেন (মাতৃগর্ভ-রূপ) নরকে পক হইয়াছিলেন ; কিভাবেই বা অগ্রলাভ এবং অগ্র যশের অধিকারী হইলেন ?’ শাস্তা সেই কথা শুনিয়া—‘ভিক্ষুগণ, তোমরা কি আলোচনা করিতেছ ?’ জিজ্ঞাসা করিলেন । ‘ভন্তে, এই বিষয়ে ।’ ইহা শুনিয়া শাস্তা আয়ুস্মান সীবলির পূর্ব-জন্মকথা বলিতে লাগিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, এখন হইতে একনবদতিকম্প পূর্বে বিপশ্যী ভগবান জগতে আবির্ভূত হইয়া একবার জনপদচারিকায় বিচরণ করিতে করিতে পিতার নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ! রাজা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসুসস্সের জন্য আগন্তুকদান সজ্জিত করিয়া নগরবাসিগণের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—‘আপনারা আসিয়া আমার দানে সহায়ক হউন ।’ তাহারা তাহাই করিলেন এবং ‘রাজার দান অপেক্ষা অধিক দান দিব’ বলিয়া শাস্তাকে

পদ্নদিবসে দানং পটিয়াদেহা রঞ্জে সাসনং পহিণিংসু ।
 রাজা আগন্ত্বা তেসং দানং দিম্বা 'ইতো অধিকতরং
 দস্সামী'তি পদ্নদিবসথায় সথারং নিমন্তেসি, নেব রাজা
 নাগরে পরাজেতুং সন্ধি, ন নাগরা রাজানং । নাগরা
 ছট্টে বারে 'স্বে দানি যথা যথা 'ইমস্মিং দানে ইদং নাম
 নথী'তি ন সন্ধা হোতি বত্তুং, এবং দানং দস্সামা'তি
 চিন্তেহা পদ্নদিবসে দানং পটিয়াদেহা 'কিং নু থো এথ
 নথী'তি ওলোকেস্তা অল্পমধুমেব ন অন্দসংসু । পল্পমধু
 পন বহুং অথি । তে অল্পমধুস্সথায় চতুসু নগরদ্বারেসু
 চত্তারি কহাপণসহস্সানি গাহাপেহা পহিণিংসু । অথেকো
 জনপদমনুস্সো গামভোজকং পস্সিতুং আগচ্ছন্তো অন্তরামণ্ণে
 মধুপটলং দিম্বা মন্ধিকা পলাপেহা সাথং ছিন্দিহা
 সাখাদন্ডকেনেব সন্ধিং মধুপটলং দিম্বা মন্ধিকা
 পলাপেহা সাথং ছিন্দিহা সাখাদন্ডকেনেব সন্ধিং মধুপটলং

*

*

*

নিমন্তণ করিয়া পরের দিন দানের ব্যবস্থা করিয়া রাজাকে সংবাদ পাঠাইলেন ।
 রাজা আসিয়া তাঁহাদের দান দেখিয়া 'ইহা অপেক্ষাও অধিক দান দিব' চিন্তা
 করিয়া পরের দিনের জন্য শাস্তাকে নিমন্তণ করিলেন । [এইভাবে চলিতে
 থাকে] রাজাও নগরবাসিদের পরাজিত করিতে পারিলেন না, নগরবাসিরাও
 রাজাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না । ষষ্ঠবারে নগরবাসিগণ চিন্তা
 করিলেন—“এইবার এমন দান দিব যাহাতে 'ইহা অপূর্ণ আছে' এই কথা
 কেহ বলিতে না পারে ।” পরের দিন ষথারীতি দানসামগ্রী সাজাইয়া 'কি
 এখানে নাই' ইহা খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন 'টাটকা মধুর অভাব আছে ।'
 খাদ্যদ্রব্যে অবশ্যই পর্যাপ্ত মধুর ব্যবহার হইয়াছিল—কিন্তু টাটকা মধু ত
 নাই ! তাঁহারা তখন টাটকা মধুর জন্য নগরের চতুর্দ্বারে চারিসহস্র কাষাপণ
 দিয়া লোক পাঠাইলেন (টাটকা মধুর সম্বন্ধে) । জনৈক জনপদবাসী
 গ্রামাধ্যক্ষের সহিত দেখা করিতে আসিবার সময় পথিমধ্যে মৌমাছির চাক
 (—মোঁচাক) দেখিয়া মৌমাছির তাড়াইয়া বৃক্ষশাখা ছেদন করিয়া

আদায় ‘গামভোজকস্স দস্সামী’তি নগরং পার্বিসি ।
 মধুঅশ্বায় গতো তং দিস্সা, ‘অস্সেভা, বিক্কিণিয়ং
 মধু’ন্তি পুচ্ছি । ‘ন বিক্কিণিয়ং, সামী’তি । ‘হন্দ,
 ইমং কহাপণং গহেত্তা দেহী’তি । সো চিন্তেসি—
 ‘ইমং মধুপটলং পাদমত্তম্পি ন অশ্বতি, অয়ং পন
 কহাপণং দেতি । বহু কহাপণকো মণ্ডে, ময়া
 বড্ঢেতুং বট্টতী’তি । অথ নং ‘ন দেমী’তি আহ । ‘তেন
 হি মে কহাপণে গণ্হাহী’তি । ‘দ্বীহিপি ন দেমী’তি ।
 এবং তাব বড্ঢেসি, যাব সো ‘তেন হি ইদং সহস্সং
 গণ্হাহী’তি ভণ্ডকং উপনেসি ।

অথ নং সো আহ—‘কিং নু থো ত্বং উস্সত্তকো, উদাহু
 কহাপণানং ঠপনোকাসং ন লভসি, পাদম্পি ন অশ্বনকং
 মধুং ‘সহস্সং গহেত্তা দেহী’তি বদসি, ‘কিং নামেত’ন্তি ?

*

*

*

শাখাদন্ড সহ মৌচাক লইয়া ‘গ্রামাধ্যক্ষকে দিব’ বলিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন ।
 এদিকে যে মধুর সন্ধান গিয়াছিল সে তাঁহাকে দেখিয়া ‘মহাশয়, এই মধু কি
 বিক্রয়ের জন্য ?’ জিজ্ঞাসা করিল । ‘না মহাশয়, বিক্রয়ের জন্য নহে ।’
 ‘এই কাষাপণ লইয়া ঐ মধু আমাকে দিন ।’ তখন ঐ ব্যক্তি চিন্তা করিলেন—
 ‘এই মৌচাকের দাম এক আনাও নহে, অথচ ইহার জন্য এই ব্যক্তি ষোল আনা
 দিতে চাহিতেছে । তাহা হইলে ত আমি দাম বাড়াইয়া অনেক অর্থ রোজগার
 করিতে পারি ।’ তখন তিনি বলিলেন—‘না দিব না ।’

‘তাহা হইলে দুই কাষাপণ নিন ।’

‘না, দুই কাষাপণেও দিব না ।’

এইভাবে দাম বাড়াইতে বাড়াইতে এক সহস্র কাষাপণের বিনিময়ে তিনি
 ঐ মধু ক্রয় করিতে রাজী হইলেন ।

তখন তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আপনি কি উস্সত্ত হইয়াছেন
 না টাকা রাখবার জায়গা নাই । যে মধুর দাম এক আনাও নহে তাহার
 জন্য আপনি এক সহস্র কাষাপণ দিতে চাহিতেছেন, ব্যাপার কি ?’

‘জ্ঞানামহং, ভো, ইমিনা পন মে কস্মং অথি, তেনেবং বদামী’তি । ‘কিং কস্মং, সামী’তি ? ‘অম্‌হেহি বিপস্সী-বুদ্ধস্স অট্‌ঠসট্‌ঠিসমণসহস্সপরিবারস্স মহাদানং সজ্জিতং, তদ্রেকং অল্পমধুমেব নথি, তস্মা এবং গণ্‌হামী’তি । ‘এবং সন্তে, নাহং মূলেন দস্সামি, সচে অহম্পি দানে পত্তিৎ লভিস্সামি, দস্সামী’তি । সো গন্ত্বা নাগরানং তমথং আরোচেসি । নাগরা তস্স সদ্ধায় বলবভাবং ঐত্বা ‘সাধু, পত্তিকো হোতু’তি পটিজানিংসু । তে বুদ্ধস্পমদুথং ভিক্‌খুসঙ্ঘং নিসীদাপেত্তা যাগদুখজ্জকং দত্ত্বা মহতিং সুবল্লপাতিং আহরাপেত্তা মধুপটলং পীলাপেসদুং । তেনেব মনুস্সেনেব পল্লাকারথায় দধিবারকোপি আহটো অথি, সো তম্পি দধিং পাতিয়ং আকিরিত্বা তেন মধুনা সংসন্দিত্বা বুদ্ধস্পমদুথস্স ভিক্‌খুসঙ্ঘস্স আদিতো পট্‌ঠায়

‘মহাশয়, এই মধুর আমার বিশেষ প্রয়োজন, তাই এত দাম দিতেছি ।’

‘কি প্রয়োজন, মহাশয় ?’

‘আমরা আটচাটি সহস্র ভিক্ষুপরিবার সহ ভগবান বিপশ্যী বুদ্ধের জন্য মহাদান সজ্জিত করিয়াছি । কিন্তু একটু টাটকা মধুর অভাব সেখানে আছে । তাই (এত দাম দিয়া এই মধু) লইতেছি ।’

‘তাহা হইলে আমি কোন মূল্যই লইব না, আমি আপনাদের মধু দিব যদি আপনারা আমাকে দানে যোগদান করার অনুমতি দেন ।’ সে গিয়া নগরবাসীদের উক্ত বিষয় জানাইল । নগরবাসিগণ তাঁহার মধ্যে বলবতী শ্রদ্ধা দেখিয়া ‘সাধু সাধু, তিনিও পুণ্যের অংশীদার হউন’ বলিয়া সম্মতি দিলেন । তাঁহারা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বসাইয়া যাগদুখাদ্যাদি দিয়া বিশাল সোনার থালা আনাইয়া তাহাতে উক্ত মোচাক হইতে মধু বাহির করিয়া লইলেন । ঐ ব্যক্তি (গ্রামাধ্যক্ষকে দিবার জন্য) এক পাত্র দধিও আনিয়াছিলেন । তিনি সেই দধিও উক্ত সোনার থালায় ঢালিয়া দিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিলেন । ঐ দধিমিশ্রিত মধু বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রত্যেককে পরিবেশন করা হইল ।

অদাসি। তং যাবদস্থং গণ্হন্তানং সম্বেসং পাপদুগ্ধি,
উত্তরিম্পি অবসিট্ঠং অহোসিয়েব। এবং থোকং মধু
কথং তাব বহুদং পাপদুগ্ধী'তি ন চিন্তেততস্বং। তএহি
বুদ্ধানুভাবেন পাপদুগ্ধি। বুদ্ধবিসয়ো ন চিন্তেততস্বো।
চত্তারি হি 'অচিন্তেয়্যানী'তি বদন্তানি। তানি চিন্তেন্তো
উম্মাদস্সেব ভাগী হোতী'তি। সো পদুরিসো এত্তকং কস্মং
কস্সা আয়ুপরিয়োসানে দেবলোকে নিব্বত্তিহা এত্তকং কালং
সংসরন্তো একস্মিং সময়ে দেবলোকা চবিহ্বা বারাগসিয়ং
রাজকুলে নিব্বত্তো পিতু অচ্চয়েন রজ্জং পাপদুগ্ধি। সো
'একং নগরং গণ্হিস্সামী'তি গন্ত্বা পরিবারেসি, নাগরানণ
সাসনং পহিণি 'রজ্জং বা মে দেন্তু যুদ্ধং বা'তি। তে 'নেব
রজ্জং দস্সাম, ন যুদ্ধ'ন্তি বহ্বা চুল্লদ্বারেহি নিক্খমিহ্বা
দারুদকাদীনি আহরন্তি, সৰ্ব্বকিচ্ছানি করোন্তি।

*

*

*

সেই দীর্ঘমিশ্রিত মধু সকলকে পরতৃপ্তি সহকারে পরিবেশন করিয়াও অবশিষ্ট
থাকিয়া গেল।

‘এইভাবে অল্পমাত্র মধু কিভাবে সকলকে পরিবেশন করা হইল’ তাহা
অচিন্ত্যনীয়। কারণ বুদ্ধের প্রভাবেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। বুদ্ধবিষয়
বাস্তবিকই অচিন্ত্যনীয়। ‘চারিপ্রকার অচিন্ত্যনীয়’ বিষয়ের কথা উক্ত
হইয়াছে—ইহাদের কথা চিন্তা করিতে গেলে পাগল হইয়া যাইতে হইবে।
সেই ব্যক্তি উক্ত পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়া মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া
এতকাল সংসরণ করিতে করিতে এক সময় দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া
বারাগসীতে রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতার মৃত্যুর পর রাজত্ব প্রাপ্ত
হইলেন। একদিন তিনি ‘আমি একটি নগর অধিগ্রহণ করিব’ চিন্তা করিয়া
একটি নগর (সৈন্যদের দ্বারা) ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং নগরবাসীদের উদ্দেশ্যে
বলিলেন—‘হয় রাজ্য দাও, না হয় যুদ্ধ কর।’ তাহার ‘রাজ্যও দিব না,
যুদ্ধও করিব না’ চিন্তা করিয়া নগরের ছোট ছোট দরজা দিয়া যাতায়াত
করিয়া জল, কাঠ আহরণ এবং সমস্ত কৃত্য সম্পাদন করিতে লাগিল।

ইতরোপি চত্তারি মহাদ্বারানি রক্খন্তো সত্তমাসাধিকানি
সত্ত বস্সানি নগরং উপরুন্ধি । অথস্স মাতা ‘কিং মে পুত্তো
করোতী’তি পুৰিচ্ছিত্বা ‘ইদং নাম দেবী’তি তং পবতিং সত্ত্বা
‘বালো মম পুত্তো, গচ্ছথ, তস্স ‘চুলদ্বারানিপি পিধায় নগরং
উপরুন্ধত’তি বদেথা’তি । সো মাতু সাসনং সত্ত্বা তথা
অকাসি । নাগরাপি বহি নিক্খমিতুং অলভন্তা সত্তমে
দিবসে অন্তনো রাজানং মারেত্বা তস্স রজ্জং অদংসু । সো
ইমং কস্মং কত্ত্বা আয়ুপরিয়োসানে অবীচিম্হি নিস্বত্তিত্ত্বা
যাবায়ং পথবী যোজনমত্তং উস্সন্ন, তাব নিরয়ে পচ্চিত্ত্বা
চতুন্নং চুলদ্বারানং পিদিহত্তত্তা ততো চুতো তস্সা এব মাতু
কুচ্ছিম্মিং পটিসিন্ধিং গহেত্বা সত্তমাসাধিকানি সত্ত বস্সানি
অন্তোকুচ্ছিম্মিং বসিত্ত্বা সত্ত দিবসানি ষোনিম্মুখে তিরিয়ং

*

*

*

রাজাও চারি মহাদ্বার পাহারা দিয়া সাত বৎসর সাত মাস এবং সাত দিন
নগরকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন । তখন রাজমাতা ‘আমার পুত্র কি
করিতেছে ?’ জিজ্ঞাসা করিয়া ‘দেবি, তিনি ইহা করিতেছেন’ জানিয়া
তাহাদিগকে বলিলেন—‘আমার পুত্র বোকা, যাও তাহাকে যাইয়া বল—
‘নগরের ছোট ছোট দরজাগুলিও বন্ধ করিয়া নগরকে অবরোধ কর ।’ রাজা
মাতার আদেশ পাইয়া তাহাই করিলেন । নগরবাসীরাও বাহিরে আসিতে
না পারিয়া সপ্তম দিবসে নিজেদের রাজাকে হত্যা করিয়া তাহাকে রাজ্য
প্রদান করিলেন । তিনি (অর্থাৎ বারাণসীর রাজা) এই পাপকর্ম করার
ফলে মৃত্যুর পর অবীচি নরকে উৎপন্ন হইয়া যতদিন না এই পৃথিবী
যোজনমাত্র উদ্গত হইল ততদিন নরকে পক্ক হইলেন যেহেতু তিনি উক্ত নগরের
চারিটি ছোট দরজাও বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন (এবং জনসাধারণের মৃত্যুর
কারণ হইয়াছিলেন) । সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া ঐ মাতারই (অর্থাৎ
বারাণসীর সেই রাজমাতা) গর্ভে উৎপন্ন হইয়া সাত বৎসর এবং সাতমাস
ঐ গর্ভাভ্যন্তরেই বাস করিয়াছিলেন এবং সাত দিন ষোনিম্মুখে আড়াআড়িভাবে

নিপাঞ্জি । এবং, ভিক্ষবে, সীবালি, তদা নগরং উপরু-
 ন্ধিহা গহিতকস্মেন এত্তকং কালং নিরয়ে পচ্ছিহা চতুন্নং
 চুল্লদ্বারানং পির্দাহিতত্তা ততো চুতো তস্সা এব মাতু কুচ্ছিয়ং
 পটিসন্ধিং গহেহা এত্তকং কালং কুচ্ছিয়ং বসি । নবমধুনো
 দিনত্তা লাভগ্গযসস্পপত্তো জাতোতি ।

পুনেকদিবসং ভিক্ষু কথং সমুট্টাপেসদুং—‘অহো
 সামণেরস্স লাভো, অহো পুণ্ড্রুং, যেন এককেন পণ্ডুং
 ভিক্ষুসতানং পণ্ডকুটাগারসতাদীনি কতানী’তি । সখা
 আগম্বা ‘কায় নুথ, ভিক্ষবে, এতরিহি কথায় সন্নি-
 সিন্না’তি পুচ্ছিহা ‘ইমায় নামা’তি বুদ্ধে, ‘ভিক্ষবে,
 ময়ং পুত্তস্স নেব পুণ্ড্রুং অথি, ন পাপং, উভয়মস্স
 পহীন’ন্তি বহ্বা ব্রাহ্মণবণ্ণে ইমং গাথমাহ—

*

*

*

অবস্থান করিয়াছিলেন । হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে সীবালি তখন নগর অবরোধ
 করিবার পাপকর্মের ফলে এতকাল নরকে পক্ক হইয়াছেন । (নগরের) চারি
 ছোট দরজা বন্ধ করার কারণে সেখান হইতে ছ্যুত হইয়া সেই মাতারই কুক্ষিতে
 প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়া এতকাল কুক্ষিতেই অবস্থান করিয়াছিলেন । নতন
 (টাটকা) মধু দানের ফলে অগ্রলাভ এবং অগ্র যশের অধিকারী
 হইয়াছিলেন ।’

পুনরায় একদিন ভিক্ষুগণ কথা উত্থাপন করিলেন—‘অহো সেই শ্রামণের
 কত ভাগ্যবান কত পুণ্যবান, যিনি একাই পণ্ডশত ভিক্ষুর জন্য পণ্ডশত
 কুটাগার নির্মাণ করিয়াছিলেন ।’ শাস্তা আসিয়া ‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন
 কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলে ?’ ‘এই বিষয়ে’ বলিলে শাস্তা
 বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্রের পুণ্যও নাই, পাপও নাই, উভয়ই
 পরিসমাপ্ত হইয়াছে’ ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন যাহা (ধম্মপদের)
 ব্রাহ্মণবণ্ণে সংকলিত হইয়াছে—

‘যোধ পদুঞ্ঞপ্ত পাপপ্ত, উভো সঙ্গমুপচ্চগা ।
 অসোকং বিরজং সুদ্ধং, তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণ’ন্তি ।

। খদিরবানিয়রেবতথেরবথু নবমং ।

‘যিনি এই জগতে পদ্য ও পাপ উভয়বিধ বন্ধন অতিক্রম করিয়াছেন,
 যিনি অশোক, বিরজ (রাগাদি রজ হইতে মুক্ত) এবং শুদ্ধ, তাঁহাকেই আমি
 ব্রাহ্মণ বলি ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৪১২ ।

। খদিরবানিয় রেবতস্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

*

*

*

অঞ্জনর ইতিবৃত্ত । ১০

‘রমণীয়ানী’ত ইমং ধর্মদেবনং সখা জেতবনে বিহরন্তো
অঞ্জনরং ইতিং আরম্ভ কথেষি ।

একো কির পিণ্ডপাতিকো ভিক্ষু সখ্যু সন্তিকে কস্মট্-
ঠানং গহেত্বা একং জিহ্নুয়ানং পবিসিত্বা সমগধম্মং
করোতি । একা নগরসোভিনী ইতী পদুরিসেন সন্ধিং
‘অহং অসদৃকট্ঠানং নাম গমিস্সামি ত্বং তথ আগচ্ছেয়্যা-
সী’তি সঙ্কেতং কত্বা অগমাসি । সো পদুরিসো নাগচ্ছি ।
সা তস্স আগমনমগ্গং ওলোকেষী তং অদিস্বা উক্কণ্ঠিত্বা
ইতো চিত্তো চ বিচরমানা তং উয়্যানং পবিসিত্বা থেরং
পল্লঙ্কং আভুজিত্বা নিসিন্নং দিস্বা ইতো চিত্তো চ ওলো-
কয়মানা অঞ্জনং কণ্ঠে অদিস্বা ‘অয়ং পদুরিসো এব, ইমস্স
চিত্তং পমোহেস্সামী’তি তস্স পদুরতো ঠত্বা পদনপ্পদনং

•

•

•

জ্ঞানেকা স্ত্রীলোকের উপাখ্যান । ১০ ।

‘রমণীয়’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে জ্ঞানেকা
স্ত্রীলোককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একজন পিণ্ডপাতিক ভিক্ষু শাস্ত্রার নিকট হইতে ‘কর্মস্থান’ গ্রহণ করিয়া
একটি জীর্ণ উদ্যানে প্রবেশ করিয়া শ্রমগধর্ম পালন করিতেছিলেন । একজন
নগরশোভিনী স্ত্রীলোক জ্ঞানেক পদুরূষের সহিত আসিয়া ‘আমি অমুকস্থানে
বাইব, তুমি সেখানে আসিবে’ বলিয়া সঙ্কেত করিয়া চলিয়া গেল । সেই
পদুরূষটি কিন্তু আসিল না । সেই স্ত্রীলোক তাহার আসার পথ চাহিয়া
থাকিয়া তাহাকে না দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া এদিকে-সেদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে
সেই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া স্থবিরকে পশ্চাসনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া
এদিকে-সেদিকে তাকাইয়া কাহাকেও না দেখিয়া—‘ইনিও ত একজন পদুরূষ,
আমি ইহার চিন্তকেই মোহিত করিব’ চিন্তা করিয়া তাহার সম্মুখভাগে

নিবন্ধসাটকং মোচেত্বা নিবাসেতি, কেসে মদুণ্ডিত্বা বন্ধতি, পাণিং পহরিদ্বা হসতি । থেরস্স সংবেগো উম্পজ্জিত্বা সকলসরীরং ফরি । সো 'কিং নু থো ইদ'ন্তি চিন্তেসি । সথাপি 'মম সন্তিকে কম্মট্ঠানং গহেত্বা 'সমগধম্মং করিস্সামী'তি গতস্স ভিক্খুনো কা নু থো পবত্তী'তি উপধারেস্তো তং ইথিং দিস্সা তস্সা অনাচারকিরিয়ং, থেরস্স চ সংবেগদুপ্পত্তিং ঞ্জত্বা গন্ধকুটিয়ং নিসিন্নোব তেন সন্ধিং কথেসি—'ভিক্খু, কামগবেসকানং অরমণট্ঠানমেব বীত-রাগানং রমণঠানং হোতী'তি । এবণ পন বত্তা ওভাসং ফরিদ্বা তস্স ধম্মং দেসেস্তো ইমং গাথমাহ—

‘রমণীয়ানি অরঞ্ণানি, যথ ন রমতী জনো ।

বীতরাগা রমিস্সন্তি, ন তে কামগবেসিনো’তি । ৯৯ ।

তথ ‘অরঞ্ণানী’তি সুপ্পদুপ্পিততরুবনস’উপটিম’ডতানি

*

*

*

দাড়াইয়া পুনঃপুনঃ নিজ পরিধেয় বস্ত্র উন্মোচিত ও পরিধান করিতে লাগিল, চুল খুলিয়া আবার বাঁধিতে লাগিল, হাত ধরিয়া হাসিতে লাগিল । স্থবিরের সংবেগ উৎপন্ন হইয়া সকল শরীরকে রোমাঞ্চিত করিল । তিনি চিন্তা করিলেন—‘ইহা আবার কি ?’ শাস্তাও ‘আমার নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া ‘শ্রমগধম’ পালন করিব’ বলিয়া গত ভিক্ষুর ‘কি অবস্থা দেখি ত !’ বলিয়া দিব্যদৃষ্টিতে সেই ব্যাভিচারিণী স্ত্রীলোককে এবং সংবেগপ্রাপ্ত সেই ভিক্ষুকে দেখিলেন । তিনি তখন গন্ধকুটিতে উপবিষ্ট অবস্থাতেই সেই ভিক্ষুর সহিত কথা বলিলেন—‘হে ভিক্ষু, যাহা কামগবেষীদের অপ্রিয় স্থান, তাহাই বীতরাগগণের (অহংদের) প্রিয় স্থান’ । ইহা বলিয়া অবভাস বিচ্ছুরিত করিয়া ধর্ম দেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘অরণ্য সকল রমণীয় ; সেখানে সাধারণ মানুষ আনন্দানুভব করে না । যাঁহারা বীতরাগ (অনাসক্ত) তাঁহারা সেখানে আনন্দানুভব করেন, যেহেতু তাঁহারা কামাম্বেষী নহেন ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ৯৯ ।

অন্বয় : ‘অরণ্যানী’ সুপ্পদুপ্পিত তরুবনস’উ প্রতিম’ডিত বিশুদ্ধ সলিল

বিমলসলিলসম্পন্নানি অরঞ্ঞানি নাম ‘রমণীয়ানি’ ।
 ‘যথা’তি যেসদ্ অরঞ্ঞেসদ্ বিকসিতেসদ্ পদমবনেসদ্
 গামমক্খিকা বিয় কামগবেসকো ‘জনো ন রমতি’ । ‘বীত-
 রাগা’তি বিগতরাগা পন খীণাসবা নাম ভমরমধুকরা বিয়
 পদমবনেসদ্ তথারূপেসদ্ অরঞ্ঞেসদ্ ‘রমিস্সন্তি’ । কিং
 কারণা ? ‘ন তে কামগবেসিনো’, যস্মা তে কামগবেসিনো
 ন হোন্তীতি অথো ।

দেশনাবসানে সো থেরো যথানিসিন্নোব সহ পটিসম্ভিদাহি
 অরহত্তং পাপদুগিহ্বা আকাসেনাগন্তা থুতিং করোন্তো তথা-
 গতস্স পাদে বন্দিহ্বা অগমাসীতি ।

অঞ্ঞতরইখিবথদ্ দসমং ।

অরহন্তবগ্গবল্লনা নিট্ঠিতা ।

সত্তমো বগ্গো ।

*

*

*

সম্পন্ন অরণ্যসমূহ রমণীয়ই বটে । ‘যেখানে’ অর্থাৎ যে অরণ্যসমূহে,
 বিকশিত পশ্মবনসমূহে যেমন গ্রামমক্ষিকা রমিত হয় না, কামান্বেষীও
 তদ্রূপ রমিত হয় না । ‘বীতরাগ ব্যক্তিগণ’ ঘাঁহারা বিগতরাগ ক্ষীণাস্রব
 (অহং) তাঁহারা ভ্রমর-মধুকরের ন্যায় পশ্মবনে অর্থাৎ তদ্রূপ অরণ্যে
 আনন্দানুভব করেন । কেন ? যেহেতু তাঁহারা কামান্বেষী নহেন ।

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষু উপবিষ্ট অবস্থাতেই প্রতিসম্ভিদা সহ অহং
 প্রাপ্ত হইয়া আকাশমার্গে আসিয়া তথাগতের স্মৃতি করিতে করিতে তাঁহার
 পাদবন্দনা করিয়া চলিয়া গেলেন ।

। জনৈকা স্ত্রীলোকের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

অহংবর্গবর্ণনা সমাপ্ত

॥ সপ্তম বর্গ ॥

৮। সহস্ৰস্বৰ্গগো

তম্বদাঠিকচোরঘাতকবধু। ১

‘সহস্ৰসম্পি চে বাচা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লবনে
বিহরন্তো তম্বদাঠিকচোরঘাতকং আরম্ভ কথেসি।

একুনপণ্ডসতা কির চোরা গামঘাতকাদীনি করোন্তা
জীবিকং কম্পেসুং। অথেকো পুৱিসো নিম্বিদ্ধাপিঙ্গলো
তম্বদাঠিকো তেসং সন্তিকং গম্বা—‘অহম্পি তুম্হেহি
সন্ধিং জীবিস্সামী’তি আহ। অথ নং চোরজেট্ঠকস্স
দস্সেহা—‘অয়ম্পি অম্হাকং সন্তিকে বসিতুং ইচ্ছতী’তি
আহংসু। অথ নং চোরজেট্ঠকো ওলোকেহা—‘অয়ং
মাতু থনং ছিন্দিহা পিতু বা গললোহিতং নীহরিহা
খাদনসমথো অতিকক্খলো’তি চিস্তেহা—‘নখেতস্স
অম্হাকং সন্তিকে বসনকিচ্ছং’তি পটিক্খপি। সো এবং

*

*

*

৮। সহস্রবর্গ

তাম্রদন্তিক চোরঘাতকের উপাখ্যান। ১।

‘সহস্রবাক্য’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেগদ্বয়ে অবস্থানকালে তাম্রদন্তিক
চোরঘাতককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একুন পণ্ডশত চোর গ্রামে দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নিবাহ করিত।
জনৈক গাঢ়পিঙ্গলবর্ণের তাম্রদন্তিক ব্যক্তি তাহাদের নিকট আসিয়া বলিল—
‘আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিতে চাই।’ তখন তাহাকে চোরস্বামীর নিকট
লইয়া যাইয়া বলিল—‘এই ব্যক্তি আমাদের সহিত থাকিতে ইচ্ছুক।’
চোরস্বামী তাহাকে দেখিয়া—‘এই ব্যক্তি মাতৃশুন কাটিয়া এবং পিতার গলরক্ত
বাহির করিয়া খাইতে সমর্থ, অতি নিষ্ঠুর’ ইহা চিন্তা করিয়া আমাদের সঙ্গে
ইহাকে রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া পরিত্যাগ করিল। সেই ব্যক্তি

পটিক্খন্তো পি আগন্হা একং তস্মেব অন্তেবাসিকং উপট্ট-
হন্তো আরাদ্ধেসি । সো তং আদায় চোরজেট্টকং উপসঙ্ক-
মিহা—‘সামি, ভদ্দকো এস, অম্‌হাকং উপকারকো,
সঙ্গ্গ্‌হথ নং’তি যাচিহা চোরজেট্টকং পটিচ্ছাপেসি ।
অথেকদিবসংনাগরা রাজপদুরিসেহি সন্ধিং একতো হুহা তে
চোরে গহেহা বিনিচ্ছয়মহামচ্চানং সন্তিকং নিয়ংসু । অমচ্চা
তেসং ফরসদুনা সীসচ্ছেদং আণাপেসুং । ততো, ‘কো নু
থো ইমে মারেসসতী’তি পরিয়েসন্তা তে মারেতুং ইচ্ছন্তং
কণ্ঠ অদিম্বা চোরজেট্টকং আহংসু—‘ত্বং ইমে মারেহা
জীবিতেষেব লভিস্সসি সম্মানণ, মারেহি নে’তি । সোপি
অন্তানং নিম্সায় বসিতত্তা তে মারেতুং ন ইচ্ছি । এতেন্দু-
পায়েন একুনপণ্ডসতে পদুচ্ছিংসু, সবেপি ন ইচ্ছিংসু ।
সব্বপচ্ছা তং নিব্বিদ্ধাপিঙ্গলং তস্বদাঠিকং পদুচ্ছিংসু । সো

*

*

*

এইভাবে পরিত্যক্ত হইয়া চোরস্বামীরই একজন শাগরেদকে সেবা করিয়া তুষ্ট
করিল । সে তখন তাহাকে সঙ্গে লইয়া চোরস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া
বলিল—‘প্রভু, এই ব্যক্তি খুবই ভদ্র, আমাদের উপকারী, ইহাকে রাখুন ।’
এইভাবে যাচঞা করিয়া চোরস্বামীকে রাজী করাইল । অনন্তর একদিন
নগরবাসিগণ রাজপদুরুষদের সহিত একত্রিত হইয়া ঐ চোরদের ধরিয়া বিচার-
মন্ত্রীর নিকট লইয়া গেল । বিচারমন্ত্রী তাহাদের শিরচ্ছেদের আদেশ
দিলেন । তখন ‘কে ইহাদের হত্যা করিবে ?’ বলিয়া ইহাদের হত্যা করিতে
পারে এমন কাহাকেও না পাইয়া চোরস্বামীকে বলিলেন—‘তুমি ইহাদের
হত্যা করিয়া জীবন এবং সম্মান উভয়ই লাভ করিতে পার । ইহাদের হত্যা
কর ।’ তাহারা একত্রে বাস করিয়াছে বলিয়া সেও তাহাদের হত্যা করিতে
ইচ্ছুক হইল না । এইভাবে একে একে একুন পণ্ডশত চোরকে জিজ্ঞাসা করা
হইল । কেহই রাজী হইল না । সকলের শেষে সেই ঘোরপিঙ্গলবর্ণের
তাম্রদান্তিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল । সে ‘বেশ, তাহাই হউক’ বলিয়া

‘সাধু’তি সম্পটিচ্ছিত্ত্বা তে সৰ্বেষাং মারেত্বা জীবিতশ্চেব
সম্মানং লভি । এতেন্‌পায়েন নগরস্‌স দক্ষিণতোপি পশ্চ
চোরসতানি আনেত্বা অমচ্চানং দম্বেত্বা তেহি তেসম্পি
সীসচ্ছেদে আগন্তে চোরজেট্ঠকং আদিং কত্বা পদচ্ছিত্ত্বা
কপি মারেতুং ইচ্ছন্তং অদিম্বা—‘পদরিমদিবসে একো
পদরিসো পশ্চসতে চোরে মারেসি, কহং নদু থো সো’তি ?
‘অসদুকট্ঠানে অম্‌হেহি দিট্ঠো’তি বদন্তে তং পক্কোসা-
পেত্বা—‘ইমে মারেহি, সম্মানং লচ্ছসী’তি আণাপেসদুং ।
সো ‘সাধু’তি সম্পটিচ্ছিত্ত্বা তে সৰ্বেষাং মারেত্বা সম্মানং
লভি ।

অথ নং ‘ভদ্দকো অয়ং পদরিসো, নিবন্ধং চোরঘাতকমেব
এতং করিস্সামা’তি মন্তেত্বা তস্স তং ঠানত্তরং দত্ত্বাব
সম্মানং করিস্সদু । সো পচ্ছিমদিসতোপি উত্তরদিসতোপি
আনীতে পশ্চসতে পশ্চসতে চোরে ঘাতেসিযেব । এবং

*

*

*

সম্মতি প্রদান করিয়া সকলকে হত্যা করিয়া জীবন এবং সম্মান উভয়ই লাভ
করিল । এইভাবে নগরের দক্ষিণ দিক হইতেও পশ্চত চোরকে ধরাইয়া
আনিয়া অমাত্যদের দেখাইয়া তাহাদের দ্বারা ‘শিরচ্ছেদ’ আদেশ প্রাপ্ত হইলে
চোরস্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য সকল চোরকে জিজ্ঞাসা করিয়া
একজনকেও হত্যা কার্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল
‘গতকাল যে ব্যক্তি পশ্চত চোরকে হত্যা করিয়াছে সে কোথায় ?’ ‘অমদুকস্থানে
তাহাকে দেখিয়াছি’ বলিলে তাহাকে ডাকাইবার আদেশ দিলেন—‘ইহাদের
হত্যা কর, সম্মান লাভ করিবে ।’ সে ‘বেশ তাহাই হউক’ বলিয়া সম্মতি দিয়া
সকলকে হত্যা করিয়া সম্মান লাভ করিল ।

তখন ‘এই ব্যক্তি খুব ভদ্র, ইহাকে আমরা বরাবর চোরহত্যার কাজেই
লাগাইব’ এই মন্তণা করিয়া তাহাকে চোরঘাতকের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া
সম্মান প্রদর্শন করিলেন । সে পশ্চিম দিক হইতে আনীত এবং উত্তর দিক
হইতে আনীত পশ্চত পশ্চত চোরকে হত্যা করিল । এইভাবে চতুর্দিক হইতে

চতুহি দিসাহি আনীতানি ধ্বে সহস্সানি মারেহ্বা ততো
পট্টায় দেবসিকং একং ধ্বে হি আনীতে মনুস্সে মারেহ্বা
পণ্ডপল্লাস সংবচ্ছরানি চোরঘাতককম্মং অকাসি ।

সো মহল্লককালে একম্পহারেনেব সীসং ছিন্দিতুং ন
সক্কোতি, ধ্বে তয়ো বারে পহরন্তো মনুস্সে কিলমেতি ।
নাগরা চিস্তয়িংসু । ‘অঞ্ঞোপি চোরঘাতকো উম্পজ্জ-
স্সতি, অয়ং অতিবিস্স মনুস্সে কিলমেতি, কিং ইমিনা’তি
তস্স তং ঠানন্তরং হরিংসু । সো পদুস্বে চোরঘাতককম্মং
করোন্তো ‘অহতসাটকে নিবাসেতুং, নবসম্পিনা সৎখতং
খীরষাগুং পিবিতুং, সুমনপদুপফানি পিলন্ধিতুং, গন্ধে
বিলিম্পিতুং’তি ইমানি চত্তারি ন লভি । সো ঠানা চাবিত-
দিবসে ‘খীরষাগুং মে পচথা’তি বহ্বা অহতবথসুমনমালা-
বিলেপনানি গাহাপেহ্বা নদিং গন্ত্বা ন্হব্বা অহতবথানি

*

*

*

আনীত দুই হাজার চোরকে হত্যা করিয়া ইহার পর হইতে দৈনিক একজন
দুইজন করিয়া আনীত চোরকে হত্যা করিয়া পঞ্চাশ বৎসর যাবত চোরঘাতক
কর্মই সম্পাদন করিল ।

যখন তাহার বয়স হইল, তখন সে একই আঘাতে হত্যা করিতে পারিত
না, দুই তিনবার আঘাত করিয়াই মানুষদের কণ্ঠ দিত । নগরবাসিগণ
চিন্তা করিলেন—‘আর একজন চোরঘাতকে আনীতে হইবে । এই ব্যক্তি
মানুষদের খুব কণ্ঠ দেয় । ইহাকে বাদ দেওয়া হউক ।’—ইহা চিন্তা করিয়া
তাহাকে পদচ্যুত করা হইল । সে পূর্বে চোরঘাতক কর্ম করা কালে কখনও
‘নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে, নূতন ঘৃত দ্বারা পক্ষীরষাগু পান করিতে,
সুমনপদুপাদির মালা ধারণ করিতে এবং গন্ধদ্রব্য বিলেপন করিতে’ পারিত
না । যোদিন পদচ্যুত হইল সেইদিন ‘আমার জন্য ক্ষীরষাগু প্রস্তুত কর’
বলিয়া নূতনবস্ত্র-সুমনপদুপমালা-বিলেপন ইত্যাদি অন্যদের দ্বারা গ্রহণ
করাইয়া নদীতে ঝাইয়া স্নান করিয়া নববস্ত্র পরিধান করিল, মালা ধারণ

নিবাসেহা মালা পিলিন্ধহা গন্ধেহি অন্দলিতগতো গেহং
 আগন্তা নিসীদি। অথস্স নবসম্পিনা সঙ্খতং খীরযাগদুং
 পদুরতো ঠপেহা হথধোবনোদকং আহরিংসু। তস্মিং খণে
 সারিপদুত্তেহো সমাপত্তিতো বদুট্ঠায় ‘কথ ন্দু থো অজ্জ
 ময়া গন্তব্বং’তি অন্তনো ভিক্ষাচারং ওলোকেন্তো তস্স
 গেহে খীরযাগদুং দিম্বা, ‘করিস্সতি ন্দু থো মে পদুরিসো
 সঙ্গহং’তি উপধারেন্তো, ‘মং দিম্বা মম সঙ্গহং করিস্সতি।
 করিস্সা চ পন মহাসম্পত্তিং লভিস্সতি অয়ং কুলপদুত্তো’তি
 ঞ্জহা চীবরং পারদুপিত্তা পত্তং আদায় তস্স গেহদ্বারে
 ঠিতমেব অন্তানং দস্সেসি।

সো থেরং দিম্বা পসন্নচিত্তো চিন্তেসি,—‘ময়া চিরং চোর-
 ঘাতককম্মং কতং, বহু মনুস্সা মারিতা, ইদানি মে গেহে
 খীরযাগদু পটিয়ত্তা। থেরো আগন্তা মম গেহদ্বারে ঠিতো,
 ইদানি ময়া অয্যস্স দেয্যধম্মং দাতুং বটুতী’তি পদুরতো

*

*

*

করিল, গন্ধদ্রব্যের দ্বারা অন্দলিপ্তগাত্র হইয়া গৃহে আসিয়া বসিল। তখন
 নবঘৃত দ্বারা প্রস্তুত ক্ষীরযাগদু তাহার সম্মুখে রাখিয়া হাত ধুইবার জল
 আনিল। সেই মদুহৃতে শারিপদুত্ত স্থবির সমাপত্তি হইতে উঠিয়া ‘অদ্য
 কোথায় যাইব’ বলিয়া নিজের ভিক্ষাচার অবলোকন করিয়া ঐ ব্যক্তির গৃহে
 ক্ষীরযাগদু দেখিয়া ‘এই ব্যক্তি আমার সংকার করিবে কি’ চিন্তা করিয়া ‘হ্যাঁ
 আমাকে দেখিয়া আমার সংকার করিবে এবং সংকার করিয়া এই কুলপদুত্ত
 মহাসম্পত্তি লাভ করিবে’ জানিয়া চীবর পারদুপিত করিয়া পাত্র লইয়া তাহার
 গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান অবস্থায় নিজেকে প্রদর্শিত করিলেন।

সে স্থবিরকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া চিন্তা করিল—‘আমি চিরকাল
 চোরঘাতক কম্মই করিয়াছি। বহু মনুষ্য হত্যা করিয়াছি, এখন আমার
 গৃহে ক্ষীরযাগদু প্রস্তুত হইয়াছে, স্থবির আসিয়া আমার গৃহদ্বারে
 দাঁড়াইয়াছেন। এখন আর্য স্থবিরকে আমার দান দেওয়া উচিত’ চিন্তা করিয়া

ঠাপিতযাগদুং অপনেহা থেরং উপসঙ্কমিত্তা বন্দিহা
 অন্তোগেহে নিসীদাপেহা পন্তে খীরযাগদুং আকিরিত্তা
 নবসম্পিৎ আসিসিৎতা থেরং বীজমানো অট্ঠাসি । অথস্স
 চ দীঘরত্তং অলঙ্কপদুস্বতায় খীরযাগদুং পাতুং বলবঅঙ্ঘা-
 সয়ো অহোসি । থেরো তস্স অঙ্ঘাসয়ং ঐহা—‘হুং
 উপাসক, অন্তনো যাগদুং পিবা’তি আহ । সো অঙ্ঘস্স
 হথে বীজানং দহা যাগদুং পিবি । থেরো বীজমানং
 পদুরিসং—‘গচ্ছ, উপাসকমেব বীজাহী’তি আহ । সো
 বীজিয়মানো কুচ্ছিপদুরং যাগদুং পিবিহা আগন্তা থেরং
 বীজমানো ঠহা কতাহারকিচ্চস্স থেরস্স পত্তং অঙ্গহেসি ।
 থেরো তস্স অনন্মোদনং আরভি । সো অন্তনো চিত্তং
 থেরস্স ধম্মদেসনানদুগং কাতুং নাসক্খি । থেরো সল্লক্-
 খেহা—‘উপাসক, কস্মা চিত্তং দেশনানদুগং কাতুং ন

*

*

*

তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত যাগদু একপাশে সরাইয়া রাখিয়া স্থবিরের নিকট
 উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া গৃহাভ্যন্তরে বসাইয়া পাত্রে ক্ষীরযাগদু
 প্রদান করিয়া নবঘৃত সিঞ্চিত করিয়া স্থবিরকে ব্যাজন করিতে করিতে
 দণ্ডায়মান হইল । তখন বহুকাল যাবত অলঙ্কপদুব ক্ষীরযাগদু পান করিবার
 জন্য তাহার তৃষ্ণা বলবতী হইল । স্থবির তাহার ইচ্ছার কথা জানিয়া
 বলিলেন—‘উপাসক, তুমিও নিজের ক্ষীরযাগদু পান কর’ । সে অন্যের হাতে
 ব্যজনী দিয়া যাগদু পান করিতে লাগিল । স্থবিরকে যে ব্যাজন করিতেছিল
 তাহাকে স্থবির বলিলেন—‘যাও, উপাসককেই ব্যাজন কর ।’ সে ব্যজনীর
 বাতাসে শাস্ত হইয়া উদরপূর্ণ করিয়া যাগদু পান করিয়া আসিয়া স্থবিরকে
 ব্যাজন করিতে করিতে দাঁড়াইয়া স্থবিরের আহারকৃত্য শেষ হইলে তাঁহার পাত্র
 গ্রহণ করিলেন । স্থবির তাহার দান অনন্মোদন করিতে আরম্ভ করিলেন ।
 কিন্তু সে নিজের চিত্তকে দেশনানদুগ করিতে পারিল না । স্থবির তাহা
 বুদ্ধিতে পারিয়া—‘উপাসক, তুমি তোমার চিত্তকে দেশনানদুগ করিতে

সকোসী'তি পদুছি । 'ভন্তে, ময়া দীঘরত্তং কক্খলকম্মং কতং, বহু মনুস্সা মারিতা, তমহং অন্তনো কম্মং অনুস্সরন্তো চিত্তং অয্যস্স দেসনানুগং কাতুং নাসক্খিং'তি । থেরো 'বণ্ণেস্সামি নং'তি চিন্তেত্বা—'কিং পন ত্বং অন্তনো রুচিরা অকাসি, অঞ্ণেহি কারিতোসী'তি ? 'রাজা মং কারেসি, ভন্তে'তি । 'কিং নু থো তে উপাসক, এবং সন্তে অকুসলং হোতী'তি ? মন্দধাতুকো উপাসকো থেরেনেবং বদন্তে 'নাথি ময়্হং অকুসলং'তি সঞ্ণেহি হুত্বা 'তেন হি ভন্তে, ধম্মং কথেথা'তি আহ । সো থেরে অনুমোদনং করোন্তে একগ্গচিন্তো হুত্বা ধম্মং সদুগন্তো সোতাপত্তিমগ্গস্স ওরতো অনুলোমিকং খন্তিৎ নিব্বত্তেসি । থেরোপি অনুমোদনং কত্বা পক্কামি ।

উপাসকং থেরং অনুগন্তা নিবত্তমানং একা ষক্খিনী ধেনু-

*

*

*

পারিতেছ না কেন ?' জিজ্ঞাসা করিলেন । 'ভন্তে চিরকাল নিষ্ঠুর কর্মই সম্পাদন করিয়াছি, বহু মনুষ্য হত্যা করিয়াছি । তাই নিজের কৃত কর্মকে স্মরণ করিতে করিতে চিন্তকে আর্ষ আপনার দেশনানুগ করিতে সক্ষম হইতেছি না ।' স্থবির চিন্তা করিলেন—'ইহাকে বশুনা করিতে হইবে' । বলিলেন—'তুমি কি তোমার ইচ্ছা অনুসারে এই সকল কাজ করিয়াছ, না অন্যদের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া করিয়াছ ?'

'ভন্তে, রাজা আমাকে দিয়া করাইয়াছেন ।' 'তাহা হইলে, উপাসক, তোমার পাপ হইল কোথায় ?' স্থবির এইরূপ বলিলে মূর্খ উপাসক ভাবিল 'আমার পাপ হয় নাই ।' সে আশ্বস্ত হইয়া স্থবিরকে বলিল—

'ভন্তে, আপনি ধর্মদেশনা আরম্ভ করুন ।' স্থবির (ধর্মদেশনার দ্বারা) দান অনুমোদন করিতে থাকিলে সে একাগ্রচিন্ত হইয়া ধর্ম শুনিতে শুনিতে স্নোতাপত্তিমার্গের কাছাকাছি কোন একটি স্তরের ক্ষান্তি লাভ করিল । স্থবিরও দান অনুমোদন করিয়া প্রস্থান করিলেন ।

উপাসক স্থবিরের অনুগমন করিয়া প্রত্যাবর্তনকালে এক ষক্খিনী ধেনুর

বেসেন আগন্ত্বা উরে পহরিয়া মারেসি । সো কালং কত্ত্বা
তুসিতপদুরে নিব্বত্তি । ভিক্খু ধম্মসভায়ং কথং সমুট্ঠা-
পেসদুং—‘চোরঘাতকো পণ্ডপল্লাস বস্সানি কক্খলকম্মং
কত্ত্বা অজ্জিব ততো মদ্বত্তো, অজ্জিব থেরস্স ভিক্খং দত্ত্বা
অজ্জিব কালং কতো, কহং নু থো নিব্বত্তো’তি ? সথা
আগন্ত্বা—‘কার নুথ ভিক্খবে এতরিহি কথায় সান্নিসিন্না’-
তি, পদুচ্ছিহা, ‘ইমায় নামা’তি বদ্বত্তে—‘ভিক্খবে তুসিত-
পদুরে নিব্বত্তো’তি আহ ।

‘কিং ভন্তে বদেথ, এত্তকং কালং এত্তকে মনুস্সে ঘাতেহা
তুসিতবিমানে নিব্বত্তো’তি ? ‘আম ভিক্খবে, মহন্তো
তেন কল্যাণমিত্তো লদ্ধো, সো সারিপপ্তস্স ধম্মদেসনং
সদ্বা অনুলোমঞাণং নিব্বত্তেহা ইতো চুতো তুসিতবিমানে
নিব্বত্তো’তি বহা ইমং গাথমাহ—

*

*

*

বেশে আসিয়া তাহার উরুদেশে আঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা করিল । সে
কালগত হইয়া তুষিত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিল । ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা
সমুদ্বাপিত করিলেন—‘চোরঘাতক পণ্ডল বৎসর যাবত নিষ্ঠুর কর্ম করিয়া
অদ্য (পাপকর্মের পরিণাম হইতে) মুক্ত হইয়াছে, অদ্য স্থবিরকে ভিক্ষা দিয়া
অদ্যই কালগত হইল, কোথায় সে জন্মগ্রহণ করিল ?’ শাস্তা আসিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, এখন তোমরা কি বিষয় আলাপে রত
ছিলে ?’ ‘ভস্তু, এই বিষয়ে ।’ শাস্তা বলিলেন—‘সে তুষিতপদুরে জন্মগ্রহণ
করিয়াছে ।’ ‘ভস্তু, কি বলেন, এতকাল ধরিয়া এত মনুষ্য হত্যা করিয়াও
সে তুষিতবিমানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ?’

‘হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, সে মহান্ কল্যাণমিত্তকে লাভ করিয়াছিল । সে
সারিপপ্তের ধর্মদেশনা শুনিয়া অনুলোম জ্ঞান উৎপাদন করিয়া এখান
হইতে চ্যুত হইয়া তুষিতবিমানে উৎপন্ন হইয়াছে’ বলিয়া এই গাথা ভাষণ
করিলেন—

‘সুভাসিতং সুগিহ্বা, নগরে চোরঘাতকো ।

অনুলোমখন্তি লঙ্কান, মোদতী তিদিবং গতো’তি ॥

‘ভন্তে, অনুমোদনকথা নাম ন বলবা, তেন কতং অকুসল-
কস্মৎ মহন্তং, কথং এত্তু কেন বিসেসং নিব্বত্তেসী’তি ?
সথা—‘কিং ভিক্খবে, ‘ময়া দেসিতধম্মস্স অস্পং বা
বহুং বা’তি মা পমাণং গণ্হথ । একবাচাপি হি অথ-
নিম্মিসতা সেয্যা বা’তি বত্তা অনুসন্নিং ঘট্টেত্তা ধম্মং
দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘সহস্সমপি চে বাচা, অনথপদসংহিতা ।

একং অথপদং সেয্যো, যং সুত্তা উপসম্মতী’তি । ১০০ ।

তথ ‘সহস্সম্পী’তি পরিচ্ছেদবচনং, একং সহস্সং দ্বৈ সহস্সা-
নীতি এবং সহস্সেন চোপি পরিচ্ছিন্নবাচা হোন্তি, তা চ
পন ‘অনথপদসংহিতা’ আকাসবল্লনাপব্বতবল্লনাবনবল্লনাদীনি

*

*

*

‘নগরের চোরঘাতক সুভাষিত শ্রবণ করিয়া অনুলোম ক্ষান্তি লাভ
করিয়াছে এবং স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া আনন্দানুভব করিতেছে ।’

‘ভন্তে, অনুমোদন কথা বলবতী নহে, তাহার কৃত অকুশল কর্মই বলবান ;
তথাপি সে কি করিয়া বিশেষ স্থান লাভ করিল ?’

শাস্তা—‘হে ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারা উপদিষ্ট ধর্ম অল্পই হউক বা বেশীই
হউক, তোমরা তাহার পরিমাপ করিতে যাইও না । অর্থযুক্ত একটি বাক্যও
শ্রেয়ঃ’—এই বলিয়া তিনি ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘অর্থহীন সহস্র বাক্য অপেক্ষা সারগর্ভ একটি মাত্র বাক্যও শ্রেয়ঃ বাহা
শ্রবণ করিয়া লোকে উপশান্ত হয় ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১০০

অন্বয় : ‘সহস্র’ বলিতে পরিচ্ছেদ বচন বদ্বাইতেছে, যেমন এক সহস্র,
দ্বি সহস্র এই প্রকারে ‘সহস্র’ শব্দের দ্বারা যদি পরিচ্ছিন্ন বাক্যকে বোঝায়
এবং তাহাও যদি অনর্থবহ হয় অর্থাৎ আকাশবর্ণনা-পর্বতবর্ণনা-বনবর্ণনাদি

পকাসকেহি অনিষ্যানদীপকেহি অনথকেহি পদেহি
 সংহিতা যাব বহুকা হোতি, তাব পাণিকা এবাতি অথো ।
 ‘একং অথপদং’তি ‘যং’ পন ‘অয়ং কায়ো, অয়ং কায়গতাসতি,
 তিস্সো বিজ্জা অনুপত্তো, কতং বুদ্ধস্স সাসনং’তি
 এবরুপং একং অথপদং ‘সদ্বা’ রাগাদিব্দপসমেন ‘উপ-
 সম্মতি’, তং অথসাধকং নিব্বানম্পটিসংযুতং খন্ধধাতু-
 আয়তনইন্দ্রিয়বলবোধব্যঙ্গসতিপট্ঠানপরিদীপকং একম্পি
 পদং সেয্যোয়েবা’তি অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্বিগংসদ্বিতি ।

। তত্ত্বদাঠিকচোরঘাতকবথু পঠমং ।

*

*

*

প্রকাশক অনিবাণদীপক অনর্থক পদযুক্ত বাক্য বহু হয়, তাহা পাণিকাই
 এই অর্থ । অন্যদিকে একটি মাত্র বাক্য যেমন ‘এই কায়, এই কায়গতাস্মৃতি,
 তিন প্রকার বিদ্যা অনুপ্রাপ্ত হইয়াছে । বুদ্ধশাসন কৃত হইয়াছে, পালিত
 হইয়াছে’ এইরূপ একটি অর্থপদ শুনিয়া যদি রাগাদি উপশমের দ্বারা উপশান্ত
 হয়, সেই অর্থসাধক । নিবাণপ্রতিসংযুক্ত স্কন্ধ-আয়তন-ধাতু-ইন্দ্রিয়-বল-
 বোধ্যঙ্গ-স্মৃত্যুপস্থানপরিদীপক একটিমাত্র বাক্যও শ্রেয়ঃ—ইহাই অর্থ ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। তত্ত্বদাঠিক-চোরঘাতকের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

বাহিয়দারুচীরিয়থেরবথু । ২

‘সহস্রমপি চে গাথা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো দারুচীরিয়থেরং আরব্ভ কথেসি ।

একস্মিৎএহি কালে বহু মনুস্সা নাবায় মহাসমুদ্দং পক্-
খন্দিহা অন্তোমহাসমুদ্দে ভিন্নায় নাবায় মচ্ছকচ্ছপ-
ভক্খা অহেসুং । একোবেথ একং ফলকং গহেহা বায়মন্তো
সুপ্পারকপট্টনতীরং ওক্কমি, তস্স নিবাসনপারুপনং নথি ।
সো অণ্ণেং কিণ্ণে অপস্সন্তো সুক্খকট্টদন্ডকে বাকোহি
পলিবেঠেহা নিবাসনপারুপনং কহা দেবকুলতো কপালং
গহেহা সুপ্পারকপট্টনং অগমাসি, মনুস্সা তং দিস্সা ষাগদু-
ভত্তাদীনি দহা ‘অয়ং একো অরহা’তি সম্ভাবেসুং । সো
বথেসু উপনীতেসু ‘সচাহং নিবাসেস্সামি বা পারুপিস্সামি

*

*

*

বাহিয় দারুচীরিয় স্থবিরের উপাখ্যান । ২ ।

‘অর্থহীন সহস্র গাথা অপেক্ষা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে
অবস্থানকালে দারুচীরিয় স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

এক সময় বহু মনুষ্য নৌকাসহযোগে মহাসমুদ্রে গিয়াছিল । সমুদ্রের
মধ্যস্থানে তাহাদের নৌকা ভগ্ন হইলে তাহারা মৎস্য-কচ্ছপের ভক্ষ্য হইল ।
একজন মাত্র নৌকার একটি ফলকের সাহায্যে অনেক কষ্টে ভাসিতে ভাসিতে
সুপ্পারক বন্দরে আসিয়া উপনীত হইল । তাহার অন্তবাস বা বহিবাস
কিছুই ছিল না । অন্য কিছু না পাইয়া সে শব্দক কাষ্ঠদন্ডকে বন্ধলের
দ্বারা মর্দড়িয়া অন্তবাস-বহিবাস করিয়া এবং দেবালয় হইতে একটি কপাল
(ভিক্ষাপাত্র) সংগ্রহ করিয়া সুপ্পারক বন্দরে আসিল । লোকেরা ঐ বেশে
তাহাকে দেখিয়া ষাগদুভাত প্রভৃতি দিয়া ভাবিল—‘নিশ্চয়ই ইনি অর্থহীন
হইবেন ।’ তাহাকে পরিধেয় বস্ত্র আনিয়া দিলে সে—‘যদি আমি অন্তবাস

বা, লাভসন্ধারো মে পরিহায়িস্সতী’তি তানি বথানি
পটিক্খপিহ্বা দারুচীরানেব পরিদাহি । অথস্স বহুদাহি
‘অরহা অরহা’তি বুদ্ধমানস্স এবং চেতসো পরিবিতক্কো
উদপাদি ‘যে থো কেচি লোকে অরহন্তো বা অরহত্তমগং
বা সমাপন্না, অহং তেসং অঞ্ণতরো’তি । অথস্স পুরাণ-
সালোহিতা দেবতা এবং চিস্তেসি ।

‘পুরাণসালোহিতা’তি পুৰ্বে একতো কতসমগধম্মা । পুৰ্বে
কির কস্সপদসবলস্স সাসনে ওসক্কমানে সামণেরাদীনং
বিম্পকারং দিম্বা সত্ত ভিক্খু সংবেগম্পত্তা ‘যাব সাসনস্স
অন্তরধানং ন হোতি, তাব অন্তনো পতিট্ঠং করিস্সামা’তি
সুবল্লচেতিয়ং বন্দিহ্বা অরঞ্ণং পবিট্ঠা একং পস্বতং
দিম্বা ‘জীবিতে সালয়া নিবত্তন্তু । নিরালয়া ইমং পস্বতং
অভিরুদ্ধন্তু’তি বহ্বা নিস্সেগিং বন্দিহ্বা সস্বোপি তং অভি-

*

*

*

এবং বিহাসি পরিধান করি, আমার লাভ সৎকার কমিয়া যাইবে’ ইহা ভাবিয়া
ঐ সব বস্তু প্রত্যাখ্যান করিয়া দারুচীরই (= দারুবৃক্ষ) পরিধান করিত ।
বহু লোক তাহাকে ‘অহং’ বলিলে তাহার মনে এই পরিবিতক্ উৎপন্ন হইল
—‘জগতে যাহারা অহং বা যাহারা অহংমার্গ-সম্পন্ন আমি তাহাদেরই
একজন ।’ তখন তাহার একজন পুরাণ জ্ঞাতি দেবতা (কোন পূর্বজন্মের
জ্ঞাতি যিনি এখন দেবতা হইয়াছেন) এইরূপ চিন্তা করিলেন ।

‘পুরাণজ্ঞাতি’ অর্থাৎ পূর্বে কোন জন্মে একত্রে যাহার সঙ্গে শ্রমণধর্ম
পালন করিয়াছেন । পূর্বে যখন কাশ্যপ বুদ্ধের শাসন তিরোহিত হইতেছিল
তখন শ্রামণেরগণকে ব্যভিচারগ্রস্ত দেখিয়া সাতজন ভিক্ষু সংবেগপ্রাপ্ত হইয়া
‘বুদ্ধশাসন অন্তর্ধান করিবার পূর্বেই আমরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিব’
বলিয়া সুবল্লচেতা বন্দনা করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়া একটি পর্বত
দেখিয়া—‘যাহারা জীবনের প্রতি আসক্তিপরায়ণ তাহারা ফিরিয়া যাউক এবং
যাহারা আসক্তিশূন্য তাহারা পর্বতে আরোহণ করুক’ বলিয়া নিঃশ্রেণী

রুয়্হ নিস্‌সিগিং পাতেহা সমগধম্মং করিংসু । তেসু সঙ্ঘ
থেরো একরত্তাতিক্কেমেনেব অরহত্তং পাপদুগি । সো অনো-
ত্তত্তদহে নাগলতাদন্তকট্ঠং খাদিস্বা উত্তরকুরুতো
পিণ্ডপাতং আহরিস্বা তে ভিক্খু আহ—‘আবুসো, ইমং
দন্তকট্ঠং খাদিস্বা মুখং ধোবিস্বা ইমং পিণ্ডপাতং পরি-
ভুজথা’তি । “কিং পন, ভন্তে, অম্‌হেহি এবং কতিকা
কতা ‘যো পঠমং অরহত্তং পাপদুগাতি, তেনাভতং পিণ্ডপাতং
অবসেসা পরিভুজিস্সন্তী’তি ? ‘নো হেতং, আবুসো’তি ।
‘তেন হি সচে ময়ম্পি তুম্‌হে বিয় বিসেসং নিব্বত্তেস্সাম,
সয়ং আহরিস্বা পরিভুজিস্সামা’তি ন ইচ্ছিংসু । দ্বিতীয়-
দিবসে দ্বিতীয়থেরো অনাগামিফলং পাপদুগি । সোপি
তথেব পিণ্ডপাতং আহরিস্বা ইতরে নিমন্তেসি । তে এবমা-

*

*

*

(—কাঠের সোপান) বাঁধিয়া সকলেই পর্বতে আরোহণ করিয়া নিঃশ্রেণী
ফেলিয়া দিয়া সেখানে শ্রমগধর্ম পালন করিয়াছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে
সঙ্ঘস্থবির একরাতি অতিক্রান্ত না হইতেই অহং প্রাপ্ত হইলেন । তিনি
অনবতপ্ত হুদে নাগলতার দণ্ডকাষ্ঠের দ্বারা দন্তমার্জন করিয়া, উত্তরকুরু
হইতে পিণ্ডপাত আহরণ করিয়া সেই ভিক্ষুদের বলিলেন—‘আবুসো,
এই দণ্ডকাষ্ঠের দ্বারা দন্তমার্জন করিয়া মুখ ধুইয়া এই পিণ্ডপাত
পরিভোগ কর ।’

‘ভন্তে, আমাদের মধ্যে কি এইরূপ কথা হইয়াছিল যে যিনি প্রথমে অহং
হইবেন তাঁহার দ্বারা অনাতি পিণ্ডপাত অন্যান্যরা পরিভোগ করিবেন ?’

‘না আবুসো ।’

‘তাহা হইলে আমরাও যদি আপনার মত বিশেষত্ব অর্জন করিতে পারি,
তাহা হইলে আমরা নিজেরা পিণ্ডপাত আহরণ করিয়া পরিভোগ করিব’
বলিয়া ঐ পিণ্ডপাত গ্রহণ করিলেন না । দ্বিতীয় দিবসে আর একজন ভিক্ষু
অনাগামি ফল প্রাপ্ত হইলেন । তিনি তদ্রূপ পিণ্ডপাত আহরণ করিয়া

হংস—“কিং পন, ভন্তে, অম্‌হেহি এবং কতিকা কতা
 ‘মহাথেৱেন আভতং পিণ্ডপাতং অভুঞ্জিহ্বা অনুথেৱেন
 আভতং ভুঞ্জিস্সামা’তি ? ‘নো হেতং, আবদসো’তি ।
 ‘এবং সন্তে তুম্‌হে বিয় ময়স্পি বিসেসং নিব্বত্তেহ্বা অন্তনো
 পদ্বিসকারেন ভুঞ্জিতুং সঙ্কোন্তা ভুঞ্জিস্সামা’তি ন ইচ্ছিংসু ।
 তেসু অরহন্তং পত্তো ভিক্‌খু পরিনিব্বায়ি, অনাগামী
 ব্রহ্মলোকে নিব্বত্তি । ইতরে পণ্ড থেরা বিসেসং নিব্বত্তেতুং
 অসঙ্কোন্তা সদ্‌সিসহ্বা সত্তমে দিবসে কালং কত্তা দেবলোকে
 নিব্বত্তিহ্বা ইমস্মিং বুদ্ধপাদে ততো চবিহ্বা তথ তথ কুলঘ-
 রেসু নিব্বত্তিংসু । তেসু একো পদ্বুসাসি রাজা অহোসি,
 একো কুমারকস্সপো, একো দারুচীৱিয়ো, একো দম্বো
 মল্লপদত্তো, একো সভিয়ো পরিব্বাজকোতি । তথ যো

*

*

*

অন্যান্যদের নিমন্ত্রণ করিলেন । তাঁহারা এইরূপ বলিলেন—‘ভন্তে, আমাদের
 কি এইরূপ কথা ছিল যে, ‘মহান্‌হিবর কত্‌ক আহন্ত পিণ্ডপাত ভোজন
 না করিয়া, অধন্তন হ্‌বির কত্‌ক আহন্ত পিণ্ডপাত ভোজন করিব ?’

‘না আবদসো ।’

‘তাহাই যদি হয়, আপনাদের মত আমরাও যদি মার্গফলাদি বিশেষ
 কিছু লাভ করি, আমরাও নিজেদের পদ্বুসকারের দ্বারা ভোজন আহরণ
 করিতে সক্ষম হইলে ভোজন করিব’ বলিয়া ঐ হ্‌বিরের পিণ্ডপাত গ্রহণ
 করিলেন না ।

ঐ সাতজনের মধ্যে অহঁত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষু পরিনিব্বাণ লাভ করিলেন ।
 অনাগামিষ্প্রাপ্ত ভিক্ষু ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইলেন । অন্য পাঁচ জন হ্‌বির
 বিশেষ কিছু লাভ করিতে না পারিয়া অনাহারে শূকাইয়া গেলেন এবং সপ্তম
 দিবসে কালগত হইয়া দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং বর্তমান বুদ্ধের
 উৎপত্তিকালে দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া বিভিন্ন কুলগৃহে জন্মগ্রহণ
 করিলেন । তাঁহাদের মধ্যে একজন পদ্বুসাসি নামে রাজা হইলেন, একজন
 কুমার কস্সপ, একজন দারুচীৱিয়, একজন দম্ব মল্লপদত্ত, একজন পরিব্বাজক

ব্রহ্মলোকে নিম্বন্তো ভিক্ষু তং সন্ধায়েতং বদন্তং ‘পদুরাণ-
সালোহিতা দেবতা’তি ।

তস্ম হি ব্রহ্মদুনো এতদহোসি—‘অয়ং ময়া সন্ধিং নিম্বসিং
বন্ধিহা পব্বতং অভিরুহিহা সমণধম্মং অকাসি, ইদানি
ইমং লন্ধিং গহেহা বিচরন্তো বিনম্বসিয়া, সংবেজেম্মামি
ন’ন্তি । অথ নং উপসঙ্কমিয়া এবমাহ—‘নেব থো ত্বং,
বাহিয়, অরহা নপি অরহত্তমগ্গং বা সমাপন্বো, সাপি তে
পটিপদা নথি, যায় ত্বং অরহা বা অস্স অরহত্তমগ্গং বা
বা সমাপন্বো’তি । বাহিয়ো আকাসে ঠহা কথেন্তং মহা-
ব্রহ্মানং ওলোকেহা চিন্তেসি—“অহো ভারিয়ং কম্মং কতং,
অহং ‘অরহন্তোম্‌হী’তি চিন্তেসিং, অয়ং মং ‘ন ত্বং অরহা,
নপি অরহত্তমগ্গং বা সমাপন্বোসী’তি বদতি, অথি নু থো
লোকে অঞ্ঞো অরহা”তি । অথ নং পদ্বিচ্ছ—‘অথি নু

*

*

*

সভিয় । যে ভিক্ষু ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন (অর্থাৎ অনাগামী)
তাঁহার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে ‘পদুরাণ জ্ঞাতি দেবতা’ ।

ব্রহ্মলোকেওপম্নের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইয়াছিল—‘এই বাক্তি (অর্থাৎ
দারুচীরিয়) আমার সঙ্গে একত্রে নিঃশ্রেণী (=সিঁড়ি) বাঁধিয়া পর্বতে
আরোহণ করিয়া শ্রমণধর্ম পালন করিয়াছিল । সে এইরূপ মিথ্যা ভেদধারী
হইয়া বিচরণ করিলে বিনষ্ট হইবে । আমি তাহার মধ্যে চৈতন্য উদয়
করিব ।’ তখন তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিলেন—

‘হে বাহিয়, তুমি অহং’ও নহ, অহং’ভুমার্গ-সমাপন্নও নহ । আর তুমি
যে প্রতিপদা গ্রহণ করিয়াছ তাহার দ্বারা অহং’ বা অহং’ভুমার্গ সমাপত্তি
কোনটাই লাভ হইবে না । বাহিয় আকাশে স্থিত বস্তা মহাব্রহ্মাকে অবলোকন
করিয়া চিন্তা করিল—‘অহো আমি ত অন্যায় করিয়াছি । আমি নিজেকে
‘অহং’ ভাবিতাম আর ইনি বলিতেছেন ‘তুমি অহং’ও নহ, অহং’ভুমার্গ
সমাপন্নও নহ ; তাহা হইলে কি জগতে অন্য কোন অহং’ আছেন ?’ তখন

খো এতরহি দেবতে লোকে অরহা বা অরহত্তমংগং বা সমাপন্নো'তি । অথস্স দেবতা আচিক্খি—‘অথি, বাহিয়, উত্তরেসদ্ জনপদেসদ্ সার্বাথি নাম নগরং, তথ্ণ সো ভগবা এতরহি বিহরতি অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো । সো হি, বাহিয়, ভগবা অরহা চেব অরহত্তথায় চ ধম্মং দেসেতী'তি । বাহিয়ো রত্তিভাগে দেবতায় কথং সদ্ভা সংবিগ্গমানসো তং খণংয়েব সদ্ম্পারকা নিক্খমিত্তা একরত্তিবাসেন সার্বাথিং অগম্মাসি, সৰ্বং বীসযোজনসত্তিকং মংগং একরত্তিবাসেনেব অগম্মাসি । গচ্ছন্তো চ পন দেবতানুভাবেন গতো । ‘বুদ্ধানুভাবেনা’ তিপি বদন্তিয়েব । তস্মিং পন খণে সথা সার্বাথিং পিণ্ডায় পবিট্ঠো হোতি । সো ভুত্তপাতরাসে কালআয়সিয়বিমোচনথং অষ্ঠোকাসে চঙ্কমন্তে সম্বহুলে ভিক্খু ‘কহং এতরহি সথা'তি পদ্বিচ্ছি । ভিক্খু ‘ভগবা

*

*

*

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে দেবতে, এই জগতে কি অহং বা অহং-মার্গ-সমাপন্ন কেহ আছেন?’ তখন দেবতা তাহাকে বলিলেন—‘হে বাহিয়, উত্তর জনপদে শ্রাবস্তী নামক নগরী আছে, সেখানে এখন ভগবান অহং সম্যক্ সম্বুদ্ধ অবস্থান করিতেছেন । হে বাহিয়, তিনিই ভগবান অহং এবং অহং-ত্বলাভের মার্গ দেখানা করিয়া থাকেন ।’

বাহিয় রাত্রিবেলায় দেবতার কথা শুনিয়া উদ্ভিগ্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ সদ্ম্পারক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এক রাত্রির মধ্যেই শ্রাবস্তীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সদ্দীর্ঘ একশত কুড়ি যোজন পথ এক রাত্রিতেই অতিক্রম করিলেন । অবশ্য গমনকালে ঐ দেবতার অনঙ্গহ লাভ করিয়াছিলেন । কেহ কেহ বলেন বুদ্ধেরই প্রভাবে তাহা সম্ভব হইয়াছিল । সেই সময় শাস্ত্রা শ্রাবস্তীনগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন পিণ্ডপাতের জন্য । বাহিয় দেখিতে পাইলেন প্রাতরাশ-ভুক্ত অনেক ভিক্ষু আলস্য বিনোদনের জন্য উন্মত্ত স্থানে চঞ্চ্রমণ করিতেছেন । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—‘শাস্ত্রা এখন কোথায়?’ ভিক্ষুগণ ‘ভগবান

সাবাখিং পিণ্ডায় পবিট্টো’তি বহ্বা তং পদ্বিচ্ছংসু—‘ত্বং পন কুতো আগতোসী’তি ? ‘সদুপ্পারকা আগতোম্হী’তি । ‘কদা নিক্খন্তোসী’তি ? ‘হিয়্যো সায়াং নিক্খন্তোম্হী’তি । ‘দূরতোসি আগতো, নিসীদ, তব পাদে ধোবিত্তা তেলেন মক্খেত্বা থোকং বিস্সমাহি, আগতকালে সথারং দক্খিহস্সসী’তি । ‘অহং, ভন্তে, সথদু বা অন্তনো বা জীবিতন্তরায়ং ন জানামি, একরত্তেনেবম্হি কথচি অট্টত্বা অনিসীদিহ্বা বীসযোজনসতিকং মগ্গং আগতো, সথারং পস্সিত্তাব বিস্সমিস্সসামী’তি । সো এবং বহ্বা তরমানরূপো সাবাখিং পবিসিত্তা ভগবন্তং অনোপমায় বুদ্ধসিরিয়া পিণ্ডায় চরন্তং দিস্স্বা ‘চিরস্সং বত মে গোতমো সম্মাসম্বুদ্ধো দিট্টো’তি দিট্টট্টানতো পট্টায় ওনতসরীরো গম্ব্বা অন্তরবীথিয়মেব পণ্ডপতিট্টিতেন বন্দিহ্বা গোপ্ফকেসদু দল্হং গহেত্বা এবমাহ—‘দেসেতু মে, ভন্তে, ভগবা

*

*

*

শ্রাবস্তীতে পিণ্ডপাতের জন্য গিয়াছেন’ বলিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ?’ ‘আমি সদুপ্পারক হইতে আসিতেছি ।’ ‘কখন বাহির হইয়াছেন ?’ ‘গতকল্য সন্ধ্যায় বাহির হইয়াছি ।’ ‘অনেক দূর হইতে আসিয়াছেন, বসদু, পা ধুইয়া তেল মাখিয়া কিছুদ্ধগণ বিশ্রাম করদু । ভগবান ফিরিয়া আসিলে দেখিতে পাইবেন ।’

‘ভস্তু, আমি জানিনা কখন আমার বা শাস্তার মৃত্যু হইবে । আমি এক রাগিতেই কোথাও না দাঁড়াইয়া একশত কুড়ি যোজন পথ অতিক্রম করিয়াছি । শাস্তার দর্শন লাভ করিয়াই বিশ্রাম করিব । তিনি ইহা বলিয়া ঐরিতগতিতে শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিয়া অনোপম বুদ্ধশ্রীতে ভগবানকে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিতে দেখিয়া ‘বহুকাল পরে আমি সম্যক্ সম্বুদ্ধের দর্শন পাইলাম’ চিন্তা করিয়া যেইস্থানে বুদ্ধকে দেখিয়াছেন সেই স্থান হইতে অবনত শরীরে ষাইয়া রাস্তার মধ্যেই পণ্ড প্রতিষ্ঠিতের দ্বারা বন্দনা করিয়া বুদ্ধের গদুল্ফদ্বয়কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া এইরূপ বলিলেন—‘ভস্তু, ভগবান

ধম্মং, দেসেতু স্দুগতো ধম্মং, যং মমস্স দীঘরত্তং হিতায়
সুখায়্যা'তি । অথ নং সথা 'অকালো থো তাব, বাহিয়,
অন্তরঘরং পবিট্ঠম্হা পি'ডায়্যা'তি পটিক্খিপি ।

তং স্দুত্থা বাহিয়ো 'ভন্তে, সংসারে সংসরন্তেন কবলীকারা-
হারো ন অলঙ্কপদুস্সো, তুম্হাকং বা ময়'হং বা জীবিতন্ত-
রায়ং ন জানামি, দেসেতু মে ধম্মন্তি' । সথা দ্দুতিয়ম্পি
পটিক্খিপিযেব । এবং কিরস্স অহোসি—'ইমস্স মং
দিট্ঠকালতো পট্ঠায় সকলসরীরং প্রীতিয়া নিরন্তরং
অস্সোথটং হোতি, বলবপ্রীতিরেগো ধম্মং স্দুত্থাপি ন
সক্খিস্সতি পটিবিজ্জিতুং, মজ্জান্তরুপেক্খায় তাব তিট্ঠতু,
একরত্তেনেব বীসযোজনসতিকং মগ্গং আগতত্তা দরথোপিস্স
বলবা, সোপি তাব পটিম্পস্সম্ভতু'তি । তস্মা দ্বিক্খত্তুং
পটিক্খিপিহা ততিয়ং য়াচিতো অন্তরবীথিয়ং ঠিতোব
'তস্মাতিহ তে, বাহিয়, এবং সিক্খিতব্বং 'দিট্ঠে দিট্ঠ-

*

*

*

আমার নিকট ধর্মদেশনা করুন, স্দুগত আপনি ধর্মদেশনা করুন যাহাতে
আমার চির হিত ও সুখের কারণ হয় ।' তখন শাস্তা তাঁহাকে এই বলিয়া
প্রত্যাখ্যান করিলেন—'হে বাহিয়, এখন অসময় ; পি'ডপাতের জন্য আমি
অন্তরঘরে প্রবেশ করিয়াছি ।' তাহা শ্রুতিয়া বাহিয় বলিলেন—'ভন্তে, এই
সংসারে (অসংখ্যবার) সংসরণকালে স্থূল আহার পূর্বে লব্ধ হয় নাই তাহা
ত নহে ! আপনার বা আমার মৃত্যুকণ ত জানিনা । ভন্তে আমাকে ধর্মদেশনা
করুন ।' শাস্তা দ্বিতীয়বারও প্রত্যাখ্যান করিলেন । তাঁহার এই চিন্তা হইয়াছিল
—'এই ব্যক্তি আমাকে দেখার পর হইতে তাহার সর্বত্র প্রীতির দ্বারা নিরন্তর
পরিপূর্ণ । প্রীতিবেগ বলবান হইলে ধর্ম শ্রুতিলেও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে
পারিবে না । কিছুক্ষণের জন্য সে চিন্তের সমতায় আসুক ! একরাগ্রিতে
একশত কুড়ি যোজন পথ অতিক্রম করায় তাহার ক্লান্তিও অত্যধিক । তাহার
ক্লান্তিরও উপশম হউক ।' সেইজন্য দ্বিতীয়বারও প্রত্যাখ্যান করিয়া তৃতীয়বার
যাচিত হইতে রাস্তার মধ্যে দাঁড়াইয়াই—'হে বাহিয়, তোমাকে এইরূপ শিক্ষা

মন্তং ভবিষ্যতী'তি আদিনা নয়েন ধম্মং দেসেসি । সো সখ্ণু ধম্মং সদ্ধগন্তোয়েব সম্বাসবে থেপেত্বা সহ পটিসম্ভি-
দাহি অরহন্তং পাপদুগ্গি । তাবদেব চ পন ভগবন্তং পম্বজ্জং
যাচি, 'পরিপদুগ্গং তে পত্তচীবর'ন্তি পদুট্টো 'ন পরিপদুগ্গ'ন্তি
আহ । অথ নং সথা 'তেন হি পত্তচীবরং পরিয়েসাহী'তি
বত্তা পক্কামি ।

'সো কির বীসতি বস্সসহস্সানি সমগধম্মং করোন্তো ভিক্-
খুনা নাম অন্তনা পচ্চয়ে লভিত্বা অঞ্ণং অনোলোকেত্বা
সয়মেব পরিভুঞ্জিতুং বট্টতী'তি একভিক্খুস্সাপি পত্তেন বা
চীবরেন বা সঙ্গহং ন অকাসি, তেনস্স ইন্ধিময়পত্তচীবরং ন
উপজ্জিস্সতী'তি এত্বা এহিভিক্খুভাবেন পম্বজ্জং ন
অদাসি । তম্পি পত্তচীবরং পরিয়েসমানমেব একা যক্খিনী

*

*

*

করিতে হইবে—'দৃষ্টে দৃষ্টমাত্র হইবে' ইত্যাদি উপায়ে ধর্মদেশনা করিলেন
[বিস্তৃত জানিতে হইলে মণ্ডিকানিকায়ের প্রথম সূত্র 'মূলপরিয়ায় সূত্র'
দ্রষ্টব্য] । তিনি শাস্তার ধর্ম শ্রবণ করিতে করিতে সমস্ত আস্রব বিদূরিত
করিয়া প্রতিসম্ভিদা সহ অহং প্রাপ্ত হইলেন । তখনই তিনি ভগবানের
নিকট প্ররজ্যা প্রার্থনা করিলেন । তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—'তোমার
পাত্রচীবর পরিপূর্ণ আছে কি ?' (তিনি বলিলেন) 'না, পরিপূর্ণ নাই ।'
তখন শাস্তা এই বলিয়া প্রশ্ন করিলেন—'তাহা হইলে তোমার পাত্রচীবর
সংগ্রহ কর ।'

তিনি বিংশতি সহস্র বৎসর যাবত শ্রমধর্ম পালন করা কালে কোন
দিন কোন ভিক্ষুকে পাত্র বা চীবর দিয়া সাহায্য করেন নাই । বরং তিনি
বলিতেন—'ভিক্ষু কোন (পাত্র-চীবরাদি) প্রত্যয় লাভ করিয়া অন্য কাহারও
কথা না ভাবিয়া স্বয়ং তাহা পরিভোগ করা উচিত ।' অতএব তাহার ঋদ্ধিময়
পাত্রচীবর উৎপন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া ভগবান তাহাকে 'এহি
ভিক্খু' (হে ভিক্ষু, আইস) ভাবের দ্বারা প্ররজ্যা প্রদান করেন নাই ।
এইদিকে বখন তিনি পাত্র-চীবরের সম্বন্ধে বাহির হইয়াছেন এক যক্ষিণী

ধেনুদূরূপেন আগম্ভা উরম্‌হি পহরিষ্‌হা জীবিতক্‌খল্লং
 পাপেসি । সখা পিণ্ডায় চরিষ্‌হা কতভত্‌কিচ্ছো সম্বহুলোহি
 ভিক্‌খুহি সন্ধিং নিক্‌খন্তো বাহিয়স্স সরীরং সঙ্কারট্-
 ঠানে পতিতং দিম্বা ভিক্‌খু আগাপেসি, ‘ভিক্‌খবে,
 একস্মিং গেহদ্বারে ঠম্বা মণ্ডকং আহরাপেয্‌হা ইমং সরীরং
 নগরতো নীহরিষ্‌হা ঝাপেয্‌হা থুপং করোথা’তি । ভিক্‌খু
 তথা করিৎসু, কয্‌হা চ পন বিহারং গম্ভা সখারং উপসঙ্ক-
 মিষ্‌হা অন্তনা কতকিচ্ছং আরোচেয্‌হা তস্স অভিসম্পরাযং
 পদচ্ছিৎসু । অথ নেসং ভগবা তস্স পরিণিস্‌স্বত্‌তভাবং
 আচিক্‌খিষ্‌হা ‘এতদগ্গং, ভিক্‌খবে, মম সাবকানং ভিক্‌-
 খুনং খিম্পাভিঞ্‌ঞানং যদিদং বাহিয়ো দারুচীরিয়ো’তি
 এতদগ্গে ঠপেসি । অথ নং ভিক্‌খু পদচ্ছিৎসু—‘ভন্তে,
 তুম্‌হে ‘বাহিয়ো অরহত্তং পত্তো’তি বদেথ, কদা সো

*

*

*

ধেনুদূরূপে আসিয়া তাহার উরুদেশে আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিল ।
 শাস্তা পিণ্ডাচরণ করিয়া ভোজনকৃত্যাবসানে অনেক ভিক্ষুসহ বহির্গত
 হইয়া জঞ্জালস্তুপে পতিত বাহিষের মৃতদেহ দেখিয়া ভিক্ষুদের আদেশ
 দিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া একটি মণ্ডক
 (খাট, স্ট্রচার) সংগ্রহ করিয়া এই মৃতদেহ নগরের বাহিরে লইয়া যাও এবং
 দাহ করিয়া একটি স্তুপ নির্মাণ কর ।’ ভিক্ষুগণ তাহাই করিলেন এবং
 সমস্ত কৃত্য সম্পাদন করিয়া বিহারে যাইয়া শাস্তায় নিকট উপস্থিত হইয়া
 তাঁহাদের কৃত্য-সম্পাদনের কথা তাঁহাকে জানাইয়া পরলোকগত বাহিষের
 ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন ভগবান তাঁহাদের নিকট বাহিষের
 পরিণিবাণ লাভের কথা জানাইয়া ‘হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক ভিক্ষুগণের
 মধ্যে ক্ষিপ্ৰাভিজ্ঞ যদি কেহ থাকে তাহা হইলে সে হইতেছে এই বাহিষ
 দারুচীরিয়’ এই কথা বলিয়া উক্ত বিষয়ে তাঁহাকে অগ্রস্থানে স্থাপিত করিলেন ।
 তখন ভিক্ষুগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে আপনি বলিলেন
 বাহিষ অহঁত্‌প্রাপ্ত, কিন্তু কখন তিনি অহঁত্‌ প্রাপ্ত হইলেন ?’

অরহন্তং পত্তো'তি ? 'মম ধম্মং স্দুতকালে, ভিক্খবে'তি ।
 'কদা পনস্স, ভন্তে, তুম্হেহি ধম্মো কথিতো'তি ?
 'পিণ্ডায় চরন্তেন অন্তরবীথিয়ং ঠত্বা'তি । অম্পমত্তকো
 হি, ভন্তে, তুম্হেহি অন্তরবীথিয়ং ঠত্বা কথিতধম্মো কথং
 সো তাবত্তকেন বিসেসং নিব্বত্তেসী'তি । অথ নে সথা 'কিং,
 ভিক্খবে, মম ধম্মং 'অম্পং বা বহুং বা'তি মা পম্মাণং
 গণ্হথ । অনেকানিপি হি গাথাসহস্সানি অনর্থানিস্সিতানি
 ন সেয়্যো, অর্থানিস্সিতং পন একম্পি গাথাপদং সেয়্যো'তি
 বত্বা অনদুসন্ধিৎ ঘটেত্বা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘সহস্পমপি চে গাথা, অনথপদসংহিতা ।

একং গাথাপদং সেয়্যো, যং স্দুত্বা উপসম্মতী'তি । ১০১ ।

তথ 'একং গাথাপদং সেয়্যো'তি 'অম্পমাদো অমতপদং....

*

*

*

‘হে ভিক্ষুগণ, আমার ধর্মশ্রবণকালে ।’

‘ভস্তু, কখন তিনি আপনার ধর্ম শ্রবণ করিলেন ?’

‘পিণ্ডাচরণকালে পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ।’

‘ভস্তু, পথের মাঝখানে আপনার দেশিত ধর্ম নিশ্চয়ই অম্পমাত্রই ছিল !
 ঐ অম্পমাত্র ধর্ম শুনিয়া কিভাবে তিনি অহং লাভ করিলেন ?’ তখন শাস্ত্রা
 তাহাদিগকে বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, আমার ধর্ম অম্পই হউক বা বেশীই হউক, তোমরা তাহা
 পরিমাপ করিতে যাইও না । অনর্থবিহ অনেক সহস্রগাথা শ্রেয়ঃ নহে, অর্থবিহ
 একটি গাথাপদও শ্রেয়ঃ’ এই বলিয়া তিনি পূর্বাপর সমন্বয় ঘটাইয়া ধর্ম-
 দেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘অর্থহীন সহস্র গাথা অপেক্ষা সারগর্ভ একটি গাথাও শ্রেয়ঃ যাহা শ্রবণ
 করিয়া লোক উপশান্ত হয় ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১০১ ।

অন্বয় : একটি ‘গাথাপদও শ্রেয়ঃ’ অর্থাৎ ‘অপ্রমাদ নির্বাণের মার্গ’, প্রমাদ

পে...যথা ময়া'তি এবরূপা । একা গাথাপি সেয়োতি
অথো । সেসং পদ্দরিমনয়েনেব বেদিতস্বং ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্দগংসদতি ।

বাহিয়দারুচীরিয়থেরবথু দদতিয়ং ।

*

*

*

মৃত্যুর মার্গ । ষাহারা অপ্রমত্ত তাহাদের মৃত্যু হয় না, ষাহারা প্রমত্ত তাহারা
মৃত্যুর ন্যায়—ইত্যাদি একটি গাথাও শ্রেয়ঃ এই অর্থ । অবশিষ্ট ১০০ নং
গ্লোকেৰ ভাষ্যবৎ ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

। বাহিয় দারুচীরিয় স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

কুণ্ডলকেশিখেরাবথু । ৩

‘যো চ গাথাসতং ভাসে’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো কুণ্ডলকেশিং আরভ্ভ কথেসি ।

রাজগৃহে কির একা সেট্ঠিধীতা সোলসবস্সন্দেসিকা
অভিরূপা অহোসি দস্সনীয়া পাসাদিকা । তস্মিং চ বয়ে
ঠিতা নারিয়ো পদুরিসম্বাসয়া হোন্তি পদুরিসলোলা । অথ
নং মাতাপিতরো সন্তভূমিকস্স পাসাদস্স উপরিমতলে
সিরিগম্ভে নিবাসাপেসদং, একমেবস্সা দাসিং পরিচারিকং
অদংসু । অথেকং কুলপদত্তং চোরকস্মং করোন্তং গহেত্বা
পচ্ছাবাহং বন্ধিত্বা চতুকে চতুকে কসাহি পহরিত্বা আঘাতনং
নয়ংসু । সেট্ঠিধীতা মহাজনস্স সন্দং সুত্বা, ‘কিং নু
খো এতং’তি পাসাদতলে ঠত্বা ওলোকেন্তী তং দিম্বা
পটিবদ্ধচিত্তা হুত্বা তং পথয়মানা আহারং পটিক্খপিত্বা

*

*

*

খেরী কুণ্ডলকেশীর উপাখ্যান । ৩ ।

‘যে শতগাথা ভাষণ করে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বিহারকালে
(খেরী) কুণ্ডলকেশীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

রাজগৃহে এক শ্রেষ্ঠিকন্যা ছিল । বয়স ষোড়শ বর্ষের কাছাকাছি ।
কিন্তু খুবই সুন্দরী, অভিরূপা, দর্শনীয় । এই বয়সের মেয়েরা সাধারণতঃ
পদরূষপ্রেমী ও পদরূষের প্রতি অনুরক্তা হয় । তখন তাহার মাতাপিতা
সন্তভূমিক প্রাসাদের উপরের তলায় সুন্দর একটি প্রকোষ্ঠে তাহার থাকিবার
ব্যবস্থা করিলেন, সঙ্গে একজন দাসী দিলেন তাহার পরিচার্য্যার জন্য । একদিন
এক চোর কুলপদ্রকে দুই হাত পশ্চাতে বাঁধিয়া প্রতিটি চোঁমাথায় তাহাকে
কষাঘাত করিতে করিতে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেছিল । শ্রেষ্ঠিকন্যা
বহুলোকের কোলাহল শুনিয়া ‘দেখি ত কি !’ বলিয়া প্রাসাদতলে দাঁড়াইয়া
ঐ চোরকে দেখিয়া তাহার প্রতি প্রতিবন্ধচিত্ত হইয়া তাহাকে কামনা করিয়া

মণ্ডকে নিপজ্জি । অথ নং মাতা পদুচ্ছি—‘কিং ইদং
 অম্মা’তি ?’ ‘সচে এতং চোরোতি গহেহ্বা নিষ্যমানং
 পদুরিসং লভিস্সামি, জীবিস্সামি ; নো চে লভিস্সামি,
 জীবিতং মে নথি ; ইধেব মরিস্সামী’তি । ‘অম্ম, মা
 এবং করি, অম্‌হাকং জাতিয়া চ গোত্তেন চ ভোগেন চ
 সাদিসং অঞ্‌ঞং সামিকং লভিস্সসী’তি । ময়্‌হং
 অঞ্‌ঞেন কিচ্চং নথি, ইমং অলভমানা মরিস্সাসী’তি ।
 মাতা ধীতরং সঞ্‌ঞাপেতুং অসক্কোন্তী পিতুনো আরো-
 চেসি । সোপি নং সঞ্‌ঞাপেতুং অসক্কোন্তো, ‘কিং সন্ধা
 কাতুং’তি চিন্তেহ্বা তং চোরং গহেহ্বা গচ্ছন্তস্স রাজপদুরি-
 সস্স সহস্সভণ্ডিকং পেসেসি ‘ইমং গহেহ্বা এতং পদুরিসং
 ময়্‌হং দেহী’তি । সো ‘সাধু’তি কহাপণে গহেহ্বা তং
 মদুণ্ণহ্বা অঞ্‌ঞং মারেহ্বা—‘মারিতো দেব চোরো’তি

*

*

*

আহার ত্যাগ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল । তখন তাহার মাতা তাহাকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কি হইয়াছে মা ?’

‘যদি এই চোর বলিয়া যাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে তাহাকে পাই তাহা
 হইলে জীবন রাখিব, না পাইলে জীবন ত্যাগ করিব, আমি মরিব ।’

‘মা, এইরূপ করিয়ো না, আমাদের জাতি, গোত্র, ভোগৈশ্বৰ্য সব
 দিক দিয়া সদৃশ এবং উপযুক্ত স্বামী তুমি পাইবে ।’

‘আমার অন্য স্বামীর প্রয়োজন নাই, উহাকে না পাইলে আমি মৃত্যুবরণ
 করিব ।’

মাতা কন্যাকে বদ্বাইতে না পারিয়া তাহার পিতাকে ব্যাপারটা
 জানাইলেন । তিনিও তাহাকে বদ্বাইতে পারিলেন না । ‘কি করা যায়’
 চিন্তা করিয়া যে রাজপদুরুষ চোরটিকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল তাহাকে এক
 সহস্র মদ্রা দিয়া বলিলেন—‘এই টাকার বিনিময়ে আপনি এই চোরকে
 আমার হস্তে অর্পণ করুন ।’ সেও ‘বেশ তাহাই হউক’ বলিয়া টাকার থলি
 লইয়া চোরটিকে মুক্ত করিয়া অন্য একজনকে হত্যা করিয়া ‘মহারাজ, চোরকে

রঞ্জেণা আরোচেসি । সেট্ঠিপি তস্স ধীতরং অদাসি ।
 সা ততো পট্ঠায়, ‘সামিকং আরাধেস্সামী’তি সম্বাভরণ-
 পটিম্মিডতা সয়মেব তস্স যাগদুআদীনি সংবিদহতি ।
 চোরো কতিপাহচ্চয়েন চিন্তেসি, ‘কদা নু থো ইমং মারেত্বা
 এতিস্সা আভরণানি গহেত্বা একস্মিং সুরাগেহে বিক্কিণিত্বা
 খাদিতুং লভিস্সামী’তি । সো ‘অথেকো উপায়ো’তি
 চিন্তেত্বা আহারং পটিক্খিপিত্বা মণ্ডকে নিপজ্জি । অথ
 নং সা উপসংকমিত্বা কিং তে সামি রুজ্জতী’তি পদুছি ।
 ‘ন কিণ্ড মে ভন্দে’তি । ‘কচ্চি পন মে মাতাপিতরো
 তুয়ংহং কুদ্ধা’তি । ‘ন কুজ্জন্তি ভন্দে’তি । ‘অথ কিং
 নামেতং’তি ? ‘ভন্দে অহং তং দিবসং বন্ধিত্বা নিয্যমানো
 চোরপপাতে অধিবথায় দেবতায় বলিকম্মং পটিস্সুণিত্বা

*

*

*

হত্যা করিয়াছি’ বলিয়া রাজাকে জানাইল । শ্রোষ্ঠিও তাহাকে আনিয়া কন্যার
 নিকট সম্প্রদান করিলেন ।

সে (কন্যা) তাহার পর হইতে ‘স্বামীর সেবা করিব’ বলিয়া সর্বাভরণ-
 ভূষিতা হইয়া নিজেই তাহার জন্য যাগদু প্রভৃতি ব্যবস্থা করিত । কিছুদিন
 গত হইলে চোরাটি চিন্তা করিল—‘কবে আমি ইহাকে হত্যা করিয়া ইহার
 আভরণসমূহ লইয়া কোন এক সুরাগেহে বিক্রয় করিয়া খাইতে সমর্থ হইব ?’
 সে তখন ‘একটি উপায় আছে’ চিন্তা করিয়া আহার ত্যাগ করিয়া বিছানায়
 শুইয়া পড়িল । তখন সেই কন্যা তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—
 ‘স্বামিন্, আপনার কি কোন কষ্ট হইতেছে ?’

‘না ভদ্রে, তেমন কিছু নহে ।’

‘আমার মাতাপিতা কি আপনার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ?’

‘না ভদ্রে, ক্রুদ্ধ হন নাই ।’

‘তাহা হইলে কি হইয়াছে ?’

‘ভদ্রে, যোদিন আমাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতৌছিল চোরপ্রপাতে বসবাসকারী
 দেবতার নিকট বলিকর্মের মানত করাতে সেদিন আমার জীবন ফিরিয়া

জীবিতং লভিৎ, ত্বম্পি ময়া তস্মা এব আনুভাবেন লঙ্কা, তং
মে দেবতায় বলিকম্মং ঠপিতং তি চিন্তেত্মি ভদ্দে'তি ।
'সামি মা চিন্তয়ি, করিস্সামি বলিকম্মং । বদেহি, কেন-
থো'তি ? 'অম্পাদকমধুপায়সেন চ লাজপণ্ডমকপদুফেহি
চা'তি । 'সাধু, সামি, অহং পটিয়াদেস্সামী'তি সা সৰ্বং
বলিকম্মং পটিয়াদেহা 'এহি সামি, গচ্ছামা'তি আহ ।
'তেন হি ভদ্দে, তব ঞ্জাতকে নিবত্তেহা মহগ্ঘানি বথা-
ভরণানি গহেহা অন্তানং অলঙ্করোহি, হসন্তা কীলন্তা
সুখং গমিস্সামা'তি । সা তথা অকাসি ।

অথ নং সো পব্বতপাদং গতকালে আহ,—'ভদ্দে, ইতো
পরং উভোব জনা গমিস্সাম, সেসজনং যানকেন সন্ধিৎ নিবত্তা-
পেহা বলিকম্মভাজনং সয়ং উক্খিপিহা গণ্হাহী'তি ।

*

*

*

পাইয়াছি এবং তাঁহারই প্রভাবে তোমাকেও লাভ করিয়াছি । কিন্তু দেবতার
সেই মানত আমি এখনও পূর্ণ করি নাই, তাই আমার এত চিন্তা ।'

'স্বামিন্, চিন্তা করিবেন না, আমি বলিকর্ম করিব । বলদন, কি কি
প্রয়োজন ?'

'জলবিহীন মধুপায়স এবং লাজ সহ পাঁচ রকমের ফুল ।'

'বেশ স্বামিন্ ! আমি সব ব্যবস্থা করিব ।' বলিয়া বাইরের সমস্ত
আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া বলিল—

'স্বামিন্ ! এবার চলদন ।'

'তাহা হইলে ভদ্রে, চল । তোমার নিজের লোকজনদের পরে যাইতে
বল । তুমি তোমার মহাঘর্ষ বস্ত্রালংকার লইয়া নিজেকে অলঙ্কৃত কর ।
আমরা হাসিয়া খেলিয়া আনন্দ করিতে করিতে যাইব । সে তাহাই
করিল ।

পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া চোর তাহার ভাষাকে বলিল—'ভদ্রে,
ইহার পর হইতে শুদ্ধ আমরা দুইজনেই যাইব । অন্যান্য লোকদের রথ সহ
ফেরত পাঠাইয়া দাও । স্বয়ং পূজোপকরণের পাঠ তোমার মাথায় লইয়া

সা তথা অকাসি । চোরো তং গহেহ্বা চোরপপাতপব্বতং
 অভিরুহি । তস্স হি একেন পস্সেন মনুস্সা অভিরুহন্তি,
 একং পস্সং ছিন্নপপাতং । পব্বতমথকে ঠিতা তেন পস্সেন
 চোরে পাতেন্তি । তে থাডাথাডং হুহ্বা ভূমিয়ং পতন্তি ।
 তস্মা ‘চোরপপাতো’তি বদুচ্চতি । সা তস্স পব্বতস্স মথকে
 ঠহ্বা ‘বলিকম্মং তে, সামি, করোহী’তি আহ । সো তুণ্হী
 অহোসি । পদুন তায়, ‘কস্মা, সামি, তুণ্হীভূতোসী’তি
 বদুত্তে তং আহ—‘ন ময়্হং বলিকম্মেনথো, বণ্ণেহ্বা পন তং
 আদায় আগতোম্হী’তি । ‘কিং কারণা, সামী’তি ? ‘তং
 মারেহ্বা তব আভরণানি গহেহ্বা পলায়নথায়া’তি । সা
 মরণভয়তজ্জিতা আহ—‘সামি, অহণ্ড আভরণানি চ তব
 সন্তকানেব, কস্মা এবং বদেসী’তি । সো ‘মা এবং
 করোহী’তি পদুনপদুনং যাচিয়মানোপি ‘মারেমি এবা’তি

*

*

*

চল ।’ সে তাহাই করিল । চোর তাহাকে লইয়া চোরপ্রপাত পর্বতে
 আরোহণ করিল । এই পর্বতের এক পাশ দিয়া লোকেরা উঠে, অন্য পাশে
 খাড়া প্রপাত । পর্বতের মাথায় দাঁড়াইয়া অন্য পাশে চোরদের ফেলিয়া
 দেওয়া হয় । তাহারা (চোরেরা) খাণ্ডিত-বিখাণ্ডিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া
 যায় । সেইজন্য ইহার নাম হইয়াছে ‘চোরপ্রপাত’ । সে পর্বতের মাথায়
 দাঁড়াইয়া স্বামীকে বলিল—‘স্বামিন্, এবার বলিকম্’ (= পূজা) সম্পাদন
 করুন ।’ সে নীরব রহিল । পদুনরায় স্ত্রী বলিল—‘স্বামিন্, আপনি নীরব
 কেন ?’ সে তখন তাহাকে বলিল—‘আমার বলিকমের প্রয়োজন নাই,
 তোমাকে বণ্ণনা করিয়া এখানে আনিয়াছি ।’

‘কি কারণে স্বামিন্ ?’

‘তোমাকে হত্যা করিয়া তোমার আভরণসমূহ লইয়া পলায়ন করিব ।’

সে মরণভয়ে ভীত হইয়া বলিল—‘স্বামিন্, আমিও আপনার, এই
 আভরণগুলিও তো আপনার । কেন এইরূপ বলিতেছেন ?’ সে ‘এইরূপ
 করিবেন না’ বলিয়া পদুনঃপদুনঃ যাচ্ঞা করিলেও সে বলিল—

‘তোমাকে হত্যা করিবই ।’

আহ । ‘এবং সন্তে কিং তে মম মরণেন, ইমানি আভরণানি
গহেহ্মা ময়্‌হং জীবিতং দেহি, ইতো পট্ঠায়্য মং ‘মতা’তি
ধারেহি, দাসী বা তে হুত্বা কস্মং করিস্সামী’তি বহ্মা ইমং
গাথমাহ—

‘ইদং সুবল্লকেয়ুরং, মদুত্তা বেল্লুরিয়া বহু ।

সব্বং হরস্সদ্ভ ভন্দন্তে, মং চ দাসী’তি সাবয়া’তি ॥

তং সুত্বা চোরো—‘এবং কতে ত্বং গন্ত্বা মাতাপিতৃনং
আচিক্খিস্সসি, মারেস্সামিয়েব, মা এবং বাল্‌হং পরি-
দেবসী’তি বহ্মা ইমং গাথমাহ—

‘মা বাল্‌হং পরিদেবেসি, থিপ্পং বন্ধাহি ভণ্ডিকং ।

ন তুয়্‌হং জীবিতং অথি, সব্বং গণ্‌হামি ভণ্ডিকং’তি ॥

সা চিন্তেসি, ‘অহো ইদং কস্মং ভারিয়ং, পঞ্‌ঞা নাম ন

*

*

*

‘তাই যদি হয়, আমাকে মারিবে কেন, এই আভরণসমূহ লইয়া আমার
জীবন দান কর । ইহার পর হইতে আমাকে ‘মৃত’ বলিয়া মনে করিবে ।
আমি দাসী হইয়াও ত আপনার সেবা করিতে পারিব !’ এই বলিয়া এই
গাথাটি ভাষণ করিল—

‘এই সুবর্ণকেয়ুর মদুত্তা বৈদূষ’ যাহা যাহা আছে সবই আপনি গ্রহণ
করুন । আপনার কল্যাণ হউক । আমাকে দাসী বলিয়া গ্রহণ করুন ।’

তাহা শুনিয়া চোর বলিল—‘এইরূপ করিলে তুমি ফিরিয়া যাইয়া
তোমার মাতাপিতাকে সব বলিয়া দিবে । তোমাকে আমি হত্যাই করিব ।
তুমি অনর্থক বেশী ক্রন্দন করিও না ।’ এই কথা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ
করিল—

‘অধিক ক্রন্দন করিও না, তোমার পট্টদুলি তাড়াতাড়ি বাঁধ । তুমি আর
বেশীক্ষণ বাঁচিবে না । সমস্ত দ্রব্য আমিই লইব ।’

সে তখন চিন্তা করিল—‘অহো, ইহা কি অন্যায় কাজ ! প্রজ্ঞাকে রক্ষন

পচিহ্না খাদনথায় কতা, অথ খো বিচারণথায় কতা, জ্ঞানি-
স্মামিস্স কত্ত্বং'তি । অথ নং আহ—‘সামি, যদা স্বং
‘চোরো’তি গহেহ্না নীয়সি, তদাহং মাতাপিতৃনং আচিক্খং,
তে সহস্সং বিস্সস্কেজ্জা তং আহরাপেহ্না গেহে করিংসু ।
ততো পট্ঠায় অহং তুয়ং উপকারিকা, অজ্জ মে সুদদিট্ঠং
কহ্না অন্তানং বন্দিতুং দেহী’তি । সো ‘সাধু ভদ্রে,
সুদদিট্ঠং কহ্না বন্দাহী’তি বহ্না পব্বতন্তে অট্ঠাসি । অথ
নং সা তিক্খত্ত্বং পদক্খিণং কহ্না চতুসু ঠানেসু বন্দিহ্না
—‘সামি, ইদং তে পচ্ছিমদস্সনং, ইদানি তুয়ং বা মম
দস্সনং, যয়ং বা তব দস্সনং নথী’তি পুরতো চ পচ্ছতো
চ আলিঙ্গিহ্না পমত্তং হুহ্না পব্বতন্তে ঠিতং পিট্ঠিপস্সে
ঠহ্না একেন হথেন খন্ধে গহেহ্না একেন পিট্ঠিকচ্ছায়

•

•

•

করিয়া খাইবার জন্য নহে, বিচার করিবার জন্যই প্রজ্ঞা । আমিও ইহার
প্রতি যথাকর্তব্য সম্পাদন করিব ।’ তখন সে তাহাকে বলিল—

‘স্বামিন্, যখন আপনাকে ‘চোর’ বলিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল,
আমিই তখন মাতাপিতাকে বলিয়াছিলাম । তাঁহারা এক সহস্র মুদ্রার
বিনিময়ে আপনাকে আনিয়া গৃহে রাখিয়াছিলেন । তাহার পর হইতে আমি
আপনার উপকারিকা । অদ্য আমাকে সুযোগ দিন যাহাতে আপনাকে প্রাণ-
ভরিয়া দেখিয়া প্রণাম করিতে পারি ।’

সে বলিল—‘বেশ ভদ্রে, ভাল করিয়া দেখিয়া প্রণাম কর ।’ বলিয়া
পর্বতের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল । তখন সে তাহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া
চারি স্থানে বন্দনা করিয়া বলিল—‘স্বামিন্, ইহাই আপনার সঙ্গে আমার শেষ
দেখা, আমার সঙ্গেও আপনার শেষ দেখা, আমার আর আপনার সঙ্গে কোন
দেখা হইবে না’ বলিয়া তাহার সম্মুখে এবং পশ্চাতে আলিঙ্গন করিয়া স্বয়ং
পশ্চাতে থাকিয়া পর্বতের অন্তিম সীমায় দণ্ডায়মান প্রমত্ত তাহাকে এক হাতে
ঘাড় ধরিয়া অন্য হাতে কোমরের কাছা ধরিয়া এক ধাক্কায় পর্বতপ্রপাতে

গহেহা পস্বতপপাতে খিপ্পি । সো পস্বতকুচ্ছিন্নং পটিহতো
খণ্ডাখণ্ডিকং হুহ্বা ভূমিস্সং পতি । চোরপপাতমথকে
অধিবথা দেবতা তেসং দ্বিন্স্পি কিরিয়ং দিস্সা তস্সা
ইথিয়া সাধুকারং দত্তা ইমং গাথমাহ—

‘নহি সবেবসদ্দ ঠানেসদ্দ পদারিসো হোতি পণ্ডিতো ।

ইথীপ্পি পণ্ডিতা হোতি, তথ তথ বিচক্খণা’তি ।

সাপি চোরং পপাতে খিপ্পিত্বা চিন্তেতসি—‘সচাহং গেহং
গমিস্সামি, ‘সামিকো তে কুহিং’তি পদচ্ছিস্সন্তি ।
সচাহং এবং পুট্ঠা, ‘মারিতো মে’তি বক্খামি, ‘দুর্ভবনীতে
সহস্সং দত্তা তং আহরাপেত্ত্বা ইদানি নং মারেসী’তি মং
মুখসত্তীহি বিজ্জিস্সন্তি, ‘আভরণথায় সো মং মারেতুকামো
অহোসী’তি বদন্তেপি ন সন্দহিস্সন্তি, অলং মে গেহেনা’তি
তথেব আভরণানি ছুদ্ভেত্ত্বা অরঞ্ঞং পবিসিস্স্বা অনুপদুস্বেন

*

*

*

ফেলিয়া দিল । সে পর্বতের গায়ে ধাক্কা খাইতে খাইতে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত
হইয়া (পর্বতের পাদদেশে) ভূমিতে পতিত হইল । চোরপপাতমন্তকে
বসবাসকারী দেবতা তাহারা উভয়ের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া সেই স্ত্রীলোকের
সাধুবাদ দিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘এই কথা ঠিক নহে যে পুরুষই সর্বত্র পণ্ডিত হয় । স্ত্রীও পণ্ডিত
হইতে পারে এবং তাহার পণ্ডিত্য প্রয়োজনক্ষেত্রে প্রদর্শন করিতে পারে ।’

সেও চোরকে প্রপাতে নিক্ষেপ করিয়া চিন্তা করিল—‘যদি আমি গৃহে
ফিরিয়া যাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে—‘তোমার স্বামী কোথায় ?’ এইরূপ
জিজ্ঞাসিত হইলে যদি আমি বলি ‘আমি হত্যা করিয়াছি’ তাহা হইলে আমাকে
এই বলিয়া বাক্যবাণে বিদ্ধ করিবে—‘দুর্ভবনীতে, এক সহস্র মৃদ্রার বিনিময়ে
তাহাকে আনিয়াছি, এখন তাহাকে হত্যা করিলে !’ যদি আমি বলি ‘আমার
আভরণসমূহের জন্য সে-ই আমাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল’—তাহারা
বিশ্বাস করিবে না । অতএব আমি আর গৃহে ফিরিব না ।’—এই চিন্তা

বিচরন্তী একং পরিব্বাজকানং অস্সমং পত্তা বন্দিহা, ‘ময়্‌হং ভন্তে তুম্‌হাকং সন্তিকে পব্বজ্জং দেথা’তি আহ। অথ নং পব্বাজেসুং। সা পব্বজিহাব পদুছি, ‘ভন্তে, তুম্‌হাকং পব্বজ্জায় কিং উত্তমং’তি। ‘ভন্দে, দসসু বা কসিণেসু পরিব্বজ্জং কত্তা ঝানং নিব্বত্তেতব্বং, বাদসহস্সং বা উগ্গণ্‌-হিতব্বং, অয়ং অম্‌হাকং পব্বজ্জায় উত্তমথো’তি। ‘ঝানং তাব নিব্বত্তেতুং অহং ন সন্ধিস্সামি, বাদসহস্সং পন উগ্গণ্‌হিস্সামি অয্যা’তি। অথ নং তে বাদসহস্সং উগ্গণ্‌হাপেহা—‘উগ্গাহিতং তে সিম্পং, ইদানি ত্বং জম্বদীপতলে বিচারিত্বা অন্তনা সন্ধিং পঞ্‌হং কথেতুং সমথং ওলোকেহী’তি তস্সা হথে জম্বদুসাথং দত্ত্বা উয্যোজেসুং—‘গচ্ছ, ভন্দে, সচে কোচি গিহীভূতো তয়া সন্ধিং পঞ্‌হং কথেতুং সঙ্কোতি, তস্সেব পাদপরিচারিকা

*

*

*

করিয়া সেখানেই সমস্ত আভরণ ছড়াইয়া দিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ষথাক্রমে ঘুরিতে ঘুরিতে এক পরিব্রাজকাক্রম পাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—‘ভন্তে, আমাকে আপনাদের নিকট প্রব্রজিত করুন।’ তাহাকে প্রব্রজ্যা দেওয়া হইল। প্রব্রজিত হইয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল—‘ভন্তে, আপনাদের প্রব্রজ্যার বৈশিষ্ট্য কি?’ ‘ভদ্রে, দশ প্রকার কুৎস্নায়তন ভাবনা করিয়া ধ্যান করিতে হইবে অথবা বাদসহস্র শিক্ষা করিতে হইবে। ইহাই আমাদের প্রব্রজ্যার বৈশিষ্ট্য।’ ‘মহাশয়গণ, ধ্যান আমি অভ্যাস করিতে পারিব না, আমি বাদসহস্রই শিক্ষা করিব।’

তখন তাহারা তাহাকে বাদসহস্র শিক্ষা দিয়া বলিলেন—‘তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে, এখন তুমি জম্বদ্বীপে বিচরণ কর এবং খুঁজিয়া দেখ তোমার সঙ্গে কেহ বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ কিনা।’ বলিয়া তাহার হাতে একটি জম্বদুশাখা দিয়া বলিলেন—‘ভদ্রে, যাও, যদি কোন গৃহী তোমার সহিত তৃতক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া জয়ী হয় তুমি তাহার পাদপরিচারিকা

ভবাহি, সচে পব্বজিতো সঙ্কোতি, তস্স সন্তিকে
পব্বজাহী'তি ।

সা নামেন জম্বদুপরিব্বাজিকা নাম হুত্বা ততো নিক্খমিহ
দিট্ঠে দিট্ঠে পঞ্হং পুচ্ছন্তী বিচরতি । তায় সন্ধিং
কথেতুং সমথো নাম নাহোসি । 'ইতো জম্বদুপরিব্বাজিকা
আগচ্ছতী'তি স্দুত্বাব মনুস্সা পলায়ন্তি । সা গামং বা
নিগমং বা ভিক্খায় পবিসন্তী গামদ্বারে বালুকরাসিং কহ্বা
তথ জম্বদুসাখং ঠপেত্বা—'ময়া সন্ধিং কথেতুং সমথো
জম্বদুসাখং মদতদ্'তি বহ্বা গামং পার্বিসি । তং ঠানং
উপসঙ্কমিতুং সমথো নাম নাহোসি । সাপি মিলাতায়
জম্বদুসাখায় অঞ্-ঞ জম্বদুসাখং গণ্হাতি, ইমিনা
নীহারেন বিচরন্তী সার্বাখিং পহ্বা গামদ্বারে বালুকরাসিং
কহ্বা জম্বদুসাখং ঠপেত্বা বদন্তনয়েনেন বহ্বা ভিক্খায়
পার্বিসি । সম্বহুলা গামদারকা জম্বদুসাখং পরিবারেত্বা

*

*

*

হইবে । আর যদি কোন প্রব্রজিত জয়ী হয়, তুমি তাহার নিকট প্রব্রজিত
হইবে ।'

তাঁহার নাম হইয়া গেল জম্বদু-পরিব্বাজিকা । তিনি আশ্রম হইতে নিষ্কান্ত
হইয়া যাঁহাকে দেখিতেন তাঁহাকেই প্রশ্ন করিতেন । তাঁহার সহিত আলাপ
করিতে কেহই সমর্থ ছিল না । 'এইদিক হইতে জম্বদু-পরিব্বাজিকা আসিবে'
শুনিলেই মানুষেরা অন্যদিকে পলাইয়া 'ষাইত । তিনি গ্রামে বা নিগমে
ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করিয়া গ্রামদ্বারে বালুকারাশি একত্রিত করিয়া সেখানে
জম্বদুশাখা পুঁতিয়া—'আমার সহিত কথা বলিতে সমর্থ ব্যক্তি এই জম্বদুশাখা
মর্দন করুক' বলিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেন । সেই স্থানে উপস্থিত হইতেই
কেহ সাহস করিত না । তিনিও জম্বদুশাখা শুকাইয়া গেলে অন্য (নতুন)
জম্বদুশাখা পুঁতিয়া রাখিতেন । এইভাবে বিচরণ করিতে করিতে তিনি
শ্রাবস্তীতে আসিয়া গ্রামদ্বারে বালুকারাশি একত্রিত করিয়া তাহাতে জম্বদু-
শাখা পুঁতিয়া পূর্বোক্ত উপায়ে (প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিয়া) ভিক্ষার
জন্য প্রবেশ করিলেন । অনেক গ্রাম্য বালক ঐ জম্বদুশাখাকে পরিবেষ্টন

অট্ঠংসু । তদা সারিপদন্তুথেরো পিণ্ডায় চরিত্ত্বা কতভত্ত-
কিচ্চো নগরা নিক্খন্তো তে দারকে জম্বুদ্বীপং পরিবারেত্বা
ঠিতে দিম্বা, ‘কিং ইদং’তি পদ্বিচ্ছ । দারকা থেরস্স তং
পবত্তিং আচিচ্ছংসু । ‘তেন হি দারকা ইমং সাখং
মন্দথা’তি । ‘ভায়াম, ভন্তে’তি । ‘অহং পঞ্হং কথেস্সামি,
মন্দথ তুম্হে’তি । তে থেরস্স বচনেন সজ্জাতুস্সাহা তথা
কত্বা মন্দন্তা জম্বুদ্বীপং উক্খিপিসু । পরিব্রাজকা
আগন্ত্বা তে পরিভাসিত্বা—‘তুম্হেহি সন্ধিং মম পঞ্হেন
কিচ্চং নথি, কস্সা মে সাখং মন্দথা’তি আহ । ‘অয্যেনম্হা
মন্দাপিতা তি আহংসু । ‘ভন্তে, তুম্হেহি মে সাখা
মন্দাপিতা’তি ? ‘আম, ভগিনী’তি । ‘তেন হি ময়া সন্ধিং
পঞ্হং কথথা’তি ? ‘সাধু কথেস্সামী’তি ।

*

*

*

করিয়া দাঁড়াইয়াছিল । তখন শারিপদ্র স্থবির পিণ্ডাচরণ করিয়া ভূতাবসানে
নগর হইতে বাহিরে আসিবার সময় সেই বালকদের জম্বুদ্বীপাখা বেটন করিয়া
দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘এইটা কি ?’ বালকেরা সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে জানাইল ।

‘তাহা হইলে হে বালকগণ, এই জম্বুদ্বীপাখাকে পায়ে মর্দিত কর ।’

‘ভন্তে, আমাদের ভয় করিতেছে ।’

‘আমি তাহাকে প্রশ্ন করিব, তোমরা মর্দিত কর ।’ তাহারা স্থবিরের
কথা শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া জম্বুদ্বীপাখাকে মর্দিত করিয়া উৎপাটিত করিল ।
পরিব্রাজকা আসিয়া তাহাদের গালমন্দ করিয়া বলিলেন—‘তোমাদের সঙ্গে
ত আমার প্রশ্ন করার প্রয়োজন নাই, তোমরা কেন আমার শাখা মর্দিত
করিলে ?’

বালকেরা বলিল—‘এই ভন্তে আমাদের দিয়া মর্দিত করাইয়াছেন ।’

‘ভন্তে, আপনি আমার শাখা মর্দিত করাইয়াছেন ?’

‘হ্যাঁ ভগিনি !’

‘তাহা হইলে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ।’

‘বেশ দিব ।’

সা বড়টমানকচ্ছাযায় পঞ্হং পদ্দচ্ছিতুং থেরস্স সন্তিকং
 অগম্মাসি, সকলনগরং সঙ্খদ্দাভি । ‘বিন্নং পণ্ডিতানাং কথং
 সদ্দণ্ণস্সামা’তি নাগরা তায় সন্ধিয়েব গন্ত্বা থেরং বন্দিত্বা
 একমন্তং নিসীদিংসদ্দ । পরিব্বাজিকা থেরং আহ--‘ভন্তে,
 পদ্দচ্ছামি তে পঞ্হং’ন্তি । ‘পদ্দচ্ছ, ভগিনী’তি । সা
 বাদসহস্সং পদ্দচ্ছি, পদ্দচ্ছিতং পদ্দচ্ছিতং থেরো বিস্সজ্জেস্সি ।
 অথ নং থেরো আহ--‘এত্তকা এব তে পঞ্হা, অঞ্হেপ্পি
 অথী’তি ? ‘এত্তকা এব, ভন্তে’তি । ‘তয়া বহ্দ্দ পঞ্হা
 পদ্দট্ঠা, ময়্যম্পি একং পদ্দচ্ছাম, বিস্সজ্জিস্সসি নো’তি ?
 ‘জানমানা বিস্সজ্জিস্সামি পদ্দচ্ছথ, ভন্তে’তি । থেরো ‘একং
 নাম কি’ন্তি পঞ্হং পদ্দচ্ছি । সা ‘এবং নামেস্স বিস্সজ্জৈ-
 তব্বো’তি অজানন্তী ‘কিং নামেত্তং, ভন্তে’তি পদ্দচ্ছি ।

*

*

*

তিনি অপরাহ্নে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে স্থবিরের নিকট গমন করিলেন ।
 সকল নগরবাসীদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল । ‘দুই পণ্ডিতের তর্কযুদ্ধ
 শুনিব’ বলিয়া নগরবাসীগণ তাঁহার সহিত যাইয়া স্থবিরকে বন্দনা করিয়া
 একপাশে বসিলেন । পরিব্বাজিকা স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ভন্তে, আমি আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি ।’

‘হ্যাঁ ভগিনি, জিজ্ঞাসা কর ।’

তিনি বাদসহস্র জিজ্ঞাসা করিলেন । স্থবির জিজ্ঞাসিত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর
 দিলেন । তখন স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘তোমার প্রশ্ন কি এইখানেই শেষ, না আরও আছে ?’

‘ভন্তে, আমার আর প্রশ্ন নাই ।’

‘তুমি ত অনেক প্রশ্ন করিয়াছ, আমি একটা প্রশ্ন করিব উত্তর দিবে কি ?’

‘ভন্তে, জানিলে উত্তর দিব, আপনি জিজ্ঞাসা করুন ।’

স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—‘এক বলিতে কি বোঝায় ?’ তিনি—‘এই
 প্রশ্নের উত্তর ত আমার দেওয়া উচিত’ চিন্তা করিলেন, কিন্তু উত্তর না জানিয়া
 জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে, ইহা কি ?’

‘বুদ্ধপঞ্ছো নাম, ভগিনী’তি । ‘ময়্হম্পি তং দেথ, ভন্তে’তি । ‘সচে মাদিসা ভবিস্সসি, দম্মসামী’তি । ‘তেন হি মং পম্বাজেথা’তি । থেরো ভিক্খুনীনং আচিক্খিত্বা পম্বাজেসি । সা পম্বাজিত্বা লদ্ধপসম্পদা কুন্ডলকেসিথেরী নাম হুত্বা কতিপাহচ্চয়েনেব সহ পটিসম্ভিদাহি অরহত্তং পাপদুগ্ধি । ভিক্খু ধম্মসভায়ং কথং সমুট্ঠাপেসুং—‘কুন্ডলকেসিথেরিয়া ধম্মসবনণ্ণ বহুং নথি, পম্বাজিতকিচ্চণ্ডম্মস মথকং পত্তং, একেন কির চোরেন সন্ধি মহাসঙ্গামং কত্বা জিনিত্বা আগতা’তি । সথা আগন্ত্বা ‘কায় নুত্থ, ভিক্খবে, এতরহি কথায় সন্নিসিন্না’তি পদুচ্ছিত্বা ‘ইমায় নামা’তি বদন্তে, ‘ভিক্খবে, ময়া দেসিতধম্মং ‘অম্পং বা বহুং বা’তি পমাণং

*

*

*

‘হে ভগিনি, ইহা হইতেছে বুদ্ধের প্রশ্ন ।’

‘ভন্তে, আমাকে তাহার উত্তর দিন ।’

‘যদি আমার মত (প্রব্রাজিত) হও, তাহা হইলে দিব ।’

‘তাহা হইলে আমাকে প্রব্রাজিত করুন ।’

শ্রবির ভিক্ষুগণীদের জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে প্রব্রাজিত করিলেন । তিনি প্রব্রাজিত হইয়া এবং উপসম্পদা লাভ করিয়া ‘কুন্ডলকেশী থেরী’ নামে পরিচিত হইলেন । কিছুদিন পরে প্রতिसম্ভিদা সহ অহং লাভ করিলেন ।

ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা সমুদ্বারিত করিলেন—‘কুন্ডলকেশী থেরী বেশীদিন ধর্মশ্রবণও করেন নাই, প্রব্রাজিতকৃত্যও তাহার পরিপূর্ণ হইয়াছে । শোনা যায় কোন এক চোরের সঙ্গে মহাসংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়া আসিয়াছেন ।’ শাস্তা আসিয়া ‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছ ?’ ‘এই বিষয়ে, ভন্তে’ বলিলে শাস্তা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, আমার উপদিষ্ট ধর্ম অম্প বা বহু এই বিষয় লইয়া তোমরা

মা গণ্হথ, অনথকং পদসতম্পি সেয়ো ন হোতি, ধম্মপদং
পন একম্পি সেয়োব । অবসেসচোরে জিনন্তস্স চ জয়ো
নাম ন হোতি, অস্বাভিককিলেসচোরে জিনন্তস্সেব পন
জয়ো নাম হোতী’তি বহ্বা অনদুসন্ধিৎ ঘটেহ্বা ধম্মং দেসেত্তো
ইমা গাথা অভাসি—

‘যো চ গাথাসতং ভাসে, অনথপদসংহিতা ।

একং ধম্মপদং সেয়ো, যং সুহ্বা উপসম্মতি । ১০২ ।

‘যো সহস্সং সহস্সেন, সঙ্গামে মানুসে জিনে ।

একণ্ড জেয়্যমত্তানং, স চে সঙ্গামজ্জন্তমো’তি । ১০৩ ।

তথ ‘গাথাসতন্তু’ যো চ পদুংগলো সতপরিচ্ছেদা বহুপি
গাথা ভাসেয়্যাতি অথো । অনথপদসংহিতাতি আকাস-
বল্লনাদিবসেন অনথকেহি পদেহি সংহিতা । ‘ধম্মপদন্তু’

*

*

*

পরিমাপ করিতে যাইয়ো না । অর্থশূন্য পদশতও শ্রেয়ঃ নহে, ধর্মপদ একটি
হইলেও শ্রেয়ঃ । বাহিরের সমস্ত চোরকে জয় করিলেও জয় হয় না, নিজের
অভ্যন্তরে ক্লেশচোরকে জয় করাই আসল জয় ।’—এই বলিয়া উপসংহার
করিয়া ধর্মদেশনাকালে তিনি এই গাথাঙ্ঘয় ভাষণ করিলেন—

‘যে অনর্থপদসংযুক্ত শত গাথা বলে, তাহা অপেক্ষা একটি ধর্মপদ শ্রেয়ঃ
যাহা শূন্যিয়া লোকের চিন্ত উপশান্ত হয় ।

‘একজন সহস্রবার সহস্র মানুষকে সংগ্রামে জয় করিতে পারে, কিন্তু যিনি
কেবলমাত্র নিজেকে জয় করিয়াছেন তিনিই সর্বোত্তম সংগ্রামবিজয়ী ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ১০২-১০৩ ।

অন্বয় : ‘গাথাশত’ অর্থাৎ যে ব্যক্তি শতপরিচ্ছেদযুক্ত বহু গাথা ভাষণ
করে—এই অর্থ । ‘অনর্থপদসংহিত’ অর্থাৎ আকাশবর্ণনাদিবশে অনর্থক
পদযুক্ত সংহিতা । ‘ধর্মপদ’ অর্থাৎ অর্থসাধক শ্লোকাদিপ্রতিসংযুক্ত—‘হে

অথসাধকং খন্ধাদিপটিসংযুক্তং, 'চত্তারিমানি পরিষ্বাজকা ধম্মপদানি । কতমানি চত্তারি ? অনভিভ্বা পরিষ্বাজকা ধম্মপদং, অব্যাপাদো পরিষ্বাজকা ধম্মপদং, সম্মাসতি পরিষ্বাজকা ধম্মপদং, সম্মাসমাধি পরিষ্বাজকা ধম্মপদ'ন্তি এবং বুদ্ধেসু চতুসু ধম্মপদেসু একস্মি ধম্মপদং সেয়ো । 'যো সহস্সং সহস্সেনা'তি যো একো সঙ্গামযোধো সহস্সেন গুণিতং সহস্সং 'মানুসে' একস্মিং 'সঙ্গামে' জিনেয়া, দসমনুস্সসতসহস্সং জিনিহা জয়ং আহরেয়া, অয়স্মি সঙ্গামজিনতং উত্তমো পবরো নাম ন হোতি । 'একং জেয়্যমত্তানন্তি' যো রত্তিট্ঠানদিবাট্ঠানেসু অস্সত্তিককম্মট্ঠানং সম্মসন্তো অন্তনো লোভাদিকিলেসজয়েন অন্তানং জিনেয়া । 'স বে সঙ্গামজুত্তমো'তি সো সঙ্গামজিনানং উত্তমো পবরো সঙ্গাম-সীসযোধোতি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপুণিংসুতি ।

কুণ্ডলকেশিথেরীবথু ততিয়ং ।

*

*

*

পরিষ্বাজকগণ) ধর্মপদ চারি প্রকার । কি কি ? অনভিভ্যা (= নিলোভ, রাগশূন্যতা, ধর্মপদ, অব্যাপাদ (= অবিশেষ, অদ্বৈত) ধর্মপদ, সম্যক্ স্মৃতি ধর্মপদ এবং সম্যক্ সমাধি ধর্মপদ ।' এইরূপ উক্ত চারিটি ধর্মপদের মধ্যে একটি ধর্মপদও শ্রেয়ঃ । 'যে সহস্রের দ্বারা সহস্র' অর্থাৎ যে সংগ্রামযোদ্ধা সহস্রের দ্বারা গুণিতক সহস্র মানুষকে একটিমাত্র সংগ্রামে জয় করিতে পারে, দশ লক্ষ মানুষকে জয় করিয়া জয়ী হইতে পারে, কিন্তু এই সংগ্রামবিজয় উত্তম বা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না । 'একমাত্র নিজেকে জয় করিলে' অর্থাৎ দিবারাত্র আধ্যাত্মিক কর্মস্থান সংশর্শন করিয়া নিজের লোভাদি ক্রেশজয়ের দ্বারা নিজেকে জয় করা উচিত । 'তিনিই সংগ্রামবিজয়ী'—তিনিই সংগ্রাম-বিজয়ীদের মধ্যে উত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ রণবিজেতা ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

কুণ্ডলকেশী থেরীর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

অনথগুদ্ধকব্রাক্ষণবথু । ৪

‘অন্তা হবে’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
অনথপদুচ্ছকং ব্রাক্ষণং আরব্ধ কথেসি ।

সো কির ব্রাক্ষণো ‘কিং নু থো সম্মাসম্বুদ্ধো অথমেব
জানাতি, উদাহু অনর্থম্পি, পদুচ্ছিঙ্গামি ন’ন্তি সথারং
উপসঙ্কমিত্বা পদুচ্ছি—‘ভন্তে, তুম্হে অথমেব জানাথ
মণ্ড্ৰে, নো অনর্থ’ন্তি ? ‘অথণ্ডাহং, ব্রাক্ষণ, জানামি
অনথণ্ডাতি । ‘তেন হি মে অনথং কথেথা’তি । অথস্স
সথা ইমং গাথমাহ—

‘উঙ্গুরসেয়্যং আলস্যং, চ’ন্ডিক্কং দীঘসো’ড়য়ং ।
একস্সন্ধানগমনং পরদারূপসেবনং ।
এতং ব্রাক্ষণ সেবস্সু, অনথং তে ভবিস্সতী’তি ॥

•

•

•

অনর্থজিঞ্জাসু ব্রাক্ষণের উপাখ্যান । ৪ ।

‘আত্মজয়’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক অনর্থ-
জিঞ্জাসু ব্রাক্ষণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

সেই ব্রাক্ষণ—‘সম্যক্ সম্বুদ্ধ কি শূধুমাত্র অর্থই (= মঙ্গলই) জানেন,
নাকি অনর্থও (= অমঙ্গলও) জানেন তাঁহাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিব’ বলিয়া
শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে, আপনি কি শূধু-
মাত্র অর্থই জানেন নাকি অনর্থও জানেন ?’

‘হে ব্রাক্ষণ, আমি অর্থও জানি, অনর্থও জানি ।’

‘তাহা হইলে, অনর্থ কি আমাকে বলুন ।’ তখন শাস্তা এই গাথা ভাষণ
করিলেন—

‘উৎসুরশয্যা (সুখোদয় পর্যন্ত শূইয়া থাকা), আলস্য, নিষ্ঠুরতা,
দীর্ঘসূত্রতা, কাহাকেও আঘাত করা (শারীরিক বা মানসিক), পরস্ত্রীগমন—
হে ব্রাক্ষণ, এইগুলির দ্বারা অনর্থই হয় ।’—ইহা শুনিয়া ব্রাক্ষণ সাধুবাদ

তং সদ্ব্ভা ব্রাহ্মণো সাধুকারমদাসি ‘সাধু সাধু, গগাচারিয়, গগজ্যেষ্ঠক, তুম্হে অথগ্গ জানাথ অনথগ্গা’তি । ‘এবং থো, ব্রাহ্মণ, অথানথজাননকো নাম ময়া সদিসো নথী’তি । অথস্স সথা অগ্গ্বাসয়ং উপধারেত্বা, ‘ব্রাহ্মণ, কেন কস্মেন জীবসী’-তি পদুছি । ‘জুতকস্মেন, ভো গোতমা’তি । ‘কিং পন তে জয়ো হোতি পরাজয়ো’তি ? ‘জয়োপি হোতি পরাজয়োপী’তি বদুত্তে, ‘ব্রাহ্মণ, অস্পমত্তকো এস, পরং জিনন্তস্স জয়ো নাম ন সেয়্যা । যো পন কিলেসজয়েন অন্তানং জিনাতি, তস্স জয়ো সেয়্যা, ন হি তং জয়ং কোচি অপজয়ং কাতুং সঙ্কোতী’তি বহ্বা অনদুসন্ধিং ঘটেত্বা ধম্মং দেসেস্ন্তো ইমা গাথা অভাসি—

*

*

*

‘দিলেন—‘সাধু সাধু গগাচার্য, গগজ্যেষ্ঠ, আপনি অর্থ এবং অনর্থ উভয়ই জানেন ।’

‘হে ব্রাহ্মণ, অর্থ এবং অনর্থের জ্ঞাতা আমার সদৃশ আর কেহ আছে কিনা আমার অজ্ঞাত ।’ তারপর শাস্তা তাঁহার (সেই ব্রাহ্মণের) অভিসন্ধি বদ্বিধিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ব্রাহ্মণ, আপনার জীবিকা কি ?’

‘হে গোতম, পাশাখেলাই আমার জীবিকা ।’

‘ইহাতে আপনার জয় হয় না পরাজয় হয় ?’

‘জয়ও হয়, পরাজয়ও হয় ।’

তখন শাস্তা বলিলেন—‘হে ব্রাহ্মণ, ইহা অস্পমাগ্গই । অন্যকে জয় করিলে তাহা শ্রেয়ঃ হয় না, যে ব্যক্তি ক্লেণজয়ের দ্বারা আত্মজয় করে, তাহার জয়ই শ্রেয়ঃ । কারণ সেই জয়কে কেহ অপজয় (হরণ) করিতে সক্ষম হয় না ।’ এই কথা বলিয়া তিনি সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

‘অন্তা হবে জিতং সেয়ো, যা চায়ং ইতরা পজা ।

অন্তদন্তস্স পোসস্স, নিচ্চং সঞ্ণতচারিনো । ১০৪ ।

‘নৈব দেবো ন গন্ধৰ্বো, ন মারো সহ ব্রহ্মদৃগা ।

জিতং অপজিতং কয়িরা, তথারূপস্স জন্তুনো’তি । ১০৫ ।

তথ ‘হবে’তি নিপাতো, ‘জিত’ন্তি লিঙ্গবিপল্লাসো, অন্তনো কিলেসজয়েন অন্তা জিতো সেয়ো’তি অথো । ‘যা চায়ং ইতরা পজা’তি যা পনায়ং অবসেসা পজা জুতেন বা ধনহরণে বা সঙ্গামেন বা বলাভিভবেন বা জিতা ভবেয়া, তং জিনন্তেন যং জিতং, ন তং সেয়ো’তি অথো । কস্মা পন তদেব জিতং সেয়ো, ইদং ন সেয়ো’তি ? যস্মা ‘অন্তদন্তস্স ...পে...তথারূপস্স জন্তুনো’তি । ইদং বদন্তং হোতি— যস্মাহি স্বায়ং নিক্কিলেসতায় অন্তদন্তো পোসো, তস্স অন্তদন্তস্স কায়াদীহি নিচ্চং সঞ্ণতচারিনো এবরূপস্স ইমেহি কায়সঞ্ণমাদীহি সঞ্ণতস্স জন্তুনো ‘দেবো’

*

*

*

‘সাধারণ লোককে জয় করা অপেক্ষা আত্মজয়ই শ্রেয়ঃ, যে ব্যক্তি আত্মজয় করিয়াছেন এবং নিত্যই সংযতচারী, সেইরূপ ব্যক্তির জয়কে কোন দেব বা গন্ধর্ব বা কোন মার ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়াও অপজয় করিতে পারে না (পরাজয়ে পরিণত করিতে পারে না ।)’ —ধম্মপদ, শ্লোক ১০৪-১০৫ ।

অম্বয় : ‘হবে’ শব্দটি অব্যয় । ‘জয়কে’ এখানে লিঙ্গ বিপর্ষাস, নিজের ক্লেসজয়ের দ্বারা আত্মজয়ই শ্রেয়ঃ এই অর্থ । ‘যে সকল সাধারণ লোক’ অর্থাৎ যে সকল অবশিষ্ট সাধারণ ব্যক্তি পাশার দ্বারা ধনহরণের দ্বারা, যুদ্ধের দ্বারা, বলপ্রয়োগের দ্বারা জয়ী হয়, তাহার সেই জয় শ্রেয়ঃ হইতে পারে না । কেন সেই জয় শ্রেয়ঃ, এই জয় শ্রেয়ঃ নহে ? যেহেতু ‘আত্মজয়ী’... ‘তাদৃশ ব্যক্তির’ । ইহা উক্ত হইয়াছে—যেহেতু এই নিক্লেসহেতু আত্মজয়ী ব্যক্তি ; সেই আত্মজয়ী ব্যক্তির কায়াদির দ্বারা নিত্যই সংযতচারী ব্যক্তির ইদৃশ কায়সংঘমাদির দ্বারা সংযত ব্যক্তির জয়কে কোন দেব বা গন্ধর্ব

বা ‘গন্ধৰ্বো’ বা ‘মারো’ বা ‘ব্রহ্মদুগা সহ’ উট্ঠহিহ্বা ‘অহমস্স
জিতং অপজিতং করিস্সামি, মঙ্গভাবনায় পহীনে কিলেসে
পদুন উপাদেহস্সামী’তি ঘটেত্তোপি বায়মন্তোপি যথা
ধনাদীহি পরাজিতো পক্খন্তরো হুহ্বা ইতরেন জিতং পদুন
জিনন্তো অপজিতং করেয়া, ‘এবং অপজিতং কাতুং নেব
সক্কুণেয়া’তি ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগিংসুতি ।

অনর্থপদুচ্ছকব্রাহ্মণবথু চতুথং ।

*

*

*

বা মার ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া ‘আমি ইহার জয়কে অপজয় করিব ।
মার্গভাবনার দ্বারা প্রহীন ক্লেসসমূহকে পদুনরায় তাহার মধ্যে উপাদিত
করিব’—বলিয়া শত চেষ্টা করিলেও—যেমন ধনাদির দ্বারা পরাজিত ব্যক্তি
পক্ষান্তরে জয়ী ব্যক্তির জয়কে অপজয় করিতে পারে,—তদ্রূপ অপজয় করিতে
পারে না । (কোন অশুভ শক্তিই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারিবে না ।
যেহেতু তিনি পাপ-পদুগ্য ও সুখ-দুঃখের অতীত হইয়াছেন ।)

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। অনর্থজিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



শারিগুণ্ণথেরস্‌স মাতুলব্রাহ্মণবখ্‌ । ৫

‘মাসে মাসে’তি ইমং ধম্মদেশনং সখা বেল্লুবনে বিহরন্তো
শারিপদুত্তথেরস্‌স মাতুলব্রাহ্মণং আরব্‌ভ কথেসি ।

থেরো কির তস্‌স সন্তিকং গন্‌ত্বা আহ ‘কিং ন্দু থো,
ব্রাহ্মণ, কিণ্‌গদেব কুসলং করোসী’তি ? ‘করোমি,
ভন্তে’তি । ‘কিং কারোসী’তি ? ‘মাসে মাসে সহস্‌স-
পরিচ্‌চাগেন দানং দম্মী’তি । ‘কস্‌স দেসী’তি ?
‘নিগণ্‌ঠানং, ভন্তে’তি । ‘কিং পথস্সন্তো’তি ? ‘ব্রহ্মলোকং
ভন্তে’তি । ‘কিং পন ব্রহ্মলোকস্স অয়ং মণ্‌গো’তি ? ‘আম,
ভন্তে’তি । ‘কো এবমাহা’তি ? ‘আচারিয়েহি মে কথিতং

*

*

*

শারিগুণ্ণ স্থবিরের মাতুল-ব্রাহ্মণের উপাখ্যান । ৫ ।

‘মাসে মাসে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে শারিপদ্র
স্থবিরের মাতুল-ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

(শারিপদ্র) স্থবির তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন—‘হে ব্রাহ্মণ, কিছ
কুশল কাজ করিতেছেন ত ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে, করি ।’

‘কি করেন ?’

‘মাসে মাসে এক সহস্র মূদ্রা ব্যয় করিয়া দান করি ।’

‘কাহাদের দেন ?’

‘ভন্তে, নিগ্‌হদের দিই ।’

‘কি প্রার্থনা করিয়া দান দেন ?’

‘ভন্তে, ব্রহ্মলোক (প্রার্থনা করিয়া) ।’

‘ব্রহ্মলোক যাইবার ইহাই কি মার্গ ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে ।’

‘কে এইরূপ বলিয়াছেন ?’

‘ভন্তে, আমার আচার্যগণ আমাকে বলিয়াছেন ।’

ভন্তে'তি । 'নো ত্বং ব্রহ্মলোকস্স মগ্গং জানাসি, নাপি
তে আচরিস্সা, সথাব একো জানাতি, এহি, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম-
লোকস্স তে মগ্গং কথাপেস্সামী'তি তং আদায় সথদ্
সন্তিকং নেহা, 'ভন্তে, অয়ং ব্রাহ্মণো এবমাহা'তি, 'তং
পবন্তিঃ আরোচেহ্বা সাধু বতস্স ব্রহ্মলোকস্স মগ্গং
কথেথা'তি । সথা 'এবং কির, ব্রাহ্মণা'তি পদ্বিচ্ছ্বা 'আম,
ভো গোতমা'তি বদন্তে, 'ব্রাহ্মণ, তয়া এবং দদমানেন বস্সসতং
দিন্নদানতোপি মদ্বহত্তমত্তং পসন্নচিত্তেন মম সাবকস্স
ওলোকনং বা কটচ্ছদ্ভিক্খামত্তদানং বা মহফলতরং'তি
বহ্বা অনদুসন্ধিঃ ঘট্টেহ্বা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘মাসে মাসে সহস্সেন, যো যজেথ সতং সমং ।

একণ্ড ভাবিতত্তানং, মদ্বহত্তমপি পূজয়ে ।

সায়েব পূজনা সেয্যো, যণ্ণে বস্সসতং হত্তং'তি । ১০৬ ।

*

*

*

‘আপনিও ব্রহ্মলোকের মার্গ জানেন না, আপনার আচার্য'গণও জানেন
না । একমাত্র শাস্তাই জানেন । হে ব্রাহ্মন, আসুন । তাঁহার দ্বারা ব্রহ্মলোকের
মার্গ জ্ঞাপন করাইব ।’—এই বলিয়া তাঁহাকে শাস্তার নিকট লইয়া ঘাইয়া—
‘ভন্তে, এই ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিতেছেন’ বলিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন
—‘ভন্তে, ভাল হয় যদি আপনি ইহাকে ব্রহ্মলোকের মার্গ প্রদর্শিত করেন ।’

শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তাই নাকি, ব্রাহ্মণ ?’

‘হে গোতম, তাই ।’

‘হে ব্রাহ্মণ, আপনি এইভাবে শতবর্ষকাল দান করিলেও তাহার ফল
অপেক্ষা মদ্বহত্তমাত্র প্রসন্নচিত্তে আমার শ্রাবকের দর্শন বা তাহাকে এক
চামচ মাত্র ভিক্ষাদান মহাফলপ্রদ ।’—এই কথা বলিয়া সমবধান করিয়া
ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘যদি কেহ শত বৎসর ধরিয়া সহস্র মদ্রা ব্যয় দ্বারা মাসে মাসে যজ্ঞ করে,
এবং সেই ব্যক্তিকে যদি অন্য একজন ধর্ম'পরায়ণ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে মদ্বহত্ত-
মাত্রও পূজা করে, তবে শতবর্ষের হোম অপেক্ষা সেই পূজাই শ্রেষ্ঠ ।’

তথ ‘সহস্রেনা’তি সহস্রপরিচ্ছাদেন । ‘যো যজ্ঞেত সতং সমং’তি যো বস্সসতং মাসে মাসে সহস্রং পরিচ্ছজন্তো লোকিয়মহাজনস্স দানং দদেয্য । ‘একণ্ড ভাবিতত্তানং’তি যো পন একং সীলাদিগদুণবিসেসেন বড্ঠিততত্তানং হেট্ঠিমকোটিয়া সোতাপন্নং উপরিমকোটিয়া খীণাসবং ঘরদ্বারং সম্পত্তং কটচ্ছুভিক্খাদানবসেন বা যাপনমত্ত-আহারদানবসেন বা থুলসাটকদানমত্তেন বা পুজেষ্য । ‘যং’ ইতরেন ‘বস্সসতং হুতং’ । ততো ‘সায়েব পুজনা সেয্যো’ । সেট্ঠো উত্তমোতি অথোতি ।

দেশনাবসানে সো ব্রাহ্মণো সোতাপত্তিফলং পত্তো, অণ্ড-
ঞোপি বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুণিংসুতি ।

। শারিপপুত্রথেরস্স মাতুলব্রাহ্মণবথু পণ্ডমং ।

*

*

*

অন্বয় : ‘সহস্রের দ্বারা’ অর্থাৎ সহস্র (মুদ্রা) ত্যাগের দ্বারা । ‘যিনি শত বৎসর ধরিয়া’ অর্থাৎ শতবর্ষ যাবত মাসে মাসে সহস্র পরিত্যাগ করিয়া লোকিয় মহাজনগণকে দান দেন । ‘একজন স্থিতপ্রজ্ঞকে’ অর্থাৎ যিনি শীলাদি গুণবিশেষের দ্বারা ভাবিতাত্ম্য সর্বনিম্ন স্তরের স্নোতাপন্ন অথবা উদ্বৃত্তের অর্থে গৃহদ্বারে সমাগত হইলে তাঁহাকে এক চামচ মাত্র ভিক্ষা অথবা পরিমাণমত আহার এবং একখানা স্থূল বস্ত্র প্রদান করেন, বা পূজাসম্মান করেন, তাহা হইলে বর্ষশতব্যাপীকৃত হোম অপেক্ষা মনুহৃতকালের সেই সন্তজনপূজা শ্রেয়ঃ, শ্রেষ্ঠ, উত্তম—ইহাই ভাবার্থ ।

দেশনাবসানে সেই ব্রাহ্মণ স্নোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন এবং অন্যান্য আরও অনেকে স্নোতাপত্তি প্রভৃতি ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। শারিপপুত্র স্থবিরের মাতুল-ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

সারিপুত্তথেরস্স ভাগিনেয়্যবথু । ৬

‘যো চ বস্সসতং জন্তু’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লবনে
বিহরন্তো সারিপুত্তথেরস্স ভাগিনেয়্য আরব্ধ কথেসি ।
তম্পি হি থেরো উপসংকমিত্বা আহ—‘কিং ব্রাহ্মণ, কুসলং
করোসী’তি ? ‘আম, ভন্তে’তি । ‘কিং করোসী’তি ?
‘মাসে মাসে একং একং পসদুং ঘাতেত্বা অগ্গিং পরি-
চরামী’তি । ‘কিমথং এবং করোসী’তি ? ‘ব্রহ্মলোকমগ্গো
কিরেসো’তি । ‘কেনেবং কথিতং’তি ? ‘আচরিয়োহি মে,
ভন্তে’তি । ‘নেব হুং ব্রহ্মলোকস্স মগ্গং জানাসি, নাপি
তে আচরিয়া ; এহি, সথু সন্তিকং গমিস্সামা’তি তং
সথু সন্তিকং নেত্বা তং পবত্তিং আরোচেত্বা ‘ইমস্স,
ভন্তে, ব্রহ্মলোকস্স মগ্গং কথেথা’তি আহ । সথা ‘এবং
কিরা’তি পদুচ্ছিত্বা ‘এবং, ভো গোতমা’তি বদন্তে, ‘ব্রাহ্মণ,

*

*

*

সারিপুত্ত স্থবিরের ভাগিনেয়ের উপাখ্যান । ৬ ।

‘যে ব্যক্তি বর্ষশত বাঁচিয়া থাকে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা বেগ্ধবনে
অবস্থানকালে সারিপুত্ত স্থবিরের ভাগিনেয়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

স্থবির তাহার নিকটও (অর্থাৎ ভাগিনেয়ের নিকট) আসিয়া বলিলেন—
‘হে ব্রাহ্মণ, কুশল কাজ-কর্ম কর ত ?’ ‘হ্যাঁ ভগ্নে ।’ ‘কি কর ?’ ‘মাসে
মাসে একটি করিয়া পশু হত্যা করিয়া যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখি ।’ ‘কেন
কর ?’ ‘কারণ ইহাই নাকি ব্রহ্মলোকে যাইবার মার্গস্বরূপ ।’ ‘কে এইরূপ
বলিয়াছে ?’ ‘ভগ্নে, আচার্যগণ আমাকে এইরূপ বলিয়াছেন ।’ ‘তুমিও
ব্রহ্মলোকের মার্গ জান না, তোমার আচার্যগণও জানেন না । এস, শাস্ত্রার
নিকট তোমাকে লইয়া যাইব’—বলিয়া তাহাকে শাস্ত্রার নিকট লইয়া যাইয়া
সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলিলেন—‘ভগ্নে ইহাকে ব্রহ্মলোকের মার্গ বলিয়া
দিন ।’ শাস্ত্রা ভাগিনেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তাই নাকি ?’ ‘হ্যাঁ
গোতম, তাই ।’

বস্সসতম্পি এবং অগ্নিং পরিচরন্তস্স তব অগ্নিপরিচারিয়া
মম সাবকস্স তৎখণমত্তং পুজম্পি ন পাপদুগাতী'তি বহ্না
অনুসন্ধিং ঘটেহা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘যো চ বস্সসতং জন্তু, অগ্নিং পরিচরে বনে ।

একণ্ড ভাবিতত্তানং, মদুহন্তুমপি পুজয়ে ।

সায়েব পুজনা সেয্যো, যণে বস্সসতং হুতং'তি । ১০৭ ।

তথ ‘জন্তু’তি সত্তাধিবচনমেতং । অগ্নিং পরিচরে বনে’তি
নিম্পপণ্ডভাবপথনায় বনং পবিসিহ্মাপি তথ অগ্নিং পরি-
চরেয্য । সেসং পুদরিমসদিসমেবাতি ।

দেসনাবসানে সো ব্রাহ্মণো সোতাপত্তিফলং পাপদুগ্গি, অঞ-
ঞেপি বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্গিসুদতি ।

। শারিপদন্তুথেরস্স ভাগিনেয্যবত্থু ছট্ঠং ।

*

*

*

‘হে ব্রাহ্মণ, বর্ষশতব্যাপী অগ্নি-পরিচর্যা করিলেও সেই পরিচর্যা আমার
শ্রাবককে এক মদুহর্তের জন্য পূজার ফলের সমান হইতে পারে না ।’ এই
কথা বলিয়া সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা বলিলেন—

‘যদি কেহ শতবর্ষ ধরিয়া বনে অগ্নিদেবের পরিচর্যা করেন, এবং অপর-
দিকে সেই ব্যক্তিই যদি কোন ধর্মপরায়ণ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে এক মদুহর্তের
জন্যও পূজা করেন, তবে শতবর্ষের হোম অপেক্ষা সেই পূজা শ্রেষ্ঠ ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ১০৭ ।

অবয়ব : এখানে ‘জন্তু’ শব্দ-দ্বারা সত্ত্বকেই বুঝাইয়াছে । ‘বনে অগ্নির
পরিচর্যা করে’ অর্থাৎ নিম্পপণ্ডভাব প্রার্থনা করিয়া বনে প্রবেশ করিয়া সেখানে
অগ্নির পরিচর্যা করে । [আবার সেই ব্যক্তিই যদি কোন ধর্মপরায়ণ ভাবিতাত্মা
ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজনকেও মদুহর্তমাত্র পূজা করেন, তাহা হইলে সেই
ব্যক্তির শতবর্ষব্যাপী হোম অপেক্ষাও সেই পূজাই শ্রেষ্ঠ ।]

দেশনাবসানে সেই ব্রাহ্মণ সোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন এবং অন্যান্য
অনেকেও সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। শারিপদন্তু স্থবিরের ভাগিনেয়ের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

সারিপুত্রথেরস্ সহায়কব্রাহ্মণবধু । ৭

‘যং কিঞ্চিৎ যিট্ঠং বা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লবনে
বিহরন্তো সারিপপুত্রথেরস্ সহায়কব্রাহ্মণং আরভ্ভ
কথেসি ।

তম্পি হি থেরো উপসংকমিত্বা ‘কিং, ব্রাহ্মণ, কিঞ্চিৎ কুসলং
করোসী’তি পদ্বিচ্ছি । ‘আম, ভন্তে’তি । ‘কিং করোসী’
তি ? ‘যিট্ঠায়াগং যজামী’তি । ‘তদা কির তং যাগং
মহাপরিচ্ছাগেন যজন্তি । ইতো পরং থেরো পদ্বিরিমনযেনেব
পদ্বিচ্ছিত্বা তং সখদ সন্তিকং নেত্বা তং পবতিত্তং আরোচেত্বা
‘ইমস্, ভন্তে, ব্রহ্মলোকস্ মগ্গং কথেথা’তি আহ । সথা,
‘ব্রাহ্মণ, এবং কিরা’তি পদ্বিচ্ছিত্বা ‘এবং, ভো গোতমা’তি
বদন্তে, “ব্রাহ্মণ, তয়া সংবচ্ছরং যিট্ঠায়াগং যজন্তেন লোকিয়-

*

*

*

সারিপুত্র স্থবিরের সহায়ক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান । ৭ ।

‘যাহা কিছদ্ যাগ বা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেগুবনে অবস্থানকালে
সারিপুত্র স্থবিরের সহায়ক এক ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ
করিয়াছিলেন ।

তাঁহার কাছেও স্থবির উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ব্রাহ্মণ,
কিছদ্ কুশল কাজ কর ত ?’ ‘হ্যাঁ ভন্তে করি ।’ ‘কি কর ?’ যজ্ঞকর্ম সম্পাদন
করি ।, [তখন নাকি এক একটা যজ্ঞ করিবার জন্য লোকে বহু অর্থ ব্যয়
করিত] [‘কেন কর ?’ ‘এটাই ব্রহ্মলোকের মার্গ ।’ ‘কৈ বলিয়াছে ?’
‘ভন্তে, আমার আচার্যগণ বলিয়াছেন ।’ ‘তুমি নিজেও ব্রহ্মলোকের মার্গ জান
না, তোমার আচার্যগণও জানেন না । চল শাস্তার নিকট যাইব ।’] স্থবির
তাঁহাকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ব্রাহ্মণ, এই
কথা কি সত্য ?’ ‘হ্যাঁ গোতম, সত্য ।’

‘হে ব্রাহ্মণ, তুমি সারা বছর ধরিয়া যজ্ঞ করিয়া লোকজনদের দান দিয়া

মহাজনস্স দিন্নদানং পসন্নচিন্তেন মম সাবকানং বন্দন্তানং
উপ্পন্নকুসলচেতনায় চতুভাগমত্তম্পি ন অশ্বতী'তি বহ্বা
অনুদসন্ধিং ঘটেহা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘যং কিণ্ঠি যিট্ঠং ব হুতং ব লোকে,

সংবচ্ছরং যজেথ পদুণ্ণপেক্খো ।

সব্বম্পি তং ন চতুভাগমেতি,

অভিবাদনা উজ্জুগতেসু সেয়ো'তি । ১০৮ ।

তথ ‘যং কিণ্ঠী’তি অনবসেসপরিষাদানবচনমেতং । ‘যিট্ঠ-
ন্তি’ যেভুয়ো ন মঙ্গলকিরিয়াদিবসেসু দিন্নদানং । ‘হুতন্তি’
অভিসংখরিহা কতং পাহুদানংপেব, কম্মণ্ড ফলণ্ড সম্ভাহিহা
কতদানণ্ড । ‘সংবচ্ছরং যজেথা’তি একসংবচ্ছরং নিরন্তরমেব
বদন্তম্পকারং দানং সকলচক্রবালেপি লোকিয়মহাজনস্স

*

*

*

যে পুণ্য অর্জন কর, তাহা প্রসন্নচিত্তে আমার শ্রাবকদের বন্দনা করিয়া যে
কুশলচিত্ত উৎপাদন করে তাহার চারিভাগের একভাগও হয় না ।’ এই কথা
বলিয়া সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘পুণ্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ইহলোকে সংবৎসর ধরিয়া যাহা কিছু যাগ কিংবা
হোম করেন, সে সকলের মূল্য মার্গফললাভী ঋজুগত পদুগলদের প্রতি
সশ্রদ্ধ বন্দনাজনিত পুণ্য অপেক্ষা চতুর্থাংশও নহে । —ধম্মপদ, শ্লোক ১০৮ ।

অন্বয় : ‘যাহা কিছু’ ইহা অনবশেষ পরিয়দানবচন অর্থাৎ ‘যাহা কিছু’
বলিলে বোঝায় যাহার কোন শেষ নাই । সহস্রমূল্যের, শতসহস্রমূল্যের আরও
অধিক হইতে অধিক মূল্যের দান বদ্বাইতে পারে । সাম্রাজ্য দান, রাজচক্রবর্তীর
সমস্ত কিছু দান—সবই বদ্বাইতে পারে । ‘ইন্ট’ সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলকিরিয়াদি
বশে প্রদত্ত দান । ‘হুত’ উত্তম ব্যবস্থাদি করিয়া কৃত অর্তিথকে সেবা দান,
প্রার্থীকে দান, কর্ম এবং ফলে বিশ্বাস রাখিয়া কৃত দান । ‘বৎসরব্যাপী দান’
সমস্ত চক্রবালের মার্গফলহীন জনসাধারণকে সারাবৎসরব্যাপী নিরন্তর দান

দদেয়া । ‘পদ্র্ণ্যপেক্খো’তি পদ্র্ণ্যপে ইচ্ছন্তো ।
 ‘উজ্জুগতেসদ্র্ণ’তি হেট্ঠিমকোটিয়া সোতাপন্নেসদ্র্ণ উপরিম-
 কোটিয়া খীণাসবেসদ্র্ণ । ইদং বদ্র্ণ্তং হোতি—‘এবরুপেসদ্র্ণ
 পসন্নচিন্তেন সরীরং ওন্মিত্বা বন্দন্তস্স কুসলচেতনায় যং
 ফলং, ততো চতুভাগম্পি সর্বং তং দানং ন অশ্বতি, তস্মা
 উজ্জুগতেসদ্র্ণ অভিবাদনমেব সেয়ো’তি ।

দেশনাবসানে সো ব্রাহ্মণো সোতাপত্তিফলং পত্তো,
 অপ্ণোতি বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্র্ণিসর্দতি ।

শারিপদ্র স্ববিরের সহায়ক ব্রাহ্মণবধু সন্তমং ।

*

*

*

করেন । ‘পদ্র্ণ্যপেক্খ’ অর্থাৎ পদ্র্ণ্যের আকাঙ্ক্ষা করিয়া । ‘ঋজুগতগণের
 মধ্যে’ অর্থাৎ, অধোভাগে অন্ততঃপক্ষে স্রোতাপন্ন এবং উর্ধ্বভাগে ক্ষীণাস্রব
 অর্থাৎ । ইহা উক্ত হইয়া থাকে—‘এইরূপ প্রসন্নচিত্তে শরীরকে অবনত
 করিয়া বন্দনাকারীর কুশলচেতনার যে ফল, তাহার চতুর্থাংশ ঐ সকল দানফল
 হয় না । সেইজন্য মার্গফললাভী ঋজুগতদের অভিবাদনই শ্রেয় :

দেশনাবসানে সেই ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন, অন্য বহুব্যক্তিও
 স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। শারিপদ্র স্ববিরের সহায়ক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

আয়ুবউটনকুমারবখ্ । ৮

‘অভিবাদনসীলিস্সা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা দীঘলিণ্ণকং নিস্সায় অরঞ্ণকুটিয়ং বিহরন্তো দীঘায়ুকুমারং আরম্ভ কথেসি ।

দীঘলিণ্ণকনগরবাসিনো কির দ্বে ব্রাহ্মণা বাহিরকপম্বজ্জং পম্বজিহ্বা অড্ঢচত্তালীস বস্সানি তপচরণং করিঙ্গদু । তেঙ্গ একো ‘পবেণি মে নস্সিস্সতি, বিম্বমিস্সামী’তি চিন্তেহ্বা অন্তনা কতং তপং পরেসং বিক্কিণিহ্বা গোসতেন চেব কথাপণসতেন চ সন্ধিং ভরিয়ং লভিহ্বা কুটুম্বং সঠপেসি । অথস্স ভরিয়া পদত্তং বিজায়ি । ইতরো পনস্স সহায়কো পবাসং গন্ত্বা পদনদেব তং নগরং পচ্চাগামি । সো তস্স আগতভাবং সুহ্বা পদত্তদারং আদায় সহায়কস্স দস্সনথায় অগমাসি । গন্ত্বা পদত্তং মাতু হথে দহ্বা সয়ং

*

*

*

আয়ুবখ্ নকুমারের উপাখ্যান । ৮ ।

‘অভিবাদনশীলের’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা দীঘলিণ্ণক নগরের নিকট অরণ্যকূটিতে অবস্থানকালে দীঘায়ুকুমারকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

দীঘলিণ্ণকনগরবাসী দুইজন ব্রাহ্মণ বাহিরকপ্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হইয়া আটচল্লিশ বৎসর যাবত তপশ্চরণ করিয়াছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে একজন ‘আমার বংশধারা লোপ পাইবে, অতএব আমি গাহস্থ্যজীবনে ফিরিয়া যাইব’—চিন্তা করিয়া নিজের কৃত তপস্যার পুণ্যফল বিক্রয় করিয়া একশত গাভী এবং একশত কাষাপণসহ ভাষা লাভ করিয়া গাহস্থ্যজীবন সুরু করিলেন । যথাকালে তাহার ভাষা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিল । তাহার প্রব্রজিত জীবনের বন্ধু (আর একজন প্রব্রজিত) প্রবাসে যাইয়া পুনরায় সেই নগরে ফিরিয়া আসিলেন । কুটুম্বিক বন্ধুর আগমনবাতা শুনিয়া পুত্রকন্যা লইয়া বন্ধুর দর্শনে গেলেন । যাইয়া পুত্রকে মাতার হস্তে দিয়া স্বয়ং বন্ধুকে

তাব বন্দি, মাতাপি পুত্রং পিতু হথে দত্তা বন্দি । সো
‘দীঘায়ুকা হোথা’তি আহ, পুত্রে পুত্র বন্দাপিতে তুণ্হী
অহোসি । অথ নং ‘কস্মা, ভন্তে, অম্হেহি বন্দিতে
‘দীঘায়ুকা হোথা’তি বত্তা ইমস্স বন্দনকালে কিণ্ণি ন
বদেথা’তি আহ । ‘ইমস্সকো অন্তরায়ো অথি, ব্রাহ্মণা’তি ।
‘পটিবাহনকারণং অথি, ভন্তে’তি ? ‘নাহং পটিবাহনকারণং
জানামী’তি । ‘কো পন জানেয়্য, ভন্তে’তি ? ‘সমণো
গোতমো জানেয়্য, তস্স সন্তিকং গন্ত্বা পুচ্ছাহী’তি । ‘তথ
গচ্ছন্তো তপপরিহানিতো ভায়ামী’তি । ‘সচে তে পুত্ত-
সিনেহো অথি, তপপরিহানিং অচিন্তেত্ত্বা তস্স সন্তিকং
গন্ত্বা পুচ্ছাহী’তি ।

সো সথু সন্তিকং গন্ত্বা সয়ং তাব বন্দি । সথা ‘দীঘায়ুকো

.*

*

*

বন্দনা করিলেন । মাতাও পুত্রকে পিতার হস্তে দিয়া বন্দনা করিলেন ।
বন্ধু বলিলেন—‘আপনারা দীঘায়ু হউন ।’ কিন্তু যখন শিশুপুত্রকে দিয়া
বন্দনা করাইলেন তিনি নীরব রহিলেন (অর্থাৎ কোন আশীর্বাদ করিলেন
না) । তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আপনি আমরা বন্দনা করিলে
‘দীঘায়ু হউন’ বলিলেন কিন্তু এই শিশু বন্দনাকালে কিছই বলিলেন না ।’
‘হে ব্রাহ্মণ, ইহার একটি বিপদ আছে ।’ ‘ভন্তে ইহার আয়ু কতদিন ?’

‘হে ব্রাহ্মণ, ইহার আয়ু সাত দিন ।’

‘ভন্তে, কোন প্রতিকারের উপায় আছে ?’

‘না, আমি প্রতিকারের উপায় জানি না ।’

‘ভন্তে, কে জানেন ?’

‘শ্রমণ গোতম জানেন, তাঁহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা কর ।’

‘কিন্তু ভয় হইতেছে, তাঁহার নিকট গেলে আমার তপ-পরিহানি হইবে ।

‘যদি তুমি পুত্রকে ভালবাস, তপ-পরিহানির কথা চিন্তা না করিয়া
তাঁহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা কর ।’

তিনি শাস্ত্রার নিকট যাইয়া শাস্ত্রাকে স্বয়ং বন্দনা করিলেন । শাস্ত্রা

হোহী'তি আহ, পজাপতিয়া বন্দনকালোপি তস্সা তথ্বেব
বহ্মা পদ্মস্স বন্দাপনকালে তুণ্হী অহোসি । সো পদ্দারিম-
নয়েনেব সথারং পদ্দিচ্ছ, সথাপি তথ্বেব ব্যাকাসি । সো
কির ব্রাহ্মণো সস্বণ্ণ-এত্ণ-এণাণং অপটিবিজ্জিহ্বাব
অন্তনো মন্তং সস্বণ্ণ-এত্ণ-এণাণেন সংসন্দেসি, পটিবাহন্দু-
পায়ং পন ন জানাতি । ব্রাহ্মণো সথারং পদ্দিচ্ছ—‘অস্থি
পন, ভন্তে, পটিবাহন্দুপায়ো’তি ? ‘ভবেয়া, ব্রাহ্মণা’তি ।
‘কিং ভবেয়া’তি ? ‘সচে হ্বে অন্তনো গেহদ্বারে ম’ডপং
কারেহা তস্স মজ্জে পীঠিকং কারেহা তং পরিকখিপন্তো
অট্ঠ বা সোলস বা আসনানি পণ্ণ-এপেহা তেসু মম
সাবকে নিসীদাপেহা সত্তাহং নিরন্তরং পরিত্তং কাতুং
সক্কুণেয়াসি, এবমস্স অন্তরায়ো নস্সেয়া’তি । ‘ভো
গোতম, ময়া ম’ডপাদীনি সন্ধা কাতুং, তুম্হাকং পন সাবকে

*

*

*

বলিলেন—‘দীঘায়ু হও ।’ যখন তাঁহার ভাষা বন্দনা করিলেন শাস্তা তাই
বলিলেন, কিন্তু যখন শিশুপুত্রকে দিয়া বন্দনা করাইলেন তিনি নীরব
রহিলেন । তিনি [পূর্ববৎ] শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । শাস্তাও তাহাই
বলিলেন । বলা হইয়াছে যে সেই ব্রাহ্মণ সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ না করিয়াই
নিজের মন্ত্রকে সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করিয়া প্রতিকার জানিতে
পারিলেন না । ব্রাহ্মণ শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে, প্রতিকারের কোন
উপায় আছে কি ?’

‘হে ব্রাহ্মণ, উপায় হইতে পারে ।’

‘কি ভাবে ?’

‘যদি তুমি নিজের গৃহদ্বারে ম’ডপ প্রস্তুত করিয়া ইহার মাঝখানে একটি
চেয়ার রাখিয়া ইহার চতুর্দিকে আট বা ষোলটি আসন বিছাইয়া তাহাতে
আমার শ্রাবকগণকে বসাইয়া এক সপ্তাহ ধরিয়া নিরন্তর ‘পরিত্রাণ’ পাঠ
করাইতে পারেন, তাহা হইলে ইহা বিপদমুক্ত হইতে পারে ।’

‘হে গোতম, আমি ম’ডপ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে পারিব । কিন্তু
আপনার শ্রাবকদের কিভাবে পাইব ?’

কথং লচ্ছামী’তি ? ‘তয়া এত্তকে কতে অহং মম সাবকে
পহিগ্গিসামী’তি । ‘সাধু, ভো গোতমা’তি সো অন্তনো
গেহদ্বারে সৰ্বং কিচ্চং নিট্ঠাপেত্বা সথু সন্তিকং
অগমাসি । সথা ভিক্খু পহিগ্গি, তে গন্ত্বা তথ
নিসীদিংসু, দারকম্পি পীঠিকায়ং নিপজ্জাপেসুং, ভিক্খু
সত্তরত্তিদিবং নিরন্তরং পরিণ্তং ভণিংসু, সত্তমে দিবসে
সায়ং সথা আগচ্ছি । তস্মিং আগতে সৰ্বচক্কবালদেবতা
সন্নিপতিংসু । একো পন অবরুদ্ধকো নাম যক্খো দ্বাদস
সংবচ্ছরানি বেস্সবণং উপট্ঠাহি তস্স সন্তিকা বরং
লভন্তো ‘ইতো সত্তমে দিবসে ইমং দারকং গণ্হেয়্যাসী’তি
লভি । তস্মা সোপি আগন্ত্বা অট্ঠাসি ।

সথারি পন তথ গতে মহেসক্খাসু দেবতাসু সন্নিপতি-
তাসু অম্পেসক্খা দেবতা ওসক্কিত্বা ওসক্কিত্বা ওকাসং
অলভমানা দ্বাদস যোজনানি পটিক্কমিংসু । অবরুদ্ধকোপি

*

*

*

‘তুমি যদি এতটা করিতে পার আমি আমার শ্রাবকদের পাঠাইব ।’

‘হে গোতম, বেশ তাহাই হউক’ বলিয়া তিনি নিজের গৃহদ্বারে সমস্ত
কাজ শেষ করিয়া শান্তার নিকট আসিলেন । শান্তা ভিক্ষুদের পাঠাইলেন ।
তাহারা যাইয়া নির্দিষ্ট আসনে বসিলেন এবং শিশুপুত্রটিকে ঐ চেয়ারে
শোয়াইয়া রাখিলেন । ভিক্ষুগণ, সাতদিন সাতরাতি ধরিয়া নিরন্তর পরিব্রাজ
পাঠ করিলেন । সপ্তম দিনে সন্ধ্যাকালে শান্তা স্বয়ং আসিলেন । তিনি
আসিলে সমস্ত চক্রবাল দেবতাগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন । অবরুদ্ধক
নামক একজন যক্ষ দ্বাদশ বৎসর যাবত বৈশ্রবণকে সেবা করিয়া তাহার নিকট
হইতে বর লাভ করিলেন—‘অদ্য হইতে সপ্তম দিনে তুমি এই ছেলটিকে গ্রহণ
করিবে ।’ তাই যক্ষও আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল ।

শান্তা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রভাবশালী দেবতারা আসিয়া
উপস্থিত হইলেন । তখন সাধারণ দেবতাগণ সরিয়া যাইতে যাইতে কোথাও
স্থান না পাইয়া দ্বাদশ যোজন দূরে চলিয়া গেলেন । অবরুদ্ধ যক্ষও সেইভাবে

তথেষ পটিক্কমি, সত্থাপি সম্বরত্তিৎ পরিত্তমকাসি । সত্তাহে
বীতিবত্তে অবরুদ্ধকো দারকং ন লভি । অট্টম্মে পন
দিবসে অরুগ্গে উগ্গতমত্তে দারকং আনেত্থা সত্থারং বন্দা-
পেসদুং । সত্থা ‘দীঘাষদুকো হোহী’তি আহ । ‘কীৰ্চিরং
পন, ভো গোতম, দারকো ঠস্সতী’তি ? ‘বীসবস্সসতং,
ব্রাহ্মণা’তি । অতস্স ‘আয়দুবড্ঢনকুমারো’তি নামং করিৎসু ।
সো বুদ্ধিম্ভবায় পণ্ণহি উপাসকসতৌহি পরিবৃত্তো বিচরি ।
অথেকদিবসং ধম্মসভায়ং ভিক্খু কথং সমুট্ঠাপেসদুং
‘পস্সথাবদুসো, আয়দুবড্ঢনকুমারেন কির সত্তম্মে দিবসে
মরিত্তস্বং অভিবস্স, সো ইদানি বীসবস্সসতট্ঠায়ী হুত্থা
পণ্ণহি উপাসকসতৌহি পরিবৃত্তো বিচরতি, অথি মণ্ণে
ইমেসং সত্তানং আয়দুবড্ঢনকারণ’ন্তি । সত্থা আগন্ত্বা ‘কায়
নুত্থ, ভিক্খবে, এতরহি কথায় সন্নিসিন্না’তি পদচ্ছিত্ত্বা ‘ইমায়

*

*

*

দুরে সরিয়া গেল । শাস্তা সারারাত্রি ধরিয়া ‘পরিগ্রাণ’ করিলেন । সপ্তাহ
অতিক্রান্ত হইলে অবরুদ্ধ যক্ষ ছেলোটিকে পাইল না । অষ্টম দিবসে অরুণোদয়
হইবামাত্র ছেলোটিকে আনিয়া শাস্তাকে বন্দনা করাইলেন । শাস্তা বলিলেন—
‘দীঘায়ু হও ।’

‘হে গোতম এই বালকের আয়ু কত হইবে ?’

‘হে ব্রাহ্মণ, একশত কুড়ি বৎসর ।’

তখন তাঁহারা পুত্রের নাম রাখিলেন—‘আয়দুবধনকুমার ।’ বয়ঃপ্রাপ্ত
হইলে সে পঞ্চশত উপাসক পরিবৃত্ত হইয়া থাকিত । একদিন ধর্মসভায়
ভিক্ষুগণ কথা উত্থাপন করিলেন—

‘আবদুসো, দেখুন সপ্তম দিবসে আয়দুবধনকুমারের মৃত্যুযোগ ছিল, কিন্তু
সে একশত কুড়ি বৎসর আয়ুলাভ করিয়া পঞ্চশত উপাসকের দ্বারা পরিবৃত্ত
হইয়া বিচরণ করিতেছে । মনে হয় সত্তুগণের আয়ুর্বাধির হেতু আছে ।’
শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি কথা
আলোচনার জন্য সমবেত হইয়াছ ?’

নামা'তি বদন্তে, 'ভিক্খবে ন কেবলং আয়ু'বড্ঢনমেব, ইমে পন সত্তা গুণবন্তে বন্দন্তা অভিবাদেত্তা চতু'হি কারণে'হি বড্ঢন্তি, পরিস্সয়তো মদুচ'ন্তি, যাবতায়ু'কমেব তিট্ঠ'ন্তী'-
তি বহ্বা অন'দুস'ন্ধিং ঘটে'হ্বা ধম্মং দেসে'ন্তো ইমং গাথমা—

‘অভিবাদনসীলিস্স, নিচ্চং বড্ঢ'ঢাপচায়িনো ।

চত্তারো ধম্মা বড্ঢ'ন্তি, আয়ু' বল্লো স'দুখং

বল'ন্তি । ১০৯ ।

তথ ‘অভিবাদনসীলিস্সা’তি বন্দনসীলিস্স, অভিগ্হং বন্দন-
কিচ্চপস'দুত্স'স'তি অথো । ‘বড্ঢ'ঢাপচায়িনো’তি গিহিস্স
বা তদহ'দুপ'স্বজিতে দহরসাম'গেরে'পি, প'স্বজিতস্স বা পন
প'স্বজ্জায় বা উপসম্প'দায় বা বড্ঢ'তরে গুণ'বড্ঢ'তে অপ-
চায়মানস্স, অভিবাদনে'ন বা ‘নিচ্চং’ প'দুজ্জ'ন্তস্স'তি অথো ।
‘চত্তারো ধম্মা বড্ঢ'ন্তী’তি আয়ু'দু'হি বড্ঢ'ত্মানে ষত্তকং
কালং তং বড্ঢ'তি, তত্তকং ইতরে'পি বড্ঢ'ন্তিয়ে'ব । যেন

*

*

*

‘এই বিষয়ে, ভণ্ডে ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, শুদ্ধমাত্র আয়ু'বুদ্ধি নহে, এই সত্ত্বগণ গুণবান ব্যক্তিদের
বন্দনা করিয়া অভিবাদন করিয়া চারি কারণে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । বিপদ হইতে
মুক্ত হয়, আয়ু'দু'কাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে ।’—এই বলিয়া সমবধান করিয়া
ধর্ম'দেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন—

‘যিনি সর্বদা বয়োবৃদ্ধ এবং গুণবৃদ্ধ ব্যক্তিদের অভিবাদন ও
সম্মান করেন, তাঁহার আয়ু', বর্ণ, স'দুখ ও বল—এই চারিটি সম্পদ
বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১০৯

অন্বয় : ‘অভিবাদনশীলের’ অর্থাৎ বন্দনশীলের, সর্বদা বন্দনকৃত্যপ্রসূত-
ব্যক্তির এই অর্থ । ‘বৃদ্ধ এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের’ অর্থাৎ গৃহীত প্রীতি বা
একদিনের প্রব্রজিত তরুণ শ্রামণেরের প্রীতি, প্রব্রজিত বা প্রব্রজ্যা বা উপ-
সম্পদাতে বৃদ্ধতর ব্যক্তির প্রীতি অর্থাৎ গুণবৃদ্ধ ব্যক্তির প্রীতি অভিবাদনশীল ও
পুজ্যতর ব্যক্তির ‘চারিপ্রকার সম্পদ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়’—আয়ু'বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

হি পঞ্‌ঞাসবস্সআয়্দুসংবত্তনিকং কুসলং কতং, পণ্ডবীসতি-
বস্সকালে চস্স জীবিতন্তরায়ো উপ্পজ্জয়া, সো অভিবাদন-
সীলতায় পটিপ্পস্সম্ভতি, সো যাবতায়দুকেব তিট্ঠতি,
বল্লাদয়ৌপিস্স আয়্দুনাব সন্ধিং বড্‌ঢ়ন্তি । ইতো উত্তরিপি
এসেব নয়ো । অনন্তরায়েন পবত্তস্সায়্দুনো বড্‌ঢ়নং
নাম নথি ।

দেসনাবসানে আয়্দুবড্‌ঢ়নকুমারো পণ্ডহি উপাসকসতোহি
সন্ধিং সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি, অঞ্‌ঞোপি বহু
সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদগ্গংসদতি ।

। আয়্দুবড্‌ঢ়নকুমারবথু অট্ঠমং ।

*

*

*

অন্যান্যগদলিও বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি পঞ্চাশ বৎসর আয়্দুসংবর্তনিক
কুশল করিয়াছে তাহার পঁচিশ বৎসর বয়সকালেই জীবনের বিপদ উপস্থিত
হইতে পারে, সেই বিপদ অভিবাদনশীলতার দ্বারা প্রশমিত হইতে পারে ।
সে আয়্দুকাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে । তাহার আয়্দুর সঙ্গে সঙ্গে
বর্ণ বা সৌন্দর্য প্রভৃতি বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়, স্নেহ বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়, বল বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত
হয় । কিন্তু অন্তরায়শূন্যভাবে প্রবর্তিত আয়্দুর বুদ্ধি হইতে পারে না ।

দেসনাবসানে আয়্দুবর্ধনকুমার পঞ্চাশত উপাসকের সঙ্গে স্নোতাপত্তিফলে
প্রতিষ্ঠিত হইল, অন্যান্য অনেকেও স্নোতাপত্তি প্রভৃতি ফল প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন ।

আয়্দুবর্ধনকুমারের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

সংকিচ্চসামণেরবন্ধু । ১

‘যো চ বস্সসতং জীবীতি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো সংকিচ্চসামণেরং আরব্ধ কথেসি ।

সাবাথিয়ং কির তিৎসমত্তা কুলপদ্ভত্তা সথদ্ ধম্মকথং সদ্ভা
সাসনে উরং দত্তা পস্বজিৎসদ্ । তে উপসম্পদায় পণ্ডবস্সা
হদ্ভা সথারং উপসঙ্কমিদ্ভা গন্হধরং বিপস্সনাধরন্তি ছে
ধরানীতি সদ্ভা ‘ময়ং মহল্লককালে পস্বজিতা’তি গন্হধরে
উস্সাহং অকত্তা বিপস্সনাধরং পুরেতুকামা যাব অরহত্তা
কম্মট্ঠানং কথাপেত্তা, ‘ভস্সে, একং অরএৎঞায়তনং গমি-
স্সামা’তি সথারং আপদ্দিচ্ছংসদ্ । সথা ‘কতরং ঠানং গমি-
স্সথা’তি পদ্দিচ্ছা ‘অসদ্দকং নামা’তি বদ্ভে ‘তথ তেসং একং
বিঘাসাদং নিস্সায় ভয়ং উম্পজিচ্ছসিতি, তণ্ড পন সংকিচ্চ-

*

*

*

সংকিচ্চ শ্রামণেরের উগাখ্যান । ১ ।

‘যে শতবর্ষ জীবিত থাকে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান
কালে সংকিচ্চ শ্রামণেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

প্রাবল্লীতে ত্রিশজন কুলপদ্ম শাস্তার ধর্মকথা শুনিয়া বুদ্ধশাসনে অচলপ্রব্র
হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন । উপসম্পদার পাঁচ বৎসর পরে তাঁহারা শাস্তার
নিকট উপস্থিত হইয়া গ্রন্থধর এবং বিপশ্যনাধর এই দুই ধর (=রাস্তা?)
আছে জানিয়া ‘আমরা বুদ্ধবয়সে প্রব্রজিত হইয়াছি’ মনে করিয়া গ্রন্থধরে
নিরুৎসাহ হইয়া বিপশ্যনাধর পূর্ণ করিবার ইচ্ছায় অহ-ভ্রুলাভ না করা
পর্যন্ত ‘কর্মস্থান’ গ্রহণ করিয়া শাস্তার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন—‘ভস্সে,
আমরা একটি অরণ্যে যাইতে চাই ।’ শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘কোন অরণ্যে যাইবে ?’

‘অম্ভক অরণ্যে ভস্সে ।’

ইহা শুনিয়া শাস্তা চিন্তা করিয়া জানিলেন—‘সেখানে তাহাদের একজন
উজ্জিষ্টভোজীর কারণে ভয় উৎপন্ন হইতে পারে এবং তাহাও সংকিচ্চ শ্রামণের

সামণেরে গতে বৃপসমিস্সতি, অথ নেসং পব্বজিতকিচ্চং
পারিপূরিং গমিস্সতী'তি অঞ্ণো'সি ।

সংকিচ্চসামণেরো নাম সারিপপুত্রথেরস্স সামণেরো সত্ত-
বস্সিকো জাতিয়া । তস্স কির মাতা সারথিয়ং অড্ঢকুলস্স
ধীতা । সা তস্মিং কুচ্ছিগতে একেন ব্যাধিনা তণ্ণ-
গঞ্ণে'এব কালমকাসি । তস্সা ব্যাপিয়মানায় ঠপেত্বা গব্ভ-
মংসং সেসং ব্যায়ি । অথস্সা গব্ভমংসং চিতকতো ওতারেত্বা
ব্বীসদ্ তিসদ্ ঠানেসদ্ স্দুলোহি বিজ্জিৎসদ্ । স্দুলকোটি
দারকস্স অক্খিকোটিং পহরি । এবং গব্ভমংসং বিজ্জিৎসহা
অঙ্গাররাসিম্হি থিপিহা অঙ্গারেহেব পটিচ্ছাদেত্বা পক্ক-
মিংসদ্ । গব্ভমংসং ব্যায়ি, অঙ্গারমথকে পন স্দুবর্ণবিস্ব-
সদিসো দারকো পদুমগবেভ নিপনো বিয় অহো'সি ।
পচ্ছিমভাবিকস্স সত্তস্স হি সিনেরদনা ওথরিয়মানস্সপি
অরহন্তং অম্পত্বা জীবিতক্খয়ো নাম নথি । পদুনিবসে

*

*

*

যাইলে সেই ভয় তিরোহিত হইবে এবং তাহাদের প্রব্রজিতকৃত্যও পরিপূর্ণতা
লাভ করিবে ।'

সংকিচ্চ শ্রামণের ছিলেন শারিপপুত্র শ্রাবিরের শ্রামণের যাহার বয়স মাত্র
সাত বৎসর । তাহার মাতা শ্রাবস্তীতে ধনীকুলের মেয়ে । সে গর্ভস্থ হইলে
তাহার মাতা কোন এক রোগে আক্রান্ত হইয়া মদুহৃতমধ্যে কালগত হইলেন ।
তাঁহার দাহক্ৰিয়া সম্পন্ন হইলেও গর্ভমাংস দম্ব হয় নাই । তখন তাঁহার
গর্ভমাংস চিতা হইতে নামাইয়া দুই-তিন স্থানে শূলবদ্ধ করা হইল ।
শূলকোটি (গর্ভস্থ) বালকের চক্ষুকোটিকে আঘাত করিল । এইভাবে
গর্ভমাংসকে বিদ্ধ করিয়া ইহাকে অঙ্গাররাশিতে নিক্ষেপ করিয়া অঙ্গারের
দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহারা (অর্থাৎ শ্মশানবন্ধুরা) প্রস্থান করিল ।
গর্ভমাংস দম্বীভূত হইল কিন্তু অঙ্গারস্তুপে স্দুবর্ণবিস্বসদৃশ বালককে দেখা
গেল যেন পদ্মগর্ভে ঘুমাইয়া রহিয়াছে । সে সত্ত্বের ইহাই অস্তিম জন্ম,
তাহার মস্তকে স্দুমেরূপবর্ত ভাঙ্গিয়া পড়িলেও অহং লাভ না করা পর্যন্ত

‘চিতকং নিব্বাপেঙ্গসামা’তি আগতা তথানিপন্নং দারকং
 দিস্বা অচ্ছরিয়ব্ভূতচিন্তজাতা ‘কথঞ্ছিহ নাম এত্তকেসু
 দারুসু খীয়মানেসু সকলসরীরে ঝাপিয়মানে দারকো ন
 ঝায়ি, কিং নু খো ভবিষসতী’তি দারকং আদায় অন্তো-
 গামং গম্ব্বা নেমিস্তকে পদুচ্ছিংসু। নেমিস্তকা ‘সচে অয়ং
 দারকো অগারং অম্বাবসিস্সতি, যাব সত্তমা কুলপরিবট্টা
 ণ্নাতকা দুগ্গতা ভবিষসন্তি। সচে পব্বজিস্সতি, পণ্ণহি
 সমণসতেহি পরিবুতো বিচারিস্সতী’তি আহংসু। তস্স
 সঙ্কুনা অক্খিকোটিয়া ভিন্নত্তা সংকিচ্ছান্তি নামং করিংসু।
 সো অপরেন সময়েন সংকিচ্ছোতি পণ্ণ্ণায়ি। অথ নং
 ণ্নাতকা ‘হোতু, বড্ঢিতকালে অম্হাকং অয়্যস্স সারি-
 পুত্তস্স সন্তিকে পব্বাজেঙ্গসামা’তি পোহিসংসু। সো
 সত্তবস্সিককালে ‘তব মাতুকুচ্ছিয়ং বসনকালে মাতা তে

*

*

*

তাহার মৃত্যু নাই। পরের দিন ‘চল চিতা নিভাইয়া আসি’ বলিয়া আগত
 তাহারা (শ্মশানবন্ধুগণ) বালককে ঐ অবস্থায় নিদ্রিত দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত
 ও বিস্ময়াভিভূত হইয়া একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিল—‘কি ব্যাপার
 বল ত! সমস্ত কাঠ দগ্ধ হইয়া, সমস্ত শরীর দগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এই বালক
 ত অক্ষত, ব্যাপার কি!’—তারপর তাহারা বালককে লইয়া গ্রামে প্রবেশ
 করিয়া নৈমিত্তিকগণকে জিজ্ঞাসা করিল। নৈমিত্তিকগণ বলিলেন—

‘যদি এই বালক সংসারধর্ম পালন করে তাহা হইলে তাহার সপ্তম
 পুরুষকাল পর্যন্ত সকল জ্ঞাতীগণ দুর্গত হইবে। আর যদি প্রব্রজিত
 হয় তাহা হইলে পঞ্চশত শ্রমণ (—ভিক্ষু) পরিবৃত্ত হইয়া বিচরণ
 করিবে।’ শঙ্কুর আঘাতে তাহার অক্ষিকোটর ভিন্ন হওয়াতে তাহার
 নাম রাখা হইল ‘সংকিচ্ছ’। ইহার পর হইতে সে সংকিচ্ছ বলিয়া পরিচিত
 হইল। জ্ঞাতিরা তাহাকে এই মনে করিয়া পোষণ করিলেন—‘বড় হইলে
 আমাদের আর শারিপুত্রের নিকট ইহাকে প্রব্রজিত করিব।’ যখন তাহার
 বয়স সাত বৎসর হইল সে কুমারদের মধ্যে মধ্যে শুনিল—‘তুমি যখন

কালমকাসি, তস্মা সরীরে ব্যাপিন্নমানোপি ত্বং ন ব্যারীণীত
কুমারকানং কথং সদ্ভা ‘অহং কির এবরূপা ভয়া মদ্বত্তো,
কিং মে ঘরাবাসেন, পব্বজিহ্মসামী’তি ঐতাকানং আরো-
চেসি। তে ‘সাধু, তাতা’তি সারিপদন্তথেরস্স সন্তিকং
নেহা, ‘ভন্তে, ইমং পব্বাজেথা’তি অদংসু। থেরো
তচপণ্ডককম্মট্ঠানং দহা পব্বাজেসি। সো খুরংগেয়েব
সহ পটিসম্ভিদাহি অরহন্তং পাপদুণি। অয়ং সংকিচ্চ-
সামণেরো নাম।

সথা ‘এতস্মিং গতে তং ভয়ং বৃপসমিস্সতি, অথ নেসং
পব্বজিতকিচ্চং পারিপদুরিং গমিস্সতী’তি ঐত্বা, ‘ভিক্-
খবে, তুম্হাকং জেট্ঠভাতিকং সারিপদন্তথেরং ওলোকেহা
গচ্ছথা’তি আহ। তে ‘সাধু’তি বহা থেরস্স সন্তিকং গন্ত্বা

*

*

*

মাতৃগর্ভে ছিলে তখনই তোমার মাতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার
শরীর চিতায় দংশীভূত হইলেও তুমি দংশ হও নাই।’—ইহা শুনিয়া সে
জ্ঞাতিগণকে জানাইল—‘আমি নাকি এইরূপ বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছি।
আমার সংসারে থাকিয়া লাভ কি। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।’

তাঁহারা ‘বৎস, তাহাই হউক’ বলিয়া তাহাকে শারিপদন্ত স্থবিরের নিকট
লইয়া যাইয়া ‘ভন্তে, এই বালককে প্রব্রজিত করুন’ বলিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান
করিলেন। স্থবির তাহাকে স্বকপণ্ডক কর্মস্থান দিয়া প্রব্রজিত করিলেন।
সে ক্ষুরাগ্রেই (অর্থাৎ মস্তক মৃদন করার জন্য মস্তকে ক্ষুর লাগাইয়া ‘কেসা-
লোমা-নখা-দন্তা-তচো’ বলার সঙ্গে সঙ্গেই) প্রতিসম্ভিদা সহ অহং ভূ প্রাপ্ত
হইল। ইনিই সংকিচ্চ শ্রামণের।

শাস্তা ‘এই সংকিচ্চ শ্রামণের যাইলে সেই বিপদ দূরীভূত হইবে। এবং
তাহাদের প্রব্রজিতকৃত্য পরিপূর্ণতা লাভ করিবে’ জানিয়া বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শারিপদন্ত স্থবিরকে দর্শন করিয়া
যাও’। তাঁহারা ‘বেশ তাহাই হউক’ বলিয়া স্থবিরের নিকট যাইয়া ‘কি

‘কিং, আব্দুসো’তি বদন্তে ময়ং সথদ সন্তিকে কস্মট্ঠানং
গহেত্বা অরঞ্ণে পবিসিতুকামা হত্বা আপদচ্ছিম্হা, অথ
নো সথা এবমাহ—‘তুম্হাকং জেট্ঠভাতিকং ওলোকেত্বা
গচ্ছথা’তি ? ‘তেনম্হা ইধাগতা’তি । থেরো ‘সথারা
ইমে একং কারণং দিস্বা ইধ পহিতা ভবিম্সন্তি, কিং ন্দু
থো এত’ন্তি, আবজ্জেন্তো তমথং এত্বা আহ—‘অথি পন
বো, আব্দুসো, সামণেরো’তি ? ‘নথি, আব্দুসো’তি । ‘সচে
নথি, ইমং সংকিচ্চসামণেরং গহেত্বা গচ্ছথা’তি । ‘অলং,
আব্দুসো, সামণেরং নিম্সায় নো পলিবোধো ভবিম্সতি,
কিং অরঞ্ণে বসন্তানং সামণেরেনা’তি ? ‘নাব্দুসো, ইমং
নিম্সায় তুম্হাকং পলিবোধো, অপিচ থো পন তুম্হে
নিম্সায় ইমস্স পলিবোধো ভবিম্সতি । সথাপি তুম্হে

*

*

*

আব্দুসো’ বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে—‘আমরা শাস্তার নিকট কর্মস্থান গ্রহণ
করিয়া অরণ্যে প্রবেশের অনুমতি চাহিয়াছিলাম । তখন শাস্তা আমাদিগকে
বলিলেন—

‘তোমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে দর্শন করিয়া যাও । তাই আমরা এখানে
আসিয়াছি ।’ স্থবির চিন্তা করিলেন—‘শাস্তা কোন এক কারণে ইহাদিগকে
এখানে পাঠাইয়াছেন । সেই কারণটা কি ?’ এবং সেই কারণটা জানিতে
পারিয়া বলিলেন—‘আব্দুসো, আপনাদের কি কোন শ্রামণের আছে ?’
‘আব্দুসো, নাই ।’ ‘যদি না থাকে তাহা হইলে এই সংকিচ্চ শ্রামণেরকে
লইয়া যান ।’

‘আব্দুসো, তাহার প্রয়োজন নাই’ শ্রামণেরের কারণে আমাদের অনেক
অসুবিধা হইতে পারে । অরণ্যে বসবাসকারী আমাদের জন্য শ্রামণেরের
প্রয়োজন কি ?’

‘আব্দুসো, ইহার কারণে আপনাদের কোন অসুবিধা হইবে না । বরং
আপনাদের কারণে ইহার অসুবিধা হইতে পারে । শাস্তাও আমার নিকট

মম সন্তিকং পহিণন্তো তুম্হেহি সন্ধিং সামণেরস্স
 পহিণনং পচ্চাসীসন্তো পহিণি, ইমং গহেহ্মা গচ্ছথা'তি ।
 তে 'সাধু'তি অধিবাসেহ্মা সামণেরেন সন্ধিং একতিংস জনা
 থেরং অপলোকেহ্মা বিহারা নিক্খম্ম চারিকং চরন্তা বীস-
 যোজনসতমথকে একং সহস্সকুলং গামং পাপদুগংসু ।
 মনুস্সা তে দিম্বা পসন্নচিত্তা সঙ্কচ্চং পরিবিসিহ্মা, 'ভন্তে,
 কথং গমিস্সথা'তি পদুচ্ছিহ্মা 'যথাফাসুদকট্ঠানং, আবুসো'তি
 বদন্তে পাদমূলে নিপজ্জিহ্মা 'ময়ং, ভন্তে, অয়েসু ইমং ঠানং
 নিস্সায় অন্তোবস্সং বসন্তেসু পণ্ডসীলং সমাদায় উপোসথ-
 কম্মং করিস্সামা'তি যাচিংসু । থেরা অধিবাসেসু । অথ
 নেসং মনুস্সা রত্তিট্ঠানদিবাট্ঠানচক্ষম্নপন্নসালায়ো
 সংবিদাহিহ্মা 'অজ্জ ময়ং, স্বে ময়ং'তি উস্সাহস্পত্তা

*

*

*

আপনাদের পাঠাইবার কারণও তাই । তিনিও চাহিয়াছেন আপনাদের সহিত
 শ্রামণেরকে প্রেরণ করা । অতএব, ইহাকে সঙ্গে লইয়া যান ।' তাঁহারা—
 'বেশ' বলিয়া সম্মত হইয়া শ্রামণের সহ একত্রিশ জন স্থবিরকে বিদায় জানাইয়া
 বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চারিকায় বিচরণ করিতে করিতে একশত
 কুড়িযোজন দূরে এক গ্রামে পৌঁছাইলেন, যেখানে এক সহস্র পরিবার
 বাস করে ।

লোকেরা তাঁহাদের দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া সাদরে (ভিক্ষা) পরিবেশন
 করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভন্তে, আপনারা কোথায় যাইবেন ?'

'আবুসো, কোন ভাল জায়গায় ।'

তখন, (গ্রামবাসীরা) তাঁহাদের পাদমূলে পতিত হইয়া প্রার্থনা
 করিলেন—'ভন্তে, আর্য আপনারা যদি বর্ষাবাসের এই তিন মাস এখানে
 অবস্থান করেন, তাহা হইলে আমরাও পণ্ডশীল পালন করিয়া উপোসথকম্ম
 করিতে পারিব ।' ভিক্ষুগণ সম্মতি প্রদান করিলেন । তখন গ্রামবাসীগণ
 তাঁহাদের জন্য রাত্রিস্থান, দিবাস্থান, চক্ষম্নগৃহ ইত্যাদির জন্য পৃথক্ পৃথক্
 পর্ণশালার ব্যবস্থা করিয়া উৎসাহিত হইয়া 'অদ্য আমরা, কল্য আমরা' এই

উপট্ঠানমকংসু । থেৱা বস্সদ্পনায়িকদিবসে কতিকবন্তং
করিংসু, ‘আব্দসো, অম্‌হেহি ধৰমানকবুদ্ধস্স সন্তিকে
কস্মট্ঠানং গহিতং, ন থো পন সন্ধা অঞ্‌ঞহ
পটিপত্তিসম্পদায় বুদ্ধে আৱাধেতুং, অম্‌হাকণ্ড
অপায়দ্বাৱানি বিবটানেব, তস্মা অঞ্‌ঞহ পাভো
ভিক্ষাচাৰবেলং, সায়াং থেৱদ্পট্ঠানবেলণ্ড সেসকালে বে
একট্ঠানে ন ভবিস্সাম, যস্স অফাসুদং ভবিস্সতি, তেন
ঘণ্ডিয়া পহটায় তস্স সন্তিকং গন্ত্বা ভেসজ্জং কৰিস্সাম,
ইতো অঞ্‌ঞস্মিং ৱত্তিভাগে বা দিবসভাগে বা অস্পমত্তা
কস্মট্ঠানমনুযুদ্বিঞ্জিস্সামা’তি ।

তেসু এৰং কতিকং কহ্বা বিহৱন্তেসু একো দুগ্গতপুৱিসো
ধীতৱং উপনিস্সায় জীৱন্তো তস্মিং ঠানে দুৰ্ভিক্ষে
উপ্পন্নে অপৱং ধীতৱং উপনিস্সায় জীৱিতুকামো মগ্গং
পটিপত্তি । থেৱাপি গামে পিণ্ডায় চাৱিত্বা বসনট্ঠানং

*

*

*

ভাবে সকলে তাঁহাদেৱ সেৱা-শুশ্ৰূষাৱ দায়িত্ব লইলেন । ভিক্ষুগণ বৰ্ষাবাস
প্ৰাৰম্ভেৰ দিন সকলে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন—‘বন্ধুগণ, আমৱা জীৱিত বুদ্ধেৱ
নিকট কৰ্মস্থান গ্ৰহণ কৰিয়াছি, নিয়মকানুন যথাযথভাবে পালন কৰা ব্যতীত
বুদ্ধগণকে আৱাধিত কৰা যায়না । আমাদেৱ সম্মুখে অপায়দ্বাৱসমূহ উন্মুক্ত ।
অতএৱ, প্ৰাতঃকালে ভিক্ষাচাৰেৱ সময় এৰং সন্ধ্যায় শ্ৰুৱিৱকে সেৱা কৰাৱ সময়
ব্যতীত অন্যসময়ে আমৱা দুইজন একত্ৰিত হইব না । যিনি অসুস্থ হইবেন
তিনি ঘণ্টাবাদন কৰিলে আমৱা তাঁহাৱ নিকট যাইয়া তাঁহাকে ঔষধপথ্য দিব ।
এতদ্ব্যতীত অন্য সময়ে ৱাণ্ণিবেলায় বা দিনেৱ বেলায় আমৱা অপ্ৰমত্ত হইয়া
কৰ্মস্থান পালন কৰিব ।’

তাঁহাৱা এইভাবে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বাস কৰিতেছিলেন । একদিন
একজন দুগ্গত ব্যক্তি যিনি কন্যাৱ আশ্ৰয়ে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিতেছিলেন,
হঠাৎ সেখানে দুৰ্ভিক্ষ উৎপন্ন হইলে অপৱ কন্যাৱ নিকট যাইয়া
জীৱনধাৱণ কৰিব বলিয়া ৱান্তায় আঁসিয়া উপস্থিত হইলেন । ভিক্ষুগণ

আগচ্ছন্তা অন্তরামপ্পে একিস্সা নদিয়া ন্হত্তা বাল্লুক-
পল্লিনে নিসীদিয়া ভত্তিকিচ্চং করিংসু। তস্মিং থণে সো
পল্লিসো তং ঠানং পত্তা একমন্তং অট্ঠাসি। অথ নং থেরা
'কহং গচ্ছসী'তি পল্লিচ্ছংসু। সো তমথং আরোচেসি।
থেরা তস্মিং কারুণ্ণং উপ্পাদেত্তা, 'উপাসক, অতিবিস্র
ছাতোসি, গচ্ছ, পল্লং আহর, একমেকং তে ভত্তপিণ্ডং
দস্সামা'তি বত্তা তেন পল্লো আহটে অন্তনা অন্তনা ভুজ্জন-
নিয়ামেনেব সুপব্যজ্জনেহি সম্মহিত্তা একমেকং পিণ্ডং
অদংসু। এতদেব কির বত্তং, যং ভোজনকালে আগতস্স
ভত্তং দদমানেন ভিক্কুনা অগ্গভত্তং অদত্তা অন্তনা ভুজ্জন-
নিয়ামেনেব থোকং বা বহুং বা দাতব্বং। তস্মা তেপি
তথা অদংসু। সো কতভত্তিকিচ্ছো থেরে বন্দিয়া পল্লিচ্ছ—

*

*

*

গ্রামে পিণ্ডপাত গ্রহণ করিয়া বাসস্থানে ফিরিবার সময় পথিমধ্যে
একটি নদীতে স্নান করিয়া নদীতটে বাল্লুকাসনে বসিয়া ভোজনকৃত্য
সম্পাদন করিলেন। সেই মূহুর্তে ঐ দুর্গত ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত
হইয়া একপাশে দাঁড়াইলেন। তখন ভিক্ষুগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
'কোথায় ষাইতেছেন?' তিনি সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। ভিক্ষুগণ
তাঁহার প্রতি করুণাদ্রুচিত হইয়া বলিলেন—'উপাসক, আপনি খুবই
ক্ষুধার্ত, পাতা লইয়া আসুন, আমরা প্রত্যেকে আপনাকে এক একটি
অন্নপিণ্ড দিব।' তিনি পাতা লইয়া আসিলে তাঁহারা প্রত্যেকে নিজের
ভোজনরীতি অনুসারে সুপব্যজ্জনমিশ্রিত এক একটি পিণ্ড তাঁহাকে
প্রদান করিলেন। ইহাই নাকি রীতি যে, ভোজনকালে আগত প্রার্থীকে
অগ্রভাত (অর্থাৎ ভাত আর ব্যজ্জন আলাদা আলাদা ভাবে) না দিয়া নিজেরা
যেভাবে ভোজন করে (অর্থাৎ সুপব্যজ্জনমিশ্রিত ভাত) তাহার অল্প বা বেশী
দেওয়া উচিত। সুতরাং তাঁহারাও তাহাই করিলেন। সেই ব্যক্তি ভুজ্জা-
বসানে ভিক্ষুদের বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগ্নে, আৰ্থ আপনারা
কি কাহারও দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন?'

‘কিং, ভন্তে, অয়া, কেনচি নিমস্তুতা’তি ? ‘নথি, উপাসক, নিমস্তুনং, মনুস্সা দেবসিকং এবরুপমেব আহাৰং দেন্তী’তি । সো চিস্তেসি—‘ময়ং নিচ্চকালং উট্ঠায় সমুট্ঠায় কস্মং করোন্তাপি এবরুপং আহাৰং লঙ্কহং ন সঙ্কোম, কিং মে অঞ্ঞথ গতেন, ইমেসং সন্তিকেয়েব জীবিস্সামী’তি । অথ নে আহ—‘অহং বত্তপটিবত্তং ঠহা অয্যানং সন্তিকে বসিতুং ইচ্ছামী’তি । ‘সাধু, উপাসকা’তি । সো তেহি সঙ্কিং তেসং বসনট্ঠানং গন্ত্বা সাধুকং বত্তপটিবত্তং করোন্তো ভিক্খু অতিবয় আরাধেহা হেমাসচ্চয়েন ধীতরং দট্ঠকামো হুহা ‘সচে, অয়ে, আপদুচ্ছিস্সামি, ন মং বিস্সজ্জিস্সন্তি, অনাপদুচ্ছা গমিস্সামী’তি তেসং অনাচিক্খিহাব নিক্খমি । এত্তকমেব কিরস্স ওলারিকং খলিতং অহোসি, যং ভিক্খুনং অনারোচেহা পঙ্কামি । তস্স পন গমনমণ্ণে একা অটবী অথি, তথ পণ্ডসতানং

*

*

*

‘না উপাসক, নিমস্তুণ নাই, তবে লোকেরা প্রত্যেকদিন এইভাবে আহাৰ দিয়া থাকে ।’ তিনি চিন্তা করিলেন—‘আমরা প্রত্যহ দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও এইরূপ ভোজন লাভ করিতে পারি না । আমার অন্যত্র যাইয়া লাভ কি ? ইহাদের নিকট থাকিয়াই জীবনধারণ করিব ।’ তখন তাহাদের বলিলেন—

‘আমি আপনাদের সেবা-পরিচর্যা করিয়া এখানেই থাকিতে চাই ।’ ‘বেশ, উপাসক, থাকুন ।’ তিনি তাহাদের সহিত থাকিয়া তাহাদের বাসস্থানে যাইয়া সচ্ছন্দভাবে ব্রত-পরিচর্যা করিয়া ভিক্ষুদের অধিকমাত্রায় তুষ্ট করিয়া দুইমাস পরে কন্যাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া ভাবিলেন—‘যদি জিজ্ঞাসা করিয়া যাই, ইহারা আমাকে ছাড়িবেন না । অতএব না বলিয়াই যাইব’ বলিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা না করিয়াই চলিয়া গেলেন । এই ব্যক্তির ইহাই বড় অপরাধ হইয়াছিল যে ভিক্ষুদের না জানাইয়া চলিয়া গিয়াছেন ।

তাহার যাইবার পথে একটি বন ছিল । সেই বনে পণ্ডশত চোর বাস

চোরানং ‘যো ইমং অটবিং পবিসতি, তং মারেত্বা তস্স মংসলোহিতেন তুয়ং বলিকম্মং করিসামা’তি দেবতায় আয়াচনং কত্বা বসন্তানং সন্তমো দিবসো হোতি । তস্মা সন্তমে দিবসে চোরজেট্ঠকো রুদ্ধং আরয়ং ওলোকেন্তো তং আগচ্ছন্তং দিস্সা চোরানং সঞ্ঞমদাসি । তে তস্স অটবিমজ্জাং পবিট্ঠভাবং ঞ্জত্বা পটিক্খিপিত্বা তং গণ্হিত্বা গাল্হবন্ধনং কত্বা অরণিসহিতেন অগ্গিং নিব্বন্তেত্বা দারুনি সঙ্কড্টিত্বা মহন্তং অগ্গিক্খন্ধং কত্বা স্দালানি তচ্ছিংসু । সো তেসং তং কিরিয়ং দিস্সা, ‘সামি, ইমস্মিং ঠানে নেব স্দকরা, ন মিগাদয়ো দিস্সন্তি, কিং কারণা ইদং করোথা’তি পদুচ্ছি । ‘তং মারেত্বা তব মংসলোহিতেন দেবতায় বলিকম্মং করিস্সামা’তি । সো মরণভয়তজ্জিতো ভিক্খুনং তং উপকারং অচিস্তেত্বা কেবলং অন্তনো জীবিতমেব রক্খমানো এবমেব—‘সামি, অহং বিঘাসাদো,

*

*

*

করিত । তাহারা সাতদিন হইল ঐ বনের দেবতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—‘যে এই বনে প্রবেশ করিবে তাহাকে মারিয়া তাহার রক্তমাংস দিয়া আপনার পূজা করিব ।’ অতএব সপ্তম দিবসে চোরস্বামী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দূরে তাকাইয়া সেই দুর্গত ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া চোরদের সংকেত করিল ! তাহারা তিনি বন মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন দেখিয়া তাহাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল এবং দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া অরণির দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া অনেক জ্বালানি একত্রিত করিয়া মহা অগ্নিস্কন্ধ প্রস্তুত করিয়া শূল তৈয়ার করিতে লাগিল । তিনি তাহাদের এইসব কৃত্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘মহাশয়, এখানে ত কোন শূকর বা মৃগাদি নাই, কেন এই আগুন জ্বালিয়াছ ?’

‘তোমাকে মারিয়া তোমার রক্তমাংসের দ্বারা দেবতার বলিকর্ম করিব ।’ তিনি মরণভয়ে ভীত হইয়া ভিক্ষুদের উপকারের কথা ভুলিয়া যাইয়া কেবল নিজের জীবন রক্ষাকল্পে বলিলেন—‘মহাশয়, আমি ত উচ্ছিষ্টভোজী,

উচ্ছিষ্টভত্তং ভুজিহ্বা বড়্ঢ়িতো, বিঘাসাদো নাম কাল-
কর্ণিকো, অয়্যা পন যতো ততো নিক্খমিহ্বা পস্বজিতাপি
খত্তিয়াব, অসদ্ধকস্মিং ঠানে একতিংস ভিক্খু বসন্তি, তে
মারেহ্বা বলিকস্মং কেরোথ, অতিবিয় বো দেবতা তুস্সি-
স্সতী'তি । তং সদ্ধা চোরা 'ভদ্দকং এস বদেতি, কিং
ইমিনা কালকর্ণিনা, খত্তিয়ে মারেহ্বা বলিকস্মং করিস্সা-
মা'তি চিস্তেহ্বা 'এহি, নেসং বসনট্ঠানং দস্সেহী'তি তমেব
মঙ্গদেসকং কহ্বা তং ঠানং পহ্বা বিহারমস্সে ভিক্খু
অদিস্সা 'কহং ভিক্খু'তি নং পদুচ্ছিস্সদু । সো হে মাসে
বসিতত্তা তেসং কতিকবত্তং জানন্তো এবমাহ—'অন্তনো
দিবাট্ঠানরত্তিট্ঠানেসদু নিসিন্না, এতং ঘণ্ডিং পহরথ,
ঘণ্ডিসসেন্নে সন্নিপতিস্সন্তী'তি । চোরজেট্ঠকো ঘণ্ডিং
পহরি ।

*

*

*

উচ্ছিষ্ট খাদ্য খাইয়া বড় হইয়াছি । উচ্ছিষ্টভোজী ত কালকর্ণিক অর্থাৎ
দুর্গতব্যক্তির নামান্তর । কিন্তু ভিক্ষুগণ যে স্থান হইতে বিহগত হইয়া
প্রব্রজিত হউন না কেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়ই । অমরুদস্থানে একত্রিশ জন ভিক্ষু
বাস করেন, তাঁহাদের মারিয়া বলিকর্ম করুন । আপনাদের দেবতা খুব
প্রসন্ন হইবেন ।' তাহা শুনিয়া চোরেরা চিন্তা করিল—'এই লোকটা ত
ভালই বলিতেছে । এই কালকর্ণিকে মারিয়া কি হইবে, ক্ষত্রিয়দের মারিয়াই
বলিকর্ম করিব' এবং তাঁহাকে বলিল—'আইস, তাঁহাদের বাসস্থান দেখাইয়া
দাও ।' বলিয়া তাঁহাকে মার্গদেশক করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া
বিহারমধ্যে ভিক্ষুদের না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কোথায় সব ভিক্ষু ?'
তিনি দুইমাস তাঁহাদের সঙ্গে বাস করার ফলে তাঁহাদের ব্রত-নিয়মাদি
জানিতেন । তাই বলিলেন—'তাঁহারা নিজ নিজ দিবাস্থান, রাত্রিস্থানে
উপবিষ্ট আছেন । এই ঘণ্টা বাজাও । ঘণ্টার শব্দে সকলেই একত্রিত
হইবেন ।' চোরস্বামী ঘণ্টা বাজাইলেন ।

ভিক্ষু ঘণ্ডিসন্দং সদ্ভা ‘অকালে ঘণ্ডি পহটা, কস্সচি
 অফাসদকং ভবিম্সতী’তি আগন্হা বিহারমজ্জৈ পটিপাটিয়া
 পঞ্ণত্তেসদ পাসাণফলকেসদ নিসীদিংসদ । সঙ্ঘথেরো
 চোরো ওলোকেছা পদুছি—‘উপাসকা, কেনায়ং ঘণ্ডি
 পহটা’তি ? চোরজেট্ঠকো আহ—‘ময়া, ভন্তে’তি ।
 ‘কিং কারণা’তি ? ‘অম্‌হেহি অটবিদেবতায় আয়াচিতং
 অখি, তম্সা বলিকম্মকরণথায় একং ভিক্ষুং গহেছা
 গমিম্সামা’তি । তং সদ্ভা মহাথেরো ভিক্ষু আহ—
 ‘আব্দুসো, ভাতিকানং উপ্পন্নকিচ্চং নাম জেট্ঠভাতিকেন
 নিখরিতব্বং, অহং অন্তনো জীবিতং তুম্‌হাকং পরিচ্ছজিহা
 ইমেহি সন্ধিং গমিম্সামি, মা সবেসং অন্তরায়ো হোতু,
 অম্মমত্তা সমণধম্মং করোথা’তি । অনুথেরো আহ—
 ‘ভন্তে, জেট্ঠভাতু কিচ্চং নাম কনিট্ঠম্স ভারো, অহং

*

*

*

ভিক্ষুগণ ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া ‘অকালে ঘণ্টাশব্দ হইল, বোধ হয় কেহ
 অসদৃশ হইয়া থাকিবে’ চিন্তা করিয়া আসিয়া বিহার মধ্যে উত্তমরূপে সজ্জিত
 পাষণফলকসমূহে উপবেশন করিলেন । সঙ্ঘস্থিতির চোরদের দেখিয়া জিজ্ঞাসা
 করিলেন—

‘উপাসকগণ, ঘণ্টা কে বাজাইল ?’

চোরস্বামী বলিল—‘ভন্তে, আমি বাজাইয়াছি ।’

‘কেন ?’

‘আমাদের বনদেবতার নিকট মানত আছে । বলিকর্মের জন্য একজন
 ভিক্ষুকে লইয়া যাইব ।’ তাহা শুনিয়া মহাস্থিতির ভিক্ষুদের বলিলেন—
 ‘আব্দুসো, ভাতাদের কোন কাজ উৎপন্ন হইলে জ্যেষ্ঠভাতাই তাহা
 নিষ্পন্ন করেন । আমি আমার জীবন তোমাদের জন্য উৎসর্গ করিয়া
 ইহাদের সহিত যাইব । সকলের বিপদ না হউক । অপ্রমত্ত হইয়া
 সকলে শ্রমণধর্ম পালন কর ।’ একজন অপ্রবয়স্ক ভিক্ষু বলিলেন—
 ‘ভন্তে, জ্যেষ্ঠভাতার কৃত্য উৎপন্ন হইলে কনিষ্ঠই তাহা সম্পন্ন করে ; আমি

গমিস্সামি, তুম্হে অস্পমত্তা হোথা’তি । ইমিনা উপায়েন ‘অহমেব অহমেবা’তি বহ্বা পটিপাটিয়া তিসসপি জনা উট্ঠহিংসু, এবং তে নেব একিস্সা মাতুয়া পুত্তা, ন একস্স পিতুনো, নাপি বীতরাগা, অথ চ পন অবসেসানং অথায় পটিপাটিয়া জীবিতং পরিচ্ছজিঙ্গসু । তেসু একোপি ‘ত্বং যাহী’তি বত্তুং সমথো নাম নাহোসি ।

সংকীৰ্ত্তসামণেৰো তেসং কথং সুত্তা, ‘ভন্তে, তুম্হে তিট্ঠথ, অহং তুম্হাকং জীবিতং পরিচ্ছজিহ্বা গমিস্সামী’তি আহ । তে আহংসু—‘আবুসো, ময়ং, সৰ্বে একতো মারিয়মানাপি তং এককং ন বিস্সজ্জস্সামা’তি । ‘কিং কাৰণা, ভন্তে’তি? ‘আবুসো, ত্বং ধম্মসেনাপতি-সারিপপুত্তথেরস্স সামণেৰো, সচে তং বিস্সজ্জস্সাম, সামণেৰং মে আদায় গন্ত্বা চোৱানং নিয়্যাদিংসু’তি থেৰো

•

•

•

যাইব, আপনাৰা অপ্ৰমত্ত হউন ।’ এইভাবে ‘আমিই যাইব, আমিই যাইব’ বলিতে বলিতে ত্ৰিশজনই একে একে দাঁড়াইয়া পড়িলেন । এইভাবে তাঁহারা একই মাতাৰ পুত্ৰ বা একই পিতাৰ পুত্ৰ না হইলেও, এমনকি বীতরাগ না হইলেও একজন অন্যদেৰ স্বাৰ্থে জীবন ত্যাগ কৰিয়াছিলেৰ । তাঁহাদেৰ মধ্যে একজনও ‘আপনিই যান’ এই কথা বলিতে সমৰ্থ হন নাই ।

সংকীৰ্ত্ত শ্রামণেৰ তাঁহাদেৰ কথা শুনিয়া বলিলেৰ—‘ভন্তে, আপনাৰা থাকুন । আমি আপনাদেৰ জন্য আমাৰ জীবন ত্যাগ কৰিয়া যাইতেছি ।’ তাঁহারা বলিলেৰ—‘আবুসো, আমাদেৰ সকলকে এখানে হত্যা কৰিলেও আমরা তোমাকে একা যাইতে দিব না ।’

‘কেন ভন্তে ?’

‘আবুসো, তুমি ধৰ্মসেনাপতি শাৰিপপুত্ৰেৰ শ্রামণেৰ, যদি আমরা তোমাকে ত্যাগ কৰি, (শাৰিপপুত্ৰ) শ্ববিৰ বলিবেৰ—‘আমাৰ শ্রামণেৰকে লইয়া যাইয়া চোৱেদেৰ হাতে সমৰ্পণ কৰিয়াছে ।’ বলিয়া তিনি আমাদেৰ নিন্দা

নো গরহিস্সতি, তং নিন্দং নিখরিতুং ন সন্ধিস্সাম, তেন
 তং ন বিস্সজ্জেস্সামীতি । ‘ভন্তে, সম্মাসম্বুদ্ধো তুম্হে
 মম উপজ্জায়স্স সন্তিকং পহিণন্তোপি, মম উপজ্জায়ো মং
 তুম্হেহি সন্ধিং পহিণন্তোপি ইদমেব কারণং দিস্সা পহিণং,
 তিট্ঠথ তুম্হে, অহমেব গমিস্সামীতি সো তিৎস
 ভিক্খু বন্দিহা ‘সচে, ভন্তে, মে দোসো অথি, থমথা’তি
 বহ্বা নিক্খমি । তদা ভিক্খুনাং মহাসংবেগো উৎপজ্জি,
 অক্খীনি অস্সপ্পদ্লানি হদয়মংসং পবোধি । মহাথেরো
 চোরো আহ—‘উপাসকা অয়ং দহরকো তুম্হে অপিগং
 করোন্তে, স্দলানি তচ্ছন্তে, পল্লানি অথরন্তে দিস্সা
 ভায়িস্সতি, ইমং একমন্তে ঠপেহা তানি কিচ্ছানি করেয়া-
 থা’তি । চোরা সামণেরং আদায় গন্ডা একমন্তে ঠপেহা
 সম্বকিচ্ছানি করিংসু ।

*

*

*

করিবেন । সেই নিন্দা হইতে নিস্তার পাইব না । অতএব, আমরা তোমাকে
 ত্যাগ করিব না ।”

‘ভন্তে, যখন সম্যক্সম্বুদ্ধ আমার উপাধ্যায়ের নিকট আপনাদের প্রেরণ
 করিয়াছিলেন এবং আমার উপাধ্যায় আমাকে আপনাদের সঙ্গে প্রেরণ করিয়া-
 ছিলেন—উভয়ের উদ্দেশ্য একই ছিল অর্থাৎ আমার দ্বারা আপনাদের জীবন
 রক্ষা । অতএব, ভন্তে, আপনারা থাকুন আমিই যাইব ।’ বলিয়া ত্রিশজন
 ভিক্ষুকে বন্দনা করিয়া ‘ভন্তে, যদি আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে ক্ষমা
 করিবেন’ বলিয়া চা্লিয়া গেলেন । তখন ভিক্ষুদের মহা সংবেগ উৎপন্ন হইল,
 অক্ষিসমূহ অশ্রুপূর্ণ হইল, হৃদয়মাংস কম্পিত হইল । মহাস্থবির চোরদের
 বলিলেন—‘উপাসকগণ, ইহার বয়স খুবই অল্প । কাজেই তোমরা যখন
 আগুন জ্বালিবে, শূল প্রস্তুত করিবে এবং (রক্তমাংস ধারণ করিবার জন্য)
 পাতা বিছাইবে—সে দেখিয়া ভয় পাইবে । ইহাকে একপাশে সরাইয়া রাখিয়া
 তাহার দৃষ্টির অগোচরেই সব করিবে ।’ চোরেরা শ্রামণেরকে লইয়া যাইয়া
 একপাশে রাখিয়া সমস্ত কাজ সমাধা করিল ।

কিছুপরিয়াসানে চোরজেট্ঠকো অসিং অব্বাহিত্তা সামণেরং উপসঙ্কমি । সামণেরো নিসীদমানো ঝানং সমাপ-
জ্জিত্তাব নিসীদি । চোরজেট্ঠকো অসিং পরিবত্তেহা সামণেরস্স থন্নে পাতেসি, অসি নমিত্তা ধারায় ধারং পহরি,
সো 'ন সম্মা পহরি'ন্তি মণ্ড্ণমানো পদ্বন তং উজ্জুকং
কহা পহরি । অসি তালপল্লং বিয় বেঠয়মানো থরুদ্বল্লং
অগমাসি । সামণেরণ্ণহি তস্মিৎ কালে সিনেরদ্বনা
অবথরন্তোপি মারেতুং সমথো নাম নখি, পগেব অসিনা ।
তং পাটিহারিয়ং দিস্বা চোরজেট্ঠকো চিস্তেসি—'পদ্বে
মে অসি সিলাত্তম্ভং বা খদিরখাণ্ডং বা কলীরং বিয়
ছিন্দতি, ইদানি একবারং নমি, একবারং তালপত্তবেঠকো
বিয় জাতো । অয়ং নাম অসি অচেতনা হুত্তাপি ইমস্স
গুণং জানাতি, অহং সচেতনোপি ন জানামী'তি সো অসিং

*

*

*

কৃত্যশেষে চোরস্বামী অসি উন্মত্ত করিয়া শ্রামণেরের নিকট উপস্থিত
হইল । শ্রামণের বসাকালে ধ্যান উৎপাদন করিয়াই (অর্থাৎ ধ্যানস্থ হইয়াই)
বসিয়াছিলেন । চোরস্বামী অসি ঘুরাইয়া শ্রামণেরের স্কন্ধে আঘাত করিল ।
কিন্তু অসি বাঁকাইয়া গেল এবং দুই ধার মধুমুখ হইল (শ্রামণেরের
কিছুই হইল না) । তখন চোরস্বামী 'ভাল করিয়া অসি ধরি নাই' মনে
করিয়া পদ্বনরায় সোজা করিয়া ধরিল । অসি তালপাতার মত দ্বমড়াইয়া
অসির হাতলের মধ্যে ঢুকিয়া গেল । সেই সময় শ্রামণেরকে গোটা সন্মের
পর্বতের দ্বারা আঘাত করিলেও তাঁহাকে মারিতে সমর্থ হইবে না, (সামান্য)
অসি ত দূরের কথা ! এই প্রাতিহার্য (অলৌকিক ঘটনা) দেখিয়া চোরস্বামী
চিন্তা করিল—'পূর্বে আমার এই অসি শিলাস্তম্ভ বা খদিরখাণ্ডকে বংশকলির
ন্যায় ছেদন করিয়াছে । আর এখন একবার বাঁকাইয়া গেল, আর একবার
তালপাতার মত দ্বমড়াইয়া গেল । এই অসি অচেতন হইয়াও ইহার (অর্থাৎ
শ্রামণেরের) গুণ জানে, আর আমি সচেতন হইয়াও জানি না ।' সে অসি

ভূমিয়ং খিপিহা তস্স পাদমূলে উরেন নিপঞ্জিত্বা, ‘ভস্বে,
ময়ং ধনকারণা অটবিং পবিট্ঠাম্‌হা, অম্‌হে দূরতোব
দিম্বা সহস্সমত্তাপি মনুস্সা পবেখাস্তি, বে তিস্সো কথা
কথেতুং ন সঙ্কোন্তি । তব পন সন্তাসমত্তম্পি নখি,
উক্কামদুখে সদ্বল্লং বিয় সদ্পদ্পুফিতকণিকারং বিয় চ তে
মুখং বিরোচতি, কিং নু থো কারণ’ন্তি পদুচ্ছন্তো ইমং
গাথমাহ—

‘তস্স তে নখি ভীতত্তং, ভিয়্যো বল্লো পসীদতি ।

কস্সা ন পরিদেবেসি, এবরুপে মহবভয়ে’তি ॥

[থেরগাথা, ৭০৬]

সামণেরো ঝানা বট্ঠায় তস্স ধম্মং দেসেসন্তো, ‘আবুসো
গামণি, খীগাসবস্স অন্তভাবো নাম সীসে ঠপিতভারো
বিয় হোতি, সো তস্মিং ভিজ্জন্তে বা নস্সন্তে বা তুস্সতেব,
ন ভায়তী’তি বহা ইমা গাথা অভাসি—

*

*

*

ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার পাদমূলে বৃক পাতিয়া শূইয়া—‘ভস্বে,
আমরা ধনলাভের জন্য বনে প্রবেশ করিয়াছি । আমাদের দূর হইতে দেখিলেই
হাজার হাজার লোক ভয়ে কাঁপে, দুই-তিনটা কথাও বলিতে পারে না ।
আপনার ত সন্তাসের লেশমাত্রও নাই, উক্কামদুখে সদ্বর্ণের ন্যায়, সদ্পদ্পুপিত
কণিকার পদুপের ন্যায় আপনার মুখ দীপ্যমান, ইহার কারণ কি ? জিজ্ঞাসা
করিতে করিতে এই গাথা বলিল—

‘আপনার কোন ভয় ত দূরের কথা, বরং আপনার মুখমণ্ডল প্রসন্ন ।
এইরূপ মহাভয়েও কেন আপনি ক্রন্দন করিতেছেন না ?’

শ্রামণের ধ্যান হইতে উঠিয়া তাহাকে ধর্মদেশনা করিতে করিতে বলিলেন
—‘আবুসো, গ্রামণি, ক্ষীগাম্পব ব্যক্তি তাঁহার (নশ্বর) দেহকে মনে করেন যেন
মাথার বোঝা । সেই দেহ যতই ভিন্ন হয়, নষ্ট হয় ততই তিনি বরং তুষ্ট
হন, ভয়ের ত প্রস্নই নাই ।’ ইহা বলিয়া এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

‘নখি চেতসিকং দৃক্খং অনপেক্খস্স গামণি ।

অতিক্কন্তা ভয়া সবে, খীগসংযোজনস্স বে ॥

‘খীগায় ভবনেন্তিয়া, দিট্ঠে ধম্মে যথাতথে ।

ন ভয়ং মরণে হোতি, ভারনিক্খপনে যথা’তি ॥

[থেরগাথা, ৭০৭-৭০৮]

সো তস্স কথং সুহ্মা পণ্ড চোরসতানি ওলোকেহ্মা আহ—

‘তুম্হে কিং করিস্সথা’তি ? ‘তুম্হে পন, সামী’তি ।

‘মম তাব, ভো, ‘এবরূপং পাটিহারিয়ং দিম্বা অগারমম্বে

কম্মং নখি, অয়্যস্স সন্তিকে পম্ব্বজিস্সামী’তি । ‘ময়্যম্পি

তথেব করিস্সামা’তি । ‘সাধু, তাতা’তি ততো পণ্ডসতাপি

চোরা সামণেরং বন্দিহ্মা পম্ব্বজ্জং যাচিংসু । সো তেসং

অসিধারাহি এব কেসে চেব বথদসা চ ছিন্দিহ্মা তম্বমন্তিক

কায় রজ্জহ্মা তানি কাসায়ানি অচ্ছাদাপেহ্মা দসসু সীলেসু

*

*

*

‘হে গ্রামণি, যিনি তৃষ্ণামুক্ত তাঁহার কোন চেতসিক দৃঃখ নাই । তিনি আসক্তিমুক্ত তাঁহার সমস্ত ভয় অতিক্রান্ত ।

দৃষ্টধর্মে (অর্থাৎ এই জীবনে) যাঁহার ভবনেত্রী (= ভববন্ধন) যথাযথ-ভাবে ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যুতে ভয় হয় না, তাঁহার মনে হয় যেন সমস্ত ভার নিষ্কপ্ত হইয়াছে ।’

চোরস্বামী তাঁহার (শ্রামণের) কথা শুনিয়া পণ্ডশত চোরের দিকে তাকাইয়া বলিল—‘তোমরা কি করিবে ?’

‘প্রভু, আপনি কি করিবেন ?’

‘এইরূপ প্রাতিহার্য দেখিয়া আমার আর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা নাই, আমি আর্ষের নিকট প্রব্রজিত হইব ।’

‘আমরাও তাহাই করিব ।’

‘বেশ বাবারা’ বলিয়া পণ্ডশত চোর শ্রামণেরকে বন্দনা করিয়া প্রব্রজ্য যাচঞা করিল । তিনি তাহাদের নিজ নিজ অসির দ্বারা কেশ এবং বস্ত্রাঙ্গুল ছেদন করিয়া, সেই সকল বস্ত্রাঙ্গুল তাম্রমন্তিকায় রঞ্জিত করিয়া কাষায়বস্ত্র

পতিট্টাপেত্বা তে আদায় গচ্ছন্তো চিস্তেসি—‘সচাহং থেরে
 অদিম্বাব গমিস্সামি, তে সমগধম্মং কাতুং ন সন্ধিস্সন্তি ।
 চোরানণ্ণহি মং গহেত্বা নিক্কন্তকালতো পট্টায় তেসু
 একোপি অস্সদ্বি সন্ধারেতুং নাসন্ধি, মারিতো নু থো
 সামণেরো, নো’তি চিস্তন্তানং কম্মট্টানং অভিমুখং ন
 ভবিস্সতি, তস্মা দিম্বাব নে গমিস্সামী’তি । সো পণ্ডসত-
 ভিক্কুপরিবারো তথ গন্ত্বা অন্তনো দম্মসেনে পটিলদ্ধ-
 অস্সাসেহি তেহি ‘কিং সম্পদুরিস, সংকিচ্চ, লদ্ধং তে
 জীবিত’ন্তি বদন্তে, ‘আম, ভন্তে, ইমে মং মারেতুকামা হুত্বা
 মারেতুং অসক্কোন্তা মম গুণে পসীদিহা ধম্মং সুত্বা
 পব্বজিতা, অহং ‘তুম্হে দিম্বাব গমিস্সামী’ আগতো,
 অম্মত্তা সমগধম্মং কেরোথ, অহং সখু সন্তিকং গমিস্সা-

*

*

প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা তাহাদের আচ্ছাদিত করিয়া দশশীলে প্রতিষ্ঠিত
 করিলেন এবং সঙ্গে লইয়া চলিলেন । যাইবার সময় চিন্তা করিলেন—‘যদি
 আমি স্থবিরগণকে দর্শন না করিয়া চলিয়া যাই, তাঁহারা শ্রমগধর্ম পরিপূর্ণ
 করিতে পারিবেন না । কারণ চোরেরা আমাকে লইয়া যাইবার মূহূর্ত হইতে
 তাঁহাদের একজনও অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারেন নাই । ‘আমাদের
 শ্রামণেরকে মারিয়া ফেলিয়াছে’ ইহা চিন্তা করাতে তাঁহাদের চিন্ত কর্মস্থান
 অভিমুখে রমিত হইতেছে না । অতএব তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়াই
 আমি যাইব ।’

তিনি পণ্ডশত ভিক্কু পরিবার লইয়া সেখানে যাইয়া নিজের দর্শন দিয়া
 তাঁহাদের আশ্বস্ত করিলেন । তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘হে সম্পদুরস সংকিচ্চ, তুমি জীবন লাভ করিয়াছ ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে, ইহারা আমাকে মারিতে ইচ্ছা করিয়াও মারিতে না পারিয়া
 আমার গুণে প্রসন্ন হইয়া ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্বজিত হইয়াছে । আমি
 ‘আপনাদের দেখিয়া যাইব’ বলিয়া আসিয়াছি, আপনারা অপ্রমত্ত হইয়া
 শ্রমগধর্ম পালন করুন । আমি শান্তার নিকট যাইব ।’ এই বলিয়া সেই

মী'তি তে ভিক্খু বন্দিহা ইতরে আদায় উপস্বায়স্স সন্তিকং গন্হা 'কিং সংকিচ্চ, অন্তেবাসিকা তে লদ্ধা'তি বদন্তে, 'আম, ভন্তে'তি তং পবত্তিং আরোচেসি । থেরেন 'গচ্ছ সংকিচ্চ, সথারং পস্সাহী'তি বদন্তে, 'সাধু'তি থেরং বন্দিহা তে আদায় সথু সন্তিকং গন্হা সথারাপি 'কিং সংকিচ্চ, অন্তেবাসিকা তে লদ্ধা'তি বদন্তে, 'আম, ভন্তে'তি তং পবত্তিং আরোচেসি । সথা 'এবং কির, ভিক্খবে'তি পদচ্ছিহা, 'আম, ভন্তে'তি বদন্তে, 'ভিক্খবে, তুম্হাকং চোরকম্মং কহা দুস্সীলে পতিট্ঠায় বস্সসতং জীবনতো ইদানি সীলে পতিট্ঠায় একদিবসম্পি জীবিতং সেয়্যো'তি বহা অনুসন্ধিং ঘটেহা ধম্মং দেসেসন্তো ইমং গাথমাহ—

*

*

*

ভিক্ষুদের বন্দনা করিয়া নবদীক্ষিতদের সঙ্গে লইয়া উপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইলে উপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘কি সংকিচ্চ, অন্তেবাসীদের লাভ করিয়াছ ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে’ বলিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে জানাইলেন ।

‘যাও সংকিচ্চ, শাস্তাকে দর্শন করিয়া আইস’ স্থবির এইরূপ বলিলে তিনি ‘বেশ তাহাই হউক’ বলিয়া স্থবিরকে বন্দনা করিয়া অন্তেবাসীদের লইয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলে শাস্তাও জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কি সংকিচ্চ, তুমি অন্তেবাসীদের লাভ করিয়াছ ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে’ বলিয়া সমস্ত ঘটনা শাস্তাকেও জানাইলেন । শাস্তা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, তাই নাকি ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা চৌষ'কমে'র দ্বারা থাকা দুঃশীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা এখন শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া একদিন বাঁচিয়া থাকাও শ্রেয়ঃ’ বলিয়া সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যো চ বস্সসতং জীবো, দস্সসীলো অসমাহিতো ।

একাহং জীবিতং সেয়্যা, সীলবন্তস্স

ঝায়িনো’তি ॥ ১১০

তথ ‘দস্সসীলো’তি নিস্সসীলো । ‘সীলবন্তস্স’তি দস্সসীলস্স ‘বস্সসতং’ জীবনতো ‘সীলবন্তস্স’ দ্বীহি ঝানোহি ‘ঝায়িনো’ একদিবসম্পি একমদুহত্তম্পি ‘জীবিতং সেয়্যা’ উত্তমন্তি অথো ।

দেসনাবসানে তে পণ্ডসতাপি ভিক্খু সহ পটিসম্ভিদাহি অরহত্তং পাপদ্বিগংসু, সম্পত্তমহাজনস্সাপি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

অপরেণ সময়েণ সংকিচ্ছো উপসম্পদং লভিত্বা দসবস্সো হুত্বা সামণেরং গণ্হি । সো পন তস্সেব ভাগিনেয়্যা অধিমত্তসামণেরো’ নাম । অথ নং থেরো পরিপল্লবস্স-কালে আমন্তেত্বা ‘উপসম্পদং তে করিস্সামি, গচ্ছ,

*

*

*

‘যে দৃশ্চরিত্র ও অসমাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা চরিত্রবান্ ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির এক দিনের জীবনও শ্রেয়ঃ ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১১০ ।

অন্বয় :—‘দুঃশীল’ অর্থাৎ নিঃশীল । ‘শীলবানের’ দুঃশীলের ‘বর্ষশত’ বাঁচা অপেক্ষা শীলবানের দুই প্রকার ধ্যানের (= শমথ ও বিপশ্যনা) দ্বারা ধ্যায়ীর একদিনও একমদুহৃত্ত’ও বাঁচিয়া থাকা শ্রেয়ঃ । উত্তম এই অর্থ ।

দেশনাবসানে পণ্ডগত ভিক্ষু প্রতিসম্ভিদাসহ অহত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন । উপস্থিত মহাজনের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

অন্য এক সময়ে সৎকিচ্ছ উপসম্পদা লাভ করিবার দশ বৎসর পরে একজন শ্রামণের গ্রহণ করিলেন । সে ছিল তাঁহারই ভাগিনেয় । ‘অধিমত্ত’ শ্রামণের । তাহার বয়স যখন পরিপূর্ণ (অর্থাৎ কুড়ি বছর) স্থবির তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—‘তোমাকে আমি উপসম্পদা প্রদান করিব । যাও,

এৰাতকানং সন্তিকে বস্সপরিমাণং পদ্বিচ্ছিত্তা এহীতি
উয়োজ্জেসি । সো মাতাপিতুনং সন্তিকং গচ্ছন্তো অন্তরা-
মণ্ণে পণ্ডসতেহি চোৰেহি বলিকস্মথায় মারিয়মানো তেসং
ধম্মং দেসেত্বা পসন্নচিত্তেহি তেহি 'ন তে ইমস্মিং ঠানে
অম্‌হাকং অথিভাবো কস্সিচ আরোচেতব্বো'তি বস্সট্টো
পটিপথে মাতাপিতরো আগচ্ছন্তে দিম্বা তমেব মণ্ণং
পটিপজ্জন্তানস্পি তেসং সচ্চমন্দুরক্‌খন্তো নারোচেসি ।
তেসং চোৰেহি বিহেঠিয়মানানং 'হিম্পি চোৰেহি সন্ধিং
একতো হুত্বা মণ্ণে, অম্‌হাকং নারোচেসী'তি পরি-
দেবন্তানং সন্দং সত্ত্বা তে মাতাপিতুনস্পি অনারোচিত-
ভাবং এত্বা পসন্নচিত্তা পব্বজ্জং য়াচিংসু । সোপি সংকীৰ্ত্ত-
সামণেৰো বিয় তে সবেব পব্বাজেত্বা উপস্সায়স্স সন্তিকং
আনেত্বা তেন সথু সন্তিকং পেসিতো গন্ত্বা তং পবতিত্তং

*

*

*

জ্ঞাতিদেৰ জিজ্ঞাসা কৰিয়া আইস তোমাৰ বয়স কত ।' এই বলিয়া পাঠাইয়া
দিলেন । শ্ৰামণেৰ মাতাপিতাৰ নিকট যাইবাৰ সময় মাঝপথে পণ্ডশত চোৰেৰ
দ্বাৰা ধৃত হইল এবং তাহাকে মাৰিয়া চোৰেৰা বলিকৰ্ম কৰিবে । কিন্তু
শ্ৰামণেৰ তাহাদেৰ ধৰ্মদেৰশনা কৰিয়া প্ৰসন্ন কৰিল । তাহাৰা : 'আমাৰা যে
এখানে আছি তুমি কাহাকেও বলিবে না' এই বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল ।
বিপৰীত দিক হইতে তখন তাহাৰ মাতাপিতা আসিতিছিলৈন । কিন্তু
যেহেতু চোৰদেৰ নিকট প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ শ্ৰামণেৰ তাহাদেৰ বলিল না যে সন্মুখে
চোৰেৰা আছে । চোৰেৰা তাহাৰ মাতাপিতাকে হেনস্থা কৰিল । মাতাপিতা
কাঁদিতে কাঁদিতে পদ্বকে বলিলেন—'মনে হয় তুমিও চোৰদেৰ সঙ্গে ষড়যন্ত্ৰ
কৰিয়া তাহাৰা যে এখানে আছে আমাদেৰ জানাও নাই ।' চোৰেৰা সেই কান্ধা
শূন্যিয়া এবং শ্ৰামণেৰ যে প্ৰতিজ্ঞা রক্ষাৰ জন্য তাহাৰ মাতাপিতাৰ নিকটও
তাহাদেৰ কথা গোপন রাখিছেন দেখিয়া প্ৰসন্ন হইয়া তাহাৰ নিকট প্ৰব্ৰজ্যা
ষাচ্‌ঞা কৰিল । তিনি সংকীৰ্ত্ত শ্ৰামণেৰেৰ ন্যায় তাহাদেৰ সকলকে প্ৰব্ৰজিত
কৰিয়া উপাধ্যায়েৰ নিকট আনয়ন কৰিলেন । উপাধ্যায় তাহাদেৰ শাস্তাৰ

আরোচেসি । সখা ‘এবং কির, ভিক্ষবে’তি পদচ্ছিত্তা,
‘আম, ভন্তে’তি বদন্তে পদরিমনয়েনেনব অনদুসন্ধিং ঘটেত্বা
ধম্মং দেসেন্তো ইমমেব গাথমাহ—

‘যো চ বস্সসতং জীবো, দদুস্সীলো অসম্মাহিতো ।
একাহং জীবিতং সেয়্যো, সীলবন্তস্স ঝায়িনো’তি ॥
ইদম্পি ‘অধিমদুত্তসামণেরবথদ্’ বদন্তনয়মেবাতি ।

। সংকিচ্চসামণেরবথদ্ নবমং ।

*

*

*

নিকট প্রেরণ করিলেন । শ্রামণের সমস্ত ঘটনা শাস্ত্রকে জানাইলেন । শাস্ত্র
জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ হইয়াছে নাকি ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে ।’ ইহা শুনিয়া শাস্ত্র পূর্বের ন্যায় সমবধান করিয়া ধর্ম-
দেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যে দদুশ্চরিত্ত ও অসম্মাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন
অপেক্ষা চরিত্রবান্, ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির এক দিনের জীবনও শ্রেয়ঃ ।’

ইহাও অধিমদুত্ত শ্রামণেরের উপাখ্যান রূপে গৃহীত হইতে পারে ।

। সংকিচ্চ শ্রামণেরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



খাণ্ডকোণ্ডপ্পথেরবন্ধ । ১০

‘যো চ বস্সসতং জীবিতী’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে
বিহরন্তো খাণ্ডকোণ্ডপ্পথেরং আরব্ধ কথেসি ।

সো কির থেরো সখা সন্তিকে কস্সট্ঠানং গহেত্বা
অরপ্পেণ বিহরন্তো অরহত্তং পত্বা ‘সখা আরোচেস্সামী’তি
ততো আগচ্ছন্তো অন্তরামণ্ণে কিলন্তো মণ্ণা ওকস্স
একস্মিং পিট্ঠিপাসাণে নিসিন্নো ঝানং সমাপজ্জি ।
অথেকং গামং বিলুপ্পিত্বা পণ্ডসতা চোরা অন্তনো বলান্দ-
রূপেন ভণ্ডিকং বন্ধিত্বা সীসেনাদায় গচ্ছন্তা দূরং গন্ত্বা
কিলন্তরূপা ‘দূরং আগতাম্হ, ইমস্মিং পিট্ঠিপাসাণে
বিস্সমিস্সামা’তি মণ্ণা ওকস্স পিট্ঠিপাসাণস্স সন্তিকং
গন্ত্বা থেরং দিস্সাপি ‘খাণ্ডকো অয়’ন্তি সপ্পেণনো
অহেস্দং । অথেকো চোরো থেরস্স সীসে ভণ্ডিকং
ঠপেসি, অপরোপি তং নিস্সায় ভণ্ডিকং ঠপেসি । এবং

*

*

*

খাণ্ডকোণ্ডপ্প স্থবিরের উপাখ্যান । ১০ ।

‘যে শতবর্ষ জীবিত থাকে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান-
কালে খাণ্ডকোণ্ডপ্প স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই ভিক্ষু নাকি শাস্তার নিকট ‘কর্মস্থান’ লইয়া অরণ্যে অবস্থানকালে
অহং লাভ করিয়া ‘শাস্তাকে জ্ঞাপন করিব’ বলিয়া সেইস্থান হইতে ফিরিয়া
আসিবার সময় পথিমধ্যে ক্লান্ত হইয়া পথের পাশে একটি পাথরের চাতালের
উপর বসিয়া ধ্যানস্থ হইলেন । তখন গ্রাম লুপ্ত করিয়া পণ্ডশত চোর নিজেদের
বহনক্ষমতা অনুসারে জিনিসপত্র বাঁধিয়া মাথায় করিয়া যাইতে যাইতে অনেক
দূর যাইয়া ক্লান্ত হইয়া—‘আমরা অনেক দূর আসিয়াছি, এই পাথরের
চাতালে বিশ্রাম করিব’ বলিয়া শাস্তা হইতে নামিয়া পাথরের চাতালের নিকট
যাইয়া ভিক্ষুকে দেখিয়াও ‘ইহা গাছের গুঁড়ি’ বলিয়া মনে করিল । তখন
একজন চোর স্থবিরের মাথায় তাহার বোঝা রাখিল । আরও একজন আসিয়া

পঞ্চসতাপি চোরা পণ্ডিহি ভণ্ডিকসতেহি থেরং পরিक्-
খিপিত্বা সয়ম্পি নিসিন্ধা নিন্দায়িত্বা অরুণ্ণগমনকালে
পবদ্বীষিত্বা অন্তনো অন্তনো ভণ্ডিকং গণ্হন্তা থেরং দিম্বা
'অমনদ্দস্সা'তি সঞ্ঞায় পলায়িতুং আরভিসন্দ্ । অথ নে
থেরো আহ—'মা ভায়িত্থ উপাসকা, পব্বজিতো অহং'তি ।
তে থেরস্স পাদমূলে নিপজ্জিত্বা 'খমথ, ভন্তে, ময়ং খাণ্ণ-
কসঞ্ঞেণো অহদ্দম্হা'তি থেরং খমাপেত্বা চোরজেট্ঠকেন
'অহং অয্যস্স সন্তিকে পব্বজিস্সামী'তি বদ্বন্তে সেসা
'ময়ম্পি পব্বজিস্সামা'তি বহা সস্বেপি একচ্ছন্দা হদ্দ্বা থেরং
পব্বজ্জং য়াচিংসন্ । থেরো সংকিচ্চসামণেরো বিয় সস্বেপি
তে পব্বাজেসি । ততো পট্ঠায় খাণ্ণকো'ডঞ্ঞেতি
পঞ্ঞায়ি । সো তেহি ভিক্খু'হি সন্ধিং সথদ্ সন্তিকং
গন্ত্বা সথারা 'কিং, কো'ডঞ্ঞে' অন্তেবাসিকা তে লদ্ধা'তি

*

*

*

পাশেই তাহার বোঝা রাখিল । এইভাবে পঞ্চশত চোর পঞ্চশত বোঝা স্থবিরের
চতুর্দিকে রাখিয়া নিজেরাও চতুর্দিকে বসিয়া ঘূমাইয়া পড়িল এবং অরুণো-
দয়কালে উঠিয়া নিজ নিজ বোঝা লইতে যাইয়া স্থবিরকে দেখিয়া তাঁহাকে
'অমনদ্দ্য' মনে করিয়া ভয়ে পলাইতে লাগিল । তখন স্থবির তাহাদের
বলিলেন—'হে উপাসকগণ, ভয় করিয়ো না, আমি প্রব্রজিত' । তাহারা
স্থবিরের পাদমূলে শূইয়া পড়িয়া বলিল—'ভন্তে, ক্ষমা করদন, আমরা
আপনাকে গাছের গর্দাড়ি বলিয়া মনে করিয়াছিলাম ।' স্থবির তাহাদের ক্ষমা
করিলেন । তখন চোরস্বামী বলিল—'আমি স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হইব ।'
অন্যান্য সকলে বলিল—'আমরাও প্রব্রজিত হইব ।' তাহারা একবাক্যে
স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা যাচ্ঞা করিল । স্থবির সংকিচ্চ শ্রামণেরের ন্যায়
(অর্থাৎ উক্ত পদ্ধতিতে) সকলকেই প্রব্রজিত করিলেন । তখন হইতে তাঁহার
নাম হইল খাণ্ণকো'ডঞ্ঞে । তিনি সেই ভিক্ষুদের সঙ্গে শাস্ত্রার নিকট
যাইয়া উপস্থিত হইলে শাস্ত্রা বলিলেন—'কি কো'ডঞ্ঞে, তুমি তোমার

বদন্তে তং পবন্তিৎ আরোচেসি । সন্ধা ‘এবং কির, ভিক্-
খবে’তি পদ্বিচ্ছিত্তা, ‘আম, ভন্তে, ন নো অণ্ড্‌ঞস্স এবরুপো
আনুভাবো দিট্‌ঠপদ্ব্বেষা, তেনম্‌হা পব্বজিতা’তি বদন্তে,
‘ভিক্‌খবে, এবরুপে দম্পণ্ড্‌ঞকস্মে পতিট্‌ঠায় বস্সসতং
জীবনতো ইদানি বো পণ্ড্‌ঞাসম্পদায় বন্তমানানং একাহম্পি
জীবিতং সেয়্যা’তি বত্তা অনুসন্ধিং ঘট্টেত্তা ধম্মং দেসেন্তো
ইমং গাথমাহ—

‘যো চ বস্সসতং জীবে, দম্পণ্ড্‌ঞো অসমাহিতো ।

একাহং জীবিতং সেয়্যা, পণ্ড্‌ঞবন্তস্স

ঝায়িনো’তি । ১১১ ।

তথ ‘দম্পণ্ড্‌ঞো’ নিম্পণ্ড্‌ঞো । ‘পণ্ড্‌ঞবন্তস্সা’তি
সম্পণ্ড্‌ঞস্স । সেসং পদ্বিরমসদিসমেবাতি ।

*

*

*

অন্তেবাসীদের লাভ করিয়াছ ?’ তখন শ্রবির সমস্ত ঘটনা শাস্তাকে জানাইলেন ।
শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তাই নাকি ?’

‘হ্যাঁ, ভন্তে, আমরা ইতিপূর্বে অন্য কাহারও নিকট এইরূপ প্রভাব দেখি
নাই । তাই আমরা প্রব্রজিত হইয়াছি ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ দম্পকর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকা
অপেক্ষা তোমরা এখন যে প্রজ্ঞাসম্পদ লাভ করিয়াছ তদ্বারা একদিন বাঁচিয়া
থাকাও শ্রেয়ঃ’ এই বলিয়া সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে শাস্তা এই গাথা
ভাষণ করিলেন—

‘যে প্রজ্ঞাহীন ও অসমাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন
অপেক্ষা প্রজ্ঞাবান ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির এক দিবসের জীবনও শ্রেয়ঃ ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১১১ ।

অম্বয়ঃ—‘দম্পপ্রাজ্ঞ’ অর্থাৎ প্রজ্ঞাহীন । ‘প্রজ্ঞাবানের’ অর্থাৎ প্রজ্ঞাসম্পন্ন
ব্যক্তির । ‘ধ্যানীর’ অর্থাৎ শমথ ও বিপশ্যনা এই দুই প্রকার ধ্যানে যিনি রত ।
তাহার একদিনের এক মূহূর্তের জীবনও শ্রেয়ঃ, উত্তম—এই অর্থ ।

দেসনাবসানে পণ্ডসতাপি তে ভিক্কুখু সহ পটিসম্ভিদাহি
অরহত্তং পাপদ্বিগংসু । সম্পত্তমহাজনস্সাপি সাথিকা ধম্ম-
দেসনা অহোসীতি ।

থাগুরুকোডণ্ডেত্তেরবথু দসমং ।

*

*

*

দেশনাবসানে শগ্গত ভিক্কু প্রতিসম্ভিদাসহ অহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন ।
উপস্থিত মহাজনের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। থাগুরুকোডণ্ডেত্ত স্ববিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

সম্পদাসথেরবন্ধু । ১১

‘যো চ বস্সসতং জীবো’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো সম্পদাসথেরং আরব্ধ কথোসি ।

সাবখিয়ং কিরেকো কুলপদত্তো সথদু ধম্মদেসনং সদ্ভা পব্বজিহ্বা
লঙ্কপসম্পদো অপরেন সময়েন উক্কি’ঠহ্বা’ মা’দিসস্স কুল-
পদত্তস্স গিহিভাবো নাম অযদত্তো, পব্বজ্জায় ঠহ্বা মরগম্’হি
মে সেয়ে্যো’তি চিন্তেহ্বা অন্তনো মরগপায়ং চিন্তেন্তো
বিচরতি । অথেক’দিবসং পাতোব কতভত্তিকচ্চা ভিক্’খু
বিহারং গম্ভা অগ্গিসালায় সম্পং দিম্বা তং একস্মিং কুটে
পক্’খিপিত্তা কুটং পি’দহিহ্বা আদায় বিহারা নিক্’খমিংসু ।
উক্কি’ঠভিক্’খুপি ভত্তিকচ্চং কহা আগচ্ছন্তো ভে
ভিক্’খু দিম্বা ‘কিং ইদং, আবদসো’তি পদ’চ্ছহ্বা ‘সম্পো,

*

*

*

সম্পদাস স্থবিরের উপাখ্যান । ১১ ।

‘যে বর্ষশত জীবন ধারণ করে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে অবস্থান-
কালে সম্পদাস স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীতে একজন কুলপদ্র শাস্ত্রার ধর্মদেশনা শুনিয়া প্রব্রজিত ও উপ-
সম্পন্ন হইয়া এক সময় উৎকীর্ণত হইয়া ভাবিলেন—‘আমার মত কুলপদ্রের
গাহ’স্থ্যজীবন যদুস্তিযুক্ত নহে, অতএব প্রব্রজিত জীবনে আমার মৃত্যুও
শ্রেয়ঃ—ইহা চিন্তা করিয়া নিজের মরণোপায় চিন্তা করিতে করিতে বিচরণ
করিতেছিলেন । একদিন সকালেই ভিক্ষুগণ ভোজনাবসানে বিহারে যাইয়া
অগ্নিশালায় একটি সর্প দেখিয়া তাহাকে একটি জলপাত্রে রাখিয়া পাত্রের মধু
বন্ধ করিয়া লইয়া বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন । উৎকীর্ণত ভিক্ষু ভোজন
সমাপ্ত করিয়া আসিবার সময় সেই ভিক্ষুদের দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
‘আবদসো, ঐটা কি ?’

আব্দুসো'তি বদন্তে ইমিনা 'কিং করিস্সথা'তি ? 'ছন্ডেস্সাম ন'ন্তি । তেসং বচনং সদ্বা ইমিনা অন্তানং ডংসাপেত্তা মরি-
স্সামী'তি । 'আহরথ, অহং তং ছন্ডেস্সামী'তি তেসং হথতো
কুটেং গহেত্তা একস্মিং ঠানে নিসিন্নো তেন সস্পেন অন্তানং
ডংসাপেতি, সস্পো ডংসিতুং ন ইচ্ছতি । সো কুটে হথং
ওতারেত্তা ইতো চিতো চ আলোলোতি, ঘোরসস্পস্স মদুথং
বিবরিত্তা অঙ্গদ্বলিং পক্খিপতি, নেব নং সস্পো ডংসি । সো
'নায়ং আসীবিসো, ঘরসস্পো এসো'তি তং পহায় বিহারং
অগম্মাসি । অথ নং ভিক্খু 'ছন্ডিতো তে, আব্দুসো,
সস্পো'তি আহংসু । 'ন সো, আব্দুসো, ঘোরসস্পো,
ঘরসস্পো এসো'তি । 'ঘোরসস্পোয়েবাব্দুসো, মহন্তং ফণং
কহা সুসুয়ন্তো দদুক্খেন অম্হেহি গহিতো, কিং কারণা

*

*

*

‘আব্দুসো । একটি সাপ ।’

‘ইহাকে লইয়া কি করিবে ?’ ‘ইহাকে ফেলিয়া দিব ।’

তাঁহাদের কথা শুনিয়া তিনি চিন্তা করিলেন ‘এই সাপের দ্বারা নিজেকে
দষ্ট করিয়া আমি মরিব ।’ তারপর তাঁহাদের বলিলেন—

‘আমাকে দিন, আমি ইহাকে ফেলিয়া দিব’ বলিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে
পাঠটি লইয়া একটি জালগায় বসিয়া সেই সাপটির দ্বারা নিজেকে দষ্ট
করাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সাপটি তাঁহাকে দংশন করিতে চাহে না ।
তিনি পাত্রের ভিতরে হাত ঢুকাইয়া এদিকে ওদিকে নাড়াচাড়া করিলেন,
সাপটির মদুখ হাঁ করাইয়া নিজের আঙুল তাহাতে প্রবেশ করাইলেন, কিন্তু
সাপটি তাঁহাকে দংশন করিল না । তিনি তখন ‘এটা আশীর্ব্বিষ নহে, গৃহ-
পালিত সাপ’ চিন্তা করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন ।
ভিক্কুরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘আব্দুসো, সাপটাকে ফেলিয়া দিয়াছ ত ?’

‘আব্দুসো, ওটা বিষধর সর্প নহে, মনে হয় গৃহপালিত সর্প ।’

‘আব্দুসো, ওটা বিষধর সর্পই, বিরাট ফণা তুলিয়া ‘হিস্ হিস্’ শব্দ
করা কালে আমরা অতিকণ্ঠে তাহাকে ধরিয়াছি । আপনি এরূপ
বলিতেছেন কেন ?’

এবং ত্বং বদেসী'তি আহংসু। 'অহং, আবদসো, তেন
অন্তানং ডংসাপেন্তোপি মদুখে অঙ্গদ্বলিং পক্খিপেন্তোপি
তং ডংসাপেতুং নাসক্খি'ন্তি। তং সদ্বা ভিক্খু তুণ্হী
অহেসদু।

অথেকদিবসং ন্হাপিতো হে তয়ো খুরে আদায় বিহারং
গন্ত্বা একং ভূমিয়ং ঠপিত্বা একেন ভিক্খুনং কেসে
ওহারেতি। সো ভূমিয়ং ঠপিতং খুরং গহেত্বা 'ইমিনা গীবং
ছিন্দিত্বা মরিস্সামী'তি একস্মিং রুদ্ধক্খে গীবং উপনিধায়
খুরধারং গলনালিয়ং কত্বা ঠিতো উপসম্পদামালতো পট্ঠায়
অন্তনো সীলং আবজ্জেন্তো বিমলচন্দ্রমণ্ডলং বিয় সুধোত-
মণিখন্ধমিব চ নিম্মলং সীলং অদস। তস্স তং ওলো-
কেস্সস সকলসরীরং ফরন্তী পীতি উপপিজ্জি। সো পীতিং
বিক্খম্ভেত্বা বিপস্সনং বড্ঢ়েস্শো সহ পটিসম্ভিদাহি

*

*

*

'আবদসো, আমি সপটিং দ্বারা নিজেকে দণ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি।
তাহার মদুখে নিজের আঙুল প্রবেশ করাইয়া নিজেকে দণ্ট করাইতে চেষ্টা
করিয়াছি। কিন্তু ইহা আমাকে দংশন করে নাই।' ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ
চুপচাপ হইয়া গেলেন।

একদিন এক নাপিত দুই তিনটি ক্ষুর লইয়া বিহারে যাইয়া একটি
ক্ষুর মাটিতে রাখিয়া অন্যটির দ্বারা ভিক্ষুদের মস্তক মণ্ডন করিতে
লাগিল। সেই ভিক্ষু মাটিতে রাখা ক্ষুরটি লইয়া 'ইহার দ্বারাই
আমার গলা কাটিয়া ফেলিব' ভাবিয়া একটি গাছে গ্রীবা স্থাপন
করিয়া, কণ্ঠনালীর নীচে ক্ষুরধার স্থাপিত করিয়া অবস্থান করিলেন, আর
উপসম্পদার সময় হইতে নিজের শীলের কথা মনে মনে পর্যালোচনা করিয়া
দেখিলেন যে তাহার শীল বিমলচন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় এবং সুধোতমণিখন্ধের
ন্যায় নিমল। এইভাবে অবলোকনকালে তাহার সমস্ত শরীর প্রীতির দ্বারা
রোমাঞ্চিত হইল। তিনি প্রীতিতে বিরাগবৃদ্ধ হইয়া, বিপশ্যনা বর্ধন করিয়া

অরহত্ত্বং পত্না খুরং আদায় বিহারমম্বাং পার্বিসি । অথ নং
 ভিক্খু ‘কহং গতোসি, আবদুসো’তি পদ্বিচ্ছিংসু । ‘ইমিনা
 খুরেন গলনালিং ছিন্দিত্বা মরিস্সামী’তি গতোম্হি,
 আবদুসো’তি । অথ ‘কম্মা ন মতোসী’তি ? ইদানিম্হি
 সথং আহরিতুং অভম্বো জাতো । অহএম্হি ‘ইমিনা খুরেন
 গলনালিং ছিন্দিস্সামী’তি এণাখুরেন সম্বকিলেসে
 ছিন্দিং’তি । ভিক্খু ‘অয়ং অভূতেন অএম্হং ব্যাক-
 রোতী’তি ভগবতো আরোচেসুং । ভগবা তেসং কথং
 সুত্বা আহ—‘ন, ভিক্খবে, খীণাসবা নাম সহথা অন্তানং
 জীবিতা বোরোপেত্তী’তি । “ভম্মে, তুম্হে ইমং ‘খীণা-
 সবো’তি বদেথ, এবং অরহত্ত্বপনিম্মসয়সম্পন্নো পনায়ং
 কম্মা উক্খ’ঠতি, কিমস্স অরহত্ত্বপনিম্মসয়কারণং, কম্মা সো

*

*

*

প্রতিসম্ভিদা সহ অহ’ত্ত্ব লাভ করিয়া ক্ষুরটি লইয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন ।
 তখন ভিক্ষুরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আবদুসো, কোথায়
 গিয়াছিলেন ?’

‘আবদুসো, এই ক্ষুরের দ্বারা গলনালী ছেদন করিয়া মরিব’ বলিয়া
 গিয়াছিলাম ।

‘তাহা হইলে মরিলেন না কেন ?’

‘এখন আমি ক্ষুর ধারণ করিতে অসমর্থ । আমি ‘এই ক্ষুরের দ্বারা
 গলনালী ছেদন করিব’ বলিয়া যাইয়া জ্ঞানরূপ ক্ষুরের দ্বারা সমস্ত ক্রেশকে
 ছেদন করিয়াছি ।’

ভিক্ষুগণ ‘এই ভিক্ষু মিথ্যা এবং অসত্য ভাষণ করিতেছে’ বলিয়া
 ভগবানকে জানাইলেন । ভগবান তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, ক্ষীণাস্রব অহ’ংগণ নিজহস্তে নিজের জীবন নষ্ট করিতে
 পারে না ।’

‘ভম্মে, আপনি ইঁহাকে ‘ক্ষীণাস্রব’ বলিতেছেন, এইরূপ অহ’ত্ত্বের উপ-
 নিশ্রয়সম্পন্ন ভিক্ষু উৎক’ঠিত হইবেন কেন ? ইঁহার অহ’ত্ত্বের উপনিশ্রয়ের
 কারণ কি ? সপই বা কেন ইঁহাকে দংশন করে নাই ?’

সম্পো এতং ন ডংসতী”তি ? “ভিক্খবে, সো তাব সম্পো ইমস্স ইতো তীতিয়ে অন্তভাবে দাসো অহোসি, সো অন্তনো সামিকস্স সরীরং ডংসিতুং ন বিসহতী”তি । এবং তাব নেসং সথা একং কারণং আচিক্খি । ততো পট্ঠায় চ সো ভিক্খু সম্পদাসো নাম জাতো ।

কস্সপসম্মাসম্বুদ্ধকালে কিরেকো কুলপদ্বন্তো সখু ধম্মকথং সুত্তা উপ্পন্নসংবেগো পব্বজিত্বা লঙ্কপসম্পদো অপরেন সময়েন অনভিরতিয়া উপ্পন্নায় একস্স সহায়কস্স ভিক্খুনো আরোচেসি । সো তস্স অভিগ্হং গিহিভাবে আদীনবং কথেসি । তং সুত্তা ইতরো সাসনে অভিরমিত্বা পদ্ববে অনভিরতকালে মল্লগিহিতে সমণপরিচ্ছারে একস্মিং সোণ্ডিতীয়ে নিম্মলে করোন্তো নিসীদি । সহায়কোপি সন্তিকেয়েব নিসিন্নো । অথ নং সো এবমাহ—
‘অহং, আবদুসো, উপ্পব্বজন্তো ইমে পরিচ্ছারে তুয়ং

*

*

*

‘হে ভিক্ষুগণ, সেই সপ্ন এখন হইতে পূর্বে তৃতীয় জন্মে ইহার দাস ছিল । সে কি করিয়া নিজের প্রভুকে দংশন করিবে ? এইভাবে শাস্তা তাঁহাদের একটি কারণ জানাইলেন । সেই হইতে তাঁহার নাম হইল ‘সম্পদাস’ ।

ভগবান কাশ্যপ সম্যক্সম্বুদ্ধের সময় এই ব্যক্তি শাস্তার ধর্মকথা শুনিয়া সংবেগজাত হইয়া প্রব্রজিত ও উপসম্পন্ন হইয়া এক সময় চিন্তে অনভিরতি উপ্পন্ন হওয়াতে সহায়ক এক ভিক্ষুকে জানাইলেন । তিনি সর্বতোভাবে গার্হস্থ্য জীবনের দোষের কথা বলিলেন । ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তি পুনরায় বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হইলেন । তাঁহার অপ্রসন্ন থাকাকালীন সময়ে শ্রমণ-ব্যবহার্ষ্য দ্রব্যাদি নোংরা হইয়া গিয়াছিল । একদিন তিনি জলাশয়ের তীরে বসিয়া সেইগুলি পরিষ্কার করিতেছিলেন । তাঁহার বন্ধুও কাছেই বসিয়াছিলেন । তখন তাঁহাকে তিনি বলিলেন—‘আবদুসো, আমার ইচ্ছা-ছিল পুনরায় গৃহী হইয়া যাইলে এইসব দ্রব্য তোমাকেই দিয়া যাইব ।’

দাতুকামো অহোসি'ন্তি । সো লোভং উম্পাদেহ্মা চিন্তেসি—
 'ইমিনা ময়্‌হং পব্বজিতেন বা উম্পব্বজিতেন বা কো অথো,
 ইদানি পরিক্‌খারে গণ্‌হিস্সামী'তি । সো ততো পট্‌ঠায়
 'কিং দানাব্দুসো, অম্‌হাং জীবিতেন, যে ময়্যং কপালহত্থা
 পরকুলেসদ্‌ ভিক্‌খায় চরাম, পদ্‌ত্তদারেহি সন্ধিং আলাপ-
 সল্লাপং ন করোমা'তি আদীন বদন্তো গিহিভাবস্স গুণং
 কথেসি । সো তস্স কথং সদ্‌হ্মা পদ্‌ন উক্ক'ণ্ঠিতো হদ্‌হ্মা
 চিন্তেসি—'অয়ং ময়া 'উক্ক'ণ্ঠিতোম্‌হী'তি বদ্‌ত্তে পঠমং
 গিহিভাবে আদীনবং কথেহ্মা ইদানি অভিগ্‌হং গুণং
 কথতি, 'কিং নদ্‌ থো কারণ'ন্তি চিন্তেত্তো 'ইমেসদ্‌ সমণ-
 পরিক্‌খারেসদ্‌ লোভেনা'তি ঞ্‌হ্মা সয়মেব অন্তনো চিত্তং
 নিবত্তেসি । এবমস্স কস্সপসম্মাসম্বদ্‌দ্ধকালে একস্স ভিক্‌-
 খুনো উক্ক'ণ্ঠাপিতত্তা ইদানি অনাভিরতি উম্পন্ন । যো পন

*

*

*

বন্দুটির লোভচিন্ত উৎপন্ন হওয়ায় চিন্তা করিলেন—'এই ব্যক্তি প্রব্রজিত থাকুন
 বা গৃহী হইয়া যান আমার কি লাভ ? আমি ইহার জিনিসগুলি আত্মসাৎ
 করিব ।' ইহার পর হইতে তিনি নানাভাবে গাহ'স্থ্যজীবনের প্রশংসা করিয়া
 তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—'আমাদের এইভাবে বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি ?
 আমরা ভিক্ষাপাঠ লইয়া পরকুলে বিচরণ করি । স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত কোন
 আলাপ-সলাপ করিতে পারি না ।' সেই ব্যক্তি তাঁহার কথা শুনিয়া পদ্‌নরায়
 উৎক'ণ্ঠিত হইয়া ভাবিলেন—'আমি উৎক'ণ্ঠিত হইলে এই ব্যক্তি প্রথমে
 গাহ'স্থ্যজীবনের দোষের কথা বলিয়া এখন আবার গুণের কথা বলিতেছেন
 কেন ? কারণটা কি ?' চিন্তা করিয়া বদ্‌ঝিলেন যে শ্রমণ-ব্যবহার্য' দ্রব্যাদির
 লোভেই এইরূপ বলিতেছেন । তিনি নিজেই নিজের চিন্তকে সংযত করিলেন ।
 এইভাবে কাশ্যপ সম্যক্‌সম্বদ্‌দ্ধের সময় এক ভিক্ষুকে উৎক'ণ্ঠিত করার কারণে
 এই জন্মে তাঁহার অনাভিরতি উৎপন্ন হইয়াছে । ঐ ব্যক্তিই বিংশতি সহস্র

তেনেব তদা বীসতি বস্সসহস্সানি সমগধস্সমা কতো, স্বেস্স
এতরহি অরহত্তুপনিস্সয়ো জাতোতি ।

ইমমথং তে ভিক্খু ভগবতো সন্তিকা সূত্বা উত্তরিং
পদ্বিচ্ছিৎসু—‘ভন্তে, অয়ং কির ভিক্খু ঋরধারং গল-
নালিয়ং কত্বা ঠিতোব অরহত্তং পাপদুগাতি, উস্পজ্জস্সতি
নু খো এত্তুকেন খণেন অরহত্তমগ্গো’তি । ‘আম, ভিক্খবে,
আরদ্ধবীরিয়স্স ভিক্খুনো পাদং উক্খিপিদ্দা ভূমিয়ং
ঠপেন্তস্স পাদে ভূমিয়ং অসম্পত্তেয়েব অরহত্তমগ্গো
উস্পজ্জতি । কুসীতস্স পদুগলস্স হি বস্সসতং জীবনতো
আরদ্ধবীরিয়স্স খণমত্তম্পি জীবিতং সেয়্যো’তি বত্বা
অনুসন্ধিং ঘট্টেত্বা ইমং গাথমাহ—

‘যো চ বস্সসতং জীবো, কুসীতো হীনবীরিয়ো ।

একাহং জীবিতং সেয়্যো, বীরিয়মারভতো দল্হ’ন্তি । ১১২ ।

*

*

*

বৎসর শ্রমণধর্ম পালন করিয়াছেন । ইহাই তাহার বর্তমান জীবনে অহং-
উপনিশ্রয়ের কারণ হইয়াছে ।

ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট হইতে এই ব্যাপার জানিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা
করিলেন—

‘ভন্তে, এই ভিক্ষু গলনালীতে ঋরধার রাখিয়াও অহং প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন । কিন্তু ঐ ক্ষণে অহংমার্গ উৎপন্ন হয় কি ?’

‘হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, আরম্ভবীৰ্য ভিক্ষুর পা তুলিয়া আবার ভূমিতে পা
রাখিবার পূর্বেই অহংমার্গ উৎপন্ন হইতে পারে । হীনবীৰ্য ব্যক্তির
শতবর্ষের জীবন অপেক্ষা আরম্ভবীৰ্যের ক্ষণমাত্র জীবনও শ্রেয়ঃ ।’ ইহা বলিয়া
শান্তা সমবধান করিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যে অলস ও হীনবীৰ্য হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন
অপেক্ষা দৃঢ়বীৰ্য ব্যক্তির এক দিবসের জীবনও শ্রেয়ঃ ।’

তথ ‘কুসীতো’তি কামবিতক্কাদীহি তীহি বিতক্কেহি
বীতিনামেন্তো পদ্দগলো । ‘হীনবীরিয়ো’তি নিস্ববীরিয়ো ।
‘বীরিয়মারভতো দল্হন্তি’ দূবিধম্মাননিস্বত্তনসমথং থিরং
বীরিয়ং আরভন্তস্স । সেসং পুরিমসাদিসমেব ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসূতি ।

সম্পদাসথেরবত্থু একাদসমং ।

*

*

*

অম্বয় :—‘অলস’ অর্থাৎ কামবিতর্কাদি তিন প্রকার বিতর্কের দ্বারা যে ব্যক্তি কালান্তিপাত করে । ‘হীনবীর্য’ অর্থাৎ নিবীর্য । ‘দৃঢ়বীর্য’ সম্পন্ন ব্যক্তির’ অর্থাৎ শমথ ও বিপশ্যনা এই দ্বিবিধ ধ্যান উৎপাদন করিতে সমর্থ, স্থির বীর্য আরম্ভকারী ব্যক্তির । [অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

। সম্পদাস স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



পটাচারাতেরীবখু । ১২

‘যো চ বসসসতং জীবিতী ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে
বিহরন্তো পটাচারং থেরিং আরব্ভ কথেসি ।

সা কির সার্বথিয়ং চন্তালীসকোটীবিববসস সেট্ঠিনো ধীতা
অহোসি অভিরূপা । তং সোলসবসসদ্দেশিককালে সত্ত-
ভূমিকসস পাসাদসস উপরিমতলে রক্খন্তা বসাপেসদুং ।
এবং সন্তোপি সা একেন অন্তনো চুল্লপট্ঠাকেন সন্ধিং
বিস্পটিপজ্জি । অথসসা মাতাপিতরো সমজাতিককূলে
একসস কুমারসস পটিসসদ্বিগিত্তা বিবাহদিবসং ঠপেসদুং ।
তস্মিং উপকট্ঠে সা তং চুল্লপট্ঠাকং আহ—‘মং কির
অসুদককুলসস নাম দসসন্তি, ময়ি পতিকুলং গতে মম
পল্লাকারং গহেত্বা আগতোপি তথ পবেসনং ন লভিসসসি,
সচে তে ময়ি সিনেহো অথি, ইদানেব মং গহেত্বা যেন বা

*

*

*

পটাচারাতেরীর উপাখ্যান । ১২ ।

‘যে শতবর্ষ জীবন ধারণ করে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান-
কালে পটাচারাতেরীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তিনি (পটাচারাত) শ্রাবস্তীতে চল্লিশকোটী বৈভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠের অভিরূপা
কন্যা ছিলেন । যখন তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর তখন তাঁহাকে সপ্তভূমিক
প্রাসাদের উপরিতলে রাখা হইয়াছিল । এইভাবে রাখা সত্ত্বেও তিনি নিজের
একজন বালক ভৃত্যের প্রেমাসক্ত হইয়া পড়েন । এদিকে তাঁহার মাতাপিতা
সমজাতিককূলে এক কুমারের সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির করিয়াছেন এবং
বিবাহের দিনও পাকা । বিবাহের দিন প্রায় নিকট হইলে তিনি সেই বালক
ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—‘আমাকে অসুদককূলে বিবাহ দেওয়া হইবে ।
আমি পতিকূলে চলিয়া যাইলে তুমি আমার জন্য উপহার লইয়া আসিলেও
আমার পতিগৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না । যদি তুমি আমাকে ভালবাসিয়া
থাক তাহা হইলে এখনই আমাকে লইয়া যেদিকে ইচ্ছা পলায়ন কর ।’ সে

তেন বা পলায়স্‌সু'তি । সো 'সাধু, ভস্মেদী'তি বহ্বা 'তেন
 হি অহং স্বে পাতোব নগরদ্বারস্স অসদ্ধকট্টাণে নাম
 ঠস্সামি, ত্বং একেন উপায়েন নিক্‌খমিহ্বা তথ আগচ্ছে-
 য়াসী'তি বহ্বা দদীতিয়দিবসে সস্কেতট্টাণে অট্টাসি ।
 সাপি পাতোব কিলিট্টং বথং নিবাসেহ্বা কেসে বিক্কিরিহ্বা
 কুণ্ডকেন সরীরং মক্‌খিহ্বা কুটং আদায় দাসী'হি সন্ধিং
 গচ্ছন্তী বিয় ঘরা নিক্‌খমিহ্বা তং ঠানং অগমাসি । সো
 তং আদায় দুরং গন্ত্বা একস্মিং গামে নিবাসং কম্পেহ্বা
 অরঞ্‌ঞে খেত্তং কসিহ্বা দারুপল্লাদীনি আহরতি । ইতরা
 কুটেন উদকং আহরিহ্বা সহসা কোট্টনপচনাদীনি করোন্তী
 অন্তনো পাপস্স ফলং অনুভোতি । অথস্সা কুচ্ছিয়ং
 গম্ভো পতিট্টাসি । সা পরিপদুগ্গম্ভা 'ইধ মে কোচি
 উপকারকো নখি, মাতাপিতরো নাম পদুত্তেসু মদুদুহদয়া
 হোন্তি, তেসং সন্তিকং মং নেহি, তথ মে গম্ভবট্টাণং

*

*

*

বলিল—'ভদ্রে, তাহাই হউক । তাহা হইলে আমি খুব সকালে নগরদ্বারের
 অমুদ্রাস্থানে আসিব, তুমি যে কোন উপায়ে (গৃহ হইতে) নিষ্কান্ত হইয়া
 সেখানে চলিয়া আসিবে ।' এই বলিয়া দ্বিতীয় দিনে সস্কেতস্থানে দাঁড়াইয়া
 রহিল । তিনিও খুব সকালেই নোংরা কাপড় পরিয়া আলুখালু কেশে
 সারা শরীরে চালের গুঁড়া মাখিয়া জলের কলসী লইয়া দাসীদের সঙ্গে ঘর
 হইতে বাহির হইয়া ঐ স্থানে চলিয়া গেলেন । বালকভৃত্য তাঁহাকে লইয়া
 অনেক দূরে এক গ্রামে বাস করিতে লাগিল । অরণ্যে ক্ষেতের কাজ করিয়া
 গাছের লতাপাতা জ্বালানির জন্য লইয়া আসিত । শ্রেষ্ঠিকন্যা জলের কলসী
 করিয়া জল আনিয়া নিজের হাতে মশলা-বাটা, রান্না-বান্না করিয়া নিজের
 পাপের ফল অনুভব করিতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি গর্ভবতী হইলেন ।
 যখন তিনি পরিপূর্ণগর্ভা তখন তিনি স্বামীকে বলিলেন—'এখানে আমার
 উপকারী কেহ নাই, মাতাপিতারা পদ্রকন্যার প্রতি কোমলহৃদয় হইয়া থাকেন,
 তাঁহাদিগের নিকট আমাকে লইয়া যাও, আমি সেইখানেই সন্তানের জন্ম দিব ।'

বিজায়িত্বা ‘ষম্সথায়্যাহং কুলঘরং গচ্ছেয়াং, সো অথো নিপ্ফল্লো’তি পদুনদেব তেন সন্ধিং গেহং আগন্ত্বা বাসং কম্পেসি ।

তস্সা অপরেন সময়েন পদুন গম্ভো পতিট্ঠাহি । সা পরিপদুগ্গম্ভা হুত্বা পদুরিমনয়েনেব সান্নিকং যাচিহা গমনং অলভমানা পদুত্তং অঞ্চেনাদায় তথেব পক্কমিত্বা তেন অন্দুবন্ধিত্বা ‘তিট্ঠাহী’তি বদুত্তে নিবত্তিতুং ন ইচ্ছি । অথ নেসং গচ্ছন্তানং মহা অকালমেঘো উদপাদি সমস্তা বিজ্জদুলতাহি আদিত্তং বিয় মেঘথনিতেহি, ভিজ্জমানং বিয় উদকধারানিপাতনিরন্তরং নভং অহোসি । তস্মিং খণে তস্সা কম্মজবাতা চলিংসদু । সা সান্নিকং আমন্তেত্বা, ‘সান্নিকম্মজবাতা মে চলিতা, ন সঙ্কেম্মি সন্ধারেতুং, অনোবস্সকট্ঠানং মে জানাহী’তি আহ । সো হথগতায় বাসিয়া ইতো চিতো চ উপধারেন্তো একস্মিং বস্মিক-

*

*

*

‘ষেজ্জন্য পিতৃগৃহে যাইব স্থির করিয়াছিলাম, তাহা ত নিঃস্পন্ন হইল’—ইহা ভাষিয়া পদুনরায় তাহার সহিত গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন ।

অন্য এক সময় তিনি আবার গর্ভবতী হইলেন । পরিপদুগ্গম্ভা হইলে তিনি পূর্বের ন্যায় স্বামীকে বলিয়া অনন্মতি না পাইয়া পদুত্তকে কোলে লইয়া (পিত্রালয়ে) যাইতে লাগিলেন । স্বামী তাহার অনন্মগমন করিয়া ‘দাঁড়াও’ বলিলেও তিনি ফিরিতে চাহিলেন না । তাহারা যাইবার সময় হঠাৎ ভীষণ অকাল মেঘের সঞ্চার হইল । বিদ্যুৎপ্রভায় আকাশ উল্লাসিত করিয়া, মেঘমণ্ডল হইতে বজ্রপাত করিয়া হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টিপাত শুরু হইল । সেই মহদুত্তে তাহার প্রসববেদনা উৎপন্ন হইল । তিনি স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন—‘স্বামিন্, আমার প্রসববেদনা উৎপন্ন হইয়াছে, কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমার জন্য জায়গা দেখ যেখানে বৃষ্টি নাই ।’ সে হাতের কুঠার লইয়া

মথকে জাতং গদ্বং দিস্বা ছিন্দিতুং আরভি ।
 অথ নং বস্মিকতো নিক্খমিত্বা ঘোরাবিসো আসীবিসো
 ডংসি । তৎখণ্ডেবস্স সরীরং অন্তোসমুট্ঠিতাহি
 অগ্নিজালাহি ডয়্হমানং বিয় নীলবল্লং হুত্বা তথৈব
 পতি । ইতরাপি মহাদদুক্ষং অনুভবমানা তস্স
 আগমনং ওলোকেন্তীপি তং অদিস্বাব অপরিস্পি
 পদন্তং বিজায়ি । ধে দারকা বাতবুট্ঠিবেগং অসহমানা
 মহাবিরবং বিরবন্তি । সা উভোপি তে উরন্তরে কত্বা
 দ্বীহি জল্লুকোহি চেব হথেহি চ ভূমিয়ং উম্পীলেত্বা তথা
 ঠিতাব রন্তি বীতিনামেসি । সকলসরীরং নিল্লোহিতং
 বিয় পদুপলাসবল্লং অহোসি । সা উট্ঠিতে অরুণে মংস-
 পেসিবল্লং একং পদন্তং অঞ্জনাদায় ইতরং অঙ্গুলিয়া গহেত্বা
 ‘এহি, তাত, পিতা তে ইতো গতো’তি বত্বা সামিকস্স

*

*

*

এদিক-সেদিক ঘূরিতে ঘূরিতে দেখিল একটি বস্মীকের মাথায় গাছ
 উঠিয়াছে । সে সেই গাছ কাটিতে আরম্ভ করিল । তৎক্ষণাৎ সেই বস্মীক
 হইতে ঘোরবিষ সর্প বহির্গত হইয়া তাহাকে দংশন করিল । সেই মূহুর্তে
 তাহার শরীরে প্রচণ্ড দাহ উৎপন্ন হইল যেন কেহ তাহার দিকে প্রজ্বলিত
 অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিয়াছে । তাহার শরীর নীলবর্ণ হইয়া ভূপতিত
 হইল । শ্রেষ্ঠিকন্যাও অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া স্বামীর আসার পথ চাহিয়া
 তাহাকে না দেখিয়াই দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম দিলেন । দুই পুত্রই বাতাস ও
 বৃষ্টির বেগ সহ্য করতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল । তিনি
 দুইজনকেই বৃকে লইয়া দুই জানু এবং হাতের উপর শরীরের ভার রাখিয়া
 (মাহাতে ছেলেরা বৃষ্টির জলে ভিজিয়া না যায়) রাত্রি অতিবাহিত করিলেন ।
 তাহার শরীর সম্পূর্ণ রক্তশূন্য, পাণ্ডুর বর্ণের পুত্রের ন্যায় মনে হইতেছিল ।
 অরুণোদয় হইলে মাংসতালসদৃশ নবজাতককে কোলে লইয়া দ্বিতীয়টিকে
 তাহার আঙুল দিয়া ধরিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন—‘এস বৎস, তোমার
 পিতা এইদিকেই গিয়াছে ।’ বলিয়া স্বামী যেদিকে গিয়াছে সেদিকে ঘাইয়া

গতমগ্গেন গচ্ছন্তী তং বস্মিকমথকে কালং কহ্বা পতিতং
নীলবল্লং থক্সসরীরং দিম্বা ‘মং নিস্সায় মম সান্নিকো পন্থে
মতো’তি রোদন্তী পরিদেবন্তী পায়্যাসি ।

সা সকলরিত্তিং দেবেন বদুট্ঠত্তা অচিরবতিং নদিং জল্পদ্প-
মাণেন কটিপ্পমাণেন থনপ্পমাণেন উদকেন পরিপদ্পং দিম্বা
অন্তনো মন্দবদ্বিত্তায় দ্বীহি দারকেহি সন্ধিং উদকং
ওত্তরিতুং অবিসহন্তী জেট্ঠপদ্পত্তং ওরিমতীরে ঠপেহ্বা
ইতরং আদায় পরতীরং গন্ত্বা সাখাভঙ্গং অর্থারিত্ত্বা নিপজ্জা-
পেহ্বা ‘ইতরস্স সন্তিকং গমিস্সামী’তি বালপদ্পত্তকং পহায়
তরিতুং অসক্কোন্তী পদ্পদ্পদ্পনং নিবত্তিত্ত্বা ওলোকয়মানা
পায়্যাসি । অথস্স নদীমজ্জং গতকালে একো সেনো তং
কুমারং দিম্বা ‘মাংসপেশী’তি সঞ্ঞায় আকাসতো ভস্সি ।
সা তং পদ্পত্তস্সথায় ভস্সন্তং দিম্বা উভো হথে উক্খিপিত্ত্বা

*

*

*

বস্মীকমথকে মৃতাবস্থায় পতিত নীলবর্ণের স্তম্ভ শরীর দেখিয়া—‘আমার
জন্যই আমার স্বামী পথে মৃত হইলেন’ বলিয়া রোদন পরিদেবন করিতে
করিতে চলিতে লাগিলেন ।

সারারাত্রি ধরিয়া বৃষ্টি হওয়াতে অচিরবতী নদীর জল কোথাও এক
হাঁটু, কোথাও এক কোমর, কোথাও বা এক বুক পরিপূর্ণ দেখিয়া শ্রেষ্ঠ-
কন্যা দুই পুত্রের সঙ্গে জলে নামিতে অক্ষম হওয়ায় নিজের মন্দবদ্বিবশতঃ
জ্যেষ্ঠপুত্রকে এই তীরে রাখিয়া অন্যজনকে লইয়া পরতীরে যাইয়া একটি
গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া গাছের পাতা বিছাইয়া তাহাতে উহাকে শোয়াইয়া রাখিয়া
‘ঐ ছেলের নিকট যাইব’ ভাবিয়া শিশুপুত্রটিকে রাখিয়া নদী পার হইতে
অনিচ্ছুক হইয়া বারবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার মূখ অবলোকন করিয়া
(অবশেষে) পরপারে চলিলেন । যখন তিনি নদীর মাঝখানে তখন দেখিলেন
একটি শ্যেনপক্ষী শিশুকুমারকে ‘মাংসপেশী’ মনে করিয়া আকাশ হইতে
নীচে ঝড়কিতে লাগিল । তিনি তাহার পুত্রকে খাইতে শ্যেনপক্ষীকে ঝড়কিতে

‘সদৃশ’তি তিক্খত্তুং মহাসন্দং নিচ্ছারেসি । সেনো
দূরভাবেন তং অসদৃশাব কুমারকং গহেহ্বা বেহাসং উম্পতিহ্বা
গতো । ওরিমতীরে ঠিতপদন্তো মাতরং নদীমঙ্ঘে উভো
হথে উক্খিপিহ্বা মহাসন্দং নিচ্ছারয়মানং দিস্বা ‘মং
পক্কোসতী’তি সঞ্‌ঞায় বেগেন উদকে পতি । ইতিস্সা
বালপদন্তং সেনো হরি, জেট্‌টপদন্তো উদকেন বদল্‌হো ।
সা ‘একো মে পদন্তো সেনেন গহিতো, একো উদকেন
বদল্‌হো, পন্থে মে পতি মতো’তি রোদন্তী পরিদেবন্তী
গচ্ছমানা সাবাখিতো আগচ্ছন্তং একং পদরিসং দিস্বা পদচ্ছি
—‘কথং বাসিকোসি, তাতা’তি ? ‘সাবাখি বাসিকোম্‌হি,
অম্মা’তি । ‘সাবাখিনগরে অসদৃকখীখিয়ং এবরুপং
অসদৃককুলং নাম অখি, জানাসি, তাতা’তি ? ‘জানামি,

*

*

*

দেখিয়া দই হাত তুলিয়া ‘সদৃশ’ বলিয়া তিনবার মহাশব্দ করিলেন । দূরত্ব
বেশী হওয়ায় শ্যেন তাঁহার ঐ শব্দ শুনিতে না পাইয়া শিশুকুমারকে তুলিয়া
লইয়া আকাশপথে চলিয়া গেল । এদিকে অপর তীরস্থিত পদ্রুটি মাকে
নদীমধ্যে দই হাত তুলিয়া মহাশব্দ করিতে দেখিয়া ‘আমাকে ডাকিতেছে’
মনে করিয়া দ্রুতবেগে জলে নামিয়া ভাসিয়া গেল । শ্রেষ্ঠিকন্যার কনিষ্ঠ
পদ্রুকে শ্যেন হরণ করিল, জ্যেষ্ঠ পদ্রুটি জলে ডুবিয়া গেল ।

শ্রেষ্ঠিকন্যা ‘আমার এক পদ্রুকে শ্যেন লইয়া গেল, আর এক পদ্রু জলে
ডুবিয়া গেল, রাস্তায় স্বামী কালকবলিত হইল’—এই বলিয়া রোদন ও
পরিদেবন করিতে করিতে (পিতৃভায়ের দিকে যাইবার সময়) দেখিলেন
শ্রাবস্তীর দিক হইতে এক ব্যক্তি আসিতেছেন । তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—

‘বাবা, আপনার কোথায় নিবাস ?’

‘মা, আমি শ্রাবস্তীবাসী ।’

‘বাবা, শ্রাবস্তিনগরে অমদ্রক রাস্তায় অমদ্রক নামে পরিবার আছে
জানেন ?’

অস্ম, তং পন মা পদ্বীচ্ছি, সচে অঞ্-ঞং জানাসি পদ্বীচ্ছা'তি ।
 'অঞ্-ঞেন মে কস্মং নখি, তদেব পদ্বীচ্ছামি, তাতা'তি ।
 'অস্ম, ত্বং অন্তনো অনাচিক্খিতুং ন দেসি, অজ্জ তে
 সস্বরত্তিং দেবো বস্সন্তো দিট্টো'তি । 'দিট্টো মে,
 তাত, ময়্-হমেবেসো সস্বরত্তিং বদ্ট্টো, ন অঞ্-ঞস্স ।
 ময়্-হং পন বদ্ট্টকারণং পচ্ছা তে কথেস্সামি, এতস্মিং
 তাব মে সেট্ঠিগেহে পবত্তিং কথেহী'তি । 'অস্ম, অজ্জ
 রত্তিং সেট্ঠিগু সেট্ঠিভরিয়গু সেট্ঠিপদ্বত্তগাতি তয়োপি
 জনে অবথরমানং গেহং পতি, তে একচিতকস্মিং ঝায়ন্তি ।
 এস ধুমো পঞ্-ঞায়তি, অস্মা'তি । সা তস্মিং খণে

*

*

*

‘মা, জানি ; আমাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিওনা, অন্য কিছু থাকিলে
 জিজ্ঞাসা করিতে পার ।’

‘বাবা, আমি অন্য কিছু জানিতে চাহিনা, উহাদের কথাই জানিতে
 চাই ।’

‘মা আমি যাহা বলিতে চাহিনা, তাহাই তুমি আমাকে দিয়া বলাইতে
 চাহিতেছ । তুমি কি দেখিয়াছ গতকল্য সারারাত্রি ধরিয়া বৃষ্টি হইয়াছে ?’

‘বাবা, আমি জানি, সারারাত্রি ধরিয়া বৃষ্টি আমার উপরেই পতিত
 হইয়াছে, অন্য কাহারও উপরে নহে । আমার উপর কিভাবে বৃষ্টি পতিত
 হইয়াছে তাহা আপনাকে ক্রমশঃ বলিব, এখন আগে আমাকে বলুন সেই
 শ্রেষ্ঠিগৃহের খবর কি ?’

‘মা, গতকাল প্রচণ্ড ঝড়ে শ্রেষ্ঠিগৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং শ্রেষ্ঠি,
 শ্রেষ্ঠিভাষা ও শ্রেষ্ঠিপুত্র তিনজনই তাহাতে মৃত হইয়াছেন । একই চিতায়
 তাঁহাদিগকে দাহ করা হইতেছে । মা, তাকাইয়া দেখ ঐ সেই চিতার
 ধোঁয়া ।’

শ্রেষ্ঠিকন্যা সেই মৃদুহৃতে বদ্বীকিতে পারিলেন না যে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র

নিবন্ধবন্ধু পতমানং ন সঞ্জানি, উন্মত্তিকভাবং পদ্মা যথা-
জাতাব রোদন্তী পরিদেবন্তী—

‘উভো পদন্তা কালকতা, পন্থে ময়ং পতী মতো ।

মাতা পিতা চ ভাতা চ, একচিতম্‌হি ডয়ংহরে’তি ॥

[খেরী অপদান, ২. ২. ৪৯৮]

বিলপন্তী পরিভ্রমি । মনুস্মা তং দিম্বা ‘উন্মত্তিকা
উন্মত্তিকা’তি কচবরং গহেহা পংসুং গহেহা মথকে
ওকিরন্তা লেঙ্ক্‌হি পহরন্তি । সখা জেতবনমহা-
বিহারে অট্ট পরিসমন্তে নিসীদিহা ধম্মং দেসেন্তো
তং আগচ্ছমানং অদ্দস কম্পসতসহস্সং পদুরিতপারমিৎ
অভিনীহারসম্পন্নং ।

সা কির পদমুত্তরবুদ্ধকালে পদমুত্তরসখারা একং বিনয়ধর-
খেরিং বাহায় গহেহা নন্দনবনে ঠপেত্তং বিয় এতদঙ্গট্টানে
ঠপিয়মানং দিম্বা ‘অহম্পি তুম্‌হাদিসস্স বুদ্ধস্স সন্তিকে

*

*

*

স্থলিত হইয়াছে, উন্মত্ত হইয়া রোদন ও পরিদেবন করিতে করিতে একই কথা
বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে এদিক সেদিক ঘুরিতে লাগিলেন—‘আমার
দুই পুত্র কালকবলিত, আমার পতি পথে মৃত । মাতা, পিতা ও ভ্রাতা
একই চিতায় দগ্ধ হইতেছে ।’

লোকেরা তাহাকে দেখিয়া—‘পাগলী, পাগলী’ বলিয়া গায়ে নোংরা
ফেলিয়া, ধূলা মাথায় মাখাইয়া, লোষ্ট্রাঘাত করিতে লাগিল । শাস্ত্র
জেতবনবিহারে অষ্টপরিষদमध्ये উপবিষ্ট হইয়া ধর্মদেশনাকালে শ্রেষ্ঠ-
কন্যাকে আসিতে দেখিয়া (বুদ্ধজ্ঞানে) জানিলেন তিনি শতসহস্র কম্প
পারমিতাপূর্ণ করিয়াছেন এবং অভিনীহারসম্পন্ন (অর্থাৎ নিবাণলাভের
জন্য সংকল্পবদ্ধা) ।

তিনি পদমুত্তর বুদ্ধের সময়ে পদমুত্তর বুদ্ধের দ্বারা এক বিনয়ধর
খেরীকে হাত ধরিয়া স্বর্গের নন্দনবনে স্থাপিত করার ন্যায় বিনয়ধর খেরীদের
मध्ये অগ্রস্থানে স্থাপ্যমানা দেখিয়া এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন—‘আমিও যেন

বিনয়ধরথেরীনং অঙ্গট্টানং লভেয়া'ন্তি অধিকারং কত্ত্বা
 পথনং ঠপেসি । পদম্ভুত্তরবুদ্ধো অনাগতংসঞাণং পথরিত্ত্বা
 পথনায় সমিষ্মনভাবং এত্ত্বা 'অনাগতে গোতমবুদ্ধস্স নাম
 সাসনে অয়ং পটাচারা নামেন বিনয়ধরথেরীনং অঙ্গা
 ভবিস্সতী'তি ব্যাকাসি । তং এবং পথিতপথনং অভিনী-
 হারসম্পন্নং সত্ত্বা দূরতোব আগচ্ছন্তিৎ দিম্বা 'ইমিস্সা
 ঠপেত্ত্বা মং অঞেঞা অবস্সয়ো ভবিতুং সমথো নাম নথী'তি
 চিন্তেত্ত্বা তং যথা বিহারাভিমুখং আগচ্ছতি এবং অকাসি ।
 পরিসা তং দিম্বাব 'ইমিস্সা উম্মত্তিকায় ইতো আগন্তুং মা
 দদিত্থা'তি আহ । সত্ত্বা 'অপেথ, মা নং বারয়িত্থা'তি বত্ত্বা
 অবিদূরট্টানং আগতকালে 'সতিং পটিলভ ভগিনী'তি
 আহ । সা তংখণংয়েব বুদ্ধানুভাবেন সতিং পটিলভি ।
 তস্মিংকালে নিবত্থবত্থস্স পতিতভাবং সল্লক্খেত্ত্বা হিরো-
 ত্তপং পচ্চদপট্টাপেত্ত্বা উক্কটিকং নিসীদি । অথস্সা একো

*

*

*

ভবিষ্যতে আপনার মত বুদ্ধের নিকটে বিনয়ধর থেরীদের মধ্যে অগ্রস্থান লাভ
 করিতে পারি ।' তখন পদম্ভুত্তর বুদ্ধ ভবিষ্যত অবলোকন করিয়া দেখিলেন
 যে তাঁহার প্রার্থনা ফলবতী হইবে এবং তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—
 'ভবিষ্যতে গোতম বুদ্ধের শাসনে এই নারী পটাচারা নামে বিনয়ধরথেরীদের
 মধ্যে অগ্রস্থান লাভ করিবে ।' এইরূপ প্রার্থিতপ্রার্থনাসম্পন্না অভিনীহার-
 সম্পন্নাকে শাস্তা দূর হইতে আসিতে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'আমি ব্যতীত
 অন্য কেহ ইহাকে আগ্রয় দিতে সমর্থ নহে'—এই চিন্তা করিয়া যাহাতে
 শ্রেষ্ঠিকন্যা বিহার অভিমুখেই আসেন সেজন্য ঋদ্ধি প্রয়োগ করিলেন ।
 পরিশদ তাঁহাকে দেখিয়া বলিল—'এই পাগলিনীকে এখানে আসিতে
 দিওনা ।' শাস্তা 'সরিয়া দাঁড়াও, তাহাকে আসিতে দাও, বারণ করিও না'
 বলিয়া নিকটে আসিলে 'ভগিনি, তুমি স্মৃতি লাভ কর' বলিলেন । তিনি
 সেই মূহুর্তেই বুদ্ধের প্রভাবে স্মৃতি লাভ করিলেন । তখন নিজের গায়ে
 বস্ত্র নাই দেখিয়া লজ্জায় উৎকৃষ্টিক হইয়া বসিয়া পড়িলেন । তখন এক

পদ্রিসো উত্তরসাটকং খিপি । সা তং নিবাসেহ্মা সখারং
উপসঙ্কমিহ্মা সদ্বগ্নবগ্নেস্ পাদেস্ পণ্ডপতিট্ঠিতেন
বন্দিত্বা, 'ভন্তে, অবস্সয়ো মে হোথ, পতিট্ঠা মে হোথ ।
একঞ্হি মে পদ্বত্তং সেনো গগ্গ্হি, একো উদকেন বদ্লহো,
পন্হে মে পতি মতো, মাতাপিতরো চেব মে ভাতা চ গেহেন
অবথটা একচিতকস্মিং ঝায়ন্তী'তি ।

সখা তস্মা বচনং স্হুহ্মা, 'পটাচারে, মা চিন্তয়ি, তব তাণং
শরণং অবস্সয়ো ভবিতুং সমথস্সেব সন্তিকং আগতাসি ।
যথা হি তব ইদানি একো পদ্বত্তকো সেনেন গগ্গিতো, একো
উদকেন বদ্লহো, পন্হে পতি মতো, মাতাপিতরো চেব
ভাতা চ গেহেন অবথটা, এবমেব ইমস্মিং সংসারে
পদ্বত্তাদীনং মতকালে তব রোদন্তিয়া পণ্ডরিতঅস্স্ চতুন্নং
মহাসমদ্বদানং উদকতো বহত্তরং'তি বহ্মা ইমং গাথমাহ—

*

*

*

ব্যক্তি তাঁহার দিকে একখানি বস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন । তিনি তাহা পরিধান
করিয়া শাস্ত্রার নিকট উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রার সদ্বর্ণবর্ণের পাদদ্বয়ে পণ্ডাঙ্গ
প্রতিষ্ঠিতের দ্বারা বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভস্মে, আমাকে আশ্রয় দিন,
আপনি আমার শরণ হউন । আমার এক পদ্বত্তকে শ্যেন লইয়া গিয়াছে,
এক পদ্বত্ত জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, পথে আমার স্বামী কালকবলিত হইয়াছেন,
মাতাপিতা এবং ভ্রাতা ঘর চাপা পড়িয়া মৃত এবং একই চিতায় সকলে দগ্ধ
হইতেছেন ।'

শাস্ত্রা তাঁহার কথা শ্রুনিয়া—'পটাচারে, চিন্তা করিও না, তোমার গ্ৰাণ,
শরণ এবং আশ্রয় হইবার মত সমর্থ ব্যক্তির নিকটই তুমি আসিয়াছ । যেমন
তোমার এক পদ্বত্তকে শ্যেন লইয়া গিয়াছে, এক পদ্বত্ত জলে ডুবিয়াছে, পথে পতি
মৃত হইয়াছে, মাতাপিতা এবং ভ্রাতা ঘর চাপা পড়িয়াছে, তদ্রূপ এই সংসারে
পদ্বত্তাদির মৃত্যুকালে রোদন করিয়া তুমি যত অশ্রুপাত করিয়াছ তাহা চারি
মহাসমুদ্রের জলরাশি অপেক্ষাও অধিক ।'—ইহা বলিয়া শাস্ত্রা এই গাথা
ভাষণ করিলেন—

‘চতুস্‌ সমুদ্দেশসু জলং পরিস্ককং,

ততো বহুং অস্সজলং অনপ্পকং ।

দুঃখেন ফুট্‌ঠস্স নরস্স সোচনা,

কিং কারণা অস্স তুবং পমজ্জসী’তি ॥

এবং সখরি অনমতগপরিষায়ং কথেন্তে তস্স সরীরে সোকো তনুত্তং অগমাসি । অথ নং তগ্‌ভূতসোকং ঞ্জা পুন সখা আমন্তেত্বা ‘পটাচারে পুত্তাদয়ো নাম পরলোকং গচ্ছন্তস্স তাণং বা লেণং বা সরণং বা ভবিতুং ন সঙ্কোন্তি, তস্মা বিজ্জমানাপি তে ন সন্ধিয়েব, পিণ্ডিতেন পন সীলং বিসোধেত্বা অন্তনো নিব্বানগামিমগ্গং থিপ্পমেব সোধেতুং বটুতী’তি বত্বা ধম্মং দেসেন্তো ইমা গাথা অভাসি—

‘ন সন্তি পুত্তা তাণায়, ন পিতা নাপি বন্ধবা ।

অন্তকেনাধিসপন্নস্স, নখি ঞ্জাতীসু তাণতা ॥

‘এতমথবসং ঞ্জা, পিণ্ডিতো সীলসংবুতো ।

নিব্বানগমনং মগ্গং, থিপ্পমেব বিসোধয়ে’তি ॥

[ধম্মপদ, ২৮৮-২৮৯]

*

*

*

‘চারি সমুদ্রের জল অল্প, ততোধিক হইতেছে অশ্রুজল, দুঃখে কাতর মানুষের শোকের অন্ত আছে কি ? মা তুমি কি কারণে প্রমত্ত হইতেছ ?’

এইভাবে শাস্তা যখন অনাদি সংসারের পর্যায় বর্ণনা করিতেছিলেন (তাহা শুনিয়া) পটাচারার শরীরে শোক কমিয়া গেল । তাঁহার শোক কমিয়াছে দেখিয়া শাস্তা তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন—

‘পটাচারে, পরলোক গমনকালে পুত্রাদি কাহারও গ্রাণ, নিরাপত্তার কারণ বা আশ্রয় হইতে পারে না, সুতরাং তাহারা থাকিলেও নাই । পিণ্ডিত ব্যক্তির উচিত শীল বিশুদ্ধ করিয়া নিব্বানগামিমার্গ শীঘ্রই বিশোধন করা ।’
—এই বলিয়া ধর্মদেশনাকালে এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

‘পুত্রকন্যা, পিতা বা বান্ধবগণ কেহই গ্রাণ করিতে পারে না । মৃত্যুর পাশে বন্ধ ব্যক্তিকে জ্ঞাতিরা গ্রাণ করিতে পারে না । এ সত্য জানিয়া শীলবান্ পিণ্ডিত শীঘ্রই নিব্বানগামী মার্গ বিশুদ্ধ করিবেন ।’

—ধম্মপদ, স্কোক ২৮৮-২৮৯

দেশনাবসানে পটাচারার মহাপর্থাবিয়ং পংসুপরিমাণে কিলেসে
 ঝাপেয়া সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি, অঞ্ণোপি বহু
 সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসুতি । সা পন সোতাপন্ন
 হুত্বা সথারং পব্বজ্জং য়াচি । সথা তং ভিক্খুনীনং সন্তিকং
 পহিণিহ্বা পব্বাজেসি । সা লঙ্কুপসম্পদা পটিতাচারত্তা
 পটাচারাত্তেব পঞ্ণোয়ি । সা একদিবসং কুটেন উদকং
 আদায় পাদে ধোবন্তী উদকং আসিণ্ণ, তং থোকং গন্ত্বা
 পচ্ছিজ্জি । দূতীয়বারে আসিস্তং ততো দূরতরং অগ-
 মাসি । ততীয়বারে আসিস্তং ততোপি দূরতরন্তি । সা
 তদেব আরম্মণং গহেত্বা তয়ো বয়ে পরিচ্ছিন্দিহ্বা ‘ময়া পঠমং
 আসিস্তং উদকং বিয় ইমে সত্তা পঠমবয়েপি মরন্তি, ততো
 দূরতরং গতং দূতীয়বারে আসিস্তং উদকং বিয় মচ্ছিম-
 বয়েপি মরন্তি, ততোপি দূরতরং গতং ততীয়বারে আসিস্তং

*

*

*

দেশনাবসানে পটাচারার মহাপর্থাবীতে যত পাংশু আছে তত পরিমাণ
 চিন্তক্লেণসমূহকে দূর করিয়া স্নোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । অন্যান্য
 আরও অনেকে স্নোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন । তিনি স্নোতাপন্ন হইয়া
 শান্তার নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন । শান্তা তাহাকে ভিক্ষুগণদিগের নিকট
 পাঠাইয়া প্রব্রাজিত করিলেন । তিনি উপসম্পদা লাভ করিয়া উত্তম আচারের
 জন্য ‘পটাচারার’ নামে অভিহিত হইলেন । একদিন তিনি উদকঘটে জল
 লইয়া পা ধুইবার সময় জল গড়াইয়া গেল, কিন্তু কিছুদূর যাইয়া থামিয়া
 গেল । দ্বিতীয়বার পায়ে জল ঢালিলে ঐ জল আরও একটু দূরে যাইয়া
 থামিয়া গেল । তৃতীয়বারে ঐ জল আরও দূরে যাইয়া থামিয়া গেল ।
 তিনি তাহাকেই ‘আলম্বন’রূপে গ্রহণ করিয়া জীবনকে তিন ভাগ করিয়া
 চিন্তা করিলেন—‘আমার দ্বারা প্রথমবার জল ঢালার ন্যায় এই সত্ত্বগণ জীবনের
 প্রথমভাগেও মৃত্যুমুখে পতিত হয় ; দ্বিতীয়বার জল ঢালিলে আরও দূরে
 যাইয়া থামিবার ন্যায় সত্ত্বগণ মধ্যমবয়সেও মৃত্যুমুখে পতিত হয় ; তৃতীয়-

উদকং বিয় পচ্ছিমবয়েপি মরন্তিয়েবা'তি চিন্তেসি । সখা
গন্ধকুটিয়ং নিসিন্নোব ওভাসং ফরিহ্বা তস্সা সম্মদুথে ঠহ্বা
কথেন্তো বিয় 'এবমেতং পটাচারে, পণ্ডন্নম্পি খন্ধানং
উদয়ব্বয়ং অপস্সন্তস্স বস্সসতং জীবনতো তেসং উদয়ব্বয়ং
পস্সন্তস্স একাহম্পি একক'থগম্পি জীবিতং সেয়ে্যা'তি
বহ্বা অন'দুস'ন্ধিং ঘট্টেহ্বা ধম্মং দেসেন্তো গাথমাহ—

‘যো চ বস্সসতং জীবো, অপস্সং উদয়ব্বয়ং ।

একাহং জীবিতং সেয়ে্যা, পস্সতো উদয়ব্বয়'ন্তি । ১১৩ ।
তথ 'অপস্সং উদয়ব্বয়'ন্তি' পণ্ডন্নং খন্ধানং পণ্ডবীসতিয়া
লক'থগেহি উদয়ণ বয়ণ অপস্সন্তো । 'পস্সতো উদয়ব্বয়ন্তি'
তেসং উদয়ণ বয়ণ পস্সন্তস্স । ইতরস্স জীবনতো একা-
হম্পি জীবিতং সেয়ে্যাতি ।

দেসনাবসানে পটাচারো সহ পটিসম্ভিদাহি অরহন্তং
পাপ'দুগি ।

পটাচারোথেরীবথু দ্বাদসমং ।

বানের জল আরও দূরে যাইয়া থামিবার ন্যায় সত্ত্বগণ শেষবয়সেও মৃত্যুমুখে
পতিত হয় ।' শান্তা গন্ধকুটিতে উপবিষ্ট অবস্থাতেই অবভাস বিচ্ছুরিত
করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন বলিলেন—‘পটাচারে, ইহা এইরূপই ।
পণ্ডস্কন্ধের উদয়-ব্যয় না জানিয়া শতবর্ষ জীবন ধারণ অপেক্ষা ইহাদের
উদয়-ব্যয় জানিয়া একদিন একমুহূর্তও বাঁচিয়া থাকা শ্রেয়ঃ’—এই বলিয়া
সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে তিনি এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যে আদি ও অন্ত (জন্ম ও মৃত্যু) না দেখিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে,
তাহার জীবন অপেক্ষা আদ্যন্তদর্শী ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেয়ঃ ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১১৩ ।

অর্থঃ : ‘উদয়-ব্যয়’ না দেখিয়া অর্থাৎ পণ্ডস্কন্ধের পঁচিশ প্রকার লক্ষণের
দ্বারা উদয়-ব্যয় (আদি-অন্ত, জন্ম-মৃত্যু) না দেখিয়া । ‘উদয়-ব্যয় দেখিয়া’
অর্থাৎ সেই পণ্ডস্কন্ধসমূহের উদয় এবং ব্যয় দেখিয়া । পূর্বোক্ত ব্যক্তির জীবন
অপেক্ষা এই ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেয়ঃ ।

দেশনাবসানে পটাচারো প্রতিসম্ভিদাসহ অহ'ত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন ।

। পটাচারো থেরীর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

কিসাগোত্মীবথু । ১৩

‘যো চ বস্সসতং জীবে’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো কিসাগোতমিং আরব্ভ কথেসি ।

সাবথিয়ং কিরেকস্স সেট্ঠিস্স গেহে চত্তালীসকোটধনং
অঙ্গারা এব হুত্বা অট্ঠাসি । সেট্ঠি তং দিম্বা উপ্পন্ন-
সোকো আহারং পটিক্খিপিত্বা মণ্ডকে নিপজ্জি ।
তস্সেকো সহায়কো গেহং গন্ত্বা, ‘সম্ম, কস্সা সোচসী’তি
পদুচ্ছিত্বা তং পবন্তুং সুত্বা, ‘সম্ম, মা সোচি, অহং একং
উপায়ং জানামি, তং করোহী’তি । ‘কিং করোমি, সম্মা’তি ?
অন্তুনো আপণে কিলঞ্জং পসারেত্বা তথ তে অঙ্গারে রাসিং
কত্বা বিক্কিণন্তো বিয় নিসীদ, আগতাগতেসু মনুস্সেসু
যে এবং বদন্তি—‘সেসজনা বথতেলমধুফাণিতাদীনি

কিসা গোতমীর উপাখ্যান । ১৩ ।

‘যে শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
কিসা গোতমীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়া করিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীতে এক শ্রোষ্ঠির গৃহে চল্লিশ কোটি মূল্যের ধন আগুনে পুড়িয়া
ভস্ম হইয়া গেল । শ্রোষ্ঠি তাহা দেখিয়া শোকাকর্ষ হইয়া আহারাদি ত্যাগ
করিয়া মণ্ডে শইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন । তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার
বাড়ী যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘সৌম্য, কেন শোক করিতেছ ?’ সব জানিয়া তিনি বলিলেন—‘সৌম্য,
শোক করিও না, আমি একটা উপায় জানি, তুমি তাহাই কর ।’

‘সৌম্য, কি করিতে হইবে ?’

‘নিজের দোকানে মাদুর বিছাইয়া সেখানে এই অঙ্গাররাশি স্তূপীকৃত
করিয়া বিক্রয় করার ভাগ করিয়া বসিয়া থাক । আগতাগত লোকদের যাহারা
এইরূপ বলিবে—‘অন্য লোকেরা বস্ত্র-তৈল-মধু-গুড়াদি বিক্রয় করে, আর

বিক্ৰিণন্তি, ত্বং পন অঙ্গারে বিক্ৰিণন্তো নিসিন্নো'তি । তে বদেয়্যাসি—‘অন্তনো সন্তকং অবিক্ৰিণন্তো কিং করোমী'তি ? যো পন তং এবং বদতি ‘সেসজনা বথতেলমধুফাণিতাদীনি বিক্ৰিণন্তি, ত্বং পন হিরণ্ণ্-এস্দুবল্লং বিক্ৰিণন্তো নিসিন্নো'-তি, তং বদেয়্যাসি ‘কহং হিরণ্ণ্-এস্দুবল্ল'ন্তি । ‘ইদ'ন্তি চ বদন্তে ‘আহর, তাব ন'ন্তি হথোহি পটিচ্ছেয়্যাসি । এবং দিন্নং তব হথে হিরণ্ণ্-এস্দুবল্লং ভবিম্সসতি । সা পন সচে কুমারিকা হোতি, তব গেহে পদুত্তমস নং আহরিয়া চত্তালীস-কোটিধনং তম্স নিয়্যাদেহা তায় দিন্নং বলজেয়্যাসি । সচে কুমারকো হোতি, তব গেহে বয়ম্পত্তং ধীতরং তম্স দহা চত্তালীসকোটিধনং নিয়্যাদেহা তেন দিন্নং বলজেয়্যাসীতি । সো ‘ভম্মদকো উপায়ো'তি অন্তনো আপণে অঙ্গারে রাসিং কহা বিক্ৰিণন্তো বিয় নিসীদি । যে পন নং এবমাংসদু—

*

*

*

আপনি অঙ্গার বিক্রয়ের জন্য বসিয়া আছেন ?’ তাহাদের বলিবে—‘আমার কাছে যাহা আছে বিক্রয় না করিয়া কি করিব ?’ আর যে তোমাকে এইরূপ বলে—‘অন্য লোকেরা বস্ত্র-তৈল-মধু-গুড়াদি বিক্রয় করে, আর আপনি হিরণ্য-সুবর্ণ বিক্রয়ের জন্য বসিয়া আছেন ?’—তাহাকে বলিবে—‘কোথায় হিরণ্যসুবর্ণ ?’ যদি বলে ‘এই ত’, তাহাকে বলিবে—‘লইয়া আইস’ বলিয়া সে যাহা দিবে তাহা হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে । এইভাবে যাহা প্রদত্ত হইবে তাহা তোমার হাতে হিরণ্যসুবর্ণ হইয়া যাইবে । যদি সেই ব্যক্তি কুমারী হয় তাহা হইলে তোমার পুত্রের সহিত তাহাকে বিবাহ দিয়া চল্লিশ কোটি ধন তাহাকে প্রদান করিবে এবং সে যাহা দিবে তদ্বারা জীবিকা নিবাহ করিবে । আর যদি সেই ব্যক্তি কুমার হয় তাহা হইলে তোমার বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া চল্লিশ কোটি ধন তাহাকে দিবে এবং সে যাহা দিবে তদ্বারা জীবিকা নিবাহ করিবে ।’

তিনি তখন বলিলেন—‘বাঃ, বেশ বুদ্ধি ত ?’ এই বলিয়া নিজের দোকানে অঙ্গাররাশি স্তুপীকৃত করিয়া বিক্রয় করিবার ভাণ করিয়া বসিয়া

‘সেসজনা বথতেলমধুফাণিতাদীনি বিক্ৰিণন্তি, কিং পন
 ঙ্গ অঙ্গারে বিক্ৰিণন্তো নিসিন্নো’তি ? তেসং ‘অন্তনো
 সন্তকং অবিক্ৰিণন্তো কিং করোমী’তি পটিবচনং অদাসি ।
 অথেকা গোতমী নাম কুমারিকা কিসসরীরতায়
 কিসাগোতমীতি পঞ্ণায়মানা পরিজিন্ণকুলস্স ধীতা
 অন্তনো একেন কিচ্চেন আপণদ্বারং গন্ত্বা তং সেট্ঠিং
 দিম্বা এবমাহ—‘কিং, তাত, সেসজনা বথতেলমধু-
 ফাণিতাদীনি বিক্ৰিণন্তি, ঙ্গ হিরঞ্ণস্দুবল্লং বিক্ৰিণন্তো
 নিসিন্নো’তি ? ‘কহং অম্ম, হিরঞ্ণস্দুবল্ল’ন্তি ? ‘নন্দ
 ঙ্গ তদেব গহেত্বা নিসিন্নোসী’তি ? ‘আহর, তাব নং,
 অম্মা’তি । সা হথপদুরং গহেত্বা তস্স হথেস্দু ঠপেসি, তং
 হিরঞ্ণস্দুবল্লমেব অহোসি ।

অথ নং সেট্ঠি ‘কতরং তে, অম্ম গেহ’ন্তি পদুচ্ছিহ্বা

*

*

*

থাকিলেন । যাহারা তাঁহাকে এইরূপ বলিল—‘অন্য লোকেরা বস্ত্র-তৈল-
 মধু-গুড়াদি বিক্রয় করে আর আপনি অঙ্গার বিক্রয় করিবার জন্য বসিয়া
 আছেন ?’ তিনি তাহাদের বলিলেন—‘নিজের কাছে যা আছে, বিক্রয় না
 করিয়া কি করিব ?’ একদিন এক ‘গোতমী’ নামক কুমারী [কৃশশরীরের
 জন্য যাহাকে কিসা-গোতমী (= কৃশা গোতমী) বলা হইত] যিনি
 দরিদ্রকুলে জাত কন্যা—নিজের প্রয়োজনে কিছু ক্রয় করিবার জন্য দোকানের
 সম্মুখে আসিয়া শ্রেষ্ঠিকে বলিলেন—‘বাবা, অন্য লোকেরা বস্ত্র-তৈল-মধু-
 গুড়াদি বিক্রয় করে, আপনি হিরণ্যসুবর্ণ বিক্রয়ের জন্য বসিয়াছেন ?’

‘মা, কোথায় হিরণ্যসুবর্ণ ?’

‘কেন, আপনি তাহা লইয়া বসিয়া আছেন নহে কি ?’

‘মা, আমার হাতে দাও ত !’

কিসা গোতমী এক মৃষ্টি অঙ্গার লইয়া তাঁহার হাতে দিলেন ।

তাহা হিরণ্যসুবর্ণে পরিবর্তিত হইল ।

তখন শ্রেষ্ঠি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘মা, তোমার বাড়ী কোথায় ?’

‘অসুদকং নামা’তি বদন্তে তস্মা অস্সামিকভাবং ঐহ্বা ধনং
 পটিসামেহ্বা তং অন্তনো পদন্তস্স আনেহ্বা চত্তালীসকোটি-
 ধনং পটিচ্ছাপেসি । সস্বং হিরণ্ণ্যং পদন্তস্স বস্তুমেব অহোসি ।
 তস্সা অপরেন সময়েন গবেভা পতিট্ঠতি । সা দস-
 মাসচ্চয়েন পদন্তং বিজায়ি । সো পদসা গমনকালে কাল-
 মকাসি । সা অদিট্ঠপদন্তবরণতায় তং ঝাপেতুং নীহরন্তে
 বারেহ্বা ‘পদন্তস্স মে ভেসজ্জং পদচ্ছিস্সামী’তি মতকলে-
 বরং অঞ্চে নাদায় ‘অপি নু মে পদন্তস্স ভেসজ্জং জানাথা’তি
 পদচ্ছন্তী ঘরপটিপাটিয়া বিচরতি । অথ নং মনুস্সা,
 ‘অস্সম, হুং উস্সমিত্তিকা জাতা, মতকপদন্তস্স ভেসজ্জং
 পদচ্ছন্তী বিচরসী’তি বদন্তি । সা ‘অবস্সং মম পদন্তস্স
 ভেসজ্জং জাননকং লভিস্সামী’তি মণ্ণং ঐমানা বিচরতি ।
 অথ নং একো পণ্ডিতপদুরিসো দিস্স্বা, ‘অয়ং মম ধীতা

‘ঐ স্থানে ।’

শ্রেষ্ঠ জানিলেন যে তিনি কুমারী । তখন তাঁহাকে আনিয়া পুত্রের
 সহিত বিবাহ দিলেন এবং সেই অঙ্গররাশি তাহার হস্তস্পর্শে আবার হিরণ্য-
 সুবর্ণে পরিণত হইল । তিনি ঐ ধন পুত্রবধূর হস্তে অর্পণ করিলেন ।
 ষথাসময়ে তিনি গর্ভবতী হইলেন এবং দশমাস পরে পুত্র সন্তানের জন্ম
 দিলেন । কিন্তু পুত্রটি যখন হাঁটিতে শিখিল হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল ।
 কিসা গোতমী ইতিপূর্বে মৃত্যু দেখেন নাই । তাই পুত্রকে দাহ করিতে বারণ
 করিলেন । ‘আমি আমার পুত্রের জন্য ভৈষজ্যের সম্বধান করিব’ বলিয়া
 মৃত পুত্রকে কোলে লইয়া ‘তোমরা আমার পুত্রের জন্য ঔষধ দিবে কি ষাহাতে
 সে বাঁচিয়া উঠে !’ বলিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন । তখন লোকেরা
 তাঁহাকে বলিল—‘মা, তুমি উন্মত্ত হইয়াছ, মৃত পুত্রের জন্য কেহ ভৈষজ্য
 ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় ?’ তিনি—‘অব্যাহি আমার পুত্রের ভৈষজ্য জানে
 এইরূপ ব্যক্তি আমি লাভ করিব ।’ মনে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ।
 তখন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়া ‘এই মের্ণেটি খুব সম্ভব প্রথম

পঠমং পদ্বন্তকং বিজাতা ভবিম্ভসতি অদিট্ঠপদ্বন্তকং ময়া
ইমিস্সা অবম্ভসয়েন ভবিতুং বট্টতী’তি চিন্তেত্বা আহ—
‘অম্ম, অহং ভেসজ্জং ন জানামি, ভেসজ্জজাননকং পন
জানামী’তি । ‘কো জানাতি, তাতা’তি ? ‘সখা, অম্ম,
জানাতি, গচ্ছ, তং পদ্বচ্ছাহী’তি । সা ‘গমিস্সামি, তাত,
পদ্বচ্ছসামি, তাতা’তি বহু সখারং উপসঙ্কমিত্বা বন্দিত্বা
একমন্তং ঠিতা পদ্বচ্ছ—‘তুমহে কির মে পদ্বন্তস্স ভেসজ্জং
জানাথ, ভন্তে’তি ? ‘আম, জানামী’তি । ‘কিং লদ্ধং
বট্টতী’তি ? ‘অচ্ছরংগহগমত্তে সিদ্ধথকে লদ্ধং বট্টতী’তি ।
‘লভিস্সামি, ভন্তে’ । ‘কস্স পন গেহে লদ্ধং বট্টতী’তি ?
‘ষস্স গেহে পদ্বন্তো বা ধীতা বা ন কোচি মতপদ্বন্তো’তি ।
সা -সাধু, ভন্তে’তি সখারং বন্দিত্বা মতপদ্বন্তকং অঙ্কে-
নাদায় অন্তোগামং পর্বিসিত্বা পঠমগেহস্স দ্বারে ঠত্বা ‘অথি

সন্তানের মা হইয়াছে এবং ইতিপূর্বে মৃত্যু কি দেখে নাই, আমি নিশ্চয়ই
ইহাকে সাহায্য করিব ।’ এই চিন্তা করিয়া বলিলেন—‘মা, আমি ভৈষজ্য জানি
না, তবে ষিনি ভৈষজ্য জানেন তাঁহাকে আমি জানি ।’ ‘কে জানেন বাবা ?’
‘মা, শান্তা জানেন ; তুমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর ।’ তিনি—‘বাবা আমি
ধাইব, বাবা আমি জিজ্ঞাসা করিব’ বলিয়া শান্তার নিকট উপস্থিত হইয়া
বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ভন্তে, আপনি নাকি আমার (মৃত) পদ্বন্তের জন্য ঔষধ জানেন ?’

‘হঁ্যা জানি ।’

‘কি আনিতে হইবে ?’

‘এক চিমটি মাত্র সরিষা আনিতে হইবে ।’

‘হ্যাঁ ভন্তে, আমি আনিতে পারিব । কিন্তু কিরূপ গৃহ হইতে আনিতে
হইবে ?’

‘যে গৃহে কোন পুত্র বা কন্যা বা কেহ ইতিপূর্বে মৃত হয় নাই ।’

তিনি—‘বেশ ভন্তে’ বলিয়া শান্তাকে বন্দনা করিয়া মৃতপদ্বন্তকে কোলে
হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন এবং প্রথম গৃহটির দরজায় দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা

নদু থো ইমস্মিং গেহে সিদ্ধথকো, পদুত্তস্স কির মে ভেসজ্জং
এত’ন্তি বহ্বা ‘অথী’তি বদুত্তে তেন হি দেথাতি । তেহি
আহরিষা সিদ্ধথকেসদু দিয়্যামানেসদু ‘ইমস্মিং গেহে পদুত্তো
বা ধীতা বা মতপদুত্তো কোচি নথি, অস্মা’তি পদুচ্ছিহ্বা
‘কিং বদেসি, অস্ম ? জীবমানা হি কতিপয়া, মতকা এব
বহুকা’তি বদুত্তে ‘তেন হি গণ্হথ বো সিদ্ধথকে, নেতং মম
পদুত্তস্স ভেসজ্জ’ন্তি পটিঅদাসি ।

সাইমিনা নীয়ামেন আদিতো পট্ঠায় নং পদুচ্ছন্তী বিচারি ।
সা একগেহেপি সিদ্ধথকে অগহেহ্বা সায়হুসময়ে চিন্তেসি—
‘অহো ভারিয়ং কস্মং, অহং ‘মমেব পদুত্তো মতো’তি সঞ্ণ-
মকাসিং, সকলগামেপি পন জীবন্তেহি মতকাব বহুতরা’-

*

*

*

করিলেন—‘এই বাড়ীতে কি একটু সরিষা পাওয়া যাইবে ? ইহা আমার
পুত্রের ঔষধের জন্য লাগিবে ।’

“হ্যা আছে ।”

‘তাহা হইলে দাও ।’

যখন তাঁহারা সরিষা আনিয়া তাঁহাকে দিতেছিল তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন
—‘মা এই বাড়ীতে কোন পুত্র বা কন্যা বা অন্য কেহ ইতিপূর্বে মৃত হন
নাই তো ?’

‘মা, তুমি কি বলিতেছ ? জীবিতের সংখ্যাই বরং কম, মৃতের সংখ্যা
বেশী ।’

‘তাহা হইলে তোমাদের সরিষা ফিরাইয়া লও, ইহা আমার পুত্রের ঔষধে
লাগিবে না ।’—এই বলিয়া ফেরত দিলেন ।

এইভাবে তিনি প্রথম গৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে
বিচরণ করিলেন । তিনি কোন গৃহেই ঈপ্সিত সরিষা না পাইয়া সায়হুসময়ে
চিন্তা করিলেন—‘অহো ! কি অন্যায় কাজ করা হইয়াছে ! আমার ধারণা ছিল
যে শব্দ আমারই পুত্র মরিয়াছে, এখন দেখিতেছি সমস্ত গ্রামে জীবিত ব্যক্তি

তি । তস্মা এবং চিন্তয়মানায় পদন্তসিনেহং মৃদুদৃকহৃদয়ং
থঙ্কভাবং অগমাসি । সা পদন্তং অরঞ্ঞে ছুডেত্তা সথু
সন্তিকং গম্ব্বা বন্দিত্তা একমন্তং অট্ঠাসি । অথ নং সথা
'লদ্ধা তে একচ্ছরমত্তা সিদ্ধথকা'তি আহ । 'ন লদ্ধা, ভন্তে,
সকলগামে জীবন্তেহি মতকাব বহুতরা'তি । অথ নং
সথা 'ত্বং মমেব পদন্তো মতো'তি সল্লক্খেসি, ধুবধম্মো এস
সত্তানং । মচ্ছুরাজা হি সম্বসন্তে অপরিপন্নম্বাসয়ে এব
মহোঘো বিয় পরিকড্ঢমানোয়েব অপায়সমুদ্রে পক্খি-
পতী'তি বহা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাহমাহ—

‘তং পদন্তপসুসম্মত্তং, ব্যাসত্তমনসং নরং ।

সদন্তং গামং মহোঘোব, মচ্ছু আদায় গচ্ছতী'তি ॥

—ধম্মপদ, ২৮৭ ।

*

*

*

অপেক্ষা মৃত ব্যক্তির সংখ্যাই বেশী ।’ এইরূপ চিন্তা করার সময় তাঁহার
পদন্তেনেহ এবং মৃদু হৃদয় কঠিন হইয়া গেল । তিনি পদন্তকে অরণ্যে নিক্ষেপ
করিয়া শাস্তার নিকট আসিয়া বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইলেন । তখন
শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘তুমি এক চির্মটিমাত্র সরিষা পাইয়াছ ?’

‘না ভন্তে, পাই নাই । সমস্ত গ্রামে জীবিত অপেক্ষা মৃতের
সংখ্যাই বেশী ।’

তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—“তুমি ‘আমারই পদন্ত মরিয়াছে’ মনে
করিয়াছিলে, কিন্তু সমস্ত সত্ত্বগণের ক্ষেত্রে ইহাই (অর্থাৎ মৃত্যুই) ধুবসত্য ।
মৃত্যুরাজ সকল সত্ত্বগণকে তাহাদের বাসনা অতৃপ্ত থাকিতেই মহান্ জল-
প্রবাহের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া অপারসমুদ্রে নিক্ষেপ করে ।”—ইহা বলিয়া
শাস্তা ধর্মদেবদশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘মহান্ জলপ্রবাহ যেমন সুপ্ত গ্রামকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ পদন্তে
এবং পশুদেবে ব্যাসত্তচিন্ত ব্যক্তিকে মৃত্যু লইয়া যায় ।’ —ধম্মপদ, স্লোক ২৮৭

গাথাপরিয়োসানে কিসাগোতমী সোতাপত্তিফলে পতিট্ট-
হি, অণ্ড্ৰোপি বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধসূতি ।
সা পন সথারং পব্বজ্জং যাচি, সথা তং ভিক্খুনীং
সন্তিকং পেসেত্বা পব্বাজেসি । সা লদ্ধপসম্পদা ‘কিসা-
গোতমী থেরী’তি পণ্ড্ৰায়ি । সা একদিবসং উপোস-
থাগারে বারং পত্না দীপং জালেত্বা নিসিন্না দীপজালা
উপপজ্জনিত্যো চ ভিজ্জনিত্যো চ দিম্বা ‘এবমেব ইমে সত্তা
উপপজ্জনিত চেব নিরুদ্ধান্তি চ, নিব্বানম্পত্তা এব ন পণ্ড্ৰ-
এয়ন্তী’তি আরম্মণং অঙ্গহেসি । সথা গন্ধকুটিয়ং
নিসিন্নোব ওভাসং ফরিত্বা তম্মা সম্মুখে নিসীদিত্বা
কথেন্তো বিয় ‘এবমেব, গোতমি, ইমে সত্তা দীপজালা বিয়
উপপজ্জনিত চেব নিরুদ্ধান্তি চ, নিব্বানম্পত্তা এব ন পণ্ড্ৰ-

*

*

*

গাথাবসানে কিসাগোতমী সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, অন্য বহু
ব্যক্তিও সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

তিনি শাস্তার নিকট প্ররজ্যা প্রার্থনা করিলেন । শাস্তা তাঁহাকে
ভিক্ষুণীদিগের নিকট পাঠাইয়া প্ররাজিত করিলেন । উপসম্পদা লাভ
করিয়া তিনি ‘কিসা গোতমী থেরী’ নামে পরিচিতা হইলেন । একদিন
তাঁহার উপোসথাগারের পালা ছিল (অর্থাৎ উপোসথগৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন
করা, উদকাদির ব্যবস্থা করা, প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা ইত্যাদি কর্ম সম্পাদন
করা) । তিনি প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়া (মনোযোগ সহকারে) দেখিলেন
কোন কোন দীপশিখা জ্বলিয়া উঠিতেছে আবার স্তিমিত হইতেছে । ইহা
দেখিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন—‘এইরূপেই এই সত্তাগণ উৎপন্ন হইয়া
নিরুদ্ধ হইতেছে । শূদ্ধ যাহারা নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের আর দেখা
যায় না ।’—ইহাই তিনি ধ্যানের আলম্বনরূপে গ্রহণ করিলেন । শাস্তা
গন্ধকুটিতে বসিয়াই বুদ্ধরশ্মি বিচ্ছুরিত করিয়া তাঁহার সম্মুখেই যেন
উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন—‘এইরূপই গোতমি, এই সত্তাগণ দীপজ্বালার

প্রায়ন্তি, এবং নিব্বানং অপস্সন্তানং বস্সসতং জীবনতো
নিব্বানং পস্সন্তস্স খগমত্তম্পি জীবিতং সেয়ে্যো’তি বহ্বা
অনুদসন্ধিৎ স্বেটেহ্বা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘যো চ বস্সসতং জীবো, অপস্সং অমতং পদং ।

একাহং জীবিতং সেয়ে্যো, পস্সতো অমতং

পদ’ন্তি । ১১৪ ।

তথ ‘অমতং পদ’ন্তি’ মরণবিরহিতকোট্টাসং, অমতমহা-
নিব্বানন্তি অথো । সেসং পদুরিমসাদিসমেব ।

দেসনাবসানে কিসাগোতমী যথানিসিন্নাব সহ পটিসম্ভি-
দাহি অরহন্তে পতিট্টহীতি ।

। কিসাগোতমীবথু তেরসমং ।

•

•

•

ন্যায় উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ হয় ; কেবলমাত্র নিবাণপ্রাপ্ত ষাঁহারা তাঁহাদের আর
দেখা যায় না । এইভাবে নিবাণকে না জানিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকা
অপেক্ষা নিবাণকে জানিয়া একমুহূর্তের জীবনও শ্রেয়ঃ ।’ এই কথা বলিয়া
সম্বধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে শাস্তা ভাষণ করিলেন—

‘যে অমৃতপদ (নিবাণপদ) না দেখিয়া শত বৎসর জীবিত থাকে, তাহার
জীবন অপেক্ষা অমৃতপদ দর্শনকারী ব্যক্তির এক দিবসের জীবনও শ্রেয়ঃ’ ।

—ধম্মপদ, শ্লোক ১১৪ ।

অন্বয়ঃ ‘অমৃতপদ’ বলিতে মৃত্যুবিরহিত পদ, অমৃত মহানিবাণকে
বুঝাইয়াছে । [অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

দেশনাবসানে কিসা গোতমী উপবিষ্ট অবস্থাতেই প্রতিসম্ভিদা সহ অহর্ন্তে
প্রতিষ্ঠিত হইলেন ।

। কিসা গোতমীর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

বহুগুটিকথেরীবথু । ১৪

‘ষো চ বস্সসত্ত জীবিতী ইমং ধম্মদেসনং সত্তা জেতবনে
বিহরন্তো বহুপদ্বিস্তিকং থেরিং আরম্ভ কথেসি ।

সাবথিয়ং কিরেকস্মিং কুলে সত্ত পদ্বিত্তা সত্ত চ ধীতরো
অহেসদং । তে সস্বেপি বয়স্পত্তা গেহে পতিট্ঠহিহ্বা
অন্তনো ধম্মতায় সদ্বথস্পত্তা অহেসদং । তেসং অপরেন
সময়েন পিতা কালমকাসি । মহাউপাসিকা সামিকে
নট্ঠেপি ন তাব কুটুম্বং বিভজ্জতি । অথ নং পদ্বিত্তা
আহংসদ—‘অস্ম, অম্‌হাকং পিতরি নট্ঠে তুয়ং কো
অথো কুটুম্বেন, কিং ময়ং তং উপট্ঠাতুং ন সস্কোমা’তি ।
সা তেসং কথং সদ্বা তুগ্‌হী হুদ্বা পদ্বনস্পদ্বনং তেহি
বদ্বচ্ছমানা ‘পদ্বিত্তা মং পটিজ্জাগিসন্তি, কিং মে বিসদং
কুটুম্বেনা’তি সস্বং সাপতেয়্যং মস্বে ভিন্দিহ্বা অদাসি ।

•

•

•

বহুগুটিকা থেরীর উপাখ্যান । ১৪ ।

‘যে শতবর্ষ জীবিত থাকে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান-
কালে বহুপদ্বিস্তিকা থেরীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীতে এক পরিবারে সাত পুত্র ও সাত কন্যা ছিল । তাহারা
সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজ নিজ ধর্মতা অনুসারে
সুখী হইয়াছিল । এক সময় তাহাদের পিতা কালগত হইলেন । কিন্তু
স্বামীর মৃত্যুর পরেও মহা উপাসিকা পরিবারকে ভাগ করিলেন না । তখন
পুত্রগণ তাহাকে বলিল—‘মা, আমাদের পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আপনার
আবার পরিবারের কি প্রয়োজন, আমরা কি আপনার সেবা করিতে সমর্থ
নই ?’ তিনি তাহাদের কথা শুনিয়া নীরব রহিলেন । কিন্তু বারবার
ঐ কথা বলাতে চিন্তা করিলেন—‘আমার পুত্রেরা আমার দেখাশোনা
করিবে, আমার আর পুত্রক সম্পদের প্রয়োজন কি ?’ তিনি সমস্ত

অথ নং কতিপাহচ্চরেন জেট্ঠপদন্তুস ভরিয়া “অহো অম্‌হাকং, অয়্যা, ‘জেট্ঠপদন্তো মে’তি স্বে কোট্ঠাসে দত্তা বিয় ইমমেব গেহং আগচ্ছতী”তি আহ। সেসপদন্তানং ভরিয়াপি এবমেব বদিংসু। জেট্ঠধীতরং আদিং কত্তা তাসং গেহং গতকালোপি নং এবমেব বদিংসু। সা অবমান-
প্পত্তা হত্ত্বা “কিং ইমেসং সন্তিকে বট্টঠেন, ভিক্‌খুনী হত্ত্বা জীবিস্সামী”তি ভিক্‌খুনীউপসসয়ং গত্ত্বা পব্বজ্জং য়াচি। তা নং পব্বাজেসুং। সা লঙ্কপসম্পদা হত্ত্বা বহুপদন্তিকথেরীতি পঞ্‌ঞায়ি। সা ‘অহং মহল্লক-
কালে পব্বজিতা, অম্পমত্তায় মে ভবিতব্ব’ন্তি ভিক্‌খুনীং বত্তপটিবত্তং করোন্তী ‘সম্বরত্তিং সমগধম্মং করিস্সামী’তি হেট্ঠাপাসাদে একং থম্ভং হথেন গহেত্তা তং আবিজ্জমান্নাব সমগধম্মং করোতি, চঙ্কমমানাপি ‘অন্ধকারট্টেন মে

*

*

*

সম্পত্তি মাঝামাঝি ভাগ করিয়া তাহাদের দিলেন। কিছুদিন পরে জ্যেষ্ঠপুত্রের ভাষা তাহাকে বলিলেন—“আমাদের আর্ষা মা ‘আমার জ্যেষ্ঠপুত্র’ বলিয়া দুই ভাগ দিয়া এই ঘরেই বারবার আসেন।” অন্যান্য পুত্রগণের ভাষারিও অনুরূপ কথাই বলিল। জ্যেষ্ঠকন্যা হইতে সুরু করিয়া অন্য কন্যারাও পতিগৃহে গত হইলে তাহাকে ঐ একই কথা বলিল। তিনি অপমানিত হইয়া ‘ইহাদের সঙ্গে বাস করিয়া লাভ কি, ভিক্ষুণী হইয়াই জীবনধারণ করিব’ বলিয়া ভিক্ষুণী-আবাসে যাইয়া প্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। তাহারা তাহাকে প্রব্রজিত করিলেন। তিনি উপসম্পদা লাভ করিয়া ‘বহুপদন্তিকা থেরী’ নামে পরিচিতা হইলেন। তিনি—‘আমি বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছি, অতএব অপ্রমত্ত থাকিতে হইবে’ চিন্তা করিয়া ভিক্ষুণীদের সেবাশুশ্রূষা করাকালে ‘সারারাত্রি ধরিয়া শ্রমণধর্ম পালন করিব’ বলিয়া প্রাসাদের নীচে একটি শুল্কের গায়ে হাত রাখিয়া শ্রমণধর্ম পালন করিতেন এবং অন্ধকারে চক্ৰমণকালে বাহাতে কোন গাছ বা অন্য

রুদ্ধক্খে বা কথ্যচি বা সীসং পটিহ্ণ্ণেয়া'তি তং রুদ্ধক্খং
হথেন গহেত্বা তং আবিজ্জমানাব সমণধম্মং করোতি,
'সথারা দেসিতধম্মমেব করিস্সামী'তি ধম্মং আবজ্জেত্বা
ধম্মং অনুসরমানাব সমণধম্মং করোতি । অথ সথা
গন্ধকুটিয়ং নিসিন্নোব ওভাসং ফরিত্বা সম্মুদখে নিসিন্নো
বিয় তায় সিদ্ধিং কথেন্তো 'বহুপদন্তিকে, ময়া দেসিতং
ধম্মং অনাবজ্জন্তস্স অপস্সন্তস্স বস্সসতং জীবিতো ময়া
দেসিতং ধম্মং পস্সন্তস্স মদুহত্তম্পি জীবিতং সেয়্যো'তি
বত্তা অনুসন্ধিং ঘট্টেত্বা ধম্মং দেসেস্তো ইমং গাথম্মাহ—

‘যো চ বস্সসতং জীবো, অপস্সং ধম্মমুত্তমং

একাহং জীবিতং সেয়্যো, পস্সতো ধম্মমুত্তম'ন্তি । ১১৫ ।

তথ 'ধম্মমুত্তমন্তি' নববিধং লোকুত্তরধম্মং । সো হি

*

*

*

কিছুর সঙ্গে মাথায় ধাক্কা না লাগে সেইজন্য গাছটির গায়ে হাত রাখিয়া
চংক্রমণ করিয়া শ্রমণধর্ম পালন করিতেন । 'শাস্তার দ্বারা উপদিষ্ট ধর্মই
আমি পালন করিব' বলিয়া ধর্মোপদেশ জপ করিতে করিতে এবং অনুস্মরণ
করিতে করিতে শ্রমণধর্ম পালন করিতেন । শাস্তা গন্ধকুটিতে উপবিষ্ট
অবস্থাতেই বুদ্ধরশ্মির দ্বারা উদ্ভাসিত করিয়া বহুপদন্তিকা থেরীর সম্মুখেই
যেন উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন—'বহুপদন্তিকে, আমার উপদিষ্ট ধর্মকে
ভাবনা না করিয়া উপলব্ধি না করিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকা অপেক্ষা আমার
উপদিষ্ট ধর্ম উপলব্ধি করিয়া এক মদুহত্তকালও জীবন ধারণ করা শ্রেয়ঃ ।'
এই বলিয়া তিনি সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ
করিলেন—

‘যে ব্যক্তি উত্তম ধর্ম (বুদ্ধোপদিষ্ট উপদেশ) না বুঝিয়া শত বৎসর
জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা যিনি উত্তম ধর্ম বুঝিয়াছেন, তাহার
এক দিবসের জীবনও শ্রেয়ঃ ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ১১৫ ।

অর্থঃ :— 'উত্তম ধর্ম' অর্থাৎ নববিধ লোকোত্তর ধর্ম । ইহারই নাম উত্তম

উত্তমো ধম্মো নাম । যো হি তং ন পস্সতি, তস্স বস্সস-
তম্পি জীবনতো তং ধম্মং পস্সন্তস্স পটিবিজ্ঞান্তস্স
একাহম্পি একক্খণম্পি ‘জীবিতং সেয়ে্যা’তি ।

গাথাপরিয়োসানে বহুপদ্বিত্তিকথেরী সহ পটিসম্ভিদাহি
অরহত্তে পতিট্ঠহীতি ।

বহুপদ্বিত্তিকথেরীবথু চুন্দসমং

সহস্সবগ্গবগ্গনা নিট্ঠিতা

অট্ঠমো বগ্গো ।

*

*

*

ধর্ম । যে তাহা বোঝে না তাহার শতবর্ষ জীবন অপেক্ষা যিনি সেই ধর্মকে
উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার এক দিনের এক মনুষ্যের জীবনও শ্রেয়ঃ ।

গাথাবসানে বহুপদ্বিত্তিকা থেরী প্রতিসম্ভিদা সহ অরহত্তে প্রতিষ্ঠিত
হইলেন ।

। বহুপদ্বিত্তিকা থেরীর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

। সহস্রবর্গ বর্ণনা সমাপ্ত ।

॥ অন্তিম বর্গ ॥

১। গাগবগ্গো

চুলেকসাটকব্রাহ্মণবথু । ১

‘অভিথরেষথ কল্যাণে’তি ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
চুলেকসাটকব্রাহ্মণং আরব্ভ কথেসি ।

বিপস্সিদসবলস্স কালস্সিং হি মহাএকসাটকব্রাহ্মণো নাম
অহোসি, অয়ং পন এতরহি সাবথিয়ং চুলেকসাটকো নাম ।
তস্স হি একো নিবাসনসাটকো অহোসি, ব্রাহ্মণিয়্যাপি একো ।
উভিন্নস্পি একমেব পারদ্পনং, বহি গমনকালে ব্রাহ্মণো বা
ব্রাহ্মণী বা তং পারদ্পতি । অথেকদিবসং বিহারে ধম্মস্সবনে
ঘোসিতে ব্রাহ্মণো আহ—‘ভোতি, ধম্মস্সবনং ঘোসিতং কিং
দিবা ধম্মস্সবনং গমিস্সসি, উদাহু রত্তিং । পারদ্পনস্স
অভাবেন ন সন্না, অম্হেহি একতো গন্তদ্বিস্তি । ব্রাহ্মণী—

•

•

•

১। গাগবর্গ

চুল্ল-একসাটক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান । ১ ।

‘কল্যাণকর্ম’ সত্ত্বর কর’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
চুল্ল-একসাটক ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

বিপশ্যী (দশবল) বুদ্ধের সময়ে মহা-একসাটক নামক এক ব্রাহ্মণ
ছিলেন । বর্তমানে তিনিই শ্রাবস্তীর চুল্ল-একসাটক ব্রাহ্মণ । তাঁহার একটি
মাত্র অন্তর্বাস ছিল, তাঁহার ব্রাহ্মণীরও তাহাই । উভয়ের বহিবাসও ছিল
একটি মাত্র । বহির্গমনকালে হয় ব্রাহ্মণ না হয় ব্রাহ্মণী ঐ বহিবাস ব্যবহার
করিতেন । একদিন ঘোষণা করা হইল যে বিহারে ধর্মশ্রবণের আয়োজন
হইয়াছে । ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—

‘ওহে, ধর্মশ্রবণের কথা ঘোষিত হইয়াছে, তুমি দিনের বেলায় যাইবে না
রাত্রিতে ? বহিবাসের অভাবে দুইজন একত্রে যাইতে পারিব না ।’ ব্রাহ্মণী

‘সামি, অহং দিবা গমিস্সামী’তি সাতকং পারদুপিত্বা অগ-
মাসি । ব্রাহ্মণো দিবসভাগং গেহে বীতিনামেত্বা যন্তিং
গন্ত্বা সখদ্ পদুরতো নিসিম্বোব ধম্মং অম্বেসাসি ।
অথস্স সরীরং ফরমানা পণ্ডবল্লা পীতি উম্পজ্জি । সো
সথারং পদুজিতুকামো হুত্বা ‘সচে ইমং সাতকং দম্সামি, নেব
ব্রাহ্মণিয়া, ন ময়ং পারদুপনং ভবিম্সতী’তি চিন্তেসি ।
অথস্স মচ্ছেরচিন্তানং সহস্সং উম্পজ্জি, পদুনেকং সদ্ধাচিন্তং
উম্পজ্জি । তং অভিভবিত্বা পদুনে মচ্ছেরসহস্সং উম্পজ্জি ।
ইতিস্স বলবমচ্ছেরং বন্ধিত্বা গণ্হন্তুং বিয় সদ্ধাচিন্তং পাটি-
বাহতিয়েব । তস্স ‘দম্সামি, ন দম্সামী’তি চিন্তেত্তস্সেব
পঠমযামো অপগতো, মজ্জিমযামো সম্পত্তো । তস্মিম্পি
দাতুং নাসক্খি । পাচ্ছিমযামে সম্পত্তে সো চিন্তেসি—‘মম
সদ্ধাচিন্তেন মচ্ছেরচিন্তেন চ সদ্ধিং যদুত্তমস্সেব মে যামা

*

*

*

—‘স্বামিন্, আমি দিনের বেলায় ঘাইব’ বলিয়া বহিবাস পরিধান করিয়া
চলিয়া গেলেন । ব্রাহ্মণ দিনের বেলা গৃহে কাটাইয়া রাত্রে ঘাইয়া শান্তান্ন
সম্মুখে বসিয়া ধর্ম প্রবণ করিলেন । তখন তাঁহার শরীর পণ্ডবর্ণের
প্রীতিতে ক্ষুদ্রিত হইল । তাঁহার ইচ্ছা হইল কিছদ একটা দান করিয়া
শান্তাকে পূজা করিবেন । তিনি চিন্তা করিলেন—‘যদি এই বহিবাস
দান করি তাহা হইলে আমার বা ব্রাহ্মণীর আর বহিবাস থাকিবে
না ।’ তাঁহার সহস্রবার মাৎসর্ঘ্যচিন্তা উৎপন্ন হইলে, একবার প্রজ্ঞাচিন্তা
উৎপন্ন হয় । আবার সেই প্রজ্ঞাচিন্তা দূর হইয়া সহস্রবার মাৎসর্ঘ্যচিন্তা
উৎপন্ন হয় । এইভাবে বলবান্ মাৎসর্ঘ্যকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাঁহার
প্রজ্ঞাচিন্তাই উৎপন্ন হইল । তথাপি ‘দিব কি দিব না’ চিন্তা করিতে করিতে
তাঁহার রাত্রির প্রথম ঘাম কাটিয়া গেল । মধ্যম ঘাম উপস্থিত হইল ।
তথাপি তিনি দান করিতে সমর্থ হইলেন না । রাত্রির শেষ ঘাম
উপস্থিত হইলে তিনি ভাবিলেন—‘প্রজ্ঞাচিন্তা এবং মাৎসর্ঘ্য চিন্তার সঙ্গে যুদ্ধ
করিতে করিতে আমার রাত্রির দুই প্রহর কাটিয়া গেল । এইভাবে ধর্ম

বীতিবত্তা, ইদং মম এত্তকং মচ্ছেরচিত্তং বড্‌টমানং চতুহি
অপায়েহি সীসং উক্খিপিতুং ন সস্সতি, দস্সামি ন'ন্তি ।
সো মচ্ছেরসহস্সং অভিভবিষ্‌য়া সদ্ধাচিত্তং পদুরেচারিকং কস্সা
সাটকং আদায় সথদ্‌ পাদমূলে ঠপেহা—‘জিতং মে, জিতং
মে’তি তিক্‌খত্তুং মহাসদ্‌দমকাসি ।

রাজা পসেনদিকোসলো ধম্মং সুগন্তো তং সদ্‌দং সুহ্‌য়া
‘পদুচ্‌খ নং, কিং কির তেন জিত’ন্তি আহ । সো রাজ-
পদুরিসেহি পদুচ্‌ছিতো তমথং আরোচেসি । হ্‌ং সুহ্‌য়া রাজা
‘দুচ্‌করং কতং ব্রাহ্মণেন, সঙ্গহমস্স করিস্সামী’তি একং
সাটকয়দ্‌গং দাপেসি । সো তম্পি তথাগতস্সেব অদাসি ।
পদন রাজা হ্‌ে চত্তারি অট্‌ঠ সোলসারিতি দ্বিগ্‌দুগং কস্সা
দাপেসি । ব্রাহ্মণো ‘অন্তনো অঙ্গহেহ্‌য়া লদ্ধং লদ্ধং বিস্সম্‌জে-
সিয়েবা’তি বাদমোচনথং ততো একং যদ্‌গং অন্তনো, একং

আমার মাৎসর্যচিন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে তাহা হইলে চারি অপায় হইতে
আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না । অতএব আমি (এই বহিবাস) দানই
করিব’ । তিনি সহস্র মাৎসর্যকে জয় করিয়া শ্রদ্ধাচিন্তকে সামনে রাখিয়া
বহিবাস খুলিয়া শান্তার পাদমূলে রাখিয়া ‘আমি জয় করিয়াছি, আমি জয়
করিয়াছি’ বলিয়া তিনবার মহাশব্দ করিলেন ।

রাজা পসেনদি কোশল ধর্ম শব্দনিতে শব্দনিতে ঐ শব্দ শব্দনিয়া বলিলেন—
‘ইহাকে জিজ্ঞাসা কর ত সে কি জয় করিয়াছে ?’ রাজপদুরুষেরা তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই ব্যাপার জানাইলেন । ইহা শব্দনিয়া রাজা
‘ব্রাহ্মণ দুষ্‌কর কাষই করিয়াছেন, আমি তাহার উপকার করিব’ বলিয়া এক
জোড়া বস্ত্র দান করিলেন । তিনি তাহাও তথাগতকেই দান করিয়া
দিলেন । পদনরায় রাজা দুই, চার, আট, ষোল এইভাবে দ্বিগ্‌দুগ করিয়া দান
করিলেন । ব্রাহ্মণ সেইগুলিও তথাগতকে দান করিলেন । তখন রাজা
তাহাকে বগ্নিশ জোড়া বস্ত্র দান করিলেন । ব্রাহ্মণ ‘নিজে গ্রহণ না করিয়া
বাহ্য পাইয়াছেন সমস্তই দান করিয়াছেন,’ অনুরোধ ব্রহ্মার্থে একজোড়া নিজের

ব্রাহ্মণিয়াতি দ্বে যদুগানি গহেত্বা তিৎস যদুগানি তথাগতস্বেব
 অদাসি । রাজা পন তিস্মিং সন্তক্খন্তুদুস্পি দদন্তে পদন
 দাতুকামোয়েব অহোসি । পদুস্বে মহাব্রহ্মসাটকো চতুসট্-
 ঠিয়া সাটকযদুগেসদু দ্বে অঙ্গহেসি, অয়ং পন দ্বিত্তিংসায় লঙ্ক-
 কালে দ্বে অঙ্গহেসি । রাজা পদুরিসে আণাপেসি—
 ‘দুন্ধরং ভণে ব্রাহ্মণেন কতং, অন্তেপদুরে মম দ্বে কম্বলানি
 আহরাপেয্যাথা’তি । তে তমা করিংসদু । রাজা সত-
 সহস্সগ্ঘনকে দ্বে কম্বলে দাপেসি । ব্রাহ্মণো ‘ন ইমে মম
 সরীরে উপযোগং অরহন্তি, বুদ্ধসাসনস্বেব এতে অনদু-
 ছবিকা’তি একং কম্বলং অন্তোগম্ধকুটিয়ং সথদু সয়নস্স
 উপরি বিতানং কত্বা বন্দি, একং অন্তনো ঘরে নিবন্ধং ভুজ-
 মানস্স ভিক্খুনো ভত্তকিচ্চট্ঠানে বিতানং কত্বা বন্দি ।
 রাজা সায়হসময়ে সথদু সন্তিকং গন্ত্বা তং কম্বলং সঞ্জানিত্বা,

জন্য এবং একজোড়া ব্রাহ্মণীর জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট গ্রিশ জোড়া তথাগতকেই
 প্রদান করিলেন । রাজা তাঁহাকে সাতবার দিয়াও আবার দিতে ইচ্ছুক
 হইলেন । পূর্বজন্মের মহা-একসাটক চৌষটি জোড়া হইতে দুই জোড়া গ্রহণ
 করিয়াছিলেন, আর এই একসাটকও বত্রিশ জোড়া হইতে দুই জোড়া গ্রহণ
 করিলেন । রাজা রাজপদুরদ্বয়ের আদেশ দিলেন—‘ওহে, এই ব্রাহ্মণ দুন্ধর
 কার্য করিয়াছেন । আমার অন্তঃপদুর হইতে দুইখানি কম্বল লইয়া আইস ।’
 তাহারা তাহাই করিল । রাজা শতসহস্র মূল্যের দুইখানি কম্বল ব্রাহ্মণকে
 দান করিলেন । ব্রাহ্মণ ‘এইগুণি আমার শরীরে কোন উপকারে আসিবে
 না, এইগুণি বুদ্ধশাসনেরই উপযুক্ত’ এই চিন্তা করিয়া একখানি কম্বল
 গম্ধকুটিতে শান্তার শয্যার উপরে চাঁদোয়ার মত করিয়া বাঁধিয়া দিলেন,
 আর একখানি নিজের ঘরে নিত্য তাঁহার গৃহে ভোজনকারী ভিক্ষুর ভোজন-
 স্থানে চাঁদোয়ার মত বাঁধিয়া দিলেন । রাজা সায়হসময়ে শান্তার নিকট
 ষাইয়া সেই কম্বল চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

—‘ভস্বে, কেন পূজা কত্তা’তি পুচ্ছিত্বা ‘একসাটকেনা’তি
বুদ্ভে ‘ব্রাহ্মণো যম পসাদট্ঠানেয়েব পসাদতী’তি বস্বা
‘চত্তারো হত্থী চত্তারো অস্সে চত্তারি কহাপণসহস্সানি
চতস্সো ইথিয়ো চতস্সো দাসিয়ো চত্তারো পুৱিসে চতুরো
গামবরে’তি এবং যাব সব্বসতা চত্তারি চত্তারি কহা সব্ব-
চতুস্কং নাম অস্স দাপেসি ।

ভিক্ষু ধম্মসভায়ং কথং সমুদট্ঠাপেসদং—‘অহো অচ্ছরিয়ং
চুলেকসাটকস্স কম্মং, তং মদুহত্তমেব সব্বচতুস্কং লভি,
ইদানি কতেন কল্যাণকস্সেন অজ্জমেব বিপাকো দিন্নো’তি ।
সথা আগন্ত্বা ‘কায় নুত্থ, ভিক্ষবে, এতরিহি কথায় সন্নি-
সিন্না’তি পুচ্ছিত্বা ‘ইমায় নামা’তি বুদ্ভে, ভিক্ষবে, সচায়ং
একসাটকো পঠমযামে ময়্হং দাতুং অসক্খিস্স, সম্বসোল-
সকং অলভিস্স । সচে মত্তিমযামে অসক্খিস্স, সম্বট্ঠকং

*

*

*

‘ভস্বে, কে এই পূজা করিয়াছে ?’

‘একসাটক’ ।

‘আমি যাহাতে আনন্দ পাই ব্রাহ্মণও দেখিতেছি তাহাতেই আনন্দ পান’
বলিয়া রাজা ব্রাহ্মণকে ‘চারিটি হস্তী, চারিটি অশ্ব, চারিসহস্র কার্ষাপণ,
চারিজন স্ত্রীলোক, চারিজন দাসী, চারিজন পুৱদুষ, চারিটি গ্রাম—এইভাবে
একশত প্রকারের দ্রব্যের প্রত্যেকটি চারি চারি করিয়া দান করিলেন ।

ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা উত্থাপিত করিলেন—‘অহো ! কি আশ্চর্য
চুল্ল-একসাটকের কর্ম, মদুহর্তমধ্যে তিনি ‘সর্বচতুস্ক’ লাভ করিলেন, এখনকার
কল্যাণকর্মের বিপাক অদ্যই পাওয়া গেল ।’ শাস্তা আসিয়া ‘হে ভিক্ষুগণ,
তোমরা কি বিষয় আলোচনার জন্য সমবেত হইয়াছ’ জিজ্ঞাসা করিয়া ‘এই
বিষয়ে ভস্বে, বলিতে শাস্তা বলিলেন—“হে ভিক্ষুগণ, যদি একসাটক ব্রাহ্মণ
প্রথম প্রহরে আমাকে দান করিতেন তাহা হইলে তিনি ‘সর্বষোড়শক’ লাভ
করিতেন । ব্রাহ্মণ মধ্যম যামে দান করিলে ‘সর্বদ্ব্যধিক’ লাভ করিতেন ।

কাতব্বং । পব্বজিতেন বা উপম্বায়বত্তাদীনি করোন্তেন
 অণ্ড্‌এস্‌স ওকাসং অদত্বা ‘অহং পদুরে, অহং পদুরে’তি
 তুরিততুরিতমেব কাতব্বং । ‘পাপা চিত্ত’ন্তি কায়দদুচ্চারি-
 তাদিপাপকম্মতো বা অকুসলচিত্তদুপ্পাদতো বা সম্বথামেন
 চিত্তং ‘নিবারয়ে’ । ‘দম্মংহি করোতী’তি যো পন ‘দম্মামি,
 ন দম্মামি, সম্পজ্জিস্সতি ন্দু থো মে, নো’তি এবং চিক্‌খল্ল-
 মপ্পেন গচ্ছন্তো বিয় দম্মং পদুণ্ড্‌এং করোতি, তস্স
 একসাটকস্স বিয় মচ্ছেরসহস্সং পাপং ওকাসং লভতি ।
 অথস্স ‘পাপস্মিং রমতী মনো’, কুসলকম্মকরণকালেয়েব হি
 চিত্তং কুসলে রমতি, ততো মদুচ্ছিত্তা পাপনিম্মমেব
 হোতী’তি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসূতি ।

। চুলেকসাটকব্রাহ্মণবথু পঠমং ।

*

*

*

ব্রতাদি সম্পন্ন করা কালে অন্যকে সদুযোগ না দিয়া ‘আমি আগে, আমি আগে’
 বলিয়া ঈরিংগতিতে আগেই সম্পন্ন করিবে । ‘পাপ হইতে চিত্ত’ অর্থাৎ
 কায়দদুচ্চারিতাদি পাপকর্ম হইতে বা অকুশল চিত্তোৎপত্তি হইতে সমস্ত চেষ্টার
 দ্বারা চিত্তকে নিবারিত করিতে হইবে । ‘আলস্য করিলে’ অর্থাৎ যে ব্যক্তি
 ‘আমি দান দিব, কি দিব না,’ ‘ইহাতে আমার লাভ হইবে, কি হইবে না’
 এইভাবে পিচ্ছিল পথে গমনের ন্যায় আলস্যসহকারে (দ্বিধাসহকারে) পুণ্য
 কাজ করে, তাহার মধ্যে একসাটক ব্রাহ্মণের ন্যায় মাৎসর্ষ সহস্রগুণ উৎপন্ন
 হইবার অবকাশ লাভ করিবে । ‘পাপে মন রমিত হয়’ অর্থাৎ কুশলকর্ম
 করা কালেই চিত্ত কুশলে রমিত হয়, তাহা হইতে মদুস্ত হইলে পাপের দিকেই
 চিত্ত রমিত হইবে ।

গাথাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

। চুল্ল-একসাটক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

সেয্যসকথেরবন্ধ । ২

‘পাপণ্ড পদুরিসো’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো সেয্যসকথেরং আরব্ভ কথেসি ।

সো হি লালদায়িথেরস্স সন্ধিবহারিকো, অন্তনো অনভি-
রতিং তস্স আরোচেত্বা তেন পঠমসংঘাদিসেসকস্মে সমাদ-
পিতো উপ্পন্নুপ্পন্নায় অনভিরতিয়া তং কস্সমকাসি । সথা
তস্স কিরিয়ং সুত্তা তং পক্কোসাপেত্তা ‘এবং কির ত্বং
করোসী’তি পদুচ্ছিত্বা ‘আম, ভন্তে’তি বদুত্তে ‘কস্সা ভারিয়ং
কস্সং অকাসি, অননদুচ্ছবিকং মোঘপদুরিসা’তি নানপ্প-
কারতো গরহিত্বা সিক্খাপদং পঞ্ণাপেত্তা ‘এবরূপং হি
কস্সং দিট্ঠধম্মেপি সম্পরায়োপি দদুক্খসংবত্তনিকমেব
হোতী’তি বত্তা অনদুসন্ধিং ঘটেত্তা ধম্মং দেসেসন্তো ইমং
গাথমাহ—

*

*

*

সেয্যসক স্থবিরের উপাখ্যান । ২ ।

‘যদি পদুরূষ পাপকর্ম করে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান-
কালে সেয্যসক স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তিনি লালদায়ী স্থবিরের সহবিহারিক ছিলেন ; নিজের অনভিরতির
কথা তাঁহাকে জানাইলে তিনি বলেন যে সেয্যসক সংঘাদিশেষ দোষে দদুট
এবং যতবার অনভিরতি উৎপন্ন হইষে ততবারই ঐ অপরাধে অপরাধী
হইবেন । শাস্তা তাঁহার কার্যকলাপের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া
পাঠাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তুমি নাকি এইরকম কর ?’ ‘হ্যাঁ ভন্তে’ ।
‘তুমি মহা অন্যায় কাজ করিয়াছ ; হে মূর্খ, এই কাজ করা তোমার অনর্দচিত
হইয়াছে ।’—এইভাবে নানাভাবে তাঁহার নিন্দা করিয়া শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত
করিয়া বলিলেন—‘এইরূপ কর্ম বর্তমান জন্মে এবং ভবিষ্যৎ জন্মে দদুখাবহই
হইয়া থাকে’—এই কথা বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে শাস্তা এই গাথা
ভাষণ করিয়াছিলেন—

‘পাপণ্ডে পদ্বিসো কয়িরা, ন নং কয়িরা পদনপ্পদনং ।

ন তম্হি ছন্দং কয়িরাথ, দদুক্কথো পাপস্স

উচ্চয়োতি । ১১৭ ।

তস্সথো—সচে ‘পদ্বিসো’ সৰ্বিং পাপকস্সং কৰেষ্য, তৎখ-
ণেষেব পচ্চবেক্খিত্বা ‘ইদং অস্পতিৰূপং ওলারিক’ন্তি ‘ন
নং কয়িরা পনপ্পদনং’ । যোপি তম্হি ছন্দো বা রুচি বা
উপ্পজ্জিয়া, তস্মি বিনোদেত্বা ন কয়িরাথেব । কিং কাৰণা ?
‘দদুক্কথো পাপস্স উচ্চয়ো’ । পাপস্স হি উচ্চয়ো বৃদ্ধি
ইধলোকোপি সম্পরায়েপি দদুক্কথমেব আবহতী’তি ।

দেমনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্বিগংসুদতি ।

। সেয্যসকথেরবথু দদুতিয়ং ।

*

*

*

‘যদি কখনও কেহ পাপ করে, তবে যেন তাহা পদনঃ পদনঃ না করে, যেন
তাহাতে আসক্তি প্রকাশ না করে । কারণ পাপ-সঙ্কর দদুখকর । (পাপ
ইহলোকে এবং পরলোকে দদুখ প্রদান করে) । —ধম্মপদ, স্লোক ১১৭ ।

অন্বয় : যদি ‘কোন ব্যক্তি’ একবার পাপকর্ম করে, সেই মহত্তে
যদি প্রত্যবেক্ষণ করে যে ‘ইহা অনর্চিত, ইহা অন্যায’ তাহা হইলে ‘পদনঃ-
পদনঃ’ সে তাহা করিবে না ।’ যদিও বা তাহাতে (অর্থাৎ সেই পাপকর্মে)
কোন ছন্দ বা রুচি উপলব্ধ হয়, তাহাকে দূর করিয়া ঐ পাপকর্ম সম্পাদন
করিবে না । কেন ? কারণ পাপ সঙ্কর দদুখজনক । পাপের সঙ্কর ইহলোকে
এবং পরলোকে দদুখই প্রদান করে ।

দেমনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

। সেয্যসক ছবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

লাজদেবধীতাবথু । ৩

‘পদ্মঃপ্রঃপ্তে’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
লাজদেবধীতরং আরব্ভ কথেসি । [বথু রাজগহে
সমুট্ঠিতং]

আরম্মা হি মহাকস্সপো পিপ্পলিগদ্ধাহয়ং বিহরন্তো ঝানং
সমাপজ্জিহ্বা সত্তমে দিবসে বদুট্ঠায় দিস্বেন চক্খুনা
ভিক্ষাচারট্ঠানং ওলোকেন্তো একং সালিখেত্তপালিকং
ইথিং সালিসীসানি গহেহ্বা লাজে কুরুমানং দিস্বা
—‘সন্ধা নু থো, অস্সন্ধা’তি বীমংসিহ্বা ‘সন্ধা’তি ঞ্জহ্বা
‘সক্খিস্সতি নু থো মে সঙ্গহং কাতুং, নো’তি উপধারেন্তো
‘বিসারদা কুলধীতা মম সঙ্গহং করিস্সতি, কহ্বা চ পন
মহাসম্পত্তিং লভিস্সতী’তি ঞ্জহ্বা চীবরং পারদুপিহ্বা পত্ত-
মাদায় সালিখেত্তসমীপেয়েব অট্ঠাসি । কুলধীতা থেরং

*

*

*

লাজ দেবকন্যার উপাখ্যান । ৩ ।

‘যদি ব্যক্তি পুণ্য সম্পাদন করে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে
অবস্থানকালে লাজ-দেবকন্যাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

আয়ুজ্জান মহাকাশ্যপ পিপ্পলিগদ্ধাহয় অবস্থানকালে ধ্যান উৎপাদন
করিয়া সপ্তম দিনে ধ্যান হইতে উঠিয়া দিব্যচক্ষুর দ্বারা ভিক্ষাচারস্থান
অবলোকন করিতে করিতে দেখিলেন এক শালিক্ষেত্রপালিকা কুলদুহিতা
শালিশীষ’গদ্বলি লইয়া লাজ তৈয়ার করিতেছে । তারপর সে ‘শ্রদ্ধাবতী না
অশ্রদ্ধাবতী’ বিচার করিয়া ‘শ্রদ্ধাবতী’ জানিয়া এবং ‘সে উপকার করিতে
পারিবে কিনা’ বিচার করিয়া ‘বিশারদা এই কুলদুহিতা আমার উপকার
করিবে, করিয়া মহাসম্পত্তি লাভ করিবে’ জানিয়া উত্তরাসঙ্গ চীরর পরিধান
করিয়া পাত্র লইয়া শালিক্ষেত্রের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন । কুলদুহিতা

দিম্বাব পসন্নচিত্তা পণ্ডবল্লায় পীতিয়া ফুট্ঠসরীরা
 ‘তিট্ঠথ ভস্কে’তি বহ্বা লাজে আদায় বেগেন গন্ডা থেরস্স
 পত্তে আকিরিত্তা পণ্ডপতিট্ঠিতেন বন্দিহা, ‘ভস্কে, তুম্‌হেহি
 দিট্ঠধম্মস্স ভাগিনী অস্স’ন্তি পথনং অকাসি। থেরো
 ‘এবং হোতু’তি অনন্মোদনমকাসি। সাপি থেরং বন্দিহা
 দিন্দানং আবজ্জমানা নিবত্তি। তায় চ পন কেদারমরিয়াদায়
 গমনমগ্গে একস্মিং বিলে ঘোরবিসো সম্পো নিপজ্জি। সো
 থেরস্স কাসায়পটিচ্ছনং জঘং ডংসিতুং নাসক্খি। ইতরা
 দানং আবজ্জমানা নিবত্তন্তী তং পদেসং পাপুণি। সম্পো
 বিলা নিক্খমিত্তা তং ডংসিত্তা তথেব পতেসি। সা পসন্ন-
 চিত্তেন কালং কহ্বা তাবতিংসভবনে তিংসযোজনিকে
 কনকবিমানে সুত্তপ্‌বদ্বা বিয় সন্‌বালংকারপটিম্‌ডিভেন
 তিগাবুতেন অন্তভাবেন নিব্বত্তি। সা দ্বাদসযোজনিকং

*

*

*

স্থবিরকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া পণ্ডবর্ণ প্রীতিতে রোমাঞ্চিত শরীরে ‘ভস্কে,
 দাঁড়ান’ বলিয়া লাজ লইয়া স্থবিরের পাত্রে প্রদান করিয়া পণ্ডাঙ্গ (ভূমিতে)
 স্থাপিত করিয়া বন্দনা করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন—

‘ভস্কে, আপনি এই জন্মে যাহা লাভ করিয়াছেন আমিও যেন একদিন
 তাহার ভাগী হইতে পারি।’ স্থবির ‘তাহাই হউক’ বলিয়া অনন্মোদন
 করিলেন। সেই কন্যাও স্থবিরকে বন্দনা করিয়া নিজের প্রদত্ত দানের কথা
 চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিতে লাগিলেন। সেই ক্ষেত্রের গমনমার্গে
 একটি গর্তে একটি বিষধর সর্প শয়ন করিয়া আছে। সেই সর্প স্থবিরের কাষায়-
 বস্ত্রাচ্ছাদিত জঘাতে দংশন করিতে পারিল না। সেই কন্যা দানের কথা
 চিন্তা করিতে করিতে ফিরবার সময় ঐস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
 সর্পটি গর্ত হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে দংশন করিয়া ভূপাতিত করিল।
 তিনি প্রসন্নচিত্তে কালগত হইয়া তাবতিংস দেবলোকে ত্রিংশৎযোজনিক কনক-
 বিমানে সুত্ত-প্রবদ্বার ন্যায় (অর্থাৎ মনুষ্যলোকে ছিলেন সুপ্তা, প্রবদ্বা
 হইলেন দেবলোকে) সন্‌বালংকারপ্রতিম্‌ডিভ তিগাবুত পরিমাণ দেহবিশিষ্টা

একং দিম্ববথং নিবাসেহা একং পার্দুপিহা অচ্ছরাসহস্-
পরিবদুতা পদ্ববকম্মপকাসনথায় সুবল্লাজভারিতেন ওলম্ব-
কেন সুবল্লসরকেন পটিম্মিডতে বিমানদ্বারে ঠিতা অন্তনো
সম্পত্তিং ওলোকেহা—‘কিং নু থো মে কহা অয়ং সম্পত্তি
লদ্ধা’তি দিব্বেন চক্খুনা উপধারেস্শী ‘অয্যস্স মে
মহাকস্সপথেরস্স দিন্নলাজনিস্সন্দেন সা লদ্ধা’তি
অণ্ণ্ণাসি ।

সা এবং পরিত্তকেন কস্মেন এবরুপং সম্পত্তিং লভিত্বা ‘ন
দানি ময়া পমম্ভিজতুং বট্টিতি, অয্যস্স বত্তপটিবত্তং কহা ইমং
সম্পত্তিং থাবরং করিস্সামী’তি চিস্তেতা পাতোব কনকময়ং
সম্মম্ভজনিণ্ণেব কচবরছন্ডনকণ্ণ পচ্ছিং আদায় গন্হা থেরস্স
পরিবেণং সম্মম্ভিজহা পানীয়-পরিভোজনীয়ং উপট্ঠাপেসি ।
থেরো তং দিম্বা ‘কেনচি দহরেণ বা সামণেরেন বা বত্তং

*

*

*

হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন । তিনি দ্বাদশযোজনিক একখানি দিব্যবস্ত্র
অস্ত্রবাস ও অপর একখানি বহির্বাসরূপে পরিধান করিয়া অস্রাসহস্রপরিবৃত্ত
হইয়া সুসজ্জিত বিমানদ্বারে দাঁড়াইয়া নিজের বৈভব দেখাইতেছিলেন ।
তাঁহার পদবর্জনের কর্মকে প্রকাশিত করিবার জন্য সুবর্ণ লাজপরিপূর্ণ
দোদুল্যমান সুবর্ণকলস বিমানদ্বারে শোভা পাইতেছিল । এই বৈভব দেখিয়া
‘কি সুকর্ম করিয়া এই সম্পত্তি লাভ করিয়াছি’ তাহা দিব্যচক্ষুর দ্বারা দর্শন
করিয়া জানিতে পারিলেন—‘আর্য মহাকাশ্যপ হ্রিবিরকে প্রদত্ত লাজের ফল-
স্বরূপ তিনি এই বৈভব লাভ করিয়াছেন ।’

তিনি সামান্য দানের দ্বারা এইরূপ সম্পত্তি লাভ করিয়া ‘এখন আমি
আর প্রমত্ত হইব না, আর্য মহাকাশ্যপের সেবাশ্রদ্ধা করিয়া এই সম্পত্তিকে
চিরস্থায়ী করিব’ চিন্তা করিয়া প্রাতঃকালেই কনকময় সম্মার্জনী এবং নোংরা
ফেলার কনকময় ঝড়ি লইয়া ঘাইয়া হ্রিবিরের পরিবেণ সম্মার্জিত করিয়া
মুখপ্রক্ষালনের জল রাখিলেন । হ্রিবির তাহা দেখিয়া ‘কোন তরুণ বালক বা

কতং ভবিষ্যতীতি সল্লক্খেসি। সা দ্বিতীয়দিবসে তথৈব
 অকাসি, তেরোপি তথৈব সল্লক্খেসি। ততীয়দিবসে পন
 তেরো তস্সা সম্মজ্জনিসন্দং সূহ্মা তালচ্ছিদ্দাদীহি চ
 পবিট্ঠং সরীরোভাসং দিম্বা দ্বারং বিবরিহ্বা 'কো এস
 সম্মজ্জতীতি পদুচ্ছি। 'অহং, ভন্তে, তুম্হাকং উপট্ঠায়িকা
 লাজদেবধীতা'তি। 'নন্দ ময়্হং এবংনামিকা উপট্ঠায়িকা
 নাম নথী'তি। 'অহং, ভন্তে, সালিখেত্তং রক্খমানা লাজে
 দহ্বা পসন্নচিত্তা নিবত্তন্তী সপ্পেন দট্ঠা কালং কহ্বা তাব-
 তিৎসদেবলোকে উপ্পন্ন, ময়া অয্যং নিস্সায় অয়ং সম্পত্তি
 লদ্ধা, ইদানিপি তুম্হাকং বত্তপটিবত্তং কহ্বা 'সম্পত্তিং
 থাবরং করিস্সামী'তি আগতাম্হি, ভন্তে'তি। 'হিষ্যোপি
 পরোপি তয়াবেতং ঠানং সম্মজ্জিতং, তয়াব পানীয়ভোজনীয়ং
 উপট্ঠাপিত'ন্তি। 'আম, ভন্তে'তি। 'অপোহি দেবধীতে,

*

*

*

প্রামাণ্যের এই ব্রত সম্পাদন করিয়াছে মনে হয়।' তিনি দ্বিতীয় দিবসে তদ্রূপ
 করিলেন। শ্রবিরও তাহাই চিন্তা করিলেন। তৃতীয় দিবসে শ্রবির তাহার
 সম্মার্জনী-শব্দ শ্রুনিয়া তালচ্ছিদ্দাদি দিয়া গৃহে প্রবিষ্ট দেহজ্যোতি দেখিয়া
 দ্বার খুলিয়া—'কে সম্মার্জন করিতেছে?' জিজ্ঞাসা করিলেন।

'ভন্তে, আমি আপনার উপাসিকা লাজদেবদুহিতা।'

'আমার ত এই নামের কোন উপাসিকা আছে বলিয়া মনে হয় না।'

'ভন্তে, আমি শালিক্কেত পাহাড়া দিবার সময় আপনাকে লাজ (=খই)
 দান করিয়া প্রসন্নচিত্তে গৃহে ফিরিবার কালে সপর্দষ্ট হইয়া কালগত হইয়া
 তাবতিৎস দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছি; ভন্তে, আপনার কারণেই আমি এই
 সম্পত্তি লাভ করিয়াছি, এখনও আপনার সেবাসুশ্রুসা করিয়া এই সম্পত্তিকে
 চিরস্থায়ী করিতে ইচ্ছুক হইয়া আসিয়াছি।'

'গত্যকল্য এবং পরশু তুমিই তাহা হইলে সম্মার্জন করিয়া মদুখপ্রক্ষালনের
 জল রাখিয়া গিয়াছ?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

তয়া কতং বস্তং কতংব হোতু, ইতো পট্ঠায় ইমং ঠানং মা আগমী'তি । 'ভস্তে, মা মং নাসেথ, তুম্হাকং বস্তং কত্বা সম্পত্তিং মে থিরং কাতুং দেথা'তি । 'অপেহি দেবধীতে, মা মং অনাগতে চিত্তবীজনিং গহেত্বা নিসিন্ধেহি ধম্মকথিকেহি 'মহাকস্সপথেরস্স কির একা দেবধীতা আগন্ত্বা বস্তপটিবস্তং কত্বা পানীয়পরিভোজনীয়ং উপট্ঠা-পেসী'তি বস্তস্বতং করি, ইতো পট্ঠায় ইধ মা আগমি, পটিক্কমা'তি । সা 'মা মং ভস্তে, নাসেথা'তি পদ্বনপদ্বনং য়াচিযেব । থেরো 'নায়ং মম বচনং সুদগাতী'তি চিস্তেত্বা 'তুবং পমাণং ন জানাসী'তি অচ্ছরং পহরি । সা তথ স'ঠাতুং অসক্কোন্তী আকাসে উ'প্পতিত্বা অঞ্জলিং পংগয়'হ, 'ভস্তে, ময়া লঙ্কসম্পত্তিং মা নাসেথ, থাবরং কাতুং দেথা'তি রোদন্তী আকাসে অট্ঠাসি ।

*

*

*

“হে দেবকন্যে, তুমি চলিয়া যাও । যাহা করিয়াছ করিয়াছ । এখন হইতে আর এখানে আসিবে না ।’

‘ভস্তে, আমার ক্ষতি করিবেন না, আপনার সেবা করিয়া আমার লঙ্ক-সম্পত্তিকে স্থায়ী করিতে সাহায্য করুন ।’

“হে দেবকন্যে তুমি চলিয়া যাও, নচেৎ ভবিষ্যতে চিত্রব্যজনী লইয়া উপবিষ্ট ধর্মকথিকগণ বলাবলি করিবে—‘এক দেবকন্যা নাকি আসিয়া মহাকাশ্যপ স্থবিরের ব্রতকৃত্যাদি করিয়া পানীয়-পরিভোজনীয় উপস্থাপিত করে ।’ না, এখন হইতে তুমি এখানে আসিবে না । চলিয়া যাও ।”

তিনি বারবার প্রার্থনা করিলেন—‘ভস্তে, আমার ক্ষতি করিবেন না ।’

স্থবির ‘এ ত আমার কথা শুনিতেছে না’ চিন্তা করিয়া ‘তুমি নিজের মাত্রা বোধনা !’ বলিয়া তাহার গালে এক চড় মারিলেন । দেবকন্যা সেখানে থাকিতে না পারিয়া আকাশে উঠিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া—‘ভস্তে, আমার লঙ্কসম্পত্তি নষ্ট হইতে দিবেন না । চিত্রস্থায়ী করিতে দিন, (আমি দ্বংখমুদ্রাস্তি কামনা করি)’ বলিয়া রোদন করিতে করিতে আকাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন ।

সখা জেতবনে গন্ধকুটিয়ং নিসিন্নোব তস্সা রোদিতসন্দং
সুহ্মা ওভাসং ফরিহ্মা দেবধীতায় সম্মুথে নিসীদিহ্মা কথেস্তো
বিয় 'দেবধীতে, মম পুত্তস্স কস্সপস্স সংবরকরণমেব ভারো,
পুত্ত্বেপ্পিকানং পন 'অয়ং নো অথো'তি সল্লক্খেহ্মা
পুত্ত্বেপ্পকরণমেব ভারো। পুত্ত্বেপ্পকরণংহি ইধ চেব
সম্পরায়ে চ সুখমেবা'তি বহ্মা অনুসন্ধিৎ ষটেহ্মা ধম্মং
দেসেস্তো ইমং গাথমাহ—

‘পুত্ত্বেপ্পে পুৱিসো কয়িরা, কয়িরা নং পুৱনুপুৱনং ।

তম্হি ছন্দং কয়িরাথ, সুখো পুত্ত্বেপ্পস্স উচ্চরো'তি ।

তস্সথো—সচে ‘পুৱিসো পুত্ত্বেপ্পং’ করেয্য, ‘একবারং মে
পুত্ত্বেপ্পং কতং, অলং এস্তাবতা’তি অনোরমিহ্মা ‘পুৱনুপুৱনং’
করোথেব । তস্স অকরণক্খণেপি ‘তম্হি’ পুত্ত্বেপ্পে
‘ছন্দং’ রুচিং উৎসাহং করোথেব । কিং কারণা ? ‘সুখো

*

*

*

শাস্তা জেতবনে গন্ধকুটিতে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁহার রোদন শব্দ শুনিয়া
আলোকোন্মত্তাসিত করিয়া যেন দেবকন্যার সম্মুখেই উপবিষ্ট হইয়াই
বলিলেন—‘হে দেবকন্যে, আমার পুত্র কাশ্যপের কাজ হইতেছে সংঘম
পালন করা । যাহারা পুণ্যার্থী ‘আমাদের ইহার প্রয়োজন’ চিন্তা
করিয়া পুণ্যকর্মই সম্পাদন করে । পুণ্যকর্মই ইহলোকে এবং পরলোকে
সুখ প্রদান করে’—এই কথা বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথা
ভাষণ করিলেন—

‘যদি কেহ পুণ্যকর্ম করে, তবে যেন তাহা পুৱনঃপুৱনঃ করে, যেন তাহাতে
তাহার রুচি জন্মায়, (কারণ), পুণ্যসংগুয় সুখকর । (ইহলোকে পরলোকে
পুণ্য সুখ প্রদান করে) ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১১৮ ।

অন্বয় : যদি ‘ব্যক্তি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে’ ‘আমি একবার পুণ্য
করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট’ মনে না করিয়া বারবার পুণ্য করিয়া থাকে । তাহার
অকরণক্ষণেও সেই পুণ্যে ছন্দ, রুচি, উৎসাহ উৎপন্ন করিয়া থাকে । কেন ?

পদ্ম্‌ঞ্‌ঞ্‌স উচ্চয়ো'। পদ্ম্‌ঞ্‌ঞ্‌স হি উচ্চয়ো বৃদ্‌টি
ইধলোকপরলোকসুখাবহনতো সুখো'তি ।

দেসনাবসানে দেবধীতা পঞ্চচত্বালীসযোজনমথকে ঠিতাব
সোতাপত্তিফলং পাপদূর্গীতি ।

। লাজদেবধীতাবথু ততিসং ।

*

*

*

পদ্ম্যসংয়ের দ্বারা সুখ হয় । পদ্ম্যের সংয় বৃদ্ধি ইহলোক-পরলোক সুখ
প্রদান করে বলিয়াই সুখকর ।

দেশনাবসানে দেবকন্যা পঁয়তাল্লিশ যোজন দূরে অবস্থান করিয়াও
স্নোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। লাজদেবকন্যার উপাখ্যান সমাপ্ত ।



অন্যথাপিণ্ডিকস্টোত্রবন্ধ । ৪

‘পাপো পমসতী ভদ্র’স্তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে
বিহরন্তো অন্যথাপিণ্ডিকং আরব্ভ কথেসি ।

অন্যথাপিণ্ডিকো হি বিহারমেব উদ্দিম্স চতুপল্লাসকোটিধনং
বুদ্ধসাসনে বিকিরিত্বা সখরি জেতবনে বিহরন্তে দেবসিকং
তীণি মহাউপট্ঠানানি গচ্ছতি, গচ্ছন্তো চ ‘কিং নু থো
আদায় আগতো’তি সামণেরা বা দহরা বা ইথম্পি মে
ওলোকেষু’স্তি তুচ্ছহথো নাম ন গতপদুস্বো । পাতোব
গচ্ছন্তো যাগুং গাহাপেত্বাব গচ্ছতি, কতপাতরাসো সপিপন-
বনীতাদীনি ভেসজ্জানি । সায়াহুসময়ে মালাগন্ধবিলেপন-
বখাদীনি গাহাপেত্বা গচ্ছতি । এবং নিচ্চকালমেব দিবসে
দিবসে দানং দত্ত্বা সীলং রক্খতি । অপরাভাগে ধনং
পরিবক্কয়ং গচ্ছতি । বোহারুপজীবিনোপিম্স হথতো

*

*

*

অন্যথাপিণ্ডিক স্তোত্রের উপাখ্যান । ৪ ।

‘পাপ ভদ্র দেখে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অন্যথা-
পিণ্ডিককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

অন্যথাপিণ্ডিক (শ্রোষ্ঠী) বিহার তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যে চুয়াল্লকোটি
ধন বুদ্ধসাসনে দান করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে প্রত্যহ তিনবার
বুদ্ধের সেবার জন্য যাইতেন । যাইবার সময় ‘কি লইয়া আসিয়াছেন’ বলিয়া
শ্রামণেরগণ এবং তরুণ ভিক্ষুগণ হাতের দিকে চাহিয়া থাকে, কাজেই খালি
হাতে যাওয়া যায় না । সকালে গেলে যাগুভাত লইয়া যান ; প্রাতরাশ
(এখানে প্রাতরাশ বলিতে মূল আহারকে বুঝাইতেছে) গ্রহণের পরে গেলে
ঘটনবনীতাদি ভৈষজ্য লইয়া যান । সায়াহুসময়ে গেলে মালা-গন্ধ-বিলেপন-
দ্রব্যাদি লইয়া যান । এইভাবে প্রত্যহ দান দিয়া শীল রক্ষা করেন ।
অন্যাদিকে ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে । (অর্থাৎ ক্রমশঃ ধন হ্রাস পাইতে থাকে) ।

অট্ঠারসকোটধনং ইণং গণ্‌হিংস্‌, কুলসম্ভকাপিঙ্গ
 অট্ঠারসহিরণ্‌কোটয়ো, নদীতীরে নিদহিহা ঠপিতা
 উদকেন কূলে ভিন্বে মহাসম্ভদং পবিসিংস্‌ । এবমঙ্গ
 অন্দপদ্বেন ধনং পরিক্‌খয়ং অগমাসি । সো এবংভুতোপি
 সম্ভঙ্গ দানং দেতিয়েব, পণীতং পন কহ্ম দাতুং ন সঙ্কোতি ।
 সো একদিবসং সখারা 'দীয়তি পন তে, গহপতি, কূলে
 দান'ন্তি বদন্তে 'হীয়তি, ভন্তে, তণ্‌ থো কণাজকং বিলঙ্গ-
 দদীতয়'ন্তি আহ । অথ নং সখা, 'গহপতি, লুখং দানং
 দেমী'তি মা চিস্তয়ি । চিস্তস্মিং হি পণীতে বুদ্ধাদীনং
 দিন্নদানং লুখং নাম নখি, অপি চ হ্‌ অট্ঠন্নং অরিয়পদুগ-
 লানং দানং দেসি, অহং পন বেলামকালে সকলজম্বদীপং
 উল্লঙ্গলং কহ্ম মহাদানং পবন্তয়মানোপি তিসরণগতিম্‌পি
 কণ্‌ নালখং, দক্‌খিণেষ্যা নাম এবং দল্লভা । তস্মা

*

*

*

ব্যবসায়ীরা তাঁহার নিকট হইতে আঠারকোটি ধন ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে,
 পরিবারের জন্য আঠারকোটি হিরণ্য নদীতীরে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন,
 সেইগুলিও নদীর তীর ভাঙ্গিয়া সমুদ্রে চলিয়া গিয়াছে । এইভাবে একে
 একে তাঁহার ধন ক্ষয় পাইতে থাকে । এমনতাবস্থাতেও তিনি সম্ভে দান
 দিতেই থাকেন, তবে পূর্বের ন্যায় ভাল করিয়া দিতে পারেন না ।

একদিন শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে গৃহপতি, আপনার
 পরিবারে আমাদের জন্য দান দেওয়া হয় কি?’

‘হ্যাঁ ভন্তে, দেওয়া হয়, তবে নীবার এবং খুদের ষাগ্দ ছাড়া
 কিছুই নহে ।’

তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—‘হে গৃহপতি, ‘রুদ্ধ দান দিতেছি’ বলিয়া
 চিন্তা করিবেন না । চিত্ত শুদ্ধ থাকিলে বুদ্ধাদিগণের নিকট প্রদত্ত দান রুদ্ধ
 হইতে পারে না ; আপনি ত অষ্ট আর্ষপদুগলকে দান দিতেছেন । আমি
 ত বেলামকালে সমগ্র জম্বদ্বীপ চষিয়া ফেলিয়া মহাদান দিয়াও ত্রিসরণগত
 কোন ব্যক্তিকে পাই নাই, দাক্ষিণাহ্‌ ব্যক্তি দুর্লভ হইয়াছিল । অতএব ‘আমার

‘লুখং মে দান’ন্তি মা চিন্তয়ী’তি বহ্বা ‘বেলামসদুত্তমস্’
 (অ. নি. ৩. ৯. ২০) কথ্যে। অথস্ দ্বারকোট্টকে
 অধিবথা দেবতা সথ্যরি চেব সথদুসাবকেসদু চ গেহং পবি-
 সন্তেসদু তেসং তেজেন স’ঠাতুং অসক্কোলতী, ‘যথা ইমে ইমং
 গেহং ন পবিসন্তি, তথা গহপতিং পরিভিন্দিস্সামী’তি তং
 বত্তুকামাপি ইস্সরকালে কিণ্ণ বত্তুং নাসক্খি, ইদানি
 পনায়ং দুগ্গতো গণ্হিস্সতি মে বচন’ন্তি রত্তিভাগে
 সেট্ঠিস্স সিরিগব্ভং পবিসিহ্বা আকাসে অট্ঠাসি। অথ
 নং সেট্ঠি দিম্বা ‘কো এসো’তি আহ। ‘অহং তে মহা-
 সেট্ঠি চতুথদ্বারকোট্টকে অধিবথা দেবতা, তুয়ং ওবাদ-
 দানথায় আগতা’তি। ‘তেন হি ওবদেহী’তি। ‘মহাসেট্ঠি
 তয়া পচ্ছিমকালং অনোলোকেহ্বাব সমগস্স গোতমস্স
 সাসনে বহুং ধনং বিম্পকিল্লং, ইদানি দুগ্গতো হুত্বাপি

*

*

*

দান রুদ্ধ’ বলিয়া চিন্তা করিবেন না’ বলিয়া তাঁহার নিকট ‘বেলামসদুত্ত’
 দেশনা করিলেন। তখন তাঁহার দ্বারকোষ্ঠে অধিবাসকারী দেবতা যখন
 শান্তা এবং তাহার শিষ্যগণ অনার্থপিণ্ডকের গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন,
 তখন তাঁহাদের তেজপ্রভাবে থাকিতে না পারিয়া ‘আমি গৃহপতিকে এমন
 বিরূপ করিয়া দিব যাহাতে ইঁহারা এই গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে
 ইহা বলিতে ইচ্ছুক হইয়াও তাঁহার যখন সদৃশময় ছিল বলিতে পারি নাই।
 এখন দুর্গত তাই হয়ত আমার কথা শুনবেন’ চিন্তা করিয়া রাত্রিভাগে
 শ্রোষ্ঠির শয়নপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া শূন্যে অবস্থান করিলেন। শ্রোষ্ঠি
 তাহাকে দেখিয়া ‘এ কে?’ জিজ্ঞাসা করিলেন। ‘মহাশ্রোষ্ঠিন্, আমি
 আপনার চতুর্থদ্বারকোষ্ঠে বসবাসকারী দেবতা; আপনাকে উপদেশ
 দিতে আসিয়াছি।’

‘তাহা হইলে উপদেশ দিন।’

‘মহাশ্রোষ্ঠি, আপনি আপনার অস্তিমকালের কথা চিন্তা না করিয়াই ভ্রমণ
 গৌতমের শাসনে অনেক ধন বিলাইয়া দিয়াছেন, এখন দুর্গতিপ্রাপ্ত হইয়াও

তং ন মদুগ্ধসিয়েব, এবং বস্তুমানো কতিপাহেনেব
 ঘাসচ্ছাদনমন্ত্ৰস্পি ন লভিস্সসি। কিং তে সমগ্গেন
 গোতমেন, অতিপরিচ্ছাগতো ওরুমিত্তা কস্মন্তে পয়োজেন্তো
 কুটুম্বং সন্তাপেহী'তি। 'অয়ং মে তয়া দিন্নওবাদো'তি।
 'আম, সেট্ঠী'তি। গচ্ছ, নাহং তাদিসীনং সতেনাপি
 সহস্সেনাপি সতসহস্সেনাপি সন্ধা কস্পেতুং, অযদুত্তং
 তে বদুত্তং, কিং তয়া মম গেহে বসমানায়, সীঘং
 সীঘং মে ঘরা নিক্খমাহী'তি। সা সোতাপন্নস্স
 অরিয়সাবকস্স বচনং সুত্তা ঠাতুং অসক্কোন্তী দারকে
 আদায় নিক্খমি, নিক্খমিত্তা চ পন অঞ্-এত্তং বসনট্ঠানং
 অলভমানা, 'সেট্ঠিং খমাপেত্তা তথ্বেব বসিস্সামী'তি নগর-
 পরিগ্গাহকং দেবপদুত্তং উপসংকমিত্তা অন্তনা কতাপরাধং

*

*

*

তাহাকে ত্যাগ করিতেছেন না, এইভাবে চলিতে থাকিলে গ্রাসাচ্ছাদনও লাভ
 করিবেন না। শ্রমণ গোতম আপনার কি করিবেন? অতএব অতিরিক্ত
 দানধর্ম বাদ দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে সেই অর্থ বিনিয়োগ করিয়া পরিবার-
 পরিজনবর্গকে রক্ষা করুন।'

‘আপনার প্রদত্ত উপদেশ এই মাত্র?’

‘হ্যাঁ শ্রেষ্ঠি।’

‘চলিয়া যান, আপনার মত শত, সহস্র এবং শত-সহস্র দেবতাও আমাকে
 বিচলিত করিতে পারিবেন না। আপনি অন্যায় বলিয়াছেন। আমার
 গৃহে আপনার থাকার কোন প্রয়োজন নাই। যথাশীঘ্র আমার গৃহ পরিত্যাগ
 করুন।’ সেই দেবতা স্রোতাপন্ন আর্যপ্রাবকের বচন শ্রুতিয়া তাঁহার গৃহে
 থাকিতে না পারিয়া পুত্র-কন্যাদের লইয়া নিষ্কান্ত হইলেন, নিষ্কান্ত হইয়া
 অন্যত্র বাসস্থান লাভ না করিয়া—‘শ্রেষ্ঠের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া
 সেখানেই বাস করিব’ চিন্তা করিয়া নগররক্ষক দেবপদুত্তের নিকট উপস্থিত
 হইয়া নিজের কৃত অপরাধের কথা জানাইয়া বলিলেন—‘আসুন, আমাকে

আটিক্খিহ্ণা, ‘এহি, মং সেট্ঠিস্স সন্তিকং নেহা থমাপেহ্ণা বসনট্ঠানং দাপেহী’তি আহ। সো, ‘অষুত্তং তয়া বদুত্তং, নাহং তস্স সন্তিকং গত্তুং উস্সহামী’তি তং পটিক্খিপ। সা চতুন্নং মহারাজানং সন্তিকং গত্ত্বা তেহিপি পটিক্খিত্তা সক্কং দেবরাজানং উপসঙ্কমিস্সা তং পবন্তুং আটিক্খিহ্ণা, ‘অহং দেব, বসনট্ঠানং অলভমানা দারকে হথেন গহেহ্ণা অনাথা বিচরামি, বসনট্ঠানং মে দাপেহী’তি সুট্ঠদু-তরং যাচি।

অথ নং সো ‘অহম্পি, তব কারণা সেট্ঠিং বত্তুং ন সক্খি-স্সামি, একং পন তে উপায়ং কথেস্সামী’তি আহ। ‘সাধু দেব, কথেহী’তি। ‘গচ্ছ, সেট্ঠিনো আয়ুত্তকবেসং গহেহ্ণা সেট্ঠিস্স হথতো পল্পং আরোপেহ্ণা বোহারুপজীবীহি গহিতং অট্ঠারসকোট্ঠিনং অন্তনো আনুভাবেন সোধেহ্ণা

*

*

*

শ্রেষ্ঠির নিকট লইয়া ষাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সেখানেই থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিন।’ দেবপুত্র এই বলিয়া তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন— ‘আপনি অন্যায় করিয়াছেন, আমি শ্রেষ্ঠির নিকট ষাইতে পারিব না।’ তারপর সেই দেবতা চতুর্দিকের দিকপাল চারি মহারাজের নিকট ষাইয়া বলিলে তাঁহারাও প্রত্যাখ্যান করিলেন। তারপর দেবরাজ শক্কের নিকট ষাইয়া সেই ব্যাপার জানাইয়া অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন— ‘মহারাজ, আমি বাসস্থানের অভাবে পুত্রকন্যাদের হাত ধরিয়া অনাথের মত বিচরণ করিতেছি ; আমাকে (অনুরূপ করিয়া) বাসস্থান দিন।’

তখন দেবরাজ তাঁহাকে বলিলেন— ‘আমিও তোমার জন্য শ্রেষ্ঠিকে কিছুই বলিতে পারিব না। তবে একটা উপায় তোমাকে বলিয়া দিতে পারি।’

‘বেশ মহারাজ, তাই বলুন।’

‘যাও, শ্রেষ্ঠির দেওয়ানের বেশে শ্রেষ্ঠির নিকট ষাইয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির তালিকা নকল করিয়া, ব্যবসায়ীরা যে আঠার কোটি ধন লইয়াছিল তাহা নিজের প্রভাবে উদ্ধার করিয়া শ্রেষ্ঠির শূন্য কোষাগারে

তুচ্ছগণ্ডে পদ্রেহা মহাসমুদ্রং পবিট্ঠং অট্ঠারসকোটিধনং
 অথি, অঞ্‌ঞং পি অসদকট্ঠানে নাম অস্সামিকং অট্ঠা-
 রসকোটিধনং অথি, তং সস্বং সংহরিহা তস্স তুচ্ছগণ্ডে
 পদ্রেহা দ'ডকম্মং কহা থমাপেহী'তি । সা 'সাধু দেবা'তি
 বদন্তনয়েনব তং সস্বং কহা পদন তস্স সিরিগণ্ডং ওভাসয়-
 মানা আকাসে ঠহা, 'কো এসো'তি বদন্তে 'অহং তে চতুথ-
 দ্বারকোট্ঠকে অধিবথা অন্ধবালদেবতা, ময়া অন্ধবালতায়
 যং তুম্‌হাকং সন্তিকে কথিতং তং মে থমথ । সস্সস হি
 মে বচনেন চতুপল্লাসকোটিধনং সংহরিহা তুচ্ছগণ্ডপদ্রুণং
 দ'ডকম্মং কতং, বসনট্ঠানং অলভমানা কিলমামী'তি ।
 অনর্থপিণ্ডকো চিন্তেসি, "অয়ং দেবতা 'দ'ডকম্মং চ মে
 কতং'তি বদতি, অন্তনো চ দোসং পটিজানাতি, সম্মা-

*

*

*

সিদ্ধি কর। মহাসমুদ্রে পবিষ্ট আঠার কোটি ধন আছে, অমদক অমদক
 স্থানে অস্সামিক (অর্থাৎ মালিকবিহীন) আঠার কোটি ধন আছে, ইহাদের
 সমস্তই তুমি (নিজের প্রভাবে) সংগৃহীত করিয়া শ্রেষ্ঠির শূন্য কোষাগারে
 সিদ্ধি করিয়া দ'ডকম্ম করিয়া শ্রেষ্ঠির নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কর ।' দেবতা
 'মহারাজ, তাহাই হউক' বলিয়া দেবরাজ যাহা যাহা বলিয়াছেন সমস্তই
 সম্পাদন করিয়া পদনরায় শ্রেষ্ঠির শয়নকক্ষকে আলোকোন্মাসিত করিয়া
 শূন্য দাঁড়াইয়া—'কে এই ব্যক্তি ?' জিজ্ঞাসা করিলে 'আমি আপনার
 চতুর্থদ্বার-কোষ্ঠকে অবস্থানকারী অন্ধ-মূর্খ দেবতা, আমার মূর্খামি ও
 অজ্ঞানান্ধতার জন্য আপনাকে যাহা যাহা বলিয়াছি সেইজন্য আমাকে ক্ষমা
 করুন । দেবরাজ শক্তের আদেশ অনুসারে আমি আপনার চুয়াল্ল কোটি ধন
 পদনং সংগৃহীত করিয়া শূন্য কোষাগার পূর্ণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি ।
 আমি আমার বাসস্থান হারাইয়া অতি কষ্টে কালতিপাত করিতেছি ।'
 অনর্থপিণ্ডক চিন্তা করিলেন—“এই দেবতা 'আমি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি
 বলিতেছেন' নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সে অভিজ্ঞ । আমি তাঁহাকে সম্যক্

সম্বুদ্ধস্স নং দম্বেস্সাম্মী”তি । সো তং সথু সন্তিকং নেত্বা
 তায় কতকস্মং সৰ্বং আরোচেসি । দেবতা সথু পাদেসু
 সিরসা নিপতিত্বা, ‘ভন্তে, যং ময়া অন্ধবালতায় তুহ্মাকং
 গুণে অজানিত্বা পাপকং বচনং বদন্তু তং মে থমথা”তি সথারং
 থমাপেত্বা মহাসেট্ঠিং থমাপেসি । সথা কল্যাণপাপকানাং
 কস্সানাং বিপাকবসেন সেট্ঠিং চেব দেবতং চ ওবদন্তো,
 ‘ইধ গহপতি, পাপপুঙ্গলোপি যাব পাপং ন পচ্চতি, তাব
 ভদ্রং পি পস্সতি । যদা পনস্স পাপং পচ্চতি, তাব পাপানি
 পস্সতি । যদা পনস্স ভদ্রং পচ্চতি, তদা ভদ্রমেব পস্সতী”-
 তি বহ্বা অনুসন্ধিঃ ঘট্টেত্বা ধম্মং দেসেন্তো ইমা
 গাথাঅভাসি—

‘পাপোপি পস্সতী ভদ্রং, যাব পাপং ন পচ্চতি ।

যদা চ পচ্চতী পাপং, অথ পাপো পাপানি

পস্সতি । ১১৯ ।

সম্বুদ্ধের নিকট লইয়া যাইব ।” তিনি দেবতাকে শাস্তার নিকট লইয়া যাইয়া
 দেবতা যাহা যাহা করিয়াছেন সব শাস্তাকে জানাইলেন । দেবতা শাস্তার
 পদতলে মাথা রাখিয়া—‘ভন্তে, আমার অজ্ঞানান্ধতা ও মূর্খতার জন্য
 আপনার গুণ না জানিয়া পাপজনক কথা বলিয়াছি, আপনি আমাকে ক্ষমা
 করুন’ এইভাবে শাস্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মহাশ্রেষ্ঠের নিকট ক্ষমা
 চাইলেন । শাস্তা পাপ-পুণ্য কর্মের বিপাক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং দেবতাকে
 উপদেশচ্ছলে বলিলেন—‘হে গৃহপতি, এই জগতে পাপী ব্যক্তিও যতক্ষণ না
 পাপ পরিপক্ব হইতেছে ততক্ষণ পাপকে পুণ্য বলিয়া মনে করে । যখন পাপ
 পরিপক্ব হয়, তখন পাপকে পাপ বলিয়াই জানে । যখন তাহার পুণ্য
 পরিপক্ব হয়, তখন পুণ্যকে পুণ্য বলিয়াই জানে ।’—ইহা বলিয়া উপসংহারে
 ধর্মদেশনাকালে এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

‘যতক্ষণ পাপ ফল প্রদান না করে, ততক্ষণ পাপী (পাপেও) সুখ দর্শন
 করে । কিন্তু যখন পাপ ফল প্রদান করে, তখন পাপী অসুখ দর্শন করে
 (দুঃখ অনুভব করে) ।

ভদ্রো পি পস্সতী পাপং, যাব ভদ্রং ন পচ্চতি ।

যদা চ পচ্চতী ভদ্রং, অথ ভদ্রো ভদ্রানি

পস্সতী'তি । ১২০ ।

তথ 'পাপো'তি কায়দুচ্চারিতাদিনা পাপকস্মেন যদুত্ত-
পদুগলো । সো পি হি পদুরিমসদুচ্চারিতানুভাবেন নিস্বত্তং
সদুখং অনুভবমানো 'ভদ্রং পি পস্সতি' । 'যাব পাপং ন
পচ্চতী'তি যাবস্স তং পাপকস্মং দিট্ঠধস্মে বা সম্পরায়ে
বা বিপাকং ন দেতি । যদা পনস্স তং দিট্ঠধস্মে বা
সম্পরায়ে বা বিপাকং দেতি, অথ দিট্ঠধস্মে বিবিধা
কস্মকারণা, সম্পরায়ে চ অপায়দুদুখং অনুভোন্তো 'সো
পাপো পাপানি য়েব পস্সতি' । দুতিয়গাথায় পি কায়-
সদুচ্চারিতাদিনা ভদ্রকস্মেন যদুত্তো ভদ্রো । সো পি হি
পদুরিমদুচ্চারিতানুভাবেন নিস্বত্তং দুদুখং অনুভবমানো
'পাপং পস্সতি' । 'যাব ভদ্রং ন পচ্চতী'তি যাবস্স তং

*

*

*

'যতক্ষণ পর্যন্ত না পুণ্যকর্ম ফল প্রদান করে, ততক্ষণ সাধু ব্যক্তিও
অশুভ দর্শন করিতে থাকেন, অর্থাৎ পাপফল ভোগ করেন, কিন্তু যখন
পুণ্যকর্ম ফল প্রদান করে, তখন তিনিও মঙ্গল দর্শন করেন ।'

—ধম্মপদ, শ্লোক ১১৯-১২০ ।

অন্বয় : এখানে 'পাপ' বলিতে বুঝাইতেছে কায়দুচ্চারিতাদি পাপকর্মের
দ্বারা যুক্ত ব্যক্তি । সেও পূর্বসদুচ্চারিতের প্রভাবে উৎপন্ন সদুখ অনুভব করিতে
করিতে সদুখই দর্শন করে, 'যতক্ষণ না পাপ পরিপক্ব হয়' অর্থাৎ যতক্ষণ
না ইহলোকে বা পরলোকে সেই পাপকর্ম বিপাক বা ফল প্রদান করে ।
যখন ইহা ইহলোকে বা পরলোকে ফল প্রদান করে, ইহলোকে বিবিধ প্রকার
কায়িক শাস্তি ভোগ করে, পরলোকেও অপায়দুঃখ অনুভব করিতে করিতে
সেই পাপী পাপসমূহকেই দর্শন করে ।

দ্বিতীয়গাথায় কায়সদুচ্চারিতাদি দ্বারা পুণ্যকর্মের দ্বারা যুক্ত ব্যক্তি
পুণ্যবান্ । তিনি পূর্বদুচ্চারিতের প্রভাবে উৎপন্ন দুঃখ অনুভব করিতে
করিতে পাপকেই দর্শন করে, যতক্ষণ না পুণ্য ফল প্রদান করে, যতক্ষণ

ভদ্রং কস্মং দিট্ঠধম্মে বা সম্পরায়ে বা বিপাকং ন দেতি ।
 যদা পন তং বিপাকং দেতি, অথ দিট্ঠধম্মে লভিসঙ্কারা-
 দিসদুখং, সম্পরায়ে চ দিব্বসম্পত্তিসদুখং অনুভবমানো সো
 ‘ভদ্রো ভদ্রানি য়েব পস্সতী’তি ।

দেসনাবসানে সা দেবতা সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি,
 সম্পত্তপরিসায় পি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসী’তি ।

। অনার্থপিণ্ডকসেট্ঠিবথু চতুথুং ।

*

*

*

না পুণ্যকর্ম ইহলোকে বা পরলোকে ফল প্রদান করে । যখন ইহা ফল দান
 করে, তখন ইহলোকে লাভসংস্কারাদিসদুখ, পরলোকেও দিব্যসম্পত্তিসদুখ
 অনুভব করিতে করিতে সেই পুণ্যবান পুণ্যসমূহকেই দর্শন করে ।

দেসনাবসানে সেই দেবতা সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । উপস্থিত
 পরিষদের নিকট সেই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। অনার্থপিণ্ডক শ্রেষ্ঠির উপাখ্যান সমাপ্ত ।



অসংযতপরিষ্কারভিক্ষুবথ । ৫

‘মাবমএৎএথ পাপস্সা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো একং অসংযতপরিষ্কারং ভিক্ষুং আরব্ভ
কথেসি ।

সো কির যং কিণ্ঠ মণ্ডপীঠাদিভেদং পরিষ্কারং বাহি
পরিভূজিত্বা তথৈব ছুভেতি । পরিষ্কারো বস্সেন পি
আতপেন পি উপচিকাদীহি পি বিনস্সতি । সো ভিক্ষুহি,
‘নন্দ আব্দসো পরিষ্কারো নাম পটিসামেতব্বো’তি বদন্তে
‘অম্পকং ময়া কতং আব্দসো এতং, ন এতস্স চিত্তং অথি,
ন পিত্তং’তি বহ্বা তথৈব কৰোতি । ভিক্ষু তস্স কিরিয়ং
সখ্দু আরোচেস্দুং । সথা তং পক্কোসাপেহ্বা, ‘সচ্চং কির ত্বং
ভিক্ষু এবং কৰোসী’তি পদ্বিচ্ছি । সো সথারা পদ্বিচ্ছতো

*

*

*

অসংযত-পরিষ্কার ভিক্ষুর উপাখ্যান । ৫ ।

‘পাপকে অবহেলা করিও না’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে
অবস্থানকালে এক অসংযত-পরিষ্কার ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ
করিয়াছিলেন ।

সেই ভিক্ষু নাকি মণ্ডপীঠাদি পরিষ্কার (সঙ্ঘে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য—
অট্ট পরিষ্কারা) (শয়নকক্ষের) বাহিরে ব্যবহার করিয়া বাহিরেই
ফেলিয়া রাখিতেন । ঐসব দ্রব্য বৃষ্টির জলে ভিজিয়া, প্রথর রৌদ্রতাপে
শুষ্ক হইয়া এবং উইপোকার দ্বারা বিনষ্ট হয় । ভিক্ষুগণ তাহাকে বলেন—
‘আব্দসো, পরিষ্কার সম্ভব সামলাইয়া রাখিতে হয় না কি !’

‘আব্দসো, আমি যাহা করিয়াছি তাহা সামান্যই । ইহার চিন্তাও নাই
পিত্তও নাই’ বলিয়া আবার অনুরূপ ব্যবহার করিতেন । ভিক্ষুগণ তাহার
কার্যকলাপের কথা শাস্তাকে জানাইলেন । শাস্তা তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা

পি ‘কিং এতং ভগবা অম্পকং ময়া কতং, ন তস্স চিত্তং
অথি, নাস্স পিত্তং’তি তথৈব অবমণ্ণেত্তো আহ। অথ
নং সখা, ‘ভিক্খুহি এবং কাতুং ন বট্টিতি, পাপকম্মং নাম
‘অম্পকং’তি ন অবমণ্ণেত্তবং। অম্মেকাসে ঠপিতং
হি বিবটমুখং ভাজনং দেবে বস্সন্তে কিণ্ণাপি একাবিন্দানা
ন পুরতি, পদনপ্পদনং বস্সন্তে পন পুরতেব, এবমেব পাপং
করোন্তো পদঙ্গলো অনপ্পদুবেন মহন্তং পাপরাসিং
করোতী’তি বহ্বা অনদুসন্ধিং ঘট্টেহা ধম্মং দেসেত্তো ইমং
গাথমাহ—

‘মাবমণ্ণেত্ত পাপস্স, ন মন্তং আগমিস্সতি।

উদাবিন্দানিপাতেন, উদকুম্ভো পি পুরতি।

বালো পুরতি পাপস্স থোকং থোকং পি আচিনং’তি ॥

*

*

*

করিলেন—‘হে ভিক্ষু, তুমি কি সত্যই এইরূপ করিয়া থাক?’ তিনি
শাস্তার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়াও ‘ভগবন্, আমি ত সামান্য অপরাধই
করিয়াছি, তাহার চিত্তও নাই, পিত্ত নাই’ এইভাবে তাচ্ছিল্যভাবে জবাব
দিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—‘ভিক্ষুদের এইরূপ করা উচিত
নহে। পাপকর্ম ‘অম্প’ বলিয়া উপেক্ষা করা (অবজ্ঞা করা) উচিত নহে।
উন্মত্ত আকাশের নীচে মৃদুখোলা পাত্র বসাইয়া রাখিলে বৃষ্টির এক বিন্দু
জলে ঐ পাত্র পূর্ণ হয় না। বারবার বৃষ্টি হইলে (বিন্দু বিন্দু করিয়া) উহা
পূর্ণ হয়; ঠিক তদ্রূপ পাপকারী ব্যক্তি এক একটি করিয়া মহাপাপরাশি
সঞ্চিত করিয়া থাকে’—ইহা বলিয়া উপসংহার করিয়া ধর্মদেশনাকালে তিনি
এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

“পাপ যতই অম্প হউক না কেন ‘উহা আমার কাছে আসিবে না’ এই
ভাবিয়া কেহ যেন পাপকে অবহেলা না করে; বিন্দু বিন্দু জল পড়িলেও
কলস পূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ মৃদু ব্যক্তি অম্প অম্প করিয়া পাপ চয়ন
করিলেও অবশেষে পাপে পূর্ণ হইয়া যায়।”

—ধম্মপদ, শ্লোক, ১২১।

তথ—‘মাবঞ্ঞেথা’তি ন অবজানেষ্য। ‘পাপস্সা’তি পাপং। ‘ন মঃদং আগমিস্সতী’তি ‘অপ্পমত্তকং মে পাপকং’ কতং, কদা এতং বিপচ্চিস্সতী’তি এবং পাপং নাবজানে-
ষ্যা’তি অথো। ‘উদকুম্ভোপী’তি দেবে বস্সন্তে মদ্বং
বিবরিহা ঠপিতং যং কিঞ্চিৎ কুলালভাজনং যথা তং একেক-
স্সাপি উদকবিন্দুনো নিপাতেন অনন্দপদ্বেন পদুরতি, এবং
বালপদঙ্গলো থোকং থোকং পি পাপং আচিনন্তো
করোন্তো বড্ঢেন্তো ‘পাপস্স পদুরতি য়েবা’তি অথো।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গংসু। সথা
পি, ‘অম্বোকাশে সেয্যং সন্হরিহা পটিপাকতিকং অক-
রোন্তো ইমং নাম আপত্তিমাপজ্জতী’তি (পাচি, ১০৮-১১০)
সিক্খাপদং পঞ্ঞাপেসী’তি।

। অসংযত-পরিষ্কারভিক্ষুর উপাখ্যান পঞ্চমং ।

*

*

*

অন্বয় : ‘অবহেলা করিও না’ অর্থাৎ অবজ্ঞা করিও না। ‘পাপকে’।
‘উহা আমার কাছে আসিবে না’ অর্থাৎ ‘আমি অল্পমাত্র পাপ করিয়াছি,
কবে ইহা পরিপক্ব হইবে?’—এইভাবে পাপকে অবহেলা করা উচিত নহে।
‘জলকুন্তু’ অর্থাৎ বৃষ্টি হইলে মদ্ব খুলিয়া স্থাপিত কোন পাত্র যেমন এক
একটি জলবিন্দুর দ্বারা ক্রমশঃ পরিপূর্ণ হয়, ঠিক তদ্রূপ মদ্ব ব্যক্তি অল্প
অল্প করিয়া পাপ চয়ন করিলেও ইহা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া পরিপূর্ণ হইয়া
যায়।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়াছিলেন।
শাস্তাও এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিলেন—‘উন্মত্তস্থানে শয়ন করিয়া শয্যা-
দ্রব্য যথাযথভাবে না রাখিলে এই অপরাধ হইবে।’

। অসংযত-পরিষ্কার ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

বিলালপাদকসেট্টিবন্ধু । ৬

‘মাবম্‌ঞ্‌ঞেথ প্‌ঞ্‌ঞস্সা’তি ইমং ধম্মদেসনং সত্থা
জ্ঞেতবনে বিহরন্তো বিলালপাদকসেট্টিং আরব্ধ কথেসি ।
একস্মিং হি সময়ে সাবখিবাসিনো বঙ্গবন্ধনেন বুদ্ধম্প-
মুখস্স ভিক্ষুসঙ্ঘস্স দানং দোত্তি । অথেকদিবসং সত্থা
অনুমোদনং করোন্তো এবমাহ—‘উপাসকা ইধেকচো
অন্তনা ব দানং দোত্তি, পরং ন সমাদপেতি । সো নিব্বত্ত-
নিব্বত্তট্ঠানে ভোগসম্পদং লভতি, নো পরিবারসম্পদং ।
একচো অন্তনা দানং ন দোত্তি, পরং সমাদপেতি ।
সো নিব্বত্তনিব্বত্তট্ঠানে পরিবারসম্পদং লভতি, নো
ভোগসম্পদং । একচো অন্তনা চ ন দোত্তি, পরং চ ন
সমাদপেতি । সো নিব্বত্তনিব্বত্তট্ঠানে নেব ভোগসম্পদং

•

•

•

বিড়ালপাদক শ্রেষ্ঠির উগাখ্যান । ৬ ।

‘পুণ্যকে অবহেলা করিবে না’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জ্ঞেতবনে
অবস্থানকালে বিড়ালপাদক শ্রেষ্ঠিকে উদ্দেশ্য করিরা ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একসময় শ্রাবস্তীবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান
দিতেন । একদিন শাস্তা দান অনুমোদন করাকালে এইরূপ বলিলেন—

‘হে উপাসকগণ (চার প্রকার উপাসক আছে :), (১) কোন উপাসক
নিজে দান দেয়, অন্যকে দান দিবার জন্য উৎসাহিত করে না । সে জন্ম-
জন্মান্তরে ভোগসম্পদ লাভ করে ঠিকই, কিন্তু পরিবারসম্পদ লাভ করে না ।
(২) কোন উপাসক নিজে দান দেয় না, তবে অন্যকে দান দিবার জন্য
উৎসাহিত করে । সে জন্মজন্মান্তরে পরিবারসম্পদ লাভ করে ঠিকই, কিন্তু
ভোগসম্পদ লাভ করে না । (৩) কোন উপাসক নিজেও দান দেয় না,
অন্যকেও দান দিবার জন্য উৎসাহিত করে না । সে জন্মজন্মান্তরে ভোগ-

লভতি, নো পরিবারসম্পদং, বিঘাসাদো হুত্বা বিচরতি ।
একচো অন্তনা চ দৌতি পরং চ সমাদপৌতি । সো
নিব্বত্তনিব্বত্তট্ঠানে ভোগসম্পদং চেব লভতি পরিবার-
সম্পদং চা'তি ।

অথেকো পণ্ডিতপুঁরিসো তং ধম্মদেসনং সুত্বা,—‘অহো
অচ্ছরিয়মিদং কারণং, অহং দানি উভয়সম্পত্তিসংবত্তনিকং
কম্মং করিস্সামী’তি চিস্তেত্বা সখারং উট্ঠায় গমনকালে
আহ—‘ভস্কে, স্বে অম্‌হাকং ভিক্‌খং গণ্‌হথা’তি ।
‘কিন্তুকেহি পন তে ভিক্‌খুহি অথো’তি । ‘সম্বেহি
ভিক্‌খুহি ভস্কে’তি । সথা অধিবাসেসি । সো পি গামং
পৰিসিস্সা, ‘অম্ম তাতা ময়া স্বাতনায় বুদ্ধম্পদুথো
ভিক্‌খুসঙ্ঘো নিমিস্ততো, যো যত্তকানং ভিক্‌খুদনং
সক্কৌতি, সো তত্তকানং যাগদুআদীনং অথায় ত'ডুলাদীনি
দেতু, একস্মিং ঠানে পচাপেত্বা দানং দম্সামা’তি উগ্-
ঘোসেন্তো বিচরি ।

*

*

*

সম্পদও লাভ করে না, পরিবারসম্পদও লাভ করে না । পরের উচ্ছিষ্টভোজী
হইয়া সে জীবনধারণ করে । (৪) কোন উপাসক নিজেও দান দেয়, অন্যকেও
দান দিবার জন্য উৎসাহিত করে । সেই ব্যক্তি জন্মজন্মান্তরে ভোগসম্পদও
লাভ করে, পরিবারসম্পদও লাভ করে ।’

জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি সেই ধর্মদেশনা শুনিয়া ‘অহো ! এটা খুব
অদ্ভুত ! আমি এখন হইতে উভয় সম্পত্তি লাভ করার কার্য সম্পাদন করিব’
চিন্তা করিয়া আসন হইতে উঠিয়া যাইবার সময় শান্তাকে বলিলেন—‘ভস্কে,
আগামীকল্য আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন ।’ ‘আপনার কতজন ভিক্ষুর
প্রয়োজন ?’ ‘ভস্কে, সমস্ত ভিক্ষুদের লইয়া যাইবেন ।’ শান্তা নিমন্ত্রণ
স্বীকার করিলেন । সেই ব্যক্তিও গ্রামে যাইয়া—‘মা বাবারা, আমি আগামী-
কল্যের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, যে যতজন ভিক্ষুদের
জন্য দিতে সক্ষম ততটা যাগদু-প্রভৃতির জন্য ত'ডুলাদি দাও, এক জায়গায়
রান্না করিয়া দান দিব’—বলিয়া ঘোষণা করিয়া বেড়াইলেন ।

অথ নং একো সেট্ঠি অন্তনো আপগদ্বারং সম্পত্তং দিস্বা,
 ‘অয়ং অন্তনো পহোনকে ভিক্ষু অনিমন্তেত্বা পন সকল-
 গামং সমাদপেন্তো বিচরতী’তি কুষ্ণিত্বা ‘তয়া গহিত-
 ভাজনং আহরা’তি তীহি অঙ্গুলীহি গহেত্বা থোকে ত’ডুলে
 অদাসি, তথা মদুগে; তথা মাসেতি । সো ততো পট্ঠায়
 বিলালপাদকসেট্ঠি নাম জাতো, সিম্পফাণিতাদীনি
 দেন্তো পি কর’ডং কুটে পক’খিপিত্বা একতো কোণং কত্বা
 বিন্দুং বিন্দুং পগ’ঘরায়ন্তো থোকথোকমেব অদাসি,
 উপাসকো অবসেসেহি দিন্নং একতো কত্বা ইমিনা দিন্নং
 বিসদুং অঙ্গহেসি । সো সেট্ঠি তস্স কিরিয়ং দিস্বা
 ‘কিং নু খো এস ময়া দিন্নং বিসদুং গণ’হাতী’তি চিন্তেত্বা
 তস্স পচ্ছতো পচ্ছতো একং চুল্লপট্ঠাকং পহিণি, ‘গচ্ছ,
 যং এস কেরোতি, তং জানাহী’তি । সো গন্ত্বা সেট্ঠিস্স

*

*

*

একজন শ্রেষ্ঠি তাঁহাকে তাঁহার দোকানের সামনে আসিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবিলেন—‘এই ব্যক্তি নিজে যতটা পারিবে ততজন ভিক্ষুকে নিমন্ত্ৰণ না করিয়া (সমগ্র ভিক্ষুসম্বন্ধে নিমন্ত্ৰণ করিয়া) এখন সমস্ত গ্রামবাসীকে ভিক্ষা দিবার জন্য বলিয়া বেড়াইতেছে এবং তাঁহাকে বলিলেন—‘আপনার পাত্র লইয়া আসুন’ বলিয়া তিনি আঙুলের দ্বারা (যতটা ত’ডুল দেওয়া যায়) সামান্য ত’ডুল দিলেন এবং সম পরিমাণ মদুগ, মাষকলাই দিলেন (তখন হইতেই শ্রেষ্ঠি বিড়ালপাদকশ্রেষ্ঠি নামে পরিচিত হইলেন) । তৈল, গুড়াদি দিবার সময়েও কর’ড এইসব দ্রব্যাদির ভাণ্ডে ফেলিয়া এক কোণ দিয়া বিন্দু-বিন্দু ক্ষরিত তৈল-গুড়াদি সামান্যমাত্র দিলেন । উপাসক অন্যান্যদের দানীয় বস্তু একত্রে রাখিলেন এবং শ্রেষ্ঠির দান পৃথক্ রাখিলেন । শ্রেষ্ঠি তাহা দেখিয়া চিন্তা করিলেন—‘আমি যাহা দিয়াছি তাহা পৃথক্ রাখিল কেন’ এবং উপাসকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন বাচ্চা চাকরকে পাঠাইলেন—‘যাও ত, দেখ আমার দান দিয়া কি করে ?’ কিন্তু ঐ উপাসক ‘শ্রেষ্ঠি মহাফল লাভ

মহাফলং হোতু'তি যাগদুভক্তপদ্বানং অথায় একং দ্বৈ ত'ডুলে
 পক'খিপিহ্মা মদুগমাসেপি তেলফাণিতাদিবিন্দুনি পি
 সম্বভাজনেসদু পক'খিপি । চুলদপট্ঠাকো গন্ড্বা সেট্ঠিস্স
 আরোচেসি । তং সদুহ্মা সেট্ঠি চিন্তেসি, 'সচে মে সো
 পরিসমম্বে অবল্লং ভাসিস্সতি, মম নামে গহিতমন্তে য়েব
 নং পহরিহ্মা মারেস্সামী'তি নিবাসনন্তরে ছু'রিকং বান্ধিহ্মা
 পদুনিবসে গন্ড্বা ভক্তগ্গে অট্ঠাসি । সো পদুরিসো বুদ্ধপ-
 মদুখং ভিক'খুসম্মং পরিবিসিহ্মা ভগবন্তং আহ—'ভন্তে,
 ময়া মহাজনং সমাদপেহ্মা ইমং দানং দিন্নং তথ সমাদপিত-
 মনুস্সা অন্তনো অন্তনো বলেন বহুনি পি থোকানি পি
 ত'ডুলাদীনি অদংসদু, তেসং সম্বেসং মহাফলং হোতু'তি ।
 তং সদুহ্মা সো সেট্ঠি চিন্তেসি, 'অহং অসুকেন নাম
 অচ্ছরায় গণ্হিহ্মা ত'ডুলাদীনি দিন্নানী'তি মম নামে
 গহিতমন্তে ইমং মারেস্সামী'তি আগতো, অয়ং পন সম্ব-

*

*

*

করুন' বলিয়া যাগদু-ভাত-পিষ্টকাদিতে শ্রেষ্ঠিপ্রদত্ত দুই-একটি ত'ডুল নিক্ষেপ
 করিলেন, অনুরূপভাবে শ্রেষ্ঠিপ্রদত্ত মদুগ, মাষকলাই, তৈল, গুড়াদির কয়েক
 বিন্দু সমস্ত রান্না করা দ্রব্যে নিক্ষেপ করিলেন । বাচ্চা চাকরটি ষাইয়া
 শ্রেষ্ঠিকে সব ব্যাপার জানাইল । ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠি ভাবিলেন—'যদি সে
 পরিষদের মধ্যে আমার দূর্ণাম করে, আমার নাম লইবামাত্র তাহাকে ধরিয়া
 মারিব' এবং বস্ত্রাভ্যস্তরে একটি ছু'রিকা বাঁধিয়া লইয়া পরের দিন ভিক্ষুদের
 ভোজনদানের স্থানে উপস্থিত হইলেন । সেই উপাসক বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-
 সম্বন্ধে পরিবেশন করিয়া ভগবানকে বলিলেন—'ভন্তে, আমি সকলকে
 একত্রিত করিয়া এই দান দিয়াছি, সমবেত মনুষ্যাগণ 'নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে
 কেহ বেশী, কেহ অল্প ত'ডুলাদি দিয়াছেন । তাঁহাদের সকলেরই মহাফল
 হউক ।' ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠি চিন্তা করিলেন—'ঐ ব্যক্তি দুই / তিন আঙুলের
 দ্বারা ত'ডুলাদি দিয়াছেন বলিয়া যদি আমার নাম করে তাহা হইলে তাঁহাকে
 হত্যা করিব বলিয়া আমি এখানে আসিয়াছি । এখন দেখিতেছি এই ব্যক্তি

সঙ্গাহিকং কহ্মা, 'যেহি পি নালিআদীহি মিনিহ্মা দিনং,
 যেহি পি অচ্ছরায় গহেহ্মা দিনং, সম্বেসং মহপ্পফলং
 হোতু'তি বদতি। সচাহং এবরুপং ন থমাপেঙ্গসামি,
 দেবদণ্ডো মম মথকে পতিঙ্গসতী'তি। সো তঙ্গ পাদমূলে
 নিপঞ্জিহ্মা, থমাহি মে সামী'তি আহ। 'কিং ইদং'তি চ
 তেন বদন্তে সৰ্বং তং পবত্তিং আরোচেসি। তং কিরিয়ং
 দিম্বা সথা 'কিং ইদং'তি দানবেয়্যাবটিকং পদুচ্ছি। সো
 অতীতিদিবসতো পট্টায় সৰ্বং তং পবত্তিং আরোচেসি।
 অথ নং সথা, 'এবং কির সেট্টী'তি পদুচ্ছিহ্মা, 'আম
 ভন্তে'তি বদন্তে, 'উপাসকং নাম 'অপ্পকং'তি ন অবমণ্ণিণ্ড-
 তস্বং, মাদিসঙ্গ, বুদ্ধপ্পমদুথঙ্গ ভিক্ষুসঙ্ঘঙ্গ দানং দহ্মা
 'অপ্পকং' তি ন অবমণ্ণিণ্ডতস্বং। পণ্ডিতমনুঙ্গা হি
 পদুণ্ণং করোন্তা বিবটভাজ্জনং বিয় উদকেন অনুদ্ধমেন

*

*

*

সকল দাতাদের একত্রিত করিয়া 'ষাঁহারা আড়ি আড়ি মাপিয়া দিয়াছেন এবং
 ষাঁহারা চিমটিমাগ্ন দিয়াছেন সকলের মহাফল হউক বলিতেছেন'। যদি আমি
 এইরূপ ব্যক্তির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করি তাহা হইলে দেবদণ্ড আমার
 মস্তকে পতিত হইবে। তিনি তখন সেই উপাসকের পাদমূলে শূইয়া পড়িয়া
 বলিলেন—'প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন।' 'ব্যাপার কি?' এই কথা জিজ্ঞাসা
 করাতে শ্রোষ্ঠী সমস্ত ঘটনা বলিলেন। এই ক্রিয়া দেখিয়া শান্তা দানস্বামীকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি হইয়াছে?' উপাসক গতদিবস হইতে আরম্ভ
 করিয়া সমস্ত ঘটনা শান্তাকে জানাইলেন। তখন শান্তা শ্রোষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা
 করিলেন—'হে শ্রোষ্ঠী, ইহা কি সত্য?'

'হ্যাঁ ভণ্টে'।

'উপাসক অল্প দান করিলেও তাহাকে অবহেলা করা উচিত নহে।
 আমার মত বুদ্ধপ্রমদুথ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিয়া 'অল্প' মনে করিয়া অবহেলা
 করা অনুরূপ। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ পুণ্যকর্ম করাকালে ভাণ্ড উজাড় করিয়া
 দান করেন। আবার শূন্য জলপাত্র যেমন ক্রমশঃ পূর্ণ হয়, দাতার

পদ্মপ্ৰপ্ৰেণ পরিপূরন্তি য়েবা'তি বহু অননুসন্ধিৎ ঘট্টেহা
ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘মাবমপ্ৰপ্ৰেথ পদ্মপ্ৰপ্ৰেস্স, ন মন্তং আগমিস্সতি ।

উদবিন্দুনিপাতেন, উদকুম্ভো পি পূরতি ।

ধীরো পূরতি পদ্মপ্ৰপ্ৰেস্স, থোকং থোকং পি

আচিনং'তি । ১২২ ।

তস্মথো—পাণ্ডিতমনুস্সো পদ্মপ্ৰপ্ৰে কহু ‘অম্পমন্তুকং
ময়া কতং, ‘ন মন্দং’ বিপাকবসেন ‘আগমিস্সতি’, এবং
পরিপ্তকং কস্মং কহং মং দক্খিস্সতি, অহং বা তং কহং
দক্খিস্সামি, কদা এতং বিপচ্চিস্সতী’তি এবং পদ্মপ্ৰপ্ৰে
‘মাবমপ্ৰপ্ৰেথ’ ন অবজানেয্য । যথা হি নিরন্তং ‘উদবিন্দু-
নিপাতেন’ বিবরিষু ঠপিতং কুলালভাজনং পূরতি, এবং

*

*

*

পদ্যফলও তদ্রূপ পূর্ণ হয়।’ এই কথা বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনা-
কালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘পদ্য যতই অল্প হউক না কেন ‘উহা আমার নিকট আসিবে না’
(অর্থাৎ অল্পমাত্র পদ্য অনুষ্ঠান করিলে তাহার কোন ফল হইবে না) এই
ভাবিয়া কেহ (কোন পাণ্ডিত ব্যক্তি) যেন পদ্যকে অবহেলা না করেন ।
বিন্দু বিন্দু জল পড়িলেও কলস পূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ অল্প অল্প
করিয়া পদ্য চয়ন করিলেও জ্ঞানবান্ পদ্যে পূর্ণ হইয়া যান ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১২২ ।

অন্বয় : পাণ্ডিত ব্যক্তি পদ্য করিয়া—‘আমি অল্পমাত্র পদ্য
করিয়াছি । ইহা আমাকে কোন ফল দিবে না । এইরূপ সামান্য কর্ম
কোথায় আমাকে দেখিবে, আমিও তাহাকে কোথায় দেখিব, কবে ইহা পরিপক্ব
হইবে’—এইভাবে পদ্যকে অবহেলা করিবে না, অবজ্ঞা করিবে না । যেমন
নিরন্তর জলবিন্দু পতিত হইয়া উন্মুক্ত ভাজন পরিপূর্ণ হয়, ঠিক

ধীরো পণ্ডিতপদুরিসো 'থোকং থোকং' পি পদুৎ-এং
আচিনন্তো পদুৎ-এংস পদুরতী'তি ।

দেসনাবসানে সো সেট্ঠি সোতাপত্তিফলং পাপদুগ্গ, সম্পত্ত-
পরিসায়পি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসী'তি ।

বিলালপাদকসেট্ঠিবথু ছট্ঠং

*

*

*

তদ্রূপ 'ধীর' পণ্ডিত ব্যক্তি 'অল্প অল্প' পদ্য চয়ন করিয়া পদ্যপাত্র
পরিপূর্ণ করে ।

দেশনাবসানে সেই শ্রেষ্ঠ স্নোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন, উপস্থিত
পরিষদের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। বিড়ালপাদকশ্রেষ্ঠের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



মহাধনবাণিজ্যবন্ধু । ৭

‘বাণিজ্যে বা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
মহাধনবাণিজং আরব্ভ কথেসি ।

তস্স কির বাণিজস্স গেহে পণ্ডসতা চোরা ওতারং
গবেসমানা ওতারং ন লভিৎসু । অপরেন সময়েন বাণিজ্যো
পণ্ড সকটসতানি ভণ্ডস্স পদুরেহা ভিক্খুনং আরো-
চাপেসি, ‘অহং অসদ্ধকট্ঠানং নাম বাণিজ্জথায় গচ্ছামি, যে
অয্যা তং ঠানং গন্তুকামা, তে নিক্খমন্তু, মণ্ণে ভিক্খায়
ন কিলমিস্সসন্তী’তি । তং সদ্ধা পণ্ডসতা ভিক্খু তেন
সদ্ধিং মণ্ণং পটিপম্ভিজ্জসু । তেপি চোরা, ‘সো কির

*

*

*

মহাধনবাণিকের উপাখ্যান । ৭ ।

‘বাণিক যেমন’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে মহাধন-
বাণিককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

সেই বাণিকের গৃহে পণ্ডশত চোর অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রবেশ করিতে
পারিতোছিল না । অন্য এক সময় সেই বাণিক পণ্ডশত শকট বাণিজ্য দ্রব্যের
দ্বারা পূর্ণ করিয়া ভিক্ষুদের জানাইলেন—‘আমি অমদক স্থানে বাণিজ্যের
জন্য যাইতেছি, আপনাদের মধ্যে কেহ যদি যাইতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে
নিষ্কান্ত হউন, পথে ভিক্ষার অভাব হইবে না ।’ ইহা শ্রুনিয়া পণ্ডশত ভিক্ষু
তাঁহার সহিত রওনা দিলেন । সেই চোরেরাও ‘সেই বাণিক বাণিজ্যের জন্য
নিষ্কান্ত হইয়াছেন’ জানিয়া রাস্তার ধারে ঠং পাতিয়া অবস্থান করিল ।
বাণিকও যাইয়া অটবিমুখে এক গ্রামে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । দুই-তিন
দিন গোরু এবং শকটাদিকেও বিশ্রাম দিলেন । সেই পণ্ডশত ভিক্ষুদের প্রত্যহ
আহারের ব্যবস্থাও করিলেন । তিনি বিলম্ব করাতে চোরেরা এক ব্যক্তিকে

বাণিজ্যে নিক্খন্তো'তি গন্ত্বা অটবিয়ং অট্ঠংসু ।
 বাণিজ্যে পি গন্ত্বা অটবিমুদুথে একস্মিং গামে বাসং কত্ত্বা
 দ্বৈ তয়ো পি দিবসে গোণসকটাদীনি সংবিদহি, তেসং পন
 ভিক্খুনং নিবদ্ধং ভিক্খং দৈতি য়েব । চোরা তস্মিং
 অতিচিরায়ন্তে, 'গচ্ছ, তস্স নিক্খমনদিবসং ঐত্ত্বা এহী'তি
 একং পদ্বিসং পহিণংসু । সো তং গামং গন্ত্বা একং
 সহায়কং পদ্বিচ্ছি, 'কদা বাণিজ্যে নিক্খমিস্সতী'তি, সো
 'দ্বীহতীহচ্চয়েনা'তি বত্ত্বা, 'কিমথং পন পদ্বিচ্ছসী'তি আহ ।
 অথস্স সো, 'ময়ং পণ্ডসতা চোরা এতস্সথায় অটবিয়ং
 ঠিতা'তি আচিক্খি । ইতরো, 'তেন হি গচ্ছ, সীঘং
 নিক্খমিস্সতী'তি তং উষ্যোজ্জত্বা, 'কিং নু থো চোরে
 বারেমি, উদাহু বাণিজং'তি চিস্তেত্ত্বা, 'কিং মে চোরেহি,
 বাণিজং নিস্সায় পণ্ডসতা ভিক্খু জীবন্তি, বাণিজস্স
 সঞ্ঞং দস্সামী'তি সো তস্স সন্তিকং গন্ত্বা 'কদা
 গমিস্সথা'তি পদ্বিচ্ছিত্বা, 'ততিয়দিবসে'তি বদুত্তে 'ময়ংহং

*

*

*

পাঠাইল খবর নিতে—'যাও ত, তিনি কখন রওনা দিবেন জানিয়া আইস ।'
 সেই ব্যক্তি গ্রামে যাইয়া এক সহায়ককে জিজ্ঞাসা করিল—'বাণিক্ কবে
 রওনা হইবেন ?'

'এই দুই তিন দিন পরে । কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ?'

লোকটি বলিল—'আমরা পঞ্চশত চোর তাঁহারই জন্য অটবীতে অবস্থান
 করিতেছি ।' সহায়ক—'তাহা হইলে যাও, বাণিক্ শীঘ্রই নিষ্কান্ত হইবেন ।'
 —বলিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া চিন্তা করিল—'আমি কি চোরদের বারণ
 করিব, না বাণিক্কে' এবং স্থির করিল—'চোরদের দিয়া আমার কি হইবে ?
 এই বাণিক্কে উদ্দেশ্য করিয়া পঞ্চশত ভিক্ষু জীবন ধারণ করিতেছেন ।
 বাণিক্কেই আমি ব্যাপারটা জানাইব' এবং বাণিকের নিকট যাইয়া 'কবে
 রওনা হইবেন ?' জিজ্ঞাসা করাতে বাণিক্ বলিলেন—'তৃতীয় দিবসে ।'

বচনং করোথ, অটবিল্লং কির তুম্‌হাকং অথায় পণ্ডসতা চোরা ঠিতা মা তাব গমিথা'তি । 'ত্বং কথং জানাসী'তি ? 'তেসং অন্তরে মম সহায়ো অথি, তস্স মে কথায় ঞ্জাতং'তি । "তেন হি 'কিং মে এত্তো গতেনা'তি নিবত্তিহা গেহমেব গমিস্সামী'তি আহ । তস্মিং চিরায়ন্তে পদ্বন তেহি চোরেহি পেসিতো পদ্বরিসো আগন্হা তং সহায়কং পদ্বচ্ছিহা তং পবত্তিৎ সদ্‌হা, 'নিবত্তিহা গেহমেব কির গমিস্সতী'তি গন্হা চোরানং আরোচেসি । তং সদ্‌হা চোরা ততো নিক্‌খ-মিহা ইতরস্মিং মণ্ণে অট্‌ঠংসদ্‌ । তস্মিং চিরায়ন্তে পদ্বন পি তে চোরা তস্স সন্তিকং পদ্বরিসং পেসেসদ্‌ । সো তেসং তথ ঠিতভাবং ঞ্জহা পদ্বন বাণিজস্স আরোচেসি । বাণিজ্জো 'ইধাপি মে বেকল্লং নথি, এবং সন্তে নেব এত্তো গমিস্সামি, ন ইতো, ইধেব ভবিষ্সামী'তি ভিক্‌খুদ্বনং সন্তিকং গন্হা

*

*

*

'তাহা হইলে আমার কথা শুনুন । আপনার জন্য পণ্ডশত চোর অটবীতে অপেক্ষা করিতেছে । এখন যাইবেন না ।'

'তুমি কিপ্রকারে জানিলে ?'

'তাহাদের মধ্যে আমার এক বন্ধুও আছে, তাহার মূখেই শুনিয়াছি ।'

'তাহা হইলে আমার আর যাইবার প্রয়োজন নাই । আমি গৃহেই ফিরিয়া যাইব ।' তাহার বিলম্ব দেখিয়া পদ্বনরায় তাহারা একজনকে পাঠাইল খবর নিতে । সে আসিয়া বলিল—'বণিক্‌ গৃহে ফিরিয়া যাইবেন ।' ইহা শুনিয়া চোরেরা সেই অটবী হইতে বাহির হইয়া বণিকের প্রত্যাবর্তন-মার্গের পার্শ্বে লুকাইয়া পড়িল । কিন্তু বণিকের বিলম্ব দেখিয়া আবার খবর নিতে লোক পাঠাইল । ঐ গ্রামের সহায়ক পথিপার্শ্বে চোরদের অবস্থানের কথা জানিয়া বণিক্‌কে জানাইল । বণিক্‌ তখন চিন্তা করিলেন—'আমার ত কোন কিছুর অভাব নাই । অতএব আমি সম্মুখদিকেও যাইব না, পশ্চাদ্‌দিকেও যাইব না । যেখানে আছি সেখানেই থাকিব ।' তিনি ভিক্ষুদের

আহ, ‘ভস্তু, চোরা কির মং বিলুদ্পিতুকামা মণ্ণে ঠিতা, ‘পদন নিবত্তিস্সতী’তি সদ্বা ইতরস্মিং মণ্ণে ঠিতা, অহং এত্তো বা ইতো বা অগন্তা থোকং ইধেব ভবিম্সামি, ভদন্তা ইধেব বসিতুকামা বসন্তু, গন্তুকামা অন্তনো রুচিং করোন্তু’তি । ভিক্খু ‘এবং সন্তে ময়ং নিবত্তিস্সামা’তি বাণিজং আপদুচ্ছিত্তা পদনদেব সার্বাথং গন্তা সথারং বন্দিহা নিসীদিংসু । সথা, ‘কিং ভিক্খবে মহাধনবাণিজেন সন্ধিং ন গমিথা’তি পদুচ্ছিত্তা ‘আম ভস্তু, মহাধনবাণিজস্স বিলুদ্পনথায় দ্বীসু পি মণ্ণেসু চোরা পরিযুট্ঠিংসু, তেন সো তথেব ঠিতো, ময়ং পন তং আপদুচ্ছিত্তা আগতা’তি বদন্তে ‘ভিক্খবে, মহাধনবাণিজো চোরানং অস্থিতায় মণ্ণং পরিবজ্জেতি, জীবিতুকামো বিয় পদুরিসো

*

*

*

নিকট যাইয়া বলিলেন—‘ভস্তু, চোরেরা নাকি আমাকে লুণ্ঠ করিবার জন্য পথিপার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছে । আবার আমি ফিরিয়া যাইব শুনিয়া আমার প্রত্যাবর্তনের মার্গে অপেক্ষা করিতেছে । আমি কোনদিকে না যাইয়া এখানেই থাকিব । আপনাদের মধ্যে যাহারা এখানে থাকিতে ইচ্ছুক থাকুন, যাহারা ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক তাহারা যথেষ্টা করিতে পারেন ।’ ভিক্ষুগণ ‘তাহাই যদি হয় আমরা ফিরিয়া যাইব’ বলিয়া বণিক্কে বলিয়া পদনরায় শ্রাবস্তীতে যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপাশে বসিলেন । শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা মহাধনবণিকের সঙ্গে গেলে না ?’

‘হ্যাঁ ভস্তু, মহাধনবণিক্কে লুণ্ঠ করিবার জন্য অগ্রে এবং পশ্চাতে উভয় চোরেরা অপেক্ষা করিতেছে । তিনি তাই সেখানেই (অথাৎ অট-বিমুখে এক গ্রামে) অবস্থান করিতেছেন । আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া আসিয়াছি ।’ শাস্তা বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, মহাধনবণিক্ চোরদের পথ ত্যাগ করিতেছেন । বাঁচিতে

হলাহলং বিসং পরিবজ্জতি, ভিক্ষুনা পি ‘তয়ো ভবা চোরেহি পরিয়দুট্ঠিতমঙ্গসাদিসা’তি এত্তা পাপং পরিবজ্জতুং বটুতী’ত বহা অনদুসন্ধং ঘটেত্তা ধম্মং দেসেস্ন্তো ইমং গাথমাহ—

‘বাণিজোব ভয়ং মঙ্গং, অম্পসথো মহদ্ধনো ।

বিসং জীবিতুকামোব, পাপানি পরিবজ্জয়ে’তি । ১২৩ ।

তথ ‘ভয়ং’তি ভায়িতব্যং, চোরেহি পরিয়দুট্ঠিতত্তা সম্পটিভয়ং তি অথো । ইদং বদন্তং হোতি—যথা মহাধন-বাণিজো ‘অম্পসথো’ সম্পটিভয়ং ‘মঙ্গং’ যথা ‘জীবিতু-কামো’ হলাহলং বিসং পরিবজ্জতি, এবং পিণ্ডতো ভিক্ষু অম্পমন্তুকানি পি ‘পাপানি’ পরিবজ্জয়েয়াতি ।

*

*

*

ইচ্ছুক ব্যক্তি হলাহল বিষ পরিত্যাগ করে । ভিক্ষুদেরও জানা উচিত যে, শ্রিভব হইতেছে চোরদের দ্বারা উপদ্রুত মার্গসদৃশ এবং পাপ পরিত্যাগ করা উচিত’ বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘প্রভূত ধন থাকিলে এবং অম্পসংখ্যক সঙ্গী থাকিলে বণিক্ যেমন বিপৎ-সঙ্কুল পথ পরিত্যাগ করে, জীবনেচ্ছু ব্যক্তি যেমন বিষ পরিত্যাগ করে, (পিণ্ডিত ব্যক্তি) সেইরূপ পাপ পরিত্যাগ করিবে ।

—ধম্মপদ, স্লোক ১২৩ ।

অন্বয় : ‘ভয়’ অর্থাৎ ভায়িতব্য, চোরদের দ্বারা উপদ্রুত বলিয়া ভয়বন্ত এই অর্থ । ইহা উক্ত হইয়াছে—যেমন মহাধনবণিক্ সঙ্গে অম্পসংখ্যক সঙ্গী থাকিতে ভয়সঙ্কুল মার্গ ত্যাগ করেন, জীবনেচ্ছু ব্যক্তি যেমন হলাহল বিষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ পিণ্ডিত ভিক্ষু অম্পমাত্র পাপকেও পরিবর্জন করিবে ।

দেশনাবসানে তে ভিক্ষু সহ পটিসম্ভিদাহি অরহত্তং
 পাপদুগ্ধং, সম্পত্তমহাজনস্সাপি সাথিকা ধম্মদেশনা
 অহোসীতি ।

। মহাধনবাণিজবত্থু সত্তমং ।

*

*

*

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ প্রতিসম্ভিদা সহ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন ।
 উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। মহাধনবাণিকের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

কুক্কুটমিত্তনেসাদবন্ধু । ৮

‘পাণিম্হি চে’তি ইমং ধম্মদেশনং সথা বেল্লবনে বিহরন্তো কুক্কুটমিত্তং নাম নেসাদং আরব্ভ কথেসি ।

রাজগৃহে কির একা সেট্ঠিধীতা বয়স্পত্তা সত্তভূমিক-
পাসাদস্স উপরি সিরিগব্বে আরক্খণথায় একং পরিচারিকং
দত্ত্বা মাতাপিতৃহি বাসিয়মানা একদিবসং সায়হসময়ে
বাতপানেন অন্তরবীথিং ওলোকেন্তী পণ্ড পাসসতানি পণ্ড
চ সল্লসতানি আদায় মিগে বধিত্বা জীবমানং একং কুক্কুট-
মিত্তং নাম নেসাদং পণ্ড মিগসতানি বধিত্বা তেসং মংসেন
মহাসকটং পুরেত্ত্বা স্কটধুরে নিসীদিত্ত্বা মংসাবিক্কিণনথায়
নগরং পবিসন্তং দিম্বা তস্মি পটিবদ্ধচিত্তা পরিচারিকায়
হথে পল্লাকারং দত্ত্বা, ‘গচ্ছ, এতস্স পল্লাকারং দত্ত্বা গমনকালং
এত্ত্বা এহী’তি পেসেসি । সা গন্ত্বা তস্স পল্লাকারং দত্ত্বা

*

*

*

কুক্কুটমিত্ত-নিষাদের উপাখ্যান । ৮ ।

‘যদি হন্তে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেগুবনে অবস্থানকালে কুক্কুটমিত্ত নামক নিষাদকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

রাজগৃহে এক শ্রেষ্ঠিকন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাতাপিতা তাহাকে সপ্তভূমিক প্রাসাদের উপরিতলে গ্রীগর্ভে রাখিয়া তাহার আরক্ষার জন্য এক পরিচারিকাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । একদিন সন্ধ্যার সময় জানালা দিয়া পথের দিকে তাকানো মাত্র সে দেখিল—পঞ্চশত পাশ এবং পঞ্চশত শূল লইয়া পশুবধের দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী কুক্কুটমিত্ত নামক নিষাদ পঞ্চশত পশুবধ করিয়া তাহাদের মাংসের দ্বারা মহাসকট পূর্ণ করিয়া রাস্তার ধারে বসিয়া মাংস বিক্রীর উদ্দেশ্যে নগরে প্রবেশ করিতেছে । তাহাকে দেখিয়া শ্রেষ্ঠিকন্যা প্রেমাসক্ত হইয়া পরিচারিকার হাতে একটি উপহার দিয়া পাঠাইল—‘স্বাও, এই উপহার ঐ নিষাদকে দাও এবং তাহার প্রত্যাবর্তনের সময় জানিয়া

পদাচ্ছ, ‘কদা গমিস্সসী’তি ? সো ‘অভ্জ মংসং বিক্কিণিত্বা
 পাতোব অসদুদ্বারেন নাম নিক্খমিত্বা গমিস্সামী’তি আহ ।
 সা তেন কথিতকথং সদুদ্বা আগন্ত্বা তস্সা আরোচেসি ।
 সেট্ঠিধীতা অন্তনা গহেতব্বযদুত্তকং বখাভরণজাতং
 সংবিদাহিত্বা পাতোব মলিনবথং নিবাসেত্বা কূটং আদায়
 দাসীহি সন্ধিং উদকতিথং গচ্ছন্তী বিয় নিক্খমিত্বা তং
 ঠানং গন্ত্বা তস্সাগমনং ওলোকেন্টী অট্ঠাসি । সোপি
 পাতোব সকটং পাভেত্তো নিক্খমি । সা তস্স পচ্ছতো
 পচ্ছতো পায়াসি । সো তং দিম্বা, “অহং তং ‘অসদুদ্বারেন
 নাম ধীতা’তি ন জানামি, মা মং অনদুবন্ধি অম্মা’তি
 আহ । ‘ন মং ত্বং পক্কোসসি, অহং অন্তনো ধম্মতায়
 আগচ্ছামি, ত্বং তুণ্হী হদ্বা অন্তনো সকটং পাভেহী’তি ।
 সো পদুন্পদুনং তং নিবারেতি য়েব । অথ নং সা আহ,

*

*

*

আইস ।’ পরিচারিকা যাইয়া নিষাদকে উপহার দিয়া বলিল—‘তুমি কবে
 ফিরিবে ?’ সে বলিল—‘অদ্য মাংস বিক্রয় করিয়া (আগামীকল্য) প্রাতেই
 নগরের অম্লক দ্বার দিয়া নিষ্কান্ত হইব ।’ পরিচারিকা আসিয়া সে যাহা
 যাহা বলিয়াছে সমস্তই তাহাকে জানাইল । শ্রেষ্ঠিকন্যা নিজের প্রয়োজনীয়
 বস্ত্রালংকারাদি একত্রিত করিয়া প্রাতঃকালেই মলিনবস্ত্র পরিধান করিয়া
 কলসী লইয়া দাসীদের সঙ্গে ঘাটে যাইতেছে এইভাবে ছদ্মবেশে নিষ্কান্ত হইয়া
 পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া নিষাদের আগমনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল ।
 সেও সকালেই তাহার শকট চালাইয়া নিষ্কান্ত হইল । শ্রেষ্ঠিকন্যা তাহার
 পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল । নিষাদ তাহাকে দেখিয়া বলিল—‘আমি
 তোমাকে অম্লকের কন্যা বলিয়া জানি না । মা, তুমি আমাকে অনুসরণ
 করিয়োনা ।’ (কন্যা বলিল) ‘তুমি ত আমাকে ডাক নাই, আমি স্বেচ্ছায়
 আসিয়াছি, তুমি নীরবে তোমার শকট চালাও ।’ কিন্তু নিষাদ বারবার
 তাহাকে বারণ করিল । তখন কন্যা তাহাকে বলিল—‘স্বামিন্, লক্ষ্মী

‘সামি, সিরী নাম অন্তনো সন্তিকং আগচ্ছন্তী নিবারেতুং ন বট্টতী’তি । সো তস্মা নিস্সংসয়েন আগমনকারণং ঞ্জা তং সকেটং আরোপেত্বা অগম্মাসি । তস্মা মাতাপিতরো ইতো চিত্তো চ পরিয়েসাপেত্বা অপস্সন্তা ‘মতা ভবিস্সতী’তি মতকভত্তুং করিৎসু । সা পি তেন সন্ধিং সংবাসমন্বায় পটিপাটিয়া সত্ত পদুত্তে বিজায়িত্বা তে বয়স্পত্তে ঘরবন্ধনেন বন্ধি ।

অথেকদিবসং সখা পচ্ছসসময়ে লোকং বোলোকেন্তো কুঙ্কটমিত্তং সপদুত্তং সসুগ্গিসং অন্তনো ঞ্জাণজালস্স অন্তো পবিট্ঠং দিম্বা, ‘কিং নু খো এতং’তি উপধারেস্তো তেসং পন্নরসন্নং পি সোতাপত্তিমগ্গস্স উপনিস্সয়ং দিম্বা পাতোব পত্তচীবরং আদায় তস্স পাসট্ঠানং অগম্মাসি । তং দিবসং পাসে বন্ধো একমিগো পি নাহোসি । সখা তস্স পাসমূলে পদবলঞ্জং দস্সেত্বা পদুরতো একস্স গদুস্সস হেট্ঠা ছায়ায়

*

*

*

স্বয়ং আসিলে তাহাকে বারণ করিতে নাই।’ সে নিঃসংশয়ে তাহার আগমনের কারণ জানিয়া তাহাকে শকটে তুলিয়া লইয়া চলিল । কন্যার মাতাপিতা এদিকে-সেদিকে তাহার খোঁজ করিয়াও না দেখিয়া ‘নিশ্চয়ই মরিয়া গিয়াছে’ মনে করিয়া তাহার শ্রাদ্ধকর্ম করিলেন । কন্যাও নিষাদের সহিত সহবাস করিয়া সাতপুত্রের জন্ম দিল এবং তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিল ।

অনন্তর একদিন শাস্তা প্রত্যুষকালে জগৎ অবলোকন করিবার সময় সপুত্র সন্দুশ্য কুঙ্কটমিগ্রকে তাহার জ্ঞানজালের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট দেখিলেন । দেখিয়া ‘ব্যাপারটা কি’ চিন্তা করিতে করিতে তাহাদের পনরজনেরই স্নোতাপত্তিমার্গের উপনিশ্রয় আছে দেখিয়া প্রাতঃকালেই পাত্ৰচীবর লইয়া যেখানে কুঙ্কটমিগ্রের পাশজাল বিস্তৃত ছিল সেখানে যাইয়া দাঁড়াইলেন । সেইদিন একটি পশুও তাহার পাশবদ্ধ হয় নাই । শাস্তা কুঙ্কটমিগ্রের পাশ-মূলে নিজের পদাচিহ্ন প্রদর্শিত করিয়া সম্মুখে একটি তরুচ্ছায়ায় গিয়া

নিসীদি । কুন্ধুটমিত্তো পাতোব ধনুং আদায় পাসট্ঠানং
 গন্হা আদিতো পট্ঠায় পাসে ওলোকয়মানো পাসে বন্ধং
 একং পি মিগং অদিম্বা সথু পদবলজং অদ্দস । অথস্স
 এতদহোসি, ‘কো ময়্‌হং বন্ধমিগে মোচেত্তো বিচরতী’তি ।
 সো সথরি আঘাতং বন্ধিহা গচ্ছন্তো গদ্বম্বমূলে নিসিন্ধং
 সথারং দিম্বা, ‘ইমিনা মম মিগা মোচিতা ভবিম্সন্তি,
 মারেম্সামি নং’তি ধনুং আকড্‌টি । সথা ধনুং আকড্‌টিতুং
 দহা বিস্সজ্জতুং নাদাসি । সো সরং বিস্সজ্জতুং পি
 আরোপেতুং পি অসক্কোন্তো ফাসদুকাহি ভিজ্জন্তীহি বিয়
 মদ্বথো খেলেন পগ্‌ঘরন্তেন কিলন্তুরূপো অট্ঠাসি । অথস্স
 পদন্তা গেহং গন্হা ‘পিতা নো চিরায়তি । কিং নু থো
 এতং’তি বহা, ‘গচ্ছথ তাতা, পিতু সন্তিকং’তি মাতরা
 পেসিতা ধনুনি আদায় গন্হা পিতরং তথাঠিতং দিম্বা,

*

*

*

উপবেশন করিলেন । কুন্ধুটমিত্ত সকালেই ধনু লইয়া পাশস্থানে যাইয়া
 এক একটি পাশ উঠাইয়া দেখিল একটি পশুও পাশবন্ধ হয় নাই । কিন্তু
 শাস্তার পায়ের ছাপ দেখিতে পাইল । তখন সে ভাবিল—‘কে আমার পাশ-
 বন্ধ পশুগুলিকে মস্ত করিয়া দিতেছে ?’ সে পায়ের ছাপ অনুসরণ করিয়া
 যাইতে যাইতে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট শাস্তাকে দেখিতে পাইল এবং ভাবিল ‘এই
 ব্যক্তিই নিশ্চয়ই আমার পশুগুলিকে মস্ত করিয়া দিয়াছে ; ইহাকে মারিয়াই
 ফেলিব’ বলিয়া ধনু গ্রহণ করিল । শাস্তা এমন করিলেন যাহাতে সে
 ধনুতে শর যোজনা করিতে পারে । কিন্তু শর যেন নিক্ষেপ করিতে না
 পারে । কুন্ধুটমিত্ত শর নিক্ষেপও করিতে পারিল না, ধনুর্গুণ হইতে শরকে
 ছাড়াইতেও পারিল না ; তাহার মনে হইল যেন তাহার পঞ্জরাস্থি বিদীর্ণ
 হইতেছে । তাহার মদ্ব দিয়া লালা নির্গত হইতেছে, সে ক্রান্ত হইয়া মূর্তির
 মত দাঁড়াইয়া রহিল । এদিকে তাহার পদ্রেরা চিস্তিত হইল, ‘পিতা বিলম্ব
 করিতেছেন কেন, ব্যাপার কি ?’ মাতা বলিলেন—‘বাবারা যাইয়া দেখ
 তোমাদের পিতার কি হইয়াছে !’ পদ্রেরা ধনু গ্রহণ করিয়া যাইয়া পিতাকে

‘অয়ং নো পিতু পচ্চামিত্তো ভবিম্সতী’তি সত্ত পি জনা ধনুনি আকড্টিত্বা বুদ্ধানুভাবেন যথা নেসং পিতা ঠিতো, তথৈব অট্ঠংসু। অথ তেসং মাতা, ‘কিং নু থো মে পদুত্তাপি চিরায়ত্তী’তি বহু সত্তাহি স্দিগিসাহি সন্ধিং গন্ত্বা তে তথা ঠিতে দিম্বা, কস্স নু থো ইমে ধনুনি আকড্টিত্বা ঠিতা’তি ওলোকেত্তী, সথারং দিম্বা বাহা পঙ্গয়্হ, ‘মা মে পিতরং নাসেথ, মা মে পিতরং নাসেথা’তি মহাসন্দম-কাসি। কুক্কটমিত্তো তং সন্দং সুত্বা চিন্তেসি, ‘নট্ঠো বতম্হি, সসুরো কির মে এস, অহো ময়া ভারিয়ং কস্মং কতং’তি। পদুত্তাপিস্স, ‘অয়্যাকো কির নো এস, অহো ভারিয়ং কস্মং কতং’তি চিন্তয়িৎসু। কুক্কটমিত্তো, ‘অয়ং সসুরো মে’তি মেত্তচিন্তং উপট্ঠপেসি, পদুত্তাপিস্স, ‘অয়্যাকো নো’তি মেত্তচিন্তং উপট্ঠপেসুং। অথ তে নেসং

*

*

*

ঐভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া (বুদ্ধকেও দেখিয়া) ‘ইনিই নিশ্চয়ই আমার পিতার শত্রু হইবেন’ বলিয়া সাতজনই ধনুতে জ্যারোপণ করিল (বুদ্ধকে হত্যা করিবার জন্য), কিন্তু বুদ্ধের প্রভাবে সাতজনই যেখানে তাহাদের পিতা সেখানেই মূর্তিবৎ দণ্ডায়মান থাকিল। এদিকে তাহাদের মাতা চিন্তায় পড়িল—‘আমার পুত্রেরা বিলম্ব করিতেছে কেন?’ এবং সাতজন স্নুযাকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া তাহাদের (আটজনকে) ঐভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া ‘তাহারা কাহার দিকে শরনিষ্ক্ষেপ করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে?’ ভাবিয়া তাকাইয়া বুদ্ধকে দেখিতে পাইল এবং হাত তুলিয়া চিৎকার করিয়া বলিল—‘আমার পিতাকে মারিওনা, আমার পিতাকে মারিওনা।’ কুক্কটমিথ সেই শব্দ শুনিয়া ভাবিল—‘আমি ত মহাপাপ করিতেছিলাম, আমার শ্বশুরকেই হত্যা করিতেছিলাম?’ তাহার পুত্রেরাও—‘ইনি আমাদের মাতামহ। আমরা ত মহাপাপ করিতেছিলাম!’ চিন্তা করিল। কুক্কটমিথ ‘ইনি আমার শ্বশুর’ বলিয়া (শাস্তার প্রতি) মৈত্রীচিন্তা উপাদান করিল। পুত্রেরাও ‘ইনি আমাদের মাতামহ’ বলিয়া মৈত্রীচিন্তা

মাতা সেট্ঠিধীতা, ‘খম্মপং ধনুনি ছুঙ্কেহা, পিতরং মে খম্মাপেথা’তি আহ।

সখা তেসং মদুদুচিত্ততং ঞ্জহা ধনুং ওতারেতুং অদাসি। তে সবে সখারং বন্দিহা, ‘খম্মথ নো ভন্তে’তি খম্মাপেহা একমন্তং নিসীদিংসু। অথ নেসং সখা অনুপদুবিং কথং কথেসি। দেসনাবসানে কুঙ্কটমিত্তো সন্ধিং পদুত্তেহি চেব সদুগিসাহি ৫ অন্তপণ্ডসমো সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি। সখা পিণ্ডায় চরিহা পচ্ছাভত্তং বিহারং অগমাসি। অথ নং আনন্দথেরো পদুছি, ‘ভন্তে কহং গমিথা’তি? ‘কুঙ্কট-মিত্তস্স সন্তিকং আনন্দা’তি। ‘পাণাতিপাতকম্মস্স বো ভন্তে, অকারকো কতো’তি। ‘আমানন্দ, সো অন্তপণ্ড-দসমো অচলসঙ্কায় পতিট্ঠায় তীসু রতনেসু নিব্বঞ্জেহু হুহা পাণাতিপাতকম্মস্স অকারকো জাতো’তি। ভিক্খু

*

*

*

উৎপাদন করিল। তখন তাহাদের মাতা শ্রেষ্ঠিকন্যা বলিল—‘শীঘ্রই ধনু ফেলিয়া দাও। আমার পিতার নিকট ক্ষমা চাও।’

শাস্তা তাহাদের মদুদুচিত্ততার জন্য ধনু নামাইতে দিলেন। তাহারা সকলে শাস্তাকে বন্দনা করিয়া ‘ভস্তু, আমাদের ক্ষমা করুন’ বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া একপাশে বসিল। তখন শাস্তা তাহাদের নিকট আনু-পদুবিংভাবে ধর্মদেশনা করিলেন। দেশনাবসানে কুঙ্কটমিত্ত স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূগণ এবং স্বয়ং মোট পনরজন স্নোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শাস্তা পিণ্ডাচরণ করিয়া ভোজনাঙ্কে বিহারে আসিলেন। তখন আনন্দ হুবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভস্তু, কোথায় গিয়াছিলেন?’

‘আনন্দ, কুঙ্কটমিত্তের নিকট গিয়াছিলাম।’

‘ভস্তু, তাহাকে প্রাণাতিপাত কর্ম হইতে বিরত করিতে পারিয়াছেন নিশ্চয়ই।’

‘হুয়ী আনন্দ, সে সপরিবারের (মোট পনরজন) অচলপ্রকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ত্রিরত্নের প্রতি নিঃসংশয় হইয়া, প্রাণাতিপাত কর্ম হইতে বিরত হইয়াছে।’

আহংস্, ‘নন্ ভন্তে, ভরিয়াপিঙ্গ অখী’তি । ‘আম
ভিক্খবে, সা কুলগেহে কুমারিকা হুত্বা সোতাপত্তিফলং
পত্তা’তি । ভিক্খু কথং সমুট্ঠাপেসন্, ‘কুৰুটমিট্রস
কির ভরিয়া কুমারিককালে এব সোতাপত্তিফলং পত্তা তস্স
গেহং গন্হা সত্ত পত্তে লভি, সা এত্তকং কালং সামিকেন
‘ধন্, আহর, সরে আহর, সত্তিং আহর, সুলং আহর,
জালং আহরা’তি বুদ্ধমানা তানি অদাসি । সো পি তায়
দিম্মানি আদায় গন্হা পাণাতিপাতং করোতি, কিং ন্ থো
সোতাপত্তা পি পাণাতিপাতং করোন্তী’তি । সত্তা আগন্হা,
‘কায় ন্ থ ভিক্খবে এতরিহি কথায় সন্নিসিন্না’তি পচ্ছিহা,
ইমায় নামা’তি বত্তে, ‘ন ভিক্খবে, সোতাপত্তা পাণাতি-
পাতং করোন্তি, সা পন ‘সামিকস্স বচনং করোমী’তি তথা

*

*

*

ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে, তাহার ভাষাও ত ছিল ?’

‘হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, সে কুলগ্হে কুমারিকা অবস্থাতেই স্নোতাপত্তিফল প্রাপ্ত
হইয়াছে ।’

ভিক্ষুগণ কথা উত্থাপন করিলেন—‘কুৰুটমিট্রের ভাষা নাকি কুমারী
অবস্থাতেই স্নোতাপত্তিফল লাভ করিয়া তাহার (কুৰুটমিট্রের) গ্হে যাইয়া
সার্ভাট পত্ত লাভ করিয়াছে । এতকাল সে স্বামীর সঙ্গে থাকিয়া স্বামীর
আদেশ পালন করিয়াছে, যেমন ধন্ লইয়া আইস, শর লইয়া আইস, আমার
শক্তি (= শিকারের জন্য প্রয়োজন ছুরিকা, বর্শা, বজ্রম ইত্যাদি) লইয়া আইস,
শূল লইয়া আইস, জাল লইয়া আইস ।’ সেও তৎপ্রদত্ত ঐসব দ্রব্য লইয়া
প্রাণীহত্যা করে । তাহা হইলে স্নোতাপত্তগণও প্রাণীহত্যা করেন ?’ শাস্ত্র
আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি বিষয় লইয়া
আলোচনা করিতেছ ?’

‘এই বিষয়ে ভন্তে ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, স্নোতাপত্তগণ প্রাণীহত্যা করেন না । শ্রেষ্ঠিকন্যা ‘স্বামী

অকাসি । ‘ইদং গহেত্বা এস গম্ব্বা পাণাতিপাতং করোতু’তি তস্সা চিত্তং নখি । পাণিতলস্মিং হি বণে অসতি বিসং গণ্হন্তস্স তং বিসং অনুদহিতুং ন সঙ্কোতি । এবমেব অকুসলচেতনায় অভাবেন পাপং অকরোন্তস্স ধনুআদীনি নীহরিত্বা দদতো পি পাপং নাম ন হোতী’তি বত্ত্বা অনুসন্ধিং ঘটেত্বা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘পাণিমুহি চে বণো নাস্স, হরেয়্য পাণিনা বিসং ।

নাব্বণং বিসমন্বেতি, নখি পাপং অকুস্বতো’তি । ১২৪ ।

তথ ‘নাস্সা’তি ন ভবেয়্য । ‘হরেয়্যা’তি হরিতুং সঙ্কুণেয়্য । কিং কারণা ? যস্মা ‘নাব্বণং বিসমন্বেতি’ অবণং হি পাণিং বিসং অব্বেতুং ন সঙ্কোতি, এবমেব ধনুআদীনি নীহরিত্বা দেন্তস্সাপি অকুসলচেতনায় অভাবেন পাপং ‘অকুস্বতো’ পাপং নাম ‘নখি’, অবণং পাণিং বিসং বিয় নাস্স চিত্তং পাপং অনুগচ্ছতী’তি ।

*

*

*

আদেশ পালন করিব’ বলিয়া তদ্রূপ করিয়াছে । ‘ইহা লইয়া আমার স্বামী প্রাণী হত্যা করুক’ এই চিন্তা তাহার কখনও উৎপন্ন হয় নাই । হস্ততলে ব্রণ না থাকিলে বিষ হাতে গ্রহণ করিলেও তাহা কার্যকর হইবে না । তদ্রূপ অকুশল চেতনার অভাবে পাপ না করিলে ধনু প্রভৃতি আনিয়া দিলেও পাপ হয় না ।’ এই কথা বলিয়া শাস্তা উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যদি হস্তে ক্ষত না থাকে তবে হস্তদ্বারা বিষও গ্রহণ করা যায় ; অক্ষত মনুষ্যকে বিষ কিছুই করিতে পারে না । সেইরূপ (যাহার চিন্তে পাপ নাই) তাহার কাছে পাপ ঘাইতে পারে না । —ধম্মপদ, শ্লোক ১২৪ ।

অন্বয় : ‘না থাকে’ । ‘গ্রহণ করিতে পারে’ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় । কেন ? যেহেতু ব্রণশূন্য হাতকে বিষ কিছুই করিতে পারে না । তদ্রূপ ধনু প্রভৃতি আনিয়া দিলেও অকুশল চেতনার অভাবে পাপ সংঘটিত হইতে পারে না । ব্রণশূন্য হাতকে বিষ যেমন কোন ক্ষতি করিতে পারে না, তদ্রূপ অকুশল চেতনায়ুক্ত চিন্তকে পাপ অনুসরণ করিতে পারে না ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধিংসদ্বিতি ।
 অপরেণ সময়েন ভিক্খু কথং সমুট্ঠাপেসদুং, 'কো নু থো
 কুঙ্কটমিত্তস্স সপদত্তস্স সসদ্বিগিসস্স সোতাপত্তিমগ্গস্সদুপ-
 নিস্সয়ো, কেন কারণেন নেসাদকুলে নিব্বত্তো'তি । সথা
 আগন্ত্বা, 'কায় নু থ, ভিক্খবে, এতরহি কথায় সন্নিসিন্না'তি
 পদুচ্ছিহ্বা, 'ইমায় নামা'তি বদন্তে, 'ভিক্খবে, অতীতে
 কস্সপদসবলস্স ধাতুচেতিয়ং সংবিদহন্তা এবমাহংসদু, 'কিং
 নু থো ইমস্স চেতিয়স্স মত্তিকা ভবিস্সতি, কিং উদকং'তি ।
 অথ নেসং এতদহোসি, 'হরিতালমনোসিলা মত্তিকা
 ভবিস্সতি, তিলতেলং উদকং'তি । তে হরিতালমনোসিলা
 কোট্টেহ্বা তিলতেলেন সংসন্দিহ্বা ইট্ঠকায় ঘটেহ্বা সুবল্লেন
 খচিহ্বা অন্তো চিনিংসদু, বহিমুথে পন একগ্ঘনসদুবল্লইট্ঠ-
 কাব অহেসদুং । একেকা সতসহস্সগ্ঘনিকা অহোসি ।

*

*

*

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

অন্য এক সময় ভিক্ষুগণ কথা উত্থাপন করিলেন—‘সপদত্ত সন্মদ্ব
 কুঙ্কটমিত্তের সোতাপত্তিমার্গের উপনিশ্রয় যদি ছিল, কেনই বা সে নিষাদকুলে
 জন্ম লইয়াছে ?’

শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয়
 লইয়া আলোচনায় বসিয়াছ ?’ ‘এই বিষয়ে ভস্তু ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, অতীতে কাশ্যপবুদ্ধের ধাতুচেত্যা নিৰ্মাণকালে এইরূপ
 ঘোষণা করা হইয়াছিল—‘এই চৈত্যের মত্তিকাই বা কি হইবে । জলই বা কি
 হইবে ?’ তখন তাহাদের মনে এই চিন্তা উদ্ভূত হইয়াছিল—‘হরিতাল-
 মনোশিলা হইবে মত্তিকা, আর জল হইবে তিলতেল ।’ তাহারা হরিতাল-
 মনোশিলাকে গুঁড়া করিয়া তিলতেলের দ্বারা মাখিয়া তদ্বারা ইষ্টক প্রস্তুত
 করিয়া তাহা সুবর্ণখচিত করিল । ইহার দ্বারা চৈত্যের অভ্যন্তরের
 প্রাচীর তৈয়ার করা হইল । বাহিরের প্রাচীর একঘন সুবর্ণ ইষ্টক দ্বারা
 প্রস্তুত করা হইল । এক একটি ইষ্টকের দাম এক লক্ষ মুদ্রা । ধাতুনিধান

তে ষাব ধাতুনিধানা চোতিয়ে নিট্ঠিতে চিন্তায়িসু, ‘ধাতু-
নিধানকালে বহুনা ধনেন অথো। কং নু থো জেট্ঠকং
করোমা’তি।

অথেকো গামবাসিকো সেট্ঠি, ‘অহং জেট্ঠকো ভবি-
স্সামী’তি ধাতুনিধানে একং হিরণ্ণকোটিং পক্খিপি।
তং দিম্বা রট্ঠবাসিনো, ‘অয়ং নগরসেট্ঠি ধনমেব সংহরতি,
এবরুপে চোতিয়ে জেট্ঠকো ভবিতুং ন সঙ্কোতি, গামবাসী
পন কোটিধনং পক্খিপিহা জেট্ঠকো জাতো’তি
উম্মায়িসু। সো তেসং কথং সুহা, ‘অহং হে কোটিয়ো
দহা জেট্ঠকো ভবিস্সামী’তি হে কোটিয়ো অদাসি।
ইতরো, ‘অহমেব জেট্ঠকো ভবিস্সামী’তি তিস্সো
কোটিয়ো অদাসি। এবং বড্ঢেহা বড্ঢেহা নগরবাসী
অট্ঠ কোটিয়ো অদাসি। গামবাসিনো পন গেহে নবকোটি-
ধনমেব অথি, নগরবাসিনো চত্তালীসকোটিধনং। তস্মা

*

*

*

না হওয়া পর্যন্ত চৈত্যানির্মাণের কাজ সম্পন্ন হইলে তাঁহারা চিন্তা করিলেন—
‘ধাতুনিধানকালে বহু ধনের প্রয়োজন হইবে। কাহাকে আমরা ‘প্রধান’
করিব?

অনন্তর এক গ্রামবাসী শ্রোষ্ঠি—‘আমি প্রধান হইব’ বলিয়া ধাতুনিধানের
জন্য এক কোটি হিরণ্য প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাহা দেখিয়া রাষ্ট্রবাসিগণ এই
বলিয়া নিজেদের ক্রোধ প্রকাশ করিল—‘এই নগরশ্রোষ্ঠি চৈত্যানির্মাণের জন্য
ধন সঞ্চয় করিয়াছেন। এইরূপ চৈত্রে তিনি ‘প্রধান’ হইতে পারিবেন না কেন?
গ্রামবাসী শ্রোষ্ঠি মাত্র এক কোটি ধন দিয়া কি করিয়া ‘প্রধান’ হইবেন?’
গ্রামবাসী শ্রোষ্ঠি তাহাদের কথা শুনিয়া ‘আমি দুই কোটি ধন দিয়া প্রধান
হইব’ বলিয়া দুই কোটি দান করিলেন। নগরশ্রোষ্ঠি তিন কোটি ধন দিয়া
বলিলেন—‘আমিই প্রধান হইব।’ এইভাবে বৃদ্ধি করিতে করিতে নগরবাসী
শ্রোষ্ঠী আট কোটি ধন দিলেন। গ্রামবাসী শ্রোষ্ঠির গৃহে আছে মাত্র নয়
কোটি ধন, নগরশ্রোষ্ঠির আছে চুয়াল্লিশ কোটি ধন। সেইজন্য গ্রামবাসী

গাম্বাসী চিন্তেসি, “সচাহং নব কোটিয়ো দম্সামি, অয়ং
 ‘দস কোটিয়ো দম্সামী’তি বক্খতি, অথ মে নিন্ধনভাবো
 পঞ্ঞায়িস্সতী”তি । সো এবমাহ, ‘অহং এত্তকং চ ধনং
 দম্সামি, সপদ্বত্তদারো চ চেতিয়স্স দাসো ভবিম্সামী’তি
 সত্ত পদ্বত্তে সত্ত সদ্দিগসায়ে ভরিয়ং চ গহেত্বা অন্তনা সন্ধিং
 চেতিয়স্স নিয়্যাদেসি । রট্ঠবাসিনো, ‘ধনং নাম সন্ধা
 উপাদেতুং, অয়ং পন সপদ্বত্তদারো অন্তানং নিষ্যাদেসি,
 অয়মেব জেট্ঠকো হোত্ৱতি তং জেট্ঠকং করিংসু । ইতি
 তে সোলস পি জনা চেতিয়স্স দাসা অহেসুং । রট্ঠবাসিনো
 পন তে ভুজিস্সে অকংসু । এবং সম্ভেপি চেতিয়মেব
 পটিজ্জিগত্বা যাবতায়ুং ঠত্বা ততো চুতা দেবলোকে
 নিব্বত্তিসু । তেসু একং বুদ্ধান্তরং দেবলোকে বসন্তেসু
 ইমস্মিং বুদ্ধপ্পাদে ভরিয়া ততো চবিত্বা রাজগহে
 সেট্ঠিনো ধীতা হুত্বা নিব্বত্তি । সা কুমারিকাব হুত্বা

*

*

*

শ্রেষ্ঠ চিন্তা করিলেন—‘আমি যদি নয় কোটি প্রদান করি নগরশ্রেষ্ঠ
 বলিবেন ‘আমি দশ কোটি দিব ।’ আমি যদি দশ কোটি দিতে না পারি
 আমার ধনহীনতা প্রকাশ পাইবে ।’ তিনি তখন বলিলেন—‘আমি এত ধন
 দিব (অর্থাৎ আট কোটি ধন দিব) এবং দারা-পুত্র-পরিবার সহ এই চৈতের
 দাস হইয়া থাকিব’—এই কথা বলিয়া সাত পুত্র, সাত পুত্রবধূ এবং ভাষ্যকে
 লইয়া নিজেকে সহ চৈতাকে প্রদান করিলেন । তখন রাষ্ট্রবাসিগণ চিন্তা
 করিল—‘ধন ত উৎপাদন করা যায়, কিন্তু এই ব্যক্তি সপুত্রদারা নিজেকে
 উৎসর্গ করিয়াছেন, অতএব ইহাকেই প্রধান করা হউক’ বলিয়া তাঁহাকেই
 প্রধান করা হইল । এইভাবে তাঁহারা ষোলজন চৈতের দাস হইয়া গেলেন ।
 অবশ্য রাষ্ট্রবাসীরা তাঁহাদের মৃত্ত করিয়া দিলেন । তৎসঙ্গেও তাঁহারা
 আজীবন চৈতের সেবাশ্রদ্ধা করিয়া মৃত্যুর পরে দেবলোকে উৎসন্ন
 হইলেন । তাঁহারা এক বুদ্ধান্তর কাল দেবলোকে কাটাইয়া বর্তমান বুদ্ধের
 উৎপত্তিকালে সেই ভাষা রাজগহে শ্রেষ্ঠকন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন ।

সোতাপত্তিফলং পাপদুগ্ধি । অদিট্টসচ্চস্স পন পটিসন্ধি
নাম্ভারিয়া তি তস্সা সাম্মিকো সম্পরিবত্তমানো গন্ত্বা
নেসাদকুলে নিব্বত্তি । তস্স সহ দস্সনেনেব সেট্ঠীতরং
পদুৰ্ব্বাসিনেহো অষ্বেআখরি । বদন্তং পি চেতং—

‘পদুৰ্ব্বেব সন্নিবাসেন, পচ্ছদুপন্নহিতেন বা ।

এবং তং জায়তে পেমং, উপ্পলং ব যথোদকে’তি ॥

সা পদুৰ্ব্বাসিনেহেনেব নেসাদকুলং অগমাসি । পদুত্তাপিস্সা
দেবলোকা চবিহ্বা তস্সা এব কুচ্ছিহ্মিং পটিসন্ধিং গণ্হিংসু,
সদুগ্ধিসায়োপিস্সা তথ তথ নিব্বত্তিত্বা বয়স্পত্তা তেসংষেব
গেহে অগমংসু । এবং তে সবেপি তদা চেতিয়ং
পটিজ্জিগত্বা তস্স কস্সস্সানুভাবেন সোতাপত্তিফলং
পত্তা তি ।

॥ কুঙ্কটমিত্তেনেসাদবত্থু অট্টমং ॥

*

*

*

তিনি কুমারী অবস্থাতেই স্নোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । কিন্তু ‘যিনি
সত্যদর্শন করেন নাই তাঁহার নিকট পুনর্জন্ম দুঃখদায়ক’—তাই তাঁহার
স্বামী বহু জন্ম অতিবাহিত করিয়া অবশেষে নিষাদকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন ।
কিন্তু তাঁহার দর্শনমাত্রই শ্রেষ্ঠিকন্যার চিত্তে পূর্বমমতা (অর্থাৎ অতীত
জন্মের সেই স্মৃতি) জাগ্রত হইল । তাই বলা হইয়াছে—

‘পূর্ব (জন্ম) সংবাসহেতু অথবা বর্তমান (জন্মের) হিতহেতু এইরূপ
প্রেম উৎপন্ন হয়, যেমন জলে উৎপন্ন হয় পদ্ম ।’

তিনি পূর্বজন্মের প্রেমবশতঃই নিষাদকুলে গিয়াছেন (অর্থাৎ নিষাদ
কুঙ্কটমিত্তকে বিবাহ করিয়াছেন) । তাঁহার পদগ্রগণও দেবলোক হইতে চ্যুত
হইয়া তাঁহারই গর্ভে জন্ম লইয়াছে, তাঁহার পদগ্রবধুগণও বিভিন্ন স্থানে জন্ম-
গ্রহণ করিলেও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই গৃহে আগমন করিয়াছে (বিবাহসদৃশ) ।
এইভাবে তাহারা সকলেই সেই জন্মে চৈত্যকে সেবাসুদ্রুষার কর্মপ্রভাবে
স্নোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়াছে ।

। কুঙ্কটমিত্ত-নিষাদের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

কোকসুনখলুদ্ধকবখু । ১

‘যো অম্পদট্টেস্সা’তি ইমং ধম্মদেশনং সখা জেতবনে
বিহরন্তো কোকং নাম সুনখলুদ্ধকং আরব্ভ কথেসি ।

সো কির একদিবসং পদ্ববণ্হসময়ে ধনুং আদায়
সুনখপরিবদ্বতো অরঞ্ৎঞং গচ্ছন্তো অন্তরামণ্ণে একং
পিণ্ডায় পবিসন্তং ভিক্ষুং দিম্বা কুষ্টিয়া, ‘কালকর্ণি মে
দিট্টো, অজ্জ কিণ্ণি ন লভিস্সামী’তি চিন্তেত্বা পক্কামি ।
থেরো পি গামে পিণ্ডায় চরিয়া কতভত্তিকিচ্ছো পদ্বন বিহারং
পায়াসি । ইতরোপি অরঞ্ৎঞং বিচারিয়া কিণ্ণি অলভিয়া
পচ্চাগচ্ছন্তো পদ্বন থেরং দিম্বা, ‘অজ্জাহং ইমং কালকর্ণি
দিম্বা অরঞ্ৎঞং গতো কিণ্ণি ন লভিং, ইদানি মে পদ্বন পি
অভিমদ্বখো জাতো, সুনখেহি নং খাদাপেঙ্গামী’তি সঞ্ৎঞং
দত্বা সুনখে বিঙ্গসজেঙ্গসি । থেরো পি, ‘মা এবং করি

*

*

*

কোক-শুনক-লুদ্ধকের উগাখ্যান । ১ ।

‘যে নিদোষ পদ্রুঘের’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
কোক নামক শুনক-লুদ্ধককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সে (অর্থাৎ কোক) একদিন পদ্বাহে ধনু লইয়া শুনকপরিবৃত্ত হইয়া অরণ্যে
গমনকালে পিণ্ডপাতরত এক ভিক্ষুকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া—‘অদ্য
কালকর্ণি দেখিলাম, কিছই পাইব না’ চিন্তা করিয়া প্রস্থান করিল । স্থবিরও
গ্রামে পিণ্ডপাত শেষ করিয়া ভুক্তাবসানে পদ্বরায় বিহারে চলিয়া আসিতে-
ছিলেন । লুদ্ধকও অরণ্যে যাইয়া কিছই না পাইয়া ফিরিবার সময় পদ্বরায়
স্থবিরকে দেখিয়া ‘অদ্য আমি এই কালকর্ণিকে দেখিয়া যাইয়া অরণ্যে যাইয়া
কিছই পাইলাম না । এখন আবার সে আমার সম্মুখীন হইয়াছে । কুকুর দিয়া
ইহাকে ভক্ষণ করাইব’ চিন্তা করিয়া তাহার দিকে আঙুল দেখাইয়া কুকুরদের
ছাড়িয়া দিল । স্থবিরও অনুনয় করিলেন—‘হে উপাসক, এইরূপ করিও

উপাসকা'তি যাচি । সো 'অজ্জাহং তব সম্মুখীভূতত্তা কিণ্ঠ
 নালথং, পদন পি মে সম্মুখীভাবমাগতোসি, খাদাপেঙ্গামেব
 তং' তি বজ্জা সন্নথে উয্যোজ্জেসি । থেরো বেগেন একং
 রুদ্ধক্খং অভিরুদ্ধিত্বা পদ্বিরসম্পমাণে ঠানে নিসীদি ।
 সন্নথা রুদ্ধক্খং পরিবারেসদং । লদ্ধদকো গম্ব্হা, রুদ্ধক্খং
 অভিরুদ্ধিতো পি তে মোক্খো নথী'তি তং সরতুণ্ডেন
 পাদতলে বিম্বি । থেরো 'মা এবং করোহী'তি তং
 যাচিষেব । ইতরো তস্স যাচনং অনাদিয়িত্বা পদ্বনুপ্পনং
 বিম্বিষেব । থেরো একস্মিং পাদতলে বিম্বিয়মাণে তং
 উক্খিপিত্বা দ্বিতীয়ং পাদং ওলম্বিত্বা তস্মিং বিম্বিয়মাণে
 তং পি উক্খিপতি, এবমস্স সো যাচনং অনাদিরিত্বাব
 হে পি পাদতলানি বিম্বি য়েব । থেরস্স সরীরং উক্কাহি
 আদিত্তং বিয় অহোসি, সো বেদনানুবাত্তকো হুত্তা সতিং

*

*

*

না ।' 'অদ্য আমি তোমার মূখদর্শন করিয়া যাইয়া কিছুই পাই নাই,
 পদনরায় তুমি আমার সম্মুখে আসিয়াছ, তোমাকে কুকুর দিয়াই খাওয়াইব'
 বলিয়া কুকুরগুলিকে ছাড়িয়া দিল । স্থবির দ্রুত যাইয়া একটি গাছে উঠিয়া
 এক পদ্রুপ উচ্চতায় বসিয়া পড়িলেন । কুকুরগুলি ঐ গাছের চতুর্দিকে
 ঘুরিতে লাগিল । লদ্ধক যাইয়া 'গাছে উঠিলেও তোমার মূক্তি নাই' বলিয়া
 শরের তুণ্ড দিয়া তাঁহার পদতলে আঘাত করিল । স্থবির বারবার বলিতে
 লাগিলেন—'তুমি এইরূপ করিও না ।' কিন্তু তাঁহার কথায় কণপাত না
 করিয়া পদনঃপদনঃ আঘাত করিতে লাগিল । স্থবির একটি পদতল বিদ্ধ
 হইলে তাহা তুলিয়া দ্বিতীয় পদতল বন্ধুলাইয়া রাখিলেন । তাহাও বিদ্ধ
 হইলে উঠাইয়া লইলেন । এইপ্রকারে লদ্ধক স্থবিরের কথায় কণপাত না
 করিয়া তাঁহার দুই পদতল (শরতুণ্ডের দ্বারা) ক্ষতবিক্ষত করিল । স্থবিরের
 মনে হইল যেন তাঁহার শরীর উষ্ণকর দ্বারা দগ্ধ হইতেছে । তাঁর বেদনায়
 তিনি স্মৃতিতে জাগ্রত রাখিতে পারিলেন না । তিনি জানেন না কখন

পচ্ছদপট্টাপেতুং নাসক্খি, পারদুতচীবরং ভস্সন্তং পি ন সল্লক্খেসি। তং পতমানং কোকং সীসতো পট্টায় পরিক্খিপস্তুমেব পতি। সুনখা, ‘থেরো পতিতো’তি সঞ্ঞায় চীবরন্তরং পবিসিহ্বা অন্তনো সামিকং লুণ্ণিহ্বা খাদন্তা অট্ঠিমত্তাবসেসং করিংসু। সুনখা চীবরন্তরতো নিক্খমিহ্বা বহি অট্ঠংসু।

অথ নেসং থেরো একং সুদুখদন্ডকং ভঞ্জিহ্বা খিপি। সুনখা থেরং দিম্বা, ‘সামিকোব অম্হেহি খাদিতো’তি ঞ্জহ্বা অরঞ্ঞং পবিসিংসু। থেরো কুঙ্কুচ্চং উম্পাদেসি, ‘মম চীবরন্তরং পবিসিহ্বা এস নট্ঠো, অরোগং নু থো মে সীলং’তি। সো রুদুখা ওতরিহ্বা সখু সন্তিকং গন্ত্বা আদিতো পট্টায় সন্ধং তং পবিত্তং আরোচেহ্বা, ‘ভন্তে, মম চীবরং নিস্সায় সো উপাসকো নট্ঠো, কচ্চি মে অরোগং সীলং, অথি মে সমণভাবো’তি পদ্বিচ্ছি। সখা তস্স

*

*

*

তাঁহার বহিবাস (চীবর) স্থলিত হইয়াছে। সেই চীবর নীচে পতনের সময় লুঙ্খক কোককে আপাদমস্তক আবৃত করিল। কুকুরেরা ‘স্থবির পতিত হইয়াছে’ মনে করিয়া চীবরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিজেদের প্রভুকেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া অস্থিমাত্র অবশেষ রাখিয়া খাইয়া ফেলিল। তারপর কুকুরগুলি চীবর হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন স্থবির একটি শূঙ্কদন্ড ভাঙ্গিয়া নীচে নিক্ষেপ করিলেন। কুকুরগুলি স্থবিরকে দেখিয়া ‘আমরা আমাদের প্রভুকেই খাইয়া ফেলিয়াছি’ জানিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল। স্থবিরের মনে অনুশোচনা হইল—‘আমারই চীবরান্তরে প্রবেশ করিয়া এই ব্যক্তি বিনষ্ট হইল। ইহাতে আমার শীল রক্ষিত আছে কি?’ তিনি গাছ হইতে নামিয়া শান্তার নিকট যাইয়া আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনা শান্তাকে জানাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে, আমার চীবরের জন্যই ত এই ব্যক্তি বিনষ্ট হইয়াছে। আমার কি শীল রক্ষিত আছে। আমার কি শ্রমণভাব রক্ষিত আছে?’ শান্তা তাঁহার কথা শুনিয়া

বচনং সদ্ভা, ‘ভিক্ষু, আরোগং তে সীলং, অস্থি তে সম্মণভাবো, সো অম্পদট্ঠস্স পদট্ঠস্সিহা বিনাসং পত্তো, ন কেবলং চ ইদানেব, অতীতে পি অম্পদট্ঠানং পদট্ঠস্সিহা বিনাসং পত্তোষেবা’তি বহু তমথং পকাসেস্তু অতীতং আহরি—

অতীতে কিরেকো বেজ্জো বেজ্জকম্মথায় গামং বিচরিহা কিণ্ড কম্মং অলভিহা ছাত্ত্বন্তো নিক্কমিহা গামদ্বারে সম্বহুলে কুমারকে কীলন্তে দিম্বা, ‘ইমে সম্পেন ডংসাপেহা তিকিচ্ছিহা আহরং লভিস্সামী’তি একস্মিং রুদ্ধখবিলে সীসং নীহরিহা নিপন্নং সম্পং দস্সেহা, ‘অম্ভো কুমারকা, এসো সালিকপোতকো, গণ্হথ নং’তি আহ। অথেকো কুমারকো সম্পং গীবায় দল্হং গহেহা নীহরিহা তস্স সম্পভাবং ওহা বিরবন্তো অবিদুরে ঠিতস্স বেজ্জস্স

*

*

*

বলিলেন—‘হে ভিক্ষু, তোমার শীল ঠিকই আছে। তোমার শ্রমণধর্মও ঠিক আছে। সেই ব্যক্তি নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি চিন্ত প্রদুষ্ট করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। শৃদ্ধ এইবারেই নহে, অতীতেও সে নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি চিন্ত প্রদুষ্ট করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল’ বলিয়া তাহা প্রকাশ করিবার জন্য অতীতের ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন—

অতীতে এক বৈদ্য বৈদ্যকর্ম করিবার জন্য গ্রামে বিচরণ করিয়া কোন কাজ না পাইয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণাত হইয়া গ্রাম হইতে বাহির হইয়া গ্রামদ্বারে অনেক বালকদের খেলা করিতে দেখিয়া ‘ইহাদের সপর্দ্বারা দষ্ট করাইয়া চিকিৎসা করিয়া আহারের ব্যবস্থা করিব’ চিন্তা করিয়া একটি গাছের কোটরে মাথা বাহির করিয়া শয়নরত সাপকে দেখিয়া বলিলেন—‘ওহে ছেলেরা, এখানে একটা শালিকা পাখীর বাচ্চা আছে, ইহাকে ধর।’ একটি বালক সাপটিকে গলায় ভালভাবে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিল এবং ‘সাপ সাপ’ বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে নিকটে দণ্ডায়মান বৈদ্যের মাথায় নিক্ষেপ

মথকে খিপি । সম্পো বেজ্জস্স খন্ধট্ঠিকং পরিক্খিপিহ্বা
দল্হং ডংসিহ্বা তথেব জীবিতক্খয়ং পাপেসি । এবমেস
কোকো সূনখলদ্দকো পদুবেপি অম্পদট্ঠস্স পদুস্সিহ্বা
বিনাসং পত্তোষেবা তি ।

সথা ইমং অতীতং আহরিহ্বা অনুসন্धिং ঘটেহ্বা ধম্মং
দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘যো অম্পদট্ঠস্স নরস্স দুস্সতি,

সুদুস্স পোসস্স অনঙ্গস্স,

তমেব বালং পচ্চেতি পাপং,

সুখুদুমো রজো পটিবাভং ব খিত্তো’তি । ১২৫ ।

তথ ‘অম্পদট্ঠস্সা’তি অন্তনো বা সম্বসত্তানং বা
অদট্ঠস্স । ‘নরস্সা’তি সত্তস্স । ‘দুস্সতী’তি
অপরজ্জতি । ‘সুদুস্সা’তি নিরপরাধস্সেব । ‘পোসস্সা’তি
ইদং পি অপরেনাকারেন সত্তাধিবচনমেব । ‘অনঙ্গস্সা’তি

*

*

*

করিল । সাপটি বৈদ্যের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তীরভাবে দংশন করিয়া
সেখানেই তাহার জীবননাশ করিল । এইভাবে এই শূনকলঙ্ঘক কোক
পূর্বেও নিদোষ বালকদের প্রতি চিত্ত দুষ্ট করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল ।

শাস্তা অতীতের এই ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই
গাথাটি ভাষণ করিয়াছিলেন—

‘যে মূর্খ ব্যক্তি নিদোষ, শূদ্ধ এবং নির্মল (রাগ, দ্বেষ, মোহ হইতে মুক্ত)
পুরুষের প্রতি চিত্তকে দূষিত করে, বায়ুর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত সুক্ষ্ম ধূলি-
কণার ন্যায় পাপ তাহারই নিকট আসে । —ধর্মপদ, শ্লোক ১২৫ ।

অম্বয় : ‘নিদোষ ব্যক্তির’ অর্থাৎ নিজের বা সর্বসত্ত্বগণের প্রতি অদুষ্ট বা
নিদোষ ব্যক্তির । ‘ব্যক্তির’ সত্ত্বের, ‘চিত্ত দুষ্ট করে’ অর্থাৎ অপরাধ করে’ ।
‘শূদ্ধ ব্যক্তির’ নিরপরাধের । ‘পুরুষের’ ইহাও আর এক প্রকারে সত্ত্ব শব্দেরই
অধিবচন । ‘অনঙ্গের’ বিগতক্লেশ ব্যক্তির । ‘প্রত্যাগত হয়’ প্রত্যাগমন করে ।

নিষ্কিলেসসস্স । ‘পচ্চেতী’তি পটিএতি । ‘পটিবাতং’তি
 যথা একেন পদ্বারিসেন পতিবাতো ঠিতং পহরিতুকামতায়
 ‘খিত্তো সদ্ধুখমো রজ্জো’ তমেব পদ্বারিসং পচ্চেতি, তস্সেব
 উপরি পতিতি, এবমেব যো পদ্বংগলো অস্পদদুট্টস্স
 পদ্বারিসস্স পাণিস্পহরাদীনি দদন্তো পদদুস্সতি, ‘তমেব
 বালং’ দিট্টেব ধম্মে, সম্পরায়ে বা নিরয়াদীসু বিপচ্চমানং
 তং ‘পাপং’ বিপাকদুখবসেন পচ্চেতী’তি অথো ।

দেসনাবসানে সো ভিক্ষু অরহত্তে পতিট্টহি, সম্পত্ত-
 পরিসায় পি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসী’তি ।

। কোকসদ্বনখলদ্বদকবথদ্ব নবমং ।

*

*

*

‘বায়দুর বিপরীত দিকে’ যেমন কোন ব্যক্তি বায়দুর বিপরীত দিকে দণ্ডায়মান
 কোন ব্যক্তিকে প্রহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া যদি সূক্ষ্ম রজ্জুঃ ক্ষেপণ করে তাহা
 হইলে সেই রজ্জুঃ ঘুরিয়া ঘাইয়া ক্ষেপণকারীর উপরেই পতিত হয়, ঠিক
 তদ্রূপ যে ব্যক্তি নির্দোষ ব্যক্তিকে হস্তদ্বারা প্রহারাদি দিয়া হিংসা করে (উক্ত
 ব্যক্তির ক্ষতি করে) সেই পাপ মূর্খ ব্যক্তিটিকে ইহলোকে বা পরলোকে বা
 নরকাদিতে নরকযন্ত্রণা ভোগ করায় কারণ সেই পাপ বিপাক দুঃখের আকারে
 পাপকর্মকারীকেই বিনষ্ট করে ।

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষু অহত্তে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । উপস্থিত পরিষদের
 নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। কোকসদ্বনক-লদ্বথকের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

মণিকারকুলদুগকতিস্‌সথেরবন্ধু । ১০

‘গৰ্ভমেকে’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
মণিকারকুলদুগকং তিস্সথেরং আরব্ধ কথোসি ।

সো কির থেরো একস্স মণিকারস্স কুলে দ্বাদসবস্সানি
ভুঞ্জি । তস্সিমাং কুলে জয়স্পতিকা মাতাপিতৃট্ঠানে ঠহ্মা
থেরং পটিজ্জিগংসদু । অথেকদিবসং সো মণিকারো থেরস্স
পদুরতো মংসং ছিন্দন্তো নিসিন্নো হোতি । তস্সিমাং থণে
রাজা পসেনাদি কোসলো একং মণিরতনং ‘ইমং ধোবিত্তা
বিম্বিত্তা পহিগতদু’তি পেসেসি । মণিকারো সলোহিতেনেব
হথেন তং পটিগ্গহেত্বা পেলায় উপরি ঠপেত্বা হথধোবনথং
অন্তো পার্বিসি । তস্সিমাং পন গেহে পোসাবানিয়কোণ্ডসকুণো
অথি । সো লোহিতগন্ধেন মংসসঞ্ঞায় তং মণিং থেরস্স
পস্সন্তস্সেব গিলি । মণিকারো আগন্ত্বা মণিং অপস্সন্তো,

*

*

*

মণিকার কুলোগগ তিস্য স্থবিরের উপাখ্যান । ১০ ।

‘কেহ কেহ গৰ্ভে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
মণিকারের কুলোগগ তিস্য স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই স্থবির কোন এক মণিকারের কুলে দ্বাদশবর্ষ যাবত ভোজন গ্রহণ
করিয়াছেন । সেই কুলে দম্পতী মাতৃপিতৃস্থান অবলম্বন করিয়া স্থবিরকে
সেবা করিয়াছেন । একদিন সেই মণিকার মাংস কাটিতে (অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড
করিতে) বসিয়াছিলেন, স্থবিরও তাহার সম্মুখেই বসিয়াছিলেন । ঐ
মুহূর্তেই রাজা পসেনাদি কোশল একটি মণিরত্ন পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন—
‘ইহা পরিষ্কার করিয়া ছিদ্র করিয়া পাঠাইয়া দাও ।’ মণিকার রক্তমাখা হাতে
ইসে মণিরত্ন গ্রহণ করিয়া রক্তকর্ণডকের উপর রাখিয়া হাত ধুইবার জন্য
ভিতরে প্রবেশ করিলেন । সেই গৃহে ছিল একটি পোষা ক্রৌঞ্চ পাখী । সে রক্ত
গন্ধ পাইয়া মাংস মনে করিয়া স্থবিরের সম্মুখেই ঐ মণিরত্ন গিলিয়া ফেলিল ।

‘মণি কেন গহিতো’তি ভরিয়ং চ পদন্তকে চ পটিপাটিয়া
 পদচ্ছিত্ত্বা তেহি, ‘ন গণ্হামা’তি বদন্তে, ‘থেরেন গহিতো
 ভবিম্সতী’তি চিন্তেত্বা ভরিয়ায় সন্ধিং মন্তেসি, ‘থেরেন
 মণি গহিতো ভবিম্সতী’তি । সা, ‘সামি, মা এবং অবচ,
 এত্তকং কালং ময়া থেরম্স ন কিঞ্চিৎ বজ্জং দিট্ঠপদুব্বং, ন
 সো মণিং গণ্হাতী’তি । মণিকারো থেরং পদচ্ছি, ‘ভন্তে,
 ইমাম্সিং ঠানে মণিরতনং তুম্হেহি গহিতং’তি । ‘ন গণ্হামি
 উপাসকা’তি । ‘ভন্তে’ ন ইধ অঞ্ঞো অথি, তুম্হেহি
 য়েব গহিতো ভবিম্সতি, দেথ মে মণিরতনং’তি । সো তস্মিং
 অসম্পটিচ্ছন্তে পদন ভরিয়ং আহ, ‘থেরেনেব মণি গহিতো,
 পীলেত্বা নং পদচ্ছিম্সাসী’তি । সা, ‘সামি, মা নো নাসয়ি.
 বরং অম্হেহি দাসব্যং উপগম্মুং, ন চ থেরং এবরুপং বত্তুং’তি ।

*

*

*

মণিকার আসিয়া মণি না দেখিয়া ‘মণি কে লইয়াছে’ বলিয়া ভাষা ও পদন্ত-
 কন্যাগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা ‘আমরা লই নাই’ বলিলে চিন্তা করিলেন
 নিশ্চয়ই এই স্থবির লইয়াছেন’ এবং ভাষার সহিত মন্তণা করিলেন—‘মণি
 নিশ্চয়ই এই স্থবিরই লইয়াছেন’ । ভাষা বলিল—‘স্বামিন্, এইরূপ বলিবেন
 না, এতকাল ধরিয়া আমরা স্থবিরের কোন দোষ ইতিপূর্বে দেখি নাই ।
 তিনি মণি লইতে পারেন না’ । মণিকার স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে,
 এইখানে যে মণিরত্নটি ছিল সেটা কি আপনি লইয়াছেন ?’

‘না উপাসক, আমি লই নাই ।’

‘ভন্তে, এখানে তো আর কেহ ছিল না, আপনিই লইয়াছেন, আমাকে
 মণিরত্ন দিন ।’

স্থবির যখন দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে তিনি মণিরত্ন গ্রহণ করেন নাই ।
 তখন মণিকার আবার ভাষাকে বলিলেন—‘স্থবিরই মণিরত্ন লইয়াছেন ।
 তাঁহাকে পীড়ন করিয়া কথা আদায় করিব ।’

ভাষা—‘স্বামিন্, এইভাবে আশ্রমের বিনষ্টের কারণ হইবেন না । বরং
 আমরা রাজার দাসত্ব করিব, তথাপি স্থবিরকে এইরূপ বলিবেন না ।’

সো, 'সব্বে ময়ং দাসত্তং উপগচ্ছন্তা মণিমূলং ন অগ্ঘামা'তি
রজ্জুং গহেত্বা থেরস্স সীসং বেঠেত্বা দণ্ডেন ঘট্টেসি । থেরস্স
সীসতো চ কল্লাসাহি চ লোহিতং পগ্ঘারি, অক্খীনি
নিকুখমনাকারপ্পত্তানি অহেসুং, সো বেদনাপমত্তো ভূমিয়ং
পতি । কোণ্টো লোহিতগন্ধেনাগন্ধা লোহিতং পিবি ।
অথ নং মণিকারো থেরে উপ্পন্নকোধবেগেন, 'ত্বং কিং
করোসী'তি পাদেন পহরিত্বা থিপি । সো একপহারেনেব
মরিয়া উত্তানো অহোসি ।

থেরো তং দিম্বা, 'উপাসক, সীসে বেঠনং তাব মে সিথিলং
কত্বা ইমং কোণ্ডং ওলোকেহি, 'মতো বা নো বা'তি । অথ
নং সো আহ, 'এস বিয় ত্বং পি মরিস্সসী'তি । 'উপাসক,
ইমিনা সো মণি গিলিতো, সচে অয়ং ন অমরিস্সা, ন তে
অহং মরন্তোপি মণিং আচিক্খিস্সং'তি । সো তস্স

*

*

*

স্বামী—'আমরা সকলে দাসত্ব করিলেও মণিরত্নের মূল্য শোধ করা যাইবে
না ।' এই বলিয়া রজ্জু দ্বারা স্থবিরের গলায় ফাঁস লাগাইয়া দণ্ডদ্বারা
মস্তকে প্রহার করিলেন । স্থবিরের মাথা, কাণ এবং নাক দিয়া রক্ত ঝরিতে
লাগিল, অক্ষিযুগল যেন কোটর হইতে বাহির হইবার উপক্রম হইল । যন্ত্রণায়
কাতর হইয়া তিনি ভূপতিত হইলেন । সেই ক্রৌঞ্চ রক্তের গন্ধ পাইয়া আবার
রক্ত পান করিল । মণিকার স্থবিরের উপর উৎপন্ন ক্রোধবেগে 'তুমি কি
করিতেছ' বলিয়া পদাঘাত করিয়া দূরে ক্ষেপণ করিলেন । সে এক প্রহারেই
মরিয়া উপড় হইয়া থাকিল ।

স্থবির তাহাকে দেখিয়া—'উপাসক, আমার মাথার বাঁধন শিথিল করিয়া
এই ক্রৌঞ্চকে দেখুন মৃত না জীবিত ?' তখন তাহাকে মণিকার বলিলেন—
'ইহার মত তুমিও মরিবে ।'

'উপাসক, এই ক্রৌঞ্চই আপনার মণিরত্ন গিলিয়া খাইয়াছে । যদি ইহা
না মরিত, তাহা হইলে আমি মরিলেও আপনি মণিরত্ন পাইতেন না ।' (ইহা

উদরং ফালেহ্মা মণিং দিম্বা পবেধেন্তো সংবিগ্গমানসো
 থেরস্স পাদমূলে নিপাঞ্জিহ্মা, ‘খমথ মে ভন্তে, অজ্ঞানন্তেন
 ময়া কতং’তি আহ। ‘উপাসক, নেব তুয়ংহং দোসো অথি,
 ন ময়ংহং, বটুস্সেবস দোসো, খমামি তে’তি। ‘ভন্তে,
 সচে মে খমথ, পকর্তিনিয়ামেনেব মে গেহে নিসীদিহ্মা
 ভিক্খং গণ্হথা’তি। ‘উপাসক, ন দানাহং ইতো পট্ঠায়
 পরেসং গেহস্স অন্তোহ্ছদনং পাবিসিস্সামি। অন্তোগেহ-
 পবেসনস্সেব হি অয়ং দোসো, ইতো পট্ঠায় পাদেসদু আব-
 হন্তেসদু গেহদ্বারে ঠিতোব ভিক্খং গণ্হিস্সামী’তি বহ্মা
 ধুতঙ্গং সমাদায় ইমং গাথমাহ—

‘পচ্ছতি মদুনিনো ভন্তং, থোকং থোকং কুলে কুলে।

পিণ্ডিকায় চারিস্সামি, অথি জঙ্ঘবলং মমা’তি ॥

—(থেরগাথা ২৪৮)

*

*

*

শুনিয়া) মণিকার তৎক্ষণাৎ ক্রোশের উদর বিদীর্ণ করিয়া মণিরলাভ করিয়া
 কম্পমান ও উন্মিষাচিত্তে স্থবিরের পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন—‘ভন্তে,
 আমাকে ক্ষমা করুন, না জানিয়া আমি অন্যায় করিয়াছি।’

‘উপাসক, আপনারও দোষ নহে, আমারও দোষ নহে। সংসারাবর্তেরই
 দোষ, আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম।’

‘ভন্তে, যদি আমাকে ক্ষমা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পূর্বের ন্যায়
 এখানে থাকিয়াই আমার ভিক্ষা গ্রহণ করুন।’

‘উপাসক, এখন হইতে আমি আর কখনও অন্যের গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ
 করিব না। গৃহাভ্যন্তরেই প্রবেশের এই দোষ। এখন হইতে আমার পদযুগল
 আমাকে যেখানেই লইয়া যাউক না কেন, গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়াই ভিক্ষা গ্রহণ
 করিব’—বলিয়া ধুতঙ্গ গ্রহণ করিয়া এই গাথা বলিলেন—

‘মুনির জন্য আহার প্রস্তুত আছে, কিছ্র এখানে কিছ্র সেখানে, এক গৃহ
 হইতে অন্য গৃহে। আমি পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিব, আমার তো

ইদং চ পন বজ্জা থেরো তেনেব ব্যাধিনা ন চিরস্সেব পরি-
 নিব্বায়ি । কোণ্ঠো মণিকারস্স ভরিয়ায় কুচ্ছিচ্ছিং
 পটিসন্দিং গণ্হি । মণিকারো কালং কজ্জা নিরয়ে নিব্বত্তি ।
 মণিকারস্স ভরিয়া থেরে মদুদুচ্চিত্ততায় কালং কজ্জা দেবলোকে
 নিব্বত্তি । ভিক্খু সথারং তেসং অভিসম্পরায়ং পদুচ্ছিংসু ।
 সথা, ‘ভিক্খবে, ইধেক্কে গবেধ নিব্বত্তন্তি, এক্কে পাপ-
 কারিনো নিরয়ে নিব্বত্তন্তি, এক্কে কতকল্যাণা দেবলোকে
 নিব্বত্তন্তি, অনাসবা পন পরিনিব্বায়ন্তী’তি বজ্জা অনদুসন্দিং
 ঘট্টেজ্জা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘গবভমেকে উপপজ্জন্তি, নিরয়ং পাপকম্মিনো ।

সংগং সদুগতিনো যন্তি, পরিনিব্বন্তি অনাসবা’তি । ১২৬ ।

*

*

*

জঙ্ঘার বল আছে ।’ এই কথা বলিয়া স্থবির প্রহার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না
 পারিয়া তৎক্ষণাৎ পরিনিবৃত্ত হইলেন । ক্রৌঞ্চ মণিকারের ভাষার গর্ভে
 প্রতিসন্দি গ্রহণ করিল । মণিকার কালগত হইয়া নরকে উৎপন্ন হইলেন ।
 মণিকারের ভাষা স্থবিরের প্রতি কল্যাণচিন্ততার জন্য মৃত্যুর পরে দেবলোকে
 উৎপন্ন হইল । ভিক্ষুগণ শাস্তাকে তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা
 করিলেন । শাস্তা বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, এই জগতে কেহ কেহ মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হয়, কোন কোন
 পাপকারী নরকে উৎপন্ন হয়, কল্যাণকারীরা দেবলোকে উৎপন্ন হয়, আর
 যাহারা অনাস্রব তাহারা পরিনিবাণ লাভ করে’—বলিয়া উপসংহারে ধর্ম-
 দেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘কেহ কেহ (পুনরায়) মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করে, অর্থাৎ মনুষ্যজন্ম
 পরিগ্রহ করে, পাপকারিগণ নরকে গমন করে, পুণ্যকারিগণ স্বর্গে গমন করে
 এবং অনাস্রবগণ (অর্থাৎ বিষয়বাসনাহীন ব্যক্তিগণ) পরিনিবাণ লাভ করে ।’

তথ 'গব্ভ'তি ইধ মনুস্সগবেভাব অধিপ্পেতো । সেসমেথ
উত্তানথমেব ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্বিগিংসু'তি ।

। মণিকারকুলপকতিস্সথেরবথু দসমং ।

*

*

*

অশ্লঃ : এখানে 'গব্ভ' বলিতে মনুষ্যগব্ভকে বুঝাইয়াছে । অন্যান্য সব
কিছুর ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা নাই । অর্থ ভাষাতেই পরিস্ফুট ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। মণিকার-কুলোপগগ-তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



তয়োজনবন্ধ । ১১

‘ন অন্তলিক্খে’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো তয়োজনে আরব্ভ কথেসি ।

সখারি কির জেতবনে বিহরন্তে সম্বহুলা ভিক্খু সখু
দস্সনথায় আগচ্ছন্তা একং গামং পিণ্ডায় পবিংসিসু ।
গামবাসিনো তে সম্পত্তে আদায় আসনশালায় নিসীদাপেত্বা
যাগদুখজ্জকং দত্ত্বা পিণ্ডপাতবেলং আগময়মানা ধম্মং সুণন্তা
নিসীদিংসু । তস্মিং খণে ভত্তং পচিৎত্বা সুপব্যঞ্জনং ধূপয়-
মানায় একিস্সা ইথিয়া ভাজনতো অগ্নিজালা উট্ঠহিৎত্বা
ছদনং গণ্হি । ততো একং তিণকরলং উট্ঠহিৎত্বা জলমানং
আকাসং পক্খন্দি । তস্মিং খণে একো কাকো আকাসেন
গচ্ছন্তো তথ গীবাং পবেসেত্বা তিণবল্লিবেঠিতো ঝায়িত্বা
গামমত্তে পতি । ভিক্খু তং দিস্বা, ‘অহো ভারিয়ং কম্মং

*

*

*

তিন প্রকার ব্যক্তিদের উপাখ্যান । ১১ ।

‘ন অন্তরীক্ষে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান কালে তিন
প্রকার ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শাস্তা জেতবনে অবস্থান কালে বহুসংখ্যক ভিক্ষু শাস্তাকে দর্শন করিতে
আসিবার সময় এক গ্রামে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিয়াছিলেন । গ্রাম-
বাসীরা তাহাদের পাত্র গ্রহণ করিয়া আসনশালায় বসাইয়া যাগদুখাদ্যাদি দিয়া
পিণ্ডপাতবেলা না আসা পর্যন্ত বসিয়া ধর্মশ্রবণ করিতেছিলেন । সেই
মুহূর্তে ভাত পকু করিয়া সুপ-ব্যঞ্জনাদিকে তৈল-মশলাদি দ্বারা সাঁতলানর
সময় এক মহিলার ভাজন হইতে অগ্নিজালা উঠিয়া ঘরের ছাদে আগুন ধরিয়া
গেল । তাহা হইতে একগুচ্ছ খড় অগ্নিদগ্ধাবস্থায় আকাশে উঠিল । তখন
আকাশপথে গমনরত একটি কাক সেই জ্বলন্ত খড়ের গুচ্ছে গলা আটকাইয়া
দগ্ধাবস্থায় গ্রামের মাঝখানে পতিত হইল । ভিক্ষুগণ তাহা দেখিয়া—

কতং, পস্সথাব্দসো কাকেন পত্তং বিম্পকারং, ইমিনা কতকস্মং অঞ্‌ঞং সথারা কো জানিস্সতি, সথারামস্স কস্মং পদ্দচ্ছিস্সামা'তি চিন্তেত্বা পক্কমিংসু ।

অপরেসং পি ভিক্‌খুনং সথদ্‌ দস্সনথায় নাবং অভিৰুয়্‌হ গচ্ছন্তানং নাবা সমুদ্‌দে নিচ্চলা অট্‌ঠাসি । মনুদ্‌স্সা, 'কালকর্ণিনা এথ ভবিতব্বং'তি সলাকং বিচারেসুং । নাবিকস্স চ ভরিয়া পঠমবয়ে ঠিতা দস্সনীয়া পাসাদিকা, সলাকা তস্সা পাপদ্‌গি । 'সলাকং পদ্বন বিচারেথা'তি বত্তা যাবততিয়ং বিচারেসুং, তিক্‌খত্তুং পি তস্সা এব পাপদ্‌গি । মনুদ্‌স্সা 'কিং সামী'তি নাবিকস্স মদুখং ওলোকেসুং । নাবিকো, 'ন সন্ধা একিস্সা অথায় মহাজনং নাসেতুং, উদকে নং থিপথা'তি আহ । সা গহেত্বা উদকে থিপিয়মানা মরণ-ভয়তর্জিতা বিরবং অকাসি । তং সুত্বা নাবিকো, 'কো

*

*

*

‘অহো, কি ভয়ঙ্কর ! বশুদুগণ, দেখুন কাকটির কী দুরবস্থা হইয়াছে । এই কাক পূর্বজন্মে কী করিয়াছে শাস্তা ব্যতীত আর কে-ই বা বলিতে পারেন ! চলুন যাই, শাস্তাকে ইহার পূর্বজন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিব’ বলিয়া প্রস্থান করিলেন ।

অন্য আর একদল ভিক্ষু শাস্তাকে দর্শন করিবার জন্য নৌকায় আরোহণ করিয়া যাইবার সময় তাঁহাদের নৌকা সমুদ্রে অচল হইয়া গেল । যাত্রীরা ‘নিশ্চয়ই নৌকায় কোন কালকর্ণি আছে’ বলিয়া শলাকা চালনা করিল । নাবিকের অল্পবয়স্কা এক সুন্দরী স্ত্রী ছিল নৌকাতে । শলাকা যাইয়া তাহাকে স্পর্শ করিল । ‘শলাকা পদনরায় চালনা করুন’ বলিয়া পরপর তিনবার চালনা করা হইল এবং তিনবারই সেই নারীকে স্পর্শ করিল । যাত্রীগণ ‘কি মহাশয় !’ বলিয়া নাবিকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল । নাবিক বলিল—‘একজনের জন্য এতগুলি লোকের প্রাণ যাইবে তাহা হইতে পারে না, ইহাকে জলে ফেলিয়া দাও ।’ তাহাকে ধরিয়া জলে ফেলিয়া দিবার সময় সে মরণভয়ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল । ইহা শুনিয়া

অথো ইমিস্সা আভরণেহি নট্ঠেহি, সম্বাভরণানি
 ওম্ভুণ্ণহা একং পিলোতিকং নিবাসাপেহা ছুডেথ নং, অহং
 পনেতং উদকপিট্ঠে প্লবমানং দট্ঠং ন সন্ধিস্সামি, তস্সা
 যথা নং অহং ন পস্সামি, তথা একং বাল্লুককুটং গীবায
 বন্ধিস্সা সমুদে থিপথা'তি । তে তথা করিংসু । তং পি
 পতিতট্ঠানে য়েব মচ্ছকচ্ছপা বিলুপ্পিংসু । ভিক্ষু তং
 পবিত্তং এহা, 'ঠপেহা সথারং কো অণ্ণেহা এতিস্সা
 ইথিয়া কতকস্সং জানিস্সতি, সথারং তস্সা কস্সং পদুচ্ছি-
 স্সামা'তি ইচ্ছিতট্ঠানং পহা নাবাতো ওরুয়্হ পক্কমিংসু ।
 অপরে পি সত্ত ভিক্ষু সথু দস্সনথায় গচ্ছন্তা সাযং একং
 বিহারং পবিসিস্সা বসনট্ঠানং পদুচ্ছিংসু । একস্সিং চ
 লেণে সত্ত মণ্ণা হোন্তি । তেসং তদেব লভিস্সা তথ
 নিপন্নানং রত্তিভাগে কুটাগারমত্তো পাসাণো পবট্টমানো

*

*

*

নাবিক বলিল—ইহার আভরণগুলি নষ্ট হইবে কেন, সেগুলি খুলিয়া
 লইয়া সামান্য বস্ত্রখণ্ড পরাইয়া জলে ফেলিয়া দাও । আর আমি তাহাকে
 জলে ভাসিতে দেখিলে সহ্য করিতে পারিব না, অতএব ষাহাতে আমি না
 দেখিতে পাই একটি বাল্লুকাপূর্ণ কলসী তাহার গলায় বাঁধিয়া সমুদ্রে
 নিক্ষেপ কর ।' তাহারা তাহাই করিল । পতিতস্থানে মৎস্যকচ্ছপেরা
 তাহাকে খাইয়া ফেলিল । ভিক্ষুগণ এই দৃশ্য দেখিয়া চিন্তা করিলেন—
 'শাস্তা ব্যতীত কে এই নারীর পূর্বজন্মের কৃতকর্মের কথা জানিবে ! চলুন
 যাই, আমরা শাস্তাকে তাহার পূর্বজন্মের কথা জিজ্ঞাসা করিব'—তারপর
 গন্তব্যস্থানে পেঁছিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া প্রস্থান করিলেন ।

এদিকে অন্য সাতজন ভিক্ষু শাস্তাকে দর্শন করিবার জন্য যাইবার সময়
 সম্মুখকালে একটি বিহারে প্রবেশ করিয়া বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিলেন । একটি
 প্রস্তর নির্মিত প্রকোষ্ঠে সাতটি মণ্ড (= খাট) ছিল । তাঁহারা তাহা লাভ
 করিয়া শয়ন করিলে স্নাত্তবেলায় কুটাগার প্রমাণ পাষণ গড়াইয়া আসিয়া

আগন্ত্বা লেণদ্বারং পিদাহি । নেবাসিকা ভিক্খু, ‘ময়ং ইমং লেণং আগন্তুকভিক্খুদনং পাপয়িম্হা, অয়ং চ মহা-
 পাসাগো লেণদ্বারং পিদহন্তো অট্ঠাসি, অপনেস্সাম নং’তি
 সমন্তা সত্ত্বাহি গামেহি মনুস্সে সন্নিপাতেহা বায়মন্তা পি
 ঠানা চালেতুং নাসক্খিংসু । অন্তো পবিট্ঠভিক্খু পি
 বায়মিংসু য়েব । এবং সন্তে পি সত্তাহং পাসাণং চালেতুং
 নাসক্খিংসু । আগন্তুকা সত্তাহং ছাতম্বাত্তা মহাদদুঃখং
 অনুভবিংসু । সত্তমে দিবসে পাসাগো সয়মেব পবট্টিহা
 অপগতো । ভিক্খু নিক্খমিহা, ‘অম্হাকং ইমং পাপং
 অণ্ণং সথারা কো জানিহস্সতি, সথারং পদুচ্ছিহস্সামা’তি
 চিন্তেহা পক্কমিংসু । তে পদুরিমেহি সন্ধিং অন্তরামণ্ণে
 সমাগন্ত্বা সবেব একতোব সথারং উপসঙ্কমিহা বন্দিহা

*

*

*

প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল । আবাসিক ভিক্ষুগণ—‘আমরা আগন্তুক
 ভিক্ষুগণকে এই প্রস্তর-প্রকোষ্ঠে থাকিতে দিয়াছিলাম । কিন্তু এখন বিশাল
 পাষণখণ্ড আসিয়া প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে, চলুন আমরা ঐ পাষণ-
 খণ্ডকে অপসারিত করি’—বলিয়া সাতটি গ্রামের লোকদের একত্রিত করিয়া
 চেষ্টা করিয়াও পাষণখণ্ডকে অপসারিত করিতে পারিলেন না । অশ্বে
 প্রবিষ্ট ভিক্ষুগণও আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, তৎসত্ত্বেও এক সপ্তাহ ধরিয়া
 পাষণখণ্ডকে অপসারিত করা সম্ভব হয় নাই । আগন্তুক ভিক্ষুগণ ক্ষুধা-
 তৃষ্ণায় মহাদুঃখ অনুভব করিলেন । সপ্তম দিবসে পাষণখণ্ডটি নিজে
 নিজেই পুনরাবর্তিত হইয়া অপগত হইল । ভিক্ষুগণ বাহির হইয়া ‘কোন
 পাপের ফলে আমরা এই দুঃখ ভোগ করিলাম, তাহা শাস্তা ব্যতীত আর কে-ই
 বা বলিতে পারিবেন ! চলুন যাই, আমরা শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিব ।’ এই
 চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিলেন । তাঁহারা পূর্বের দুই দল ভিক্ষুর সহিত
 (যাঁহারা শাস্তার নিকট যাইতেছিলেন) পৃথিমধ্যে মিলিত হইয়া সকলে
 একত্রেই শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া একপাশে উপবেশন

একমন্ত্ৰ নিসিন্না সখারা কতপটিসংহারা অন্তনা অন্তনা
দিট্ঠানুভূতানি করণানি পটিপাটিয়া পদ্বিচ্ছংসু ।

সখা পি তেসং পটিপাটিয়া এবং ব্যাকাসি—‘ভিক্ষবে, সো
তাব কাকো অন্তনা কতকম্মমেব অনুভোসি । অতীতকালে
হি বারাণসিয়ং একো কস্সকো অন্তনো গোণং দমেত্তো
দমেতুং নাসক্খি । সো হিঙ্গস গোণো থোকং গন্ত্বা
নিপজ্জি, পোথেত্বা উট্ঠাপিতো পি থোকং গন্ত্বা পুন
পি তথেব নিপজ্জি । সো বায়মিত্বা তং দমেতুং অসক্কোত্তো
কোথাভিভূতো হুত্বা, ‘ইতো দানি পট্ঠায় সদ্ধং নিপজ্জি-
স্সসী’তি পলালপিণ্ডং বিয় করোন্তো পলালেন তস্স গীবং
পলিবেঠেত্বা অঙ্গিমদাসি, গোণো তথেব ঝায়িত্বা মতো ।
তদা ভিক্ষবে তেন কাকেন তং পাপকম্মং কতং । সো
তস্স বিপাকেন দীঘরত্তং নিরয়ে পচ্ছিত্বা বিপাকাবসেসেন
সত্তক্খত্তুং কাকষোনিয়ং নিব্বত্তিত্বা এবমেব আকাসে
ঝায়িত্বাব মতো’তি ।

*

*

*

করিয়া, শাস্তার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ দৃষ্ট, অনুভূত কর্মের কথা
আনুপদ্বিকভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন ।

শাস্তাও আনুপদ্বিকভাবে তাঁহাদের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন।—‘হে
ভিক্ষুগণ, সেই কাক নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করিয়াছে । অতীতকালে
বারাণসীতে এক কৃষক নিজের একটি গরুকে কিছতেই দমন করিতে
পারিতেছিল না । সেই গরুটি কিছদূর ঘাইয়া শূইয়া পড়ে । মারিয়া
তুলিলেও সে কিছদূর ঘাইয়া আবার শূইয়া পড়ে । সে শত চেষ্টা করিয়াও
উহাকে দমাইতে না পারিয়া ক্রোধাভিভূত হইয়া ‘এখন হইতে তুমি সদ্ধেই
শূইয়া থাকিবে’ বলিয়া পলালপিণ্ড করিয়া তদ্বারা উহার গ্রীবাদেশ
মোড়াইয়া আগুন লাগাইয়া দিল । গরুটি দগ্ধ হইয়া সেখানেই মরিয়া গেল ।
হে ভিক্ষুগণ, তখন কাক সেই পাপকর্ম করিয়াছিল । সে তাহার ফলস্বরূপ
অনেককাল নরকে পক্ক হইয়া বিপাকাবশেষে সাতবার কাকষোনিতে জন্ম
লইয়া এই প্রকারে আকাশে দগ্ধ হইয়াই মরিয়াছে ।

সা পি ভিক্ষবে ইথী অন্তনা কতকম্মমেব অনন্ডোহসি ।
 সা হি অতীতে বারাণসিয়ং একম্স গহপতিকম্স
 ভরিয়া উদকাহরণকোট্টনপচনাদীনি সৰ্ব্বকিচ্চানি সহথেনেব
 অকাসি । তম্সা একো সন্নথো তং গেহে সৰ্ব্বকিচ্চানি
 কুরুমানং ওলোকেম্বোব নিসীদতি । থেত্তে ভত্তং হরীশ্চিয়া
 দারুপল্লাদীনং বা অথায় অরঞ্-ঞং গচ্ছীশ্চিয়া তায় সন্ধিং
 য়েব গচ্ছতি । তং দিম্বা দহরমনুস্সা, ‘অম্ভো নিক্খন্তো
 সন্নখল্লন্দকো, অজ্জ ময়ং মংসেন ভুঞ্জিহস্সামা’তি
 উম্পডেন্তি । সা তেসং কথায় মম্মু হুত্বা সন্নখং লেড্ধ-
 দাদাদীহি পহরিয়া পলাপেতি, সন্নথো নিবত্তিহা পন্ন
 অনুবন্দতি । সো কিরম্সা ততিয়ে অন্তভাবে ভত্তা অহোসি,
 তম্মা সিনেহং ছিন্দিতুং ন সকেতি । কিণ্ণাপি হি অন-
 মতণ্ণে সংসারে জায়া বা পতি বা অভূতপুস্সা নাম নথি,

*

*

*

হে ভিক্ষুগণ, সেই স্ত্রীলোকটিও নিজের কৃতকর্মেরই ফলভোগ করিয়াছে ।
 সে অতীতে বারাণসীতে একজন গৃহপতির ভাৰ্যা ছিল—জল আনা, ধানভাণ্ডা,
 মশলাদি কোটা, রান্নাবান্না সমস্ত গৃহস্থালীর কাজ নিজের হাতেই করিত ।
 তাহার একটি কুকুর ছিল যে বসিয়া বসিয়া ঐ স্ত্রীলোকের সমস্ত কাজ-কর্ম
 দেখিত । ক্ষেতে ভাত লইয়া যাইবার সময়, কাঠ-পাতা আহরণের জন্য
 অরণ্যে যাইবার সময় সে তাহার সঙ্গে যাইত । একদিন তরুণ বালকেরা
 তাহাকে দেখিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিল—‘ওহে, শূনক-লব্ধক তাহার শূনক
 লইয়া বাহির হইয়াছে, অদ্য আমরা কিছু মাংস খাইতে পাইব ।’ সে
 তাহাদের কথায় লজ্জিত হইয়া তাহার কুকুরকে ডিল, লাঠি দ্বারা তাড়াইয়া
 দিলে সে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় তাহাকে অনুসরণ করে । সে এখন
 হইতে পূর্বে তৃতীয় জন্মে তাহার ভর্তা ছিল । কাজেই স্নেহের বন্ধন ছিন্ন
 করিতে পারিতেছে না । অনাদি সংসারে এমন কেহ নাই যে কোন না কোন
 সময়ে কাহারও পতি বা পত্নী হয় নাই । নিকটবর্তী জন্মের স্নেহ আরও

অবিদুরে পন অন্তভাবে ঐতকেসু অধিমন্তো সিনেহো
হোতি । তস্মা সো সুনথো তং বিজিহতুং ন সঙ্কোতি ।
সা তস্ম কুন্ডিত্বা খেতুং সান্নিকস্স যাগদুং হরমানা রজ্জদুং
উচ্ছ্রে ঠপেত্বা অগমাসি, সুনথো তায়েব সন্ধিং গতো । সা
সান্নিকস্স যাগদুং দত্ত্বা তুচ্ছকুটং আদায় একং উদকট্ঠানং
গন্ত্বা কুটং বালদকায় পুরেত্বা সমীপে ওলোকেত্বা ঠিতস্স
সুনথস্স সন্দমকাসি । সুনথো, ‘চিরস্সং বত মে অজ্জ
মধুরকথা লদ্ধা’তি নঙ্গদুট্ঠং চালেত্তো তং উপসঙ্কামি ।
সা তং গীবায়ং দল্হং গহেত্বা একায় রজ্জদুকোটিয়া কুটং
বন্ধিত্বা একং রজ্জদুকোটিং সুনথস্স গীবায় বন্ধিত্বা কুটং
উদকাভিমদুখং পবট্টেসি । সুনথো কুটং অনুবন্ধন্তো উদকে
পতিত্বা তথৈব কালমকাসি । সা তস্স কম্মস্স বিপাকেণ
দীঘরত্তং নিরয়ে পচ্ছিত্বা বিপাকাবসেসেন অন্তভাবসতে
বালদককুটং গীবায় বন্ধিত্বা উদকে পক্খিত্তা কালম-
কাসী’তি ।

*

*

*

প্রগাঢ় হয় । সেইজন্য সেই কুকুর তাহাকে ছাড়িতে পারিতেছে না । একদিন
সেই স্ত্রীলোকটি ব্রহ্ম হইয়া স্বামীর জন্য ক্ষেতে যাগু লইয়া যাইবার সময়
কোলের কাছে একটি দাড়ি লুকাইয়া লইয়া গেল । কুকুরটি তাহার সঙ্গেই
গেল । সে স্বামীকে যাগু দিয়া একটি শূন্য কলসী লইয়া একটি জলাশয়ের
নিকট যাইয়া কলসীতে বালদা পূর্ণ করিয়া নিকটে অবলোকনরত কুকুরটিকে
কাছে ডাকিল । কুকুরটি ‘বহুকাল পরে আজ মধুরবাক্য শুনিলাম’ বলিয়া
লেজ নাড়াইতে নাড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইল । সে তাহার গলা দৃঢ়ভাবে
ধরিয়া রজ্জুর একপাশ দিয়া কলসী বাঁধিয়া এবং অন্যপাশ দিয়া কুকুরের গলা
বাঁধিয়া কলসীটি জলের দিকে ছুঁড়িয়া দিল । রজ্জুর টানে কুকুরটিও জলে
পড়িয়া গেল । বালদাপূর্ণ কলসী জলে ডুবিয়া গেলে কুকুরটিও জলে
ডুবিয়া মারা গেল । সেই কর্মের বিপাকে সেই নারী বহুকাল নরকে পড়ি হইয়া
বিপাকাবশেষে একশত জন্মে বালদাকলসী গলায় বাঁধিয়া জলে নিষ্কপ্ত
হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে ।

তুম্‌হেহি পি ভিক্ষবে, অন্তনা কতকস্মমেব অন্‌ভুতং ।
 অতীতস্মিং হি বারাণসিবাসিনো সন্ত গোপালকদারকা
 একস্মিং অটবিপদেসে সত্তাহবারেন গাবিয়ো বিচরন্তা এক-
 দিবসং গাবিয়ো বিচারেত্বা আগচ্ছন্তা একং মহাগোধং দিস্বা
 অন্‌বন্ধিংসু । গোধা পলায়িত্বা একং বস্মিকং পার্বসি ।
 তস্স পন বস্মিকস্স সন্ত ছিন্দানি, দারকা ‘ময়ং দানি
 গহেতুং ন সক্‌খিস্সাম, স্বে আগন্ত্বা গণ্‌হিস্সামা’তি
 একোকো এককং সাখভঙ্গমুট্‌ঠিং আদায় সন্ত পি জনা সন্ত
 ছিন্দানি পিদিহিত্বা পক্কমিংসু । তে প্‌নুদিবসে তং গোধং
 অমনসিকত্বা অঞ্‌ঞস্মিং পদেসে গাবিয়ো বিচারেত্বা সত্তমে
 দিবসে গাবিয়ো আদায় গচ্ছন্তা তং বস্মিকং দিস্বা সতিং
 পটিলভিত্বা, ‘কা ন্‌ খো তস্সা গোধায় পবত্তী’তি অন্তনা
 অন্তনা পিদিহিতানি ছিন্দানি বিবরিংসু । গোধা জীবিতে
 নিরালয়া হুত্বা অট্‌ঠিচস্মাবসেসা পবেধমানা নিক্‌খমি ।

হে ভিক্ষুগণ, তোমরাও নিজেরদের কর্মই ভোগ করিয়াছ । অতীতে
 বারাণসীবাসী সাতজন গোপালক ছেলে একটি অটবিপদেতে সপ্তাহ ধরিয়া
 গাভী চড়াইয়া একদিন গাভী চড়াইয়া ফিরিবার সময় একটি বৃহৎ গোসাপ
 দেখিয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিল । গোসাপটি পলাইয়া একটি বস্মীকে প্রবেশ
 করিল । সেই বস্মীকের সাতটি মূখ ছিল । ছেলেরা—‘এখন আর ধরিতে
 পারিব না আগামীকাল আসিয়া ধরিব’ বলিয়া সাত জনের প্রত্যেকে
 ডালপালা ভাঙ্গিয়া বস্মীকের সাতটি মূখে গুঁজিয়া ইহার মূখগুলি বন্ধ
 করিয়া দিল । পরের দিন তাহারা গোসাপটির কথা ভুলিয়াই গেল ।

অন্যস্থানে গাভীদের চড়াইয়া সপ্তমদিবসে গাভীদের লইয়া ফিরিবার
 সময় সেই বস্মীকটিকে দেখিয়া তাহাদের স্মৃতি জাগ্রত হইল । তাহারা
 ভাবিল—‘জানি না সেই গোসাপের এখন কি অবস্থা !’ বলিয়া নিজ নিজ
 বন্ধ করা ছিদ্রগুলি খুলিয়া ফেলিল । গোসাপটি অস্থিচর্মসার হইয়া ভয়ে
 কাঁপিতে কাঁপিতে জীবনকে তুচ্ছ করিয়া বস্মীক হইতে বাহিরে আসিল ।

তে তং দিম্বা অনদুৰুপং কহা, ‘মা নং মারেথ, সন্তাহং
 ছিন্নভত্তা জাতা’তি তস্মা পিট্ঠিং পরিমজ্জিহ্বা, ‘সুখেন
 গচ্ছাহী’তি বিস্সজ্জেসুং । তে গোধায় অমারিতত্তা নিরয়ে
 তাব ন পচ্ছিংসু । তে পন সত্ত জনা একতো হুহ্বা চুন্দসসু
 অন্তভাবেসু সত্ত সত্ত দিবসানি ছিন্নভত্তা অহেসুং । তদা
 ভিক্খবে তুম্হেহি সত্তহি গোপালকেহি হুহ্বা তং কস্মং
 কতং তি । এবং সথা তেহি পদুট্ঠপদুট্ঠং পঞ্হং
 ব্যাকাসি ।

অথেকো ভিক্খু সথারং আহ, ‘কিং পন ভন্তে, পাপকস্মং
 কহা আকাসে উম্পতিতস্স পি সমুদুদং পক্খন্দস্সাপি
 পস্বতন্তরং পবিট্ঠস্সাপি মোক্খো নথী’তি । সথা,
 ‘এবমেতং ভিক্খবে, আকাসাদীসু পি একপদেসো পি
 নথি, যথ ঠিতো পাপকস্মতো মদুচেয্যা’তি বহ্বা অনুসন্ধিৎ
 ঘটেহ্বা ধম্মং দেসেস্তো ইমং গাথমাহ—

*

*

*

তাহাকে দেখিয়া তাহাদের করুণা হইল—‘ইহাকে মারিও না । সাতদিন
 অনাহারে ছিল’ বলিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়া ‘তুমি নির্ভয়ে চলিয়া
 যাও’ বলিয়া তাহাকে বিসর্জন করিল । গোসাপটিকে হত্যা না করার ফলে
 তাহাদের নরকে পচিতে হয় নাই । সেই সাত জন একত্রে চৌদ্দ জন্মে
 সাতদিন সাতদিন করিয়া অনাহারে ছিল । হে ভিক্ষুগণ, তোমরাই সাতজন
 গোপালক হইয়া সেই পাপকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে । এইভাবে শাস্তা
 তাহাদের জিজ্ঞাসিত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন ।

তখন একজন ভিক্ষু শাস্তাকে বলিলেন—‘ভন্তে, পাপকর্ম করিয়া আকাশে
 উড়িয়া, সমুদ্রে ডুবিয়া বা পর্বতগুহায় প্রবিষ্ট হইয়া সেই পাপকর্ম হইতে
 মুক্তি পাইতে পারে কি ?’ শাস্তা—‘হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তাহাই, আকাশাদিতে
 এমন কোন স্থান নাই যেখানে যাইয়া পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইতে পারে’ বলিয়া
 উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘ন অন্তলিক্‌থে ন সমুদ্‌দমজ্জো, ন পব্বতানং বিবরং
পবিম্স ।

ন বিজ্জতী সো জগতিম্পদেসো, যথট্ঠিতো
মুচ্চেষ্য পাপকম্মা’তি । ১২৭ ।

তম্সথো—সচে হি কোচি ‘ইমিনা উপায়েন পাপকম্মতো
মুচ্চিস্সামী’তি ‘অন্তলিক্‌থে’ বা নিসীদেষ্য, চতুরাসী-
তিযোজনসহস্রগম্ভীরং মহাসমুদ্‌দং বা পবিসেষ্য,
পব্বতন্তরে বা নিসীদেষ্য, নেব পাপকম্মতো ‘মুচ্চেষ্য’ ।
পুৱথিমাদীসু জগতিম্পদেসেসু পথবীভাগেসু ন সো
বালগ্গমন্তো পি ওকাসো অথি, যথ ঠিতো পাপকম্মতো
মুচ্চিতুং সঙ্কদুণেষ্যা’তি ।

দেসনাবসানে তে ভিক্‌খু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপ-
ণিসু, সম্পত্তমহাজনস্সাপি সাথিকা ধম্মদেসনা
অহোসী’তি ।

। তয়োজনবথু একাদসমং ।

*

*

*

‘অন্তরীক্ষে, সমুদ্‌দমধ্যে কিংবা পর্বত-বিবরে, জগতে এমন কোন স্থান
বর্তমান নাই, যেখানে অবস্থান করিলে পাপকর্মের ফল হইতে মুক্ত হওয়া
যায় ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১২৭ ।

অন্বয় : যদি কোন ব্যক্তি ‘এই উপায়ে পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইব’
ভাবিয়া অন্তরীক্ষে বাসিয়া থাকে, চতুরশীতিযোজনসহস্র গম্ভীর মহাসমুদ্রে
প্রবেশ করে, পর্বতকন্দরে অবস্থান করে, তথাপি সে পাপকর্ম হইতে মুক্ত
হইতে পারে না । পুৱাদি দিকসমূহে জগতে যত প্রদেশ আছে, পৃথিবীতে
যত স্থান আছে কোথাও কেশাগ্রমাত্র অবকাশ নাই যেখানে অবস্থান করিয়া
পাপকর্ম হইতে মুক্তি পাইতে পারে । ইত্যাদি ।

দেশনাবসানে সেই ভেঙ্কদুগ্গ সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন । উপস্থিত
বিশাল জনতার নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। তিন প্রকার ব্যক্তিদের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

সুপ্রবুদ্ধসক্যবধু । ১২

‘ন অন্তলিক্খে’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা নিগ্রোধারামে বিহরন্তো সদ্দুপ্পবুদ্ধং সন্ধং আরব্ভ কথেসি ।

সো কির ‘অয়ং মম ধীতরং ছন্ডেহা নিক্খন্তো চ, মম পুত্তং পব্বাজেহা তস্স বেরিট্ঠানে ঠিতো চা’তি ইমেহি দ্বীহি কারণেহি সথারি আঘাতং বন্ধিহা একদিবসং ‘ন দানিস্স নিমন্তনট্ঠানং গম্বা ভুঞ্জিতুং দম্সামী’তি গমনমগ্গং পিদিহিহা অন্তরবীথিয়ং সুরং পিবন্তো নিসীদি । অথস্স সথারি ভিক্খুসঙ্ঘপরিবদতে তং ঠানং আগতে ‘সথা আগতো’তি আরোচেসুং । সো আহ, ‘পুত্তরতো গচ্ছাতি তস্স বদেথ, নায়াং ময়া মহল্লকতরো, নাস্স মগ্গং দম্সামী’তি পুদ্দপ্পদুন্নং বুদ্ধমানো পি তথেষ বহা নিসীদি । সথা মাতুলস্স সন্তিকা মগ্গং অলভিহা ততো নিবন্তি ।

•

•

•

সুপ্রবুদ্ধ শাক্যের উপাখ্যান । ১২ ।

‘ন অন্তরীক্ষে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা ন্যগ্রোধারামে অবস্থানকালে সুপ্রবুদ্ধ শাক্যকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

‘আমার কন্যাকে ত্যাগ করিয়া তিনি অভিনিষ্করণ করিয়াছেন এবং আমার পুত্রকে প্রব্রাজিত করিয়া তাহার সহিত শত্রুতা করিয়াছেন’—এই দুইটি কারণে সুপ্রবুদ্ধ শাক্য শাস্তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়া একদিন—‘এখন আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ স্থানে যাইয়া ভোজন করিতে দিব না’ বলিয়া বুদ্ধের গমনমার্গ বন্ধ করিয়া পথিপার্শ্বে বসিয়া সুরাপান করিতে লাগিলেন । শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত্ত হইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে ‘শাস্তা আসিয়াছেন’ বলিয়া তাঁহাকে জানানো হইল । তিনি বলিলেন—‘তাঁহাকে আমার সম্মুখে দিয়া যাইতে বল । তিনি তো বয়সে আমা অপেক্ষা বড় নহেন । আমি তাঁহাকে যাইতে দিব না ।’—বারবার বলা সত্ত্বেও সেইভাবেই বলিয়া বসিয়া থাকিলেন । শাস্তা মাতুলের নিকট হইতে রাস্তা না পাইয়া

সো পি একং চরপদ্বারিসং পেসেসিস, ‘গচ্ছ, তস্স কথং সদ্ধা
এহী’তি । সথা পি নিবত্তন্তো সিতং কহা আনন্দথেৱেন
‘কো নু থো, ভন্তে, সিতস্স পাতুকম্মস্স পচ্ছয়ো’তি পদুট্টো
আহ—‘পস্সসি আনন্দ, সদ্ধপবুদ্ধং’তি । ‘পস্সামি ভন্তে’
তি । ‘ভারিয়ং তেন কম্মং কতং মাদিসস্স বুদ্ধস্স মগ্গং
অদেন্তেন, ইতো সত্তমে দিবসে হেট্ঠাপাসাদে সোপান-
পাদমূলে পথবিং পবিসিস্সতী’তি । চরপদ্বারিসো তং কথং
সদ্ধা সদ্ধপবুদ্ধস্স সন্তিকং গম্বা, ‘কিং মম ভাগিনেয্যেন
নিবত্তন্তেন বুদ্ধং’তি পদুট্টো যথাসদ্ধতং আরোচেসি । সো
তস্স বচনং সদ্ধা, “ন দানি মম ভাগিনেয্যস্স কথায় দোসো
অথি, অন্ধা যং সো বদতি, তং তথেব হোতি । এবং
সন্তেপি নং ইদানি মদুসাবাদেন নিগ্গণ্হিস্সামি । সো হি
মং, ‘সত্তমে দিবসে পথবিং পবিসিস্সতী’তি অনিয়মেন
অবহা ‘হেট্ঠাপাসাদে সোপানপাদমূলে পথবিং পবিসি-

*

*

*

সেন্ধানে হইতে ফিরিয়া আসিলেন । তিনিও এক চর পদ্বারকে পাঠাইলেন—
‘যাও, তাঁহার কথা শুনিয়া আইস ।’ শাস্তাও ফিরিয়া যাইবার সময় মৃদু
হাসিলে আনন্দ স্থবিরের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইলেন—‘ভন্তে, এই মৃদু হাসির
কারণ কি ?’ শাস্তা বলিলেন—‘আনন্দ সদ্ধপবুদ্ধকে দেখিতেছ ত ?’ হ্যাঁ,
ভন্তে, দেখিতেছি ।’

‘তিনি অন্যায় করিয়াছেন । আমার মত বুদ্ধের গমনমার্গ বন্ধ
করিয়াছেন । অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে নিজের প্রাসাদের নীচে সোপান
পাদমূলে তাঁহার পাতাল প্রবেশ হইবে ।’ চর পদ্বার সেই কথা শুনিয়া
সদ্ধপবুদ্ধের নিকট যাইয়া—‘আমার ভাগিনা ফিরিয়া যাইতে যাইতে কি
বলিলেন ?’ জিজ্ঞাসিত হইলে চরপদ্বার যাহা শুনিয়াছিল সব বলিল । তিনি
তাহার কথা শুনিয়া—‘এখন আমার ভাগিনার কথায় দোষ নাই । তিনি
যাহা বলেন নিশ্চয়ই তাহা হয় । তাহা হইলেও এখন আমি প্রমাণ করিব
যে তিনি মিথ্যাবাদী । তিনি আমাকে ‘সপ্তম দিবসে পৃথিবীতে প্রবেশ
করিবেন’ এই কথা না বলিয়া ‘প্রাসাদের নীচে সোপান পাদমূলে পৃথিবীতে

স্বস্তী'তি আহ। ইতো দানি পট্টয়াহং তং ঠানং ন
 গমিস্সামি, অথ নং তস্মিং ঠানে পথাবিং অপবিসিত্বা মদুসা-
 বাদেন নিগ্গণ্হিস্সামী"তি সো অন্তনো উপভোগজাতং
 সৰ্বং সত্তভূমিকপাসাদস্স উপরি আরোপেত্বা সোপানং
 হর্যাপেত্বা দ্বারং পিদহাপেত্বা একেকস্মিং দ্বারে দ্বে দ্বে মল্লে
 ঠপেত্বা, 'সচাহং পমাদেন হেট্ঠা ওরোহিতুকামো হোমি,
 নিবারেয়্যাথ মং'তি বহ্বা সত্তমে পাসাদতলে সিরিগৰ্বেভ
 নিসীদি। সত্থা তং পবন্তিং সুদ্বা, 'ভিক্খবে, সুস্পবুদ্ধো
 ন কেবলং পাসাদতলে বেহাসং উস্পতিত্বা আকাসে বা
 নিসীদতু, নাবায় বা সমুদুদং পক্খন্দতু, পব্বতন্তরং বা
 পবিসতু, বুদ্ধানং কথায় দ্বিধাভাবো নাম নথি, ময়া বদন্তট্-
 ঠানে য়েব সো পথাবিং পবিসিস্সতী'তি বহ্বা অনুসন্ধিং
 ঘট্টেত্বা ধম্মং দেসেসন্তো ইমং গাথমাহ—

*

*

*

প্রবেশ করিবেন' বলিয়াছেন। এখন হইতে আমি ঐস্থানেই যাইব না, অতএব
 সেইস্থানে আমার পৃথিবী-প্রবেশ না হইলে তিনি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন
 হইবেন।'—এই বলিয়া তিনি তাঁহার উপভোগ্য যাবতীয় কিছু সত্তভূমিক
 প্রাসাদের উপরে তোলাইয়া সোপান সরাইয়া দিয়া দ্বার বন্ধ করাইয়া এক
 একটি দ্বারে দুইজন করিয়া মল্ল রাখিয়া—'যদি আমি প্রমাদবশতঃ নীচে
 নামিতে ইচ্ছা করি, আমাকে বাধা দিবে' বলিয়া সত্তম প্রাসাদতলে শ্রীগর্ভে
 অবস্থান করিলেন। শান্তা সেই ব্যাপার জানিয়া—'হে ভিক্ষুগণ, সুপ্রবুদ্ধ
 শুদ্ধ প্রাসাদতলে কেন, আকাশে উঠিয়া আকাশেই অবস্থান করুন, নৌকায়
 সমুদ্র মধ্যে চলিয়া যাউন, পর্বত-বিবরে প্রবেশ করুন, বুদ্ধগণের কথা দুই
 হয় না। আমি যাহা বলিয়াছি সেখানেই তাঁহার পাতাল প্রবেশ হইবে'—
 এই কথা বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনা কালে শান্তা এই গাথাটি ভাষণ
 করিলেন—

‘ন অন্তলিক্খে ন সমুদ্রমন্ত্বে
ন পব্বতানং বিবরং পবিম্স ।
ন বিজ্জতী সো জগতিম্পদেসো
যথট্ঠিতং নম্পসহেয্য মচ্ছ’তি । ১২৮ ।

তথ ‘যথ ঠিতং নম্পসহেয্য মচ্ছ’তি যস্মিং পদেসে ঠিতং
মরণং নম্পসহেয্য নাভিভবেয্য, কেসম্মত্তো পি পথবিম্প-
দেসো নথি । সেসং পদুরিমসদিসমেবা’তি ।
দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসু’তি ।

সত্তমে দিবসে সখু ভিক্ষাচারমগ্গস্স নিরুদ্ধবেলায়
হেট্ঠাপাসাদে সুপ্পবুদ্ধস্স মঙ্গলস্সো উদ্দামো হুত্বা তং
তং ভিত্তিং পহরি । সো উপরি নিসিন্নোবস্স সন্দং সুত্বা,
‘কিম্মেতং’তি পদুচ্ছি । ‘মঙ্গলস্সো উদ্দামো’তি । সো
পনস্সো সুপ্পবুদ্ধং দিম্বাব সন্নিসীদতি । অথ নং সো
গণ্হিতুকামো হুত্বা নিসিন্নট্ঠানা উট্ঠায় দ্বারাভিমুখো

*

*

*

‘অন্তরীক্ষে, সমুদ্রমধ্যে কিংবা পর্বত-বিবরে জগতে এমন কোন স্থান
বিদ্যমান নাই যেখানে অবস্থান করিলে মৃত্যু স্পর্শ করে না ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১২৮ ।

অম্বয়—‘যেখানে অবস্থান করিলে মৃত্যু স্পর্শ করে না’ অর্থাৎ যে প্রদেশে
অবস্থান করিলে মৃত্যু স্পর্শ করিবে না, মৃত্যু অভিভূত করিবে না, কেশাগ্র-
মাত্র স্থানও পৃথিবীতে নাই । [অবশিষ্ট পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যার ন্যায় ।]

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

শাস্তার ভিক্ষাচরণমার্গ অবরোধ করার সপ্তম দিবসে প্রাসাদের নীচে
সুপ্রবুদ্ধের মঙ্গল অশ্ব উদ্দাম হইয়া প্রাসাদের বিভিন্ন ভিত্তিতে প্রহার
করিল । সুপ্রবুদ্ধ উপরে অবস্থান করিয়াই তাহার শব্দ শুনিয়া ‘কী ব্যাপার’
জিজ্ঞাসা করিলেন । ‘মঙ্গল অশ্ব উদ্দাম হইয়াছে ।’ সেই অশ্বটি আবার
একমাত্র সুপ্রবুদ্ধকে দেখিলেই শাস্ত হয় । তখন তাহাকে ধরিবার জন্য তিনি

অহোসি, দ্বারানি সয়মেব বিবটানি, সোপানং একট্ঠানে
 য়েব ঠিতং । দ্বারে ঠিতা মল্লা তং গীবার্য় গহেহ্ণা হেট্ঠাভি-
 ম্মুখং খিপ্পংসু । এতেন্দুপায়েন সত্তুসু পি তলেসু
 দ্বারানি সয়মেব বিবটানি, সোপানানি যথাঠানেসু ঠিতানি ।
 তথ তথ মল্লা তং গীবার্য়মেব গহেহ্ণা হেট্ঠাভিম্মুখং
 খিপ্পংসু । অথ নং হেট্ঠাপাসাদে সোপানপাদমূলং
 সম্পত্তমেব মহাপথবী বিবরমানা ভিজ্জিহ্ণা সম্পটিচ্ছি, সো
 গন্ত্হা অবীচিম্হি নিম্বত্তী'তি ।

॥ সুপ্রবন্ধসক্যবন্ধু দ্বাদসমং ॥

। পাপবগ্গবর্ণনা নিট্ঠিতা ।

। নবমো বঙ্গো ।

*

*

*

আসন হইতে উঠিয়া দ্বারাভিমুখ হইলেন, দরজাগদলি নিজে নিজেই খুলিয়া
 গেল, সোপান একই স্থানে স্থিত হইল । দ্বারে অবস্থানকারী মল্লগণ তাঁহাকে
 গলা ধাক্কা দিয়া নীচে ফেলিয়া দিল । এইভাবে সাতটি তলায় দ্বারসমূহ
 আপনা আপনি খুলিয়া গেল, সোপানসমূহ যথাস্থানে স্থিত হইল ।
 প্রত্যেকটি তলা হইতে মল্লগণ তাঁহাকে গলা ধাক্কা দিয়া নীচে ফেলিয়া দিল ।
 প্রাসাদের নীচে সোপানপাদমূলে তিনি উপস্থিত হইবামাত্র মহাপৃথিবী
 উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল, তিনি যাইয়া অবীচিতে উৎপন্ন হইলেন ।

। সুপ্রবন্ধ শাক্যের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

। পাপবগ্গবর্ণনা সমাপ্ত ।

১০। দণ্ডবগ্নগো

ছব্বগ্নগিয়ভিক্খবৎখু । ১

‘সব্বে তসত্ত্বী’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
ছব্বগ্নগিয়ে ভিক্খু আরম্ভ কথেসি ।

একস্মিৎত্রিহ সময়ে সতরসবগ্নগিয়েহি সেনাসনে পটিজগ্ন-
গিতে ছব্বগ্নগিয়া ভিক্খু ‘নিক্খমথ, ময়ং মহল্লকতরা,
অম্হাকং এতং পাপদুগাতী’তি বত্তা তেহি ‘ন ময়ং দম্সাম,
অম্হেহি পঠমং পটিজগ্নগিত’ন্তি বদন্তে তে ভিক্খু
পহরিংসু । সত্তরসবগ্নগিয়া মরণভয়তজ্জিতা মহাবিরবং
বিরবিংসু । সথা তেসং সন্দং সুত্তা ‘কিং ইদ’ন্তি পদুচ্ছিহ্বা
‘ইদং নামা’তি আরোচিতে ‘ন, ভিক্খবে, ইতো পট্ঠায়
ভিক্খুনা নাম এবং কতবং, যো করোতি, সো ইমং নাম

*

*

*

১০। দণ্ডবর্ণ

(১) ষড়্‌বর্ণীয় ভিক্ষুগণের উপাখ্যান । ১।

‘সকলেই দণ্ডকে ভয় করে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান-
কালে ষড়্‌বর্ণীয় ভিক্ষুগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একসময় সপ্তদশবর্ণীয় ভিক্ষুগণ নিজেদের শয়নাসনের ব্যবস্থা করিলে
ষড়্‌বর্ণীয় ভিক্ষুগণ আসিয়া বলিল—‘তোমরা বাহির হও, আমরা বয়োবৃদ্ধ,
এই শয়নাসন আমাদেরই প্রাপ্য ।’ কিন্তু তাহারা ‘না আমরা দিবনা, কারণ
আমরাই প্রথমে ইহার ব্যবস্থা করিয়াছি’ বলিলে ষড়্‌বর্ণীয় ভিক্ষুগণ তাহাদের
প্রহার করিল । সপ্তদশবর্ণীয় ভিক্ষুগণ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে
ক্রন্দন করিতে লাগিল । এই শব্দ শুনিয়া শাস্তা ‘ইহা কি’ জিজ্ঞাসা করিলে
‘এই বিষয়ে, ভগ্নে’ বলিলে শাস্তা—‘হে ভিক্ষুগণ, এখন হইতে কোন ভিক্ষু
এইরূপ করবেনা, যে করিবে সে এই আপত্তিদৃষ্ট হইবে হইবে’ বলিয়া।

আপত্তিঃ আপজ্ঞতী'তি পহারদানসিক্‌থাপদং পঞ্‌ঞা-
পেত্ত্বা 'ভিক্‌খবে, ভিক্‌খুনা, নাম 'যথা অহং তথৈব
অঞ্‌ঞেপি দ'ডস্স তসস্‌সি, মচ্ছুনো ভায়ন্তী'তি এত্ত্বা
পরো ন পহরিতত্ত্বো, ন ঘাততত্ত্বো'তি বত্ত্বা অনদুসস্‌সি
ষট্টেত্ত্বা ধম্মং দেসেসত্ত্বো ইমং গাথমাহ—

সব্বে তসস্‌সি দ'ডস্স, সব্বে ভায়ন্তি মচ্ছুনো ।

অত্তানং উপমং কত্ত্বা, ন হনেন্য ন ঘাতয়ে'তি । ১২৯ ।

তথ 'সব্বে তসন্তী'তি সব্বেপি সত্ত্বা অত্তানি দণ্ডে
পতন্তে তস্স দ'ডস্স তসস্‌সি । 'মচ্ছুনো'তি মরণস্সাপি
'ভায়ন্তি'য়েব । ইমিস্সা চ দেসনায় ব্যঞ্জনং নিরবসেসং,
অথো পন, সাবসেসো । যথা হি রঞ্‌ঞা 'সব্বে সস্‌সিপতন্তু'তি
ভেরিয়া চরাপিতায়পি রাজমহামত্তে ঠপেত্ত্বা সেসা সস্‌সি-
পতন্তি, এবমিধ 'সব্বে তসন্তী'তি বদন্তেপি হত্থাজানেয়ো

*

*

*

প্রহারদানশিক্ষাপদ (পাচিস্তিয় ৪৪৯) প্রজ্ঞাপিত করিয়া বলিলেন—“হে
ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু 'যেমন আমি, তেমন অন্যরাও দণ্ডকে ভয় করে,
মৃত্যুকে ভয় করে' ইহা জানিয়া অন্যকে প্রহার করিবে না, হত্যা করিবেনা”
ইহা বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনা করা কালে এই গাথা ভাষণ
করিয়াছিলেন—

“সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, সকলে মৃত্যুকে ভয় করে । অতএব সকলকে
নিজের ন্যায় মনে করিয়া কাহাকেও স্বেচ্ছা হত্যা করিবে না বা হত্যার কারণ
হইবেনা ।”

—ধম্মপদ, স্লোক ১২৯ ।

অন্বয় : 'সকলেই ভয় করে' অর্থাৎ সমস্ত সত্ত্বগণ নিজের উপর দণ্ড
পতিত হইলে সেই দণ্ডকে ভয় করে । 'মৃত্যুর' অর্থাৎ মৃত্যুকেও ভয় করে ।
এই দেশনার ব্যঞ্জন নিরবশেষ, শব্দ অর্থই সবিশেষ । যেমন রাজা 'সকলে
সম্মিলিত হউক' বলিয়া ভেরীবাদন করাইলেও রাজমহামাত্রগণ বাদে অন্যান্যরা
সম্মিলিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ এখানে 'সকলেই ভয় করে' ইহা উক্ত হইলেও

অস্সাজানেয়্যো উসভাজানেয়্যো খীণাসবোতি ইমে চত্তারো
 ঠপেত্বা অবসেসাব তসন্তীতি বেদিতব্বা । ইমেসু হি
 খীণাসবো সঙ্কায়দিট্ঠিয়া পহীণত্তা মরণকসত্তং অপস্সন্তো
 ন ভায়তি, ইতরে তয়ো সঙ্কায়দিট্ঠিয়া বলবত্তা অন্তনো
 পটিপক্খভূতং সত্তং অপস্সন্তা ন ভায়ন্তীতি । ‘ন হনেয়্য
 ন ঘাতয়ে’তি যথা অহং এবং অএওঁএপি সত্তাতি নেব
 পরং পহরেয়্য ন পহরাপেয়্যাতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসূতি ?

ছব্বগ্গিয়ভিক্খবুথু পঠমং ।

*

*

*

হন্ত্যাজানেয়, অস্বাজানেয়, বৃষভাজানেয় এবং ক্ষীণাস্রব (—অহং) ব্যতিরেকে
 সকলেই দণ্ডকে ভয় করে ইহা জানিতে হইবে । ইহাদের মধ্যে আবার
 ক্ষীণাস্রবগণ সৎকায়দৃষ্টি প্রহানের কারণে মরণকসত্তকে না দেখিয়া ভয়
 করেন না, অন্য তিনজন সৎকায়দৃষ্টির বলবত্তার কারণে নিজের প্রতিপক্ষভূত
 সত্তকে না দেখিয়া ভয় করে না । ‘হত্যা করিবে না, হত্যা করাইবে না’
 অর্থাৎ যেমন আমি তদ্রূপ অন্যান্য সত্তগণ ইহা মনে করিয়া অন্যকে প্রহার
 করিবেনা বা কাহারও দ্বারা প্রহার করাইবেনা এই অর্থ ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

ছব্বগ্গিয়ভিক্খুবঞ্চ । ২

‘সব্বে তসন্তী’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো ছব্বগ্গিয়ে ভিক্খু আরব্ভ কথেসি ।

তেয়েব একস্মিঞ্হি সময়ে তেনেব কারণেন পদুরিসিক্খাপদে সত্তরসব্বগ্গিয়ে পহরিংসু । তেনেব কারণেন তেসং তলসত্তিকং উগ্গিরিংসু । ইধাপি সথা তেসং সন্দং সুত্বা ‘কিং ইদ’ন্তি পদুচ্ছিত্বা ‘ইদং নামা’তি আরোচিতে ‘ন, ভিক্খবে, ইতো পট্ঠায় ভিক্খুনা নাম এবং কত্তব্বং, যো করোতি, সো ইমং নাম আপত্তিং আপ-
জ্জতী’তি তলসত্তিকসিক্খাপদং পঞ্জাপেত্বা, ‘ভিক্খবে, ভিক্খুনা নাম যথা অহং, তথেব অঞ্জোপি দণ্ডস্স তসন্তি, যথা চ ময়্হং, তথেব নেসং জীবিতং পিয়’ন্তি

*

*

*

(২) ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণের উপাখ্যান । ২ ।

‘সকলেই ভয় করে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

ঘটনার সূত্রপাত পূর্বের উপাখ্যানের ন্যায়, যে উদ্দেশ্যে শাস্তা পূর্বের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন । ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণ সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুদের পূর্ববৎ প্রহার করিলে তাহারা উদ্ধবাহু হইয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিল । শাস্তা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া—‘হে ভিক্ষুগণ, এখন হইতে কোন ভিক্ষু এইরূপ করিবেনা । যে করিবে সে আপত্তিদণ্ড হইবে’ বলিয়া ‘তলসত্তিকশিক্ষাপদ’ (পার্চিস্তিয়, ৪৫৪) প্রজ্ঞাপিত করিয়া বলিয়াছিলেন—“হে ভিক্ষুগণ, প্রত্যেক ভিক্ষুর জন্য উচিত ‘যেমন আমি, তেমন অন্যান্য সকল সত্ত্বগণ । আমি যেমন দণ্ডকে ভয় করি তদ্রূপ সকলেই ভয় করে । যেমন আমার জীবন প্রিয়, তদ্রূপ সকলেরই

এত্বে পরো ন পহরিতত্ত্বো ন ঘাটেতত্ত্বো’তি বত্তা অনদুসন্ধিং
ঘটেত্বে ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স, সব্বেসং জীবিতং পিয়ং ।

অন্তানং উপমং কত্তা ন হনেন্না ন ঘাতয়ে’তি । ১৩০ ।

তথ ‘সব্বেসং জীবিতং পিয়ন্তি’ খীগাসবং ঠপেত্বা সৈসসন্তানং
জীবিতং পিয়ং মধুরং, খীগাসবো পন জীবিতে বা মরণে বা
উপেক্খকোব হোতি । সৈসং পদুরিমসাদিসমেবাতি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্গিংসুদতি ।

ছব্বগ্গিয়্যভিক্খবুথু দুদতিয়ং ।

*

*

*

জীবন প্রিয়’ ইহা জানিয়া অন্যকে প্রহার করিবেনা, বা প্রহার করাইবেনা ।”
ইহা বলিয়া শাস্তা উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ
করিয়াছিলেন—

“সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবন সকলেরই প্রিয় ; (অতএব) নিজের
ন্যায় মনে করিয়া কাহাকেও হত্যা করিবেনা বা হত্যা করাইবেনা ।”

—ধম্মপদ, স্লোক ১৩০ ।

অম্বয় : ‘সকলেরই জীবন প্রিয়’ ইহার অর্থ ক্ষীগাস্রব (অহং)
ব্যতিরেকে সমস্ত সত্ত্বগণের নিকট জীবন প্রিয়, মধুর । ক্ষীগাস্রব (অহং)
জীবনে বা মরণে উপেক্ষকই থাকেন । অবশিষ্ট পূর্ব উপাখ্যানের ন্যায় ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুদের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

সম্বলকুমারকবধ ১৩

‘সুখকামানি ভূতানী’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে
বিহরন্তো সম্বলকুমে কুমারকে আরম্ভ কথেসি ।

একস্মিৎসিহ সময়ে সখা সাবখিয়ং পিণ্ডায় পবিসন্তো
অন্তরামণ্ণে সম্বলকুমে কুমারকে একং ঘরসম্পজাতিকং
অহিং দণ্ডকেন পহরন্তে দিম্বা ‘কুমারকা কিং করোথা’তি
পদচ্ছিত্বা ‘অহিং, ভন্তে, দণ্ডকেন পহরামা’তি বদন্তে ‘কিং
কারণা’তি পদন পদচ্ছিত্বা ‘ডংসনভয়েন, ভন্তে’তি বদন্তে
‘তুম্হে অন্তনো সুখং করিস্সামা’তি ইমং পহরন্তা নিব্বত্ত-
নিব্বত্তট্ঠানে সুখলাভিনো ন ভবিস্সথ । অন্তনো সুখং
পথেন্তেন হি পরং পহরিতুং ন বট্টতী’তি বহ্বা অনদসন্ধি
ঘটেত্বা ধম্মং দেসেন্তো ইমা গাথা অভাসি—

*

*

*

সম্বলকুমারকের উপাখ্যান ১৩ ।

‘সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
অনেক কুমারদের উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একসময় শাস্তা শ্রাবস্তীতে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশকালে পথিমধ্যে
কিছু বালক একটি বাস্তুসাপকে দণ্ডের দ্বারা প্রহার করিতেছে দেখিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ওহে বালকগণ, তোমরা এ কি করিতেছ ?’ ‘ভন্তে,
আমরা দণ্ডদ্বারা অহিকে প্রহার করিতেছি ।’ ‘কিন্তু কেন ?’

‘ভন্তে, দংশন করিতে পারে এই ভয়ে ।’

‘তোমরা নিজের সুখাভিলাষী হইয়া ইহাকে প্রহার করিয়া জন্মজন্মান্তরে
সুখলাভে বঞ্চিত হইবে । নিজের সুখাভিলাষী কখনও অন্যকে প্রহার
করিবেনা ।’—এই কথা বলিয়া শাস্তা উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথাদ্বয়
ভাষণ করিলেন—

‘সুখকামানি ভূতানি, যো দণ্ডেন বিহিংসতি ।

অন্তনো সুখমেসানো, পেচ্চ সো ন লভতে সুখং । ১৩১ ।

‘সুখকামানি ভূতানি, যো দণ্ডেন ন হিংসতি ।

অন্তনো সুখমেসানো, পেচ্চ সো লভতে সুখং । ১৩২ ।

তথ ‘যো দণ্ডেনা’তি যো পদুংগলো দণ্ডেন বা লেঙ্কু
আদীহি বা বিহেঠেতি । ‘পেচ্চ সো ন লভতে সুখং’
সো পদুংগলো পরলোকে মনুস্সসুখং বা দিব্বসুখং বা
পরমথভূতং বা নিব্বানসুখং ন লভতি । দ্বিতীয়গাথায়
‘পেচ্চ সো লভতে’তি সো পদুংগলো পরলোকে বদন্ত্পকারং
তিবিধম্পি সুখং লভতীতি অথো ।

দেশনাবসানে পণ্ডসতাপি তে কুমারকা সোতাপত্তিফলে
পতিট্ঠহিংসুতি ।

সম্বহুলকুমারকবথু ততিয়ং ।

*

*

*

“যে আত্মসুখাভিলাষী হইয়া সুখকামী জীবগণকে দণ্ডদ্বারা হিংসা
করে, সে পরলোকে কোন প্রকার সুখ পায় না ।”

“যে আত্মসুখাভিলাষী হইয়া সুখকামী জীবগণকে দণ্ডদ্বারা হিংসা করে
না, সে পরলোকে সুখ লাভ করে ।” —ধম্মপদ, শ্লোক ১৩১-১৩২ ।

অন্বয় : ‘যে দণ্ডের দ্বারা’ অর্থাৎ যে ব্যক্তি দণ্ড বা লোষ্ট্রাদি দ্বারা
হিংসা করে, উত্যক্ত করে । ‘পরলোকে সে সুখ লাভ করে না’ অর্থাৎ সেই
ব্যক্তি পরলোকে মনুস্যসুখ বা দিব্যসুখ বা পরমার্থভূত নির্বাণসুখ লাভ
করে না । দ্বিতীয় গাথায় ‘পরলোকে সে সুখ লাভ করে’ অর্থাৎ সেই ব্যক্তি
পরলোকে উক্তপ্রকার ত্রিবিধ সুখ লাভ করে—ইহাই অর্থ ।

দেশনাবসানে সেই পণ্ডিত কুমার স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ।

॥ সম্বহুল কুমারকের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

কোণ্ডধানখেরবথু । ৪

‘মাবোচ ফরুসং কণ্ঠী’তি ইমং ধম্মদেশনং সথা জেতবনে বিহরন্তো কোণ্ডধানখেরং আরব্ধ কথেসি ।

তস্স কির পস্বজিত্তিদবসতো পট্ঠায় একং ইথিরূপং থেরেন সন্ধিংয়েব বিচরতি । তং থেরো ন পস্সতি, মহাজনো পন পস্সতি । অন্তোগামং পিণ্ডায় চরতোপিস্স ‘মনুস্সা একং ভিক্খং দত্ত্বা, ‘ভন্তে, অয়ং তুম্হাকং হোতু, অয়ং পন তুম্হাকং সহায়িকায়’তি বত্ত্বা দদতিয়ম্পি দদন্তি ।

কিং তস্স পদ্বকস্মন্তি ? কস্সপসম্মাসম্বুদ্ধকালে কির দ্বে সহায়কা ভিক্খু একমাতুকুচ্ছিতো নিক্খন্তসদিসা অতিবয় সমগ্গা অহেসুং । দীঘায়দুকবুদ্ধকালে চ অনদ্-সংবচ্ছরং বা অনদ্ধমাসং বা ভিক্খু উপোসথথায় সন্নিপতন্তি, তস্মা তেপি ‘উপোসথগং গমিস্সামা’তি

*

*

*

কোণ্ডধান স্থবিরের উপাখ্যান । ৪ ।

‘কাহাকেও কক’শ কথা বলিবেনা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কোণ্ডধান স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

কোণ্ডধান স্থবিরের প্রব্রজ্যার দিন হইতেই নাকি একটি স্ত্রীরূপ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই বিচরণ করে । স্থবির তাহাকে দেখিতে পান না, কিন্তু অন্যান্য লোকেরা দেখিতে পায় । তিনি যখন গ্রামে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করেন লোকেরা একটি ভিক্ষা দিয়া বলিত—‘ভন্তে, এইটা আপনার জন্য এবং এইটা আপনার সহায়িকার জন্য’ বলিয়া দ্বিতীয় ভিক্ষা দিত ।

তাঁহার পূর্বকর্ম কি ছিল ? কাশ্যপ সম্যক্ সম্বুদ্ধের সময়ে দুইজন সহায়ক ভিক্ষু একই মাতার গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় খুবই মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেন । দীঘায়দুক বুদ্ধের সময়ে ভিক্ষুগণ প্রতি বৎসর প্রতি ছয় মাস অন্তর উপোসথের জন্য একত্রিত হইতেন । সুতরাং তাঁহারাও ‘আমরাও উপোসথাগারে যাইব’ বলিয়া বাসস্থান হইতে বাহির হইলেন । তাবতিংস-

বসনট্টানা নিক্খমিৎসু। তে একা তাবতিংসভবনে
 নিব্বস্তুদেবতা দিম্বা 'ইমে ভিক্খু অতিবিয় সমগ্গা, সঙ্ঘা
 নু থো ইমে ভিন্দিতু'ন্তি চিন্তেত্বা অন্তনো বালতায়
 চিন্তিতসমনন্তরমেব আগন্ত্বা তেসু একেন, 'আব্দুসো,
 মদুহন্তু আগমেহি, সরীরকিচ্ছেনম্'হি অথিকো'তি বদন্তে সা
 দেবতা একং মনুস্সিখিবল্লং মাপেত্বা থেরস্স গচ্ছন্তরং পবি-
 সিদ্ধা নিক্খম্নকালে একেন হথেন কেসকলাপং, একেন
 নিবাসনং স'থাপয়মানা তস্স পিট্ঠিতো নিক্খমি। সো
 তং ন পস্সতি, তমাগময়মানো পন পদুরতো ঠিতিভিক্খু
 নিবত্তিত্বা ওলোকয়মানো তং তথা কত্বা নিক্খম্নতং পস্সি।
 সো তেন দিট্ঠভাবং ঞ্জত্বা অন্তরধায়ি। ইতরো তং
 ভিক্খুং অন্তনো সন্তিকং আগতকালে আহ—'আব্দুসো,
 সীলং তে ভিন্ন'ন্তি। 'নথাব্দুসো, ময়ুহং এবরুপ'ন্তি।

*

*

*

ভবনে উৎপন্ন এক দেবতা তাঁহাদের দেখিয়া—'এই ভিক্ষুগণ খুবই মিলিয়া
 মিশিয়া থাকেন, ইহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যায় কিভাবে?'—প্রমাদ-
 বশতঃ এইরূপ চিন্তা করিতে না করিতে ঐ ভিক্ষুদের মধ্যে একজন বলিল—
 'আব্দুসো, একটু অপেক্ষা কর। আমি শরীরকৃত্য সম্পাদন করিয়া আসি।'
 তখন সেই দেবতা মনুষ্য-স্ত্রীর বেশ ধারণ করিয়া স্থবিরের সঙ্গে গাছের
 আড়ালে প্রবেশ করিল এবং ফিরিয়া আসিবার সময় এক হাতে কেশকলাপ
 এবং অন্য হাতে পরিধেয় বস্ত্র ঠিকঠাক করিতে করিতে সেই স্থবিরের পশ্চাৎ
 পশ্চাৎ বাহির হইয়া আসিল। স্থবির কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন
 না। কিন্তু তাঁহার জন্য অপেক্ষমাণ সহায়ক ভিক্ষু ফিরিয়া তাকাইতেই ঐ
 স্ত্রীবেশী দেবতাকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। যখন বদ্বিল যে সহায়ক
 ভিক্ষু তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে তখন সেই দেবতা অন্তর্ধান করিল।
 সহায়ক ভিক্ষু বন্ধুকে কাছে আসিলে বলিলেন—'আব্দুসো, তুমি শীলব্রহ্ম
 হইয়াছ।'

'না আব্দুসো, আমার এইরূপ হয় নাই।'

ইদানেব তে ময়া পচ্ছতো নিক্খমানা তরুণইথী ইদং নাম করোন্তী দিট্ঠা, ত্বং ‘নথি ময়্হং এবরূপ’ন্তি কিং বদে-সীতি । সো অসনিয়া মথকে অবথটো বিয় ‘মা মং, আব্দসো, নাসেহি, নথি ময়্হং এবরূপ’ন্তি । ইতরো ‘ময়া সামং অক্খীহি দিট্ঠং, কিং তব সন্দহিস্সামী’তি দণ্ডকো বিয় ভিষ্জিহ্বা পক্কামি, উপোসথংগেপি ‘নাহং ইমিনা সন্ধিং উপোসথং করিস্সামী’তি নিসীদি । ইতরো ‘ময়্হং, ভন্তে, সীলে অণ্ণমত্তম্পি কালং নথী’তি ভিক্খুণং কথেসি । সোপি ‘ময়া সামং দিট্ঠ’ন্তি আহ । দেবতা তং তেন সন্ধিং উপোসথং কাতুং অনিচ্ছন্তং দিম্বা ‘ভারিয়ং ময়া কম্মং কত’ন্তি চিন্তেহ্বা—‘ভন্তে, ময়্হং অঘ্যস্স সীলভেদো নথি, ময়া পন বীমংসনবসেনেতং কতং, করোথ তেন সন্ধিং উপোসথ’ন্তি আহ । সো তস্সা আকাসে ঠহ্বা কথোন্তিয়া

*

*

*

‘আমি এখনই দেখিলাম এক তরুণী এইরকম করিতে করিতে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে । তথাপি তুমি বলিতেছ তোমার কোন শীলবিপত্তি ঘটে নাই, ব্যাপার কি ?’ তাঁহার শিরে যেন বজ্রাঘাত হইয়াছে—তিনি বলিলেন—‘আব্দসো, আমার সর্বনাশ করিও না, আমার এইরূপ কোন কিছু হয় নাই ।’ সহায়ক ভিক্ষু বলিলেন—‘আমি নিজের চোখে দেখিলাম, তোমার কথায় বিশ্বাস করিব কেন ?’—এই কথা বলিয়া দণ্ডকের ন্যায় ভিন্ন হইয়া চলিয়া গেলেন এবং উপোসথাগারেও ‘আমি ইহার সহিত উপোসথ করিব না’ বলিয়া বসিয়া পড়িলেন । সহায়ক ভিক্ষু অন্যান্য ভিক্ষুদের বলিলেন—‘ভন্তে, আমার অণ্ণমাত্রও শীলবিপত্তি ঘটে নাই ।’ অন্যজন বলিলেন—‘আমি নিজের চোখে দেখিয়াছি ।’ দুই সহায়ক একে অন্যের সহিত উপোসথকর্ম করিতেছেন না দেখিয়া সেই দেবতা ‘আমি খুব অন্যায় কাজ করিয়াছি’ ভাবিয়া বলিল—‘ভন্তে, আমাদের আর্থ ভদন্তের কোন শীলবিপত্তি হয় নাই, আমিই পরীক্ষা করিবার জন্য এইরূপ করিয়াছি । ভন্তে, আপনি তাঁহার সহিত উপোসথ করুন ।’ আকাশে স্থিত দেবতার কথায় বিশ্বাস

সম্মদহিহ্মা উপোসথং অকাসি, ন পন থেরে পদ্ব্বে বিয়
মদুদুটিত্তো অহোসি । এত্তকং দেবতায় পদ্ব্বকম্মং ।
আয়ুপরিয়োসানে পন তে থেরা যথাসদুং দেবলোকে
নিব্বত্তিসু । দেবতা অবীচিম্হি নিব্বত্তিসু একং বুদ্ধত্তরং
তথ পচ্ছিহ্মা ইমস্মিৎ বুদ্ধদুপাদে সাবথিয়ং নিব্বত্তিসু
বুদ্ধিমন্বায় সাসনে পব্বজিহ্মা উপসম্পদং লভি । তস্স পব্ব-
জিতাদিবসতো পট্টায় তং ইথিরূপং তথৈব পঞ্ঞায়ি ।
তেনেবস্স কোডধানথেরোতি নামং করিৎসু । তং তথাবি-
চরন্তং দিম্বা ভিক্কু অনার্থপিণ্ডকং আহংসু—‘মহা-
সেট্ঠি, ইমং দুসসীলং তব বিহারা নীহর । ইমঞ্ছি
নিম্মসায় সেসভিক্কুনং অযসো উপজ্জিস্সতী’তি । ‘কিং
পন, ভন্তে, সখা বিহারে নথী’তি ? ‘অথি উপাসকা’তি ।
‘তেন হি, ভন্তে, সখাব জানিস্সতী’তি । ভিক্কু গন্তা
বিসাখায়পি তথৈব কথেসুং । সাপি নেসং তথৈব পটিবচনং
অদাসি ।

*

*

*

করিয়া সহায়ক ভিক্কু নিজ সহায়কের সহিত উপোসথ করিলেন, কিন্তু
পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক হইতে পারিলেন না । ইহাই দেবতার পূর্বকর্ম ।

আয়ুশেষে সেই সহায়ক ভিক্কুদ্বয় যথাসদুখে দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন ।
দেবতা অবীচিনরকে উৎপন্ন হইয়া এক বুদ্ধান্তর কাল নরকে পক হইয়া
বর্তমান বুদ্ধের সময়ে প্রাবল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বুদ্ধশাসনে
প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন । যেদিন তিনি প্রব্রজিত হইয়াছেন
সেইদিন হইতে সেই স্ত্রীরূপ তদ্রূপ প্রতিভাত হইত । সেইজন্য তাঁহার নাম
হইয়াছিল কোডধান স্থবির । তাঁহাকে সেইভাবে বিচরণ করিতে দেখিয়া
ভিক্কুগণ অনার্থপিণ্ডক শ্রেষ্ঠিকে বলিলেন—‘হে মহাশ্রেষ্ঠি, এই দুঃশীল
ভিক্কুকে আপনার বিহার হইতে বাহির করিয়া দিন । ইহার কারণে অন্যান্য
ভিক্কুদেরও দুর্নাম হইতে পারে ।’ ‘ভন্তে, শাস্তা কি বিহারে নাই ?’ ‘হ্যাঁ
উপাসক আছেন ।’ ‘ভন্তে, তাহা হইলে শাস্তাই যথাকর্তব্য করিবেন ।’
ভিক্কুগণ যাইয়া বিশাখাকেও তদ্রূপ বলিলেন । তিনিও তাঁহাদের ঐকথা
বলিয়াই বিদায় দিলেন ।

ভিক্খুপি তেহি অসম্পটিচ্ছিতবচনা রঞ্ঞো আরোচেসুং
—‘মহারাজ, কোণ্ডধানথেরো একং ইথিং গহেত্বা বিচরন্তো
সব্বেসং অযসং উম্পাদেসি, তং তুম্হাকং বিজিতা নীহর-
থা’তি । ‘কহং সো পন, ভন্তে’তি ? ‘বিহারে, মহা-
রাজা’তি । ‘কতরস্মিং সেনাসনে বিহরতী’তি ? ‘অসদ্ধকস্মিং
নামা’তি । ‘তেন হি গচ্ছথ, অহং তং গণ্হিস্সামী’তি সো
সায়হসময়ে বিহারং গম্ব্বা তং পদুরিসেহি পরিক্খিপাপেত্বা
থেরস্স বসনট্ঠানাবিমুখো অগমাসি । থেরো মহাসন্দং
সদ্ব্বা বিহারা নিক্খমিস্সা পমুখে অট্ঠাসি । তম্পিস্স
ইথিরূপং পিট্ঠিপস্সে ঠিতং রাজা অন্দস । থেরো
রঞ্ঞো আগমনং ঞ্জ্বা বিহারং অভিরূহিস্সা নিসীদি ।
রাজা থেরং ন বন্দি, তম্পি ইথিং নান্দস । সো দ্বারস্তুরেপি
হেট্ঠামণেপি ওলোকেন্তো অদিম্বাব থেরং আহ—‘ভন্তে,

*

*

*

ভিক্ষুগণ উপাসক এবং উপাসিকার কথায় সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া
রাজাকে জানাইলেন—‘মহারাজ, কোণ্ডধান ভিক্ষু একজন স্ত্রীলোককে সঙ্গে
লইয়া বিচরণ করাতে সকলেরই বদনাম হইতেছে । আপনি তাহাকে আপনার
রাজ্য হইতে বাহ্যকার করিয়া দিন ।’

‘ভন্তে, সেই ভিক্ষু এখন কোথায় ?’ ‘মহারাজ, বিহারেই আছে ।’
‘কোন শয়নাসনে অবস্থান করেন ?’ ‘ঐ শয়নাসনে ।’ ‘তাহা হইলে আপনারা
যান, আমি নিজেই তাহাকে ধরিব ।’ রাজা সায়াহু সময়ে বিহারে যাইয়া ঐ
ভিক্ষুর শয়নাসনের চতুর্দিকে পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া স্বয়ং স্থবিরের
বাসস্থানাভিমুখে গেলেন । স্থবির কোলাহল শুনিয়া বিহার হইতে বাহির
হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন । রাজা দেখিলেন যে সেই স্ত্রীরূপ ভিক্ষুর
পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে । স্থবির রাজার আগমনের কথা জানিয়া পুনরায়
বিহারে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন । রাজা স্থবিরকে বন্দনা করিলেন
না এবং সেই স্ত্রীরূপকেও আর দেখিতে পাইলেন না । তিনি দ্বারাস্তরে,
খাটের নীচে কোথাও সেই স্ত্রীরূপকে না দেখিয়া স্থবিরকে জিজ্ঞাসা

ইম্মাম্‌গ ঠানে একং ইখিং অদ্‌দসং, কহং সা'তি ? 'ন পস্সামি, মহারাজা'তি । 'ইদানি ময়া তুম্‌হাকং পিট্‌ঠি-পস্সে ঠিতা দিট্‌ঠা'তি বদুত্তেপি 'অহং ন পস্সামি'চেবাহ । রাজা 'কিং ন্দু থো এত'ন্তি চিন্তেত্বা, 'ভন্তে, ইতো তাব নিক্‌খমথা'তি আহ । থেরে নিক্‌খমিস্সা পমদুথে ঠিতে প্দুন সা থেরস্স পিট্‌ঠিপস্সে অট্‌ঠাসি । রাজা তং দিস্সা প্দুন উপরিতলং অভির্‌দুহি, তস্স আগতভাবং ঞ্জা থেরো নিসীদি । প্দুন রাজা তং সম্বট্‌ঠানেস্দু ওলোকেন্তোপি অদিস্সা, 'ভন্তে, কহং সা ইখী'তি প্দুন থেরং প্দুছি । 'নাহং পস্সামি মহারাজা'তি । 'কিং কথেথ, ভন্তে, ময়া ইদানেব তুম্‌হাকং পিট্‌ঠিপস্সে ঠিতা দিট্‌ঠা'তি আহ । "আম, মহারাজ মহাজনোপি 'মে পচ্ছতো পচ্ছতো ইখী বিচরতী'তি বদতি, অহং পন ন পস্সামী'তি । রাজা 'পটির্‌দুপকেন

*

*

*

করিলেন—'ভন্তে, এই স্থানে আমি একটি স্ত্রীরূপ দেখিয়াছি, কিন্তু কোথায় গেল ?' 'মহারাজ, আমি ত দেখি নাই ।' 'এখনই আমি দেখিয়াছি আপনার পেছনে দাঁড়াইয়াছিল ।' 'না, আমি ত দেখিনি !' রাজা চিন্তা করিলেন—'ব্যাপারটা কি ?' তারপর বলিলেন—'ভন্তে, আপনি এইস্থান হইতে বাহির হউন ।' স্থবির বাহিরে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র সেই স্ত্রীরূপ আবার তাঁহার পেছনে দণ্ডায়মান অবস্থায় দৃষ্ট হইল । রাজা তাহাকে দেখিয়া প্দুনরায় উপরে উঠিয়া আসিলেন । রাজাকে আসিতে দেখিয়া স্থবির আবার উপবেশন করিলেন । [সেই স্ত্রীরূপ অদৃশ্য হইল] রাজা কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া প্দুনরায় স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, ঐ স্ত্রীরূপ কোথায় গেল ?' 'মহারাজ, আমি ত দেখি নাই ।' 'ভন্তে, কি বলিতেছেন, এইমাত্র ত আমি আপনার পেছনে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি ।' 'হ্যাঁ মহারাজ, লোকেরাও বলে যে আমার পেছনে পেছনে একটি স্ত্রীরূপ বিচরণ করে । কিন্তু আমি কখনও দেখি নাই ।' রাজা 'কোন প্রতিরূপক (=মায়ামূর্তি) হইতে পারে' মনে করিয়া প্দুনরায়

ভবিতব্ব’ন্তি সল্লক্খেন্না পদ্বন থেরং, ‘ভন্তে, ইতো তাব ওতরথা’তি বহ্বা থেরে ওতরিহ্বা পমদ্বথে ঠিতে পদ্বন তং তস্স পিট্ঠিপস্সে ঠিতং দিস্সা উপরিতলং অভিরদ্বহি । পদ্বন নান্দস । সো পদ্বন থেরং পদ্বচ্ছিহ্বা তেন ‘ন পস্সামি’ চ্চেব বদ্বত্তে ‘পিট্ঠিরূপকমেবেত’ন্তি নিট্ঠং গন্হ্বা থেরং আহ— ‘ভন্তে, এবরূপে সংকিলেসে তুম্হাকং পিট্ঠিতো বিচরন্তে অঞ্ঞো কোচি তুম্হাকং ভিক্খং ন দস্সতি, নিবদ্ধং মম গেহং পবিসথ, অহমেব চত্বহি পচ্চয়েহি উপট্ঠহিস্সামী’তি থেরং নিমন্তেহ্বা পক্কামি ।

ভিক্খু “পস্সথাব্বসো, রঞ্ঞো পাপকিরিয়ং, ‘এতং বিহারতো নীহরা’তি বদ্বত্তে আগন্হ্বা চত্বহি পচ্চয়েহি নিমন্তেহ্বা গতো”তি উষ্বায়িস্সু । তস্মি থেরং আহংসু— ‘অম্ভো, দস্সসীল, ইদানিসি রাজকোন্ডাজাতো’তি । সোপি

*

*

*

স্থবিরকে বলিলেন—‘ভন্তে, আপনি আবার নীচে নামুন ।’ স্থবির তাহাই করিলেন । তখন সেই স্ত্রীরূপ আবার তাঁহার পশ্চাতে দৃষ্ট হইল । দেখিয়া রাজা উপরে উঠিলেন । কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না । পদ্বনরায় তিনি স্থবিরকে তদ্রূপ জিজ্ঞাসা করিলে স্থবির বলিলেন—‘আমি দেখি নাই ।’ রাজা তখন স্থির নিশ্চিত হইলেন যে ইহা মায়ামূর্তি মাত্র । তিনি তখন স্থবিরকে বলিলেন—‘ভন্তে, এইরূপ পাপমূর্তি আপনার পেছনে পেছনে গেলে কেহই আপনাকে ভিক্ষা দিবে না । আপনি প্রত্যহ আমার গৃহেই আসিবেন । আমিই চতুপ্রত্যয়ের দ্বারা নিত্য আপনার সেবা করিব ?’ এইভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া চলিয়া গেলেন ।

ভিক্ষুরা রাজার নিন্দা করিয়া বলিলেন—‘আব্বসো, দেখুন । রাজার অন্যায় কাজ । তিনি এই ভিক্ষুকে বিহার হইতে বহিস্কার করিতে আসিয়া চতুপ্রত্যয়ের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া চলিয়া গেলেন ।’ সেই ভিক্ষুকেও বলিলেন—‘ওহে দঃশীল, তুমি এখন রাজকোন্ড হইয়াছ !’ সেই ভিক্ষুও

পদ্বেষে ভিক্ষুর্ন কিঞ্চিৎ বস্তুং অসক্কোন্তো ‘তুম্হে দম্মসীলা,
তুম্হে কোণ্ডা, তুম্হে ইথিং গহেত্বা বিচরথা’তি আহ।
তে গম্ব্বাসথু আরোচেসদং—‘ভন্তে, কোণ্ডধানথেরো অম্-
হেহি বদন্তো অম্হে ‘দম্মসীলা’তি আদীনি বহ্ম অক্কো-
সতী’তি। সথা তং পক্কোসাপেত্বা পদুচ্ছি—‘সচ্চং কির ত্বং,
ভিক্ষু, এবং বদেসী’তি? ‘সচ্চং, ভন্তে’তি। ‘কিং
কারণা’তি? ‘ময়া সন্ধিং কথিতকারণা’তি। ‘তুম্হে,
ভিক্ষবে, ইমিনা সন্ধিং কস্মা কথেথা’তি। ‘ইমস্স পচ্ছতো
ইথিং বিচরন্তিং দিম্বা, ভন্তে’তি। ‘ইমে কির তয়া সন্ধিং
ইথিং বিচরন্তিং দিম্বা বদন্তি, ত্বং কস্মা কথেসি, এতে তাব
দিম্বা কথেন্তি। ত্বং অদিম্বাব ইমেহি সন্ধিং কস্মা কথেসি,
ননু পদ্বেষে তবেব পাপিপকং দিট্ঠিং নিম্সায় ইদং জাতং,
ইদানি কস্মা পদন পাপিপকং দিট্ঠিং গণহাসী’তি। ভিক্ষু
‘কিং পন, ভন্তে, ইমিনা পদ্বেষে কত’ন্তি পদুচ্ছিংসদু। অথ

*

*

*

পূর্বে ইহাদের কিছুই বলিতে পারিতেন না। এখন বলিলেন—‘তোমরাই
দুঃশীল, তোমরাই কোণ্ড। তোমরাই নারী লইয়া বিচরণ কর।’ তাঁহারা
যাইয়া শাস্তাকে বলিলেন—‘ভন্তে, আমরা কোণ্ডধান ভিক্ষুকে দুঃশীল বলাতে
তিনি আমাদেরই দুঃশীল বলিয়া গালি দিতেছেন।’ শাস্তা তাঁহাকে ডাকিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষু, সত্যই কি এইরূপ বলিয়াছ?’ ‘হ্যাঁ ভন্তে,
তাহা সত্য।’ ‘কেন?’ ‘যেহেতু আমাকে বলিয়াছে!’ ‘হে ভিক্ষুগণ,
তোমরা এই ভিক্ষুকে কেন এইরূপ বলিয়াছ?’ ‘ভন্তে, ইহার পেছনে পেছনে
একজন স্ত্রীলোক ঘোরে। তাই বলিয়াছি।’ ‘ইহারা তোমার পেছনে
পেছনে স্ত্রীরূপকে ঘূরিতে দেখিয়া বলিয়াছে, তুমি কেন বলিয়াছ? ইহারা
দেখিয়াই বলিয়াছে। তুমি না দেখিয়াও ইহাদের কেন এইরূপ বলিয়াছ।
তোমার পূর্বজন্মের পাপদৃষ্টির ফলেই এই মায়ামূর্তির আবির্ভাব হইয়াছে,
এখন আবার কেন পাপদৃষ্টির আশ্রয় লইতেছ?’ ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা
করিলেন—‘ভন্তে, পূর্বজন্মে ইনি কি করিয়াছিলেন?’ তখন শাস্তা তাহার

নেসং সথা তস্স পদ্ববকস্মং কথেহা ‘ভিক্খু ইদং পাপকস্মং
নিস্সায় ত্বং ইমং বিম্পকারং পত্তো, ইদানি তে পদ্বন তথা-
রুপং পাণিকং দিট্ঠিং গহেতুং ন যত্তুং, মা পদ্বন ভিক্-
খুহি সন্ধিং কিণ্ড কথেহি, নিস্সন্দো মদ্বখবট্টিয়ং ছিন্নকংস-
থালসাদিসো হোহি, এবং করোন্তো নিব্বানম্পত্তো নাম
ভবিম্সতী’তি বহা অনদ্বসন্ধিং ঘট্টেহা ধম্মং দেসেন্তো ইমা
গাথা অভাসি—

‘মাবোচ ফরুসং কণ্ড, বদ্বত্তা পটিবদেয়াদু তং ।

দদ্বক্খা হি সারম্ভকথা, পটিদাডা ফদ্বসেয়াদু তং । ১৩৩ ।

‘সচে নেরেসি অন্তানং, কংসো উপহতো যথা ।

এস পত্তোসি নিব্বানং, সারম্ভো তে ন বিজ্জতী’তি । ১৩৪ ।

তথ ‘মাবোচ ফরুসং কণ্ডী’তি কণ্ড এক পদ্বগলম্পি ফরুসং

*

*

*

পদ্বর্জীবনের বদ্বত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষু, এইরূপ পাপকর্মের
ফলেই তোমার এই দশা । এখন তুমি আর ঐরূপ পাপকাজ করিও না ।
ভিক্ষুদের সঙ্গে তুমি আর কিছদ্ব বলিবে না । তুমি নীরব হইয়া যাও, মদ্বখ-
প্রদেশে ভগ্ন কংস থালার ন্যায় নিঃশব্দ হইয়া যাও । এইভাবে নির্বাণ-
প্রাপ্ত হওয়া যায় ।’ এই কথা বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই
গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

‘কাহাকেও কক্শবাক্য বলিও না ; যাহাকে কক্শবাক্য বলিবে, সে
তোমাকে পদ্বনরায় কক্শবাক্য বলিবে । ক্রোধপদ্বর্গ (প্রত্যুত্তর) বাক্য দদ্বখ-
দায়ক (জানিবে) । দন্দের প্রতিদন্দ্ব তোমাকেই স্পর্শ করিবে ।

‘ভগ্ন কাঁসা যেমন নিঃশব্দ হইয়া যায়, তুমিও তদ্রূপ নিশ্চুপ হইয়া যাও ।
বদ্বখ বাক্যব্যয় করিও না । তাহা হইলে তুমি বদ্ববিবে তুমি নির্বাণপ্রাপ্ত
হইয়াছ । কাহারও সহিত তোমার কোন বিরোধ নাই ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১৩৩-১৩৪ ।

অম্বয়—‘কাহাকেও কক্শবাক্য বলিও না’ অর্থাৎ কাহাকেও কোন

মা অবচ । ‘বদ্বত্তা’তি তয়া পরে ‘দুস্সীলা’তি বদ্বত্তা, তম্পি তথেব ‘পটিবদেয়্যুং’ । ‘সারম্ভকথা’তি এসা করণদুত্তরা যদুগংগাহকথা নাম ‘দুদুখা’ । ‘পটিদণ্ডা’তি কায়দণ্ডাদীহ পরং পহরন্তস্স তাদিসা পটিদণ্ডা চ তব মথকে পতেয়্যুং । ‘সচে নেরেসী’তি সচে অন্তানং নিচ্চলং কাতুং সচ্ছিৎসসিসি । ‘কংসো উপহতো যথা’তি মদুখবট্টিয়ং ছিন্দিহা তলমত্তং কস্সা ঠপিতকংসথালং বিয় । তএহি হথপাদেহি বা দণ্ডকেন বা পহটম্পি সন্দং ন কেরোতি, ‘এস পত্তোসী’তি সচে এবরুপো ভবিতুং সচ্ছিৎসসিসি, ইমং পটিপদং পুরয়মানো ইদানি অম্পত্তোপি এসো নিম্বানম্পত্তো নাম । ‘সারম্ভো তে ন বিজ্জতী’তি এবং সন্তে চ পন ‘হুং দুস্সীলো, তুম্হে দুস্সীলা’তি এবমাদিকো উত্তরকরণবাচালকুখণো সারম্ভোপি তে ন বিজ্জতি, ন ভবিম্মসিতিয়ে-বাতি অথো ।

*

*

*

ব্যক্তিকেই কর্কশ কথা বলিবে না । ‘উক্ত’ অর্থাৎ কাহাকেও দুষ্টশীল বলিলে সেও পরে তদ্রূপ বলিতে পারে । ‘ক্রোধপূর্ণ বাক্য’ অর্থাৎ ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিহিংসামূলক কথা দুষ্টজনক । ‘প্রতিদণ্ড’ অর্থাৎ কায়দণ্ডাদির দ্বারা অন্যকে প্রহার করিলে তাদৃশ প্রতিদণ্ড তোমার মস্তকেই পতিত হইবে । ‘যদি নিজেকে নীরব করিতে পার অর্থাৎ যদি নিজেকে নীরব করিতে সক্ষম হও । ‘উপহত কংসের ন্যায়’ অর্থাৎ মদুখের দিকে ছিন্ন করিয়া তলদেশ মাত্র রক্ষিত কংসথালার ন্যায় । ইহা হস্তের দ্বারা পাদের দ্বারা, দণ্ডের দ্বারা প্রস্তুত হইলেও শব্দ করে না । ‘ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে’ অর্থাৎ যদি এইরূপ হইতে সক্ষম হও । এই প্রতিপদা পূর্ণকারী এখন অপ্রাপ্ত হইলেও ইহারই নাম নিবাণপ্রাপ্তি । ‘তোমার কোন বিরোধ থাকিবে না’ অর্থাৎ এইরূপ হইলে ‘তুমি দুষ্টশীল, তোমরা দুষ্টশীল’ ইত্যাদি উত্তরকরণবাক্যলক্ষণযুক্ত বিরোধও তোমার থাকিবে না, ইহাই অর্থ ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্বিগংসু,
কোন্ডধানথেরোপি সখারা দিন্ণওবাদে ঠস্বা অরহত্তং
পাপদ্বিগং, ন চিরস্সেব আকাসে উম্পত্তিত্বা পঠমং সলাকং
গণ্হীতি ।

কোন্ডধানথেরবথু চতুথং ।

*

*

*

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল । কোন্ডধান
শ্ববিরও শাস্ত্রা কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ অবলম্বন করিয়া অহত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন ।
অচিরেই আকাশে উদ্গমন করিয়া প্রথম শলাকা গ্রহণ করিলেন ।

॥ কোন্ডধান শ্ববিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

উপোসথিকইখীনং বখ্ণ । ৫

‘যথা দণ্ডেনা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা পদুস্বারামে বিহরন্তো
বিসাখাদীনং উপাসিকানাং উপোসথকস্মং আরব্ধ কথেসি ।

সাবাখিয়ং কির একস্মিং মহাউপোসথাদিবসে পণ্ডসতমত্তা
ইখিয়ো উপোসথিকা হুত্তা বিহারং অগমিংসু । বিসাখা
তাসু মহল্লকিখিয়ো উপসঙ্কমিত্তা পদুছি, ‘অম্মা,
কিমথং উপোসথিকা জাতথা’তি । তাহি ‘দিব্বসম্পত্তিং
পথেহা’তি বদন্তে মজ্জিমখিয়ো পদুছি, তাহি ‘সপত্তিবাসা
মুচ্চনথায়্যা’তি বদন্তে তরুণিখিয়ো পদুছি, তাহি
‘পঠমগবেভ পদুত্তপটিলাভথায়্যা’তি বদন্তে কুমারিকায়ো
পদুছি, তাহি ‘তরুণভাবেয়ব পতিকুলগমনথায়্যা’তি বদন্তে
তং সৰ্বস্মি তাসং কথং সুত্তা তা আদায় সখু সন্তিকং

*

*

*

উপোসথিক স্তীগণের উপাখ্যান । ৫ ।

‘যেমন দণ্ডের দ্বারা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা পদুস্বারামে অবস্থানকালে
বিশাখাদি উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীতে এক মহা-উপোসথাদিবসে পণ্ডশত নারী উপোসথিক হইয়া
বিহারে গিয়াছিলেন । বিশাখা তাহাদের মধ্যে যাঁহারা বয়োবৃদ্ধা তাহাদের
নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘মাত, কি উদ্দেশ্যে আপনারা
উপোসথিক হইয়াছেন ?’ তাঁহারা ‘দিব্যসম্পত্তি লাভের ইচ্ছা করিয়া’ এই
কথা বলিলে, যাঁহারা মধ্যমবয়স্কা তাহাদের একই কথা জিজ্ঞাসা করিলে,
তাঁহারা ‘সপত্তীগণের সহিত সহবাস হইতে মদুস্তির ইচ্ছায়’ এই কথা বলিলে,
যাঁহারা অল্পবয়স্কা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা ‘আমাদের প্রথম
সন্তান যেন পদুত হয় এই কামনায়’ এই কথা বলিলে, যাঁহারা কুমারী তাহাদের
জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা ‘অল্পবয়সেই যেন পতিকূলে যাইতে পারি এই
প্রার্থনা করিয়া’ এই কথা বলিলে, বিশাখা তাহাদের সকলের বিভিন্ন মনো-

গন্ধা পটিপাটিয়া আরোচেসি । তং সন্ধ্যা সখা ‘বিসাথে ইমেসং সন্তানং জাতিআদয়ো নাম দণ্ডহস্তকগোপালক-সদিসা, জাতি জরায় সন্তিকং, জরা ব্যাধিনো সন্তিকং, ব্যাধি মরণস্ সন্তিকং পেসেত্বা মরণং কুঠারিয়া ছিন্দন্তা বিয় জীবিতং ছিন্দন্তি, এবং সন্তেপি বিবটং পথেস্তা নাম নথি, বট্টমেব পন পথেস্তী’”তি বত্বা অন্দুসন্ধিং ঘটেত্বা ধম্মং দেসেস্তো ইমং গাথমা—

“যথা দণ্ডেন গোপালো, গাবো পাজেতি গোচরং ।

এবং জরা চ মচ্চু চ, আয়ুং পাজেত্তি পাণিন”ন্তি । ১৩৫ ।

তথ ‘পাজেতী’তি ছেকো গোপালো কেদারন্তরং পবিসন্তিয়ো ‘গাবো দণ্ডেন’ নিবারেত্বা তেনেব পোথেস্তো সুলভ-

*

*

*

রথের কথা জানিয়া তাঁহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া শাস্তার নিকট যাইয়া সমস্তা বৃত্তান্ত যথাযথভাবে শাস্তাকে জ্ঞাপন করিলেন । ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন—

‘হে বিশাখে, সত্ত্বগণের সুখ প্রভৃতি দণ্ডহস্তকগোপালকসদৃশ । জন্ম জরার দিকে, জরা ব্যাধির দিকে, ব্যাধি মৃত্যুর দিকে প্রেরণ করে । মৃত্যু কুঠারের দ্বারা ছেদনবৎ জীবনকে ছেদন করে । এতৎসত্ত্বেও সত্ত্বগণ জন্ম হইতে অব্যাহতি কামনা করেনা, বরং পুনঃপুনঃ জন্মই কামনা করিয়া থাকে ।’—
এই কথা বলিয়া শাস্তা উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘যেমন গোপাল গরুদিগকে ষষ্টিদ্বারা তাড়না করিয়া গোচারগভূমিতে লইয়া যায়, সেইরূপ জরা ও মৃত্যু জীবনকে (আয়ুকে) তাড়না করিয়া মৃত্যুর দিকে লইয়া যায় ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১৩৫ ।

অন্বয় : ‘তাড়না করিয়া লইয়া যায়’ অর্থাৎ দক্ষ গোপাল যেমন কেদারে (=ক্ষেত্রে = গস্যক্ষেত্রে) প্রবেশোন্মুখ গরুদিগকে দণ্ডের দ্বারা নিবারণিত করিয়া সেই দণ্ডের দ্বারাই তাড়না করিয়া সুলভ তৃণোদক গোচরে লইয়া যায় ।

তিণোদকং ‘গোচরং’ নেতি । ‘আয়ুঃ পাজেস্তু’তি জীব-
তিন্দ্রিয়ং ছিন্দন্তি থেপেস্তি । গোপালকো বিয় হি জরা চ
মচ্ছ চ, গোগণো বিয় জীবতিন্দ্রিয়ং, গোচরভূমি বিয়
মরণং । তথ জাতি তাব সন্তানং জীবতিন্দ্রিয়ং জরায়
সন্তিকং পেসেসি, জরা ব্যাধিনো সন্তিকং, ব্যাধি মরণস
সন্তিকং । তমেব মরণং কুঠারিয়া ছেদং বিয় ছিন্দিত্বা
গচ্ছতী’তি ইদমেথ ওপম্মসম্পটিপাদনং ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধিংসূতি ।

উপোসথিকইথীনং বথু পণ্ডমং ।

*

*

*

‘আয়ুকে তাড়না করে’ অর্থাৎ জীবতিন্দ্রিয়কে (= প্রাণকে) ছেদন করে,
বিনষ্ট করে । এই গোপালকের ন্যায় হইতেছে জরা এবং মৃত্যু । গরুগণের
ন্যায় হইতেছে জীবতিন্দ্রিয় (= প্রাণ), গোচরভূমির ন্যায় হইতেছে মৃত্যু ।
জন্ম সত্ত্বগণের জীবতিন্দ্রিয়কে জরার দিকে লইয়া যায়, জরা ব্যাধির দিকে,
ব্যাধি মৃত্যুর দিকে লইয়া যায় । এই মৃত্যুই কুঠার দ্বারা ছেদনের ন্যায়
জীবনকে ছেদন করিতে করিতে যায়—এই উপমাই এখানে অভিপ্রেত ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

॥ উপোসথিক স্ত্রীগণের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



অজগরপেতবন্ধু । ৬

‘অথ পাপানি কস্মানী’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা বেলদ্বনে
বিহরন্তো অজগরপেতং আরব্ধ কথেসি ।

একস্মিৎ এই সময়ে মহামোঙ্গল্যানথেরো লক্ষণথেরেন
সন্ধি গিঙ্ককূটতো ওতরন্তো দিব্বেন চক্খুনা পণ্ড-
বীসতিযোজনিকং অজগরপেতং নাম অদ্দস । তস্স সীসতো
অগ্নিজালা উট্ঠাহিত্বা পরিয়ন্তং গচ্ছন্তি, উভয়তো
উট্ঠাহিত্বা মস্সো ওতরন্তি । থেরো তং দিস্সা সিতং
পাহ্বাকাসি । লক্ষণথেরেন সিতকারণং পদুট্ঠো “অকালো,
আবদুসো, ইমস্স পণ্ডহস্স বেয়্যাকরণায়, সখু সন্তিকে মং
পদুছেয়্যাসী”তি বহ্বা রাজগেহে পিন্ডায় চরিহ্বা সখু

*

*

*

অজগর প্রেতের উপাখ্যান । ৬ ।

‘পাপ কৰ্ম’ করিয়া’ ইত্যাদি ধৰ্মদেশনা শাস্তা বেগদ্বনে অবস্থানকালে
অজগর প্রেতকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একসময় মহামোঙ্গল্যায়ন স্থবির লক্ষণস্থবিরের সহিত গঙ্ককূট হইতে
অবতরণকালে তাঁহার দিব্যচক্ষুর দ্বারা পণ্ডবিংশতিযোজনিক অজগর প্রেতকে
দেখিয়াছিলেন । ইহার মন্তক হইতে অগ্নিজালা উৎখিত হইয়া শরীরের অস্ত-
ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, শরীরের অস্তভাগ হইতে (অগ্নিজালা) উৎখিত
হইয়া মন্তক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, এবং শরীরের উভয় পার্শ্ব হইতে (অগ্নি-
জালা) উৎখিত হইয়া মধ্যদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় । স্থবির ইহা দেখিয়া
স্মিতহাসি হাসিলেন । লক্ষণস্থবির তাঁহার স্মিত হাসির কারণ জিজ্ঞাসা
করিলে মহামোঙ্গল্যায়ন—‘আবদুসো, এই প্রশ্নের উত্তরদানের ইহা সময় নহে ।
শাস্তার নিকট গেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও’ এই কথা বলিয়া রাজপুত্রে
পিন্ডপাত সমাপ্ত করিয়া শাস্তার নিকট যাইবার সময় লক্ষণস্থবির পুনরায়

সন্তিকং গতকালে লক্খণথেরেন পদুট্টো আহ—‘তদ্রাহং, আবদুসো, একং পেতং অদ্দসং, তস্স এবরুপো নাম অন্তভাবো, অহং তং দিস্সা ‘ন বত মে এবরুপো অন্তভাবো দিট্টপদুস্বে’তি সিতং পাত্তাকাসি’ন্তি । সথা ‘চক্খুদুভুতা বত, ভিক্খবে, সাবকা বিহরন্তী’তি আদীনি বদন্তো থেরস্স কথং পতিট্টাপেত্বা ‘ময়াপি এসো, ভিক্খবে, পেতো বোধিমন্ডেয়েব দিট্টো ‘যে চ পন মে বচনং ন সন্দহেয়্যুং, তেসং তং অহিতায় অস্সা’তি ন কথেসিং, ইদানি মোগ্গল্লানং সক্খিং লভিত্বা কথেমী’তি বত্বা ভিক্খুদুহি তস্স পদুস্বকম্মং পদুট্টো ব্যাকাসি—

কম্পবদুকালে কির সন্মঙ্গলসেট্টি নাম স্দুর্বাগ্গট্টকাহি ভূমিং সন্হরিত্বা বীসতিউসভট্টানে তত্ত্বকেনেব ধনেন বিহারং কারেত্বা তাবত্ত্বকেনেব বিহারমহং কারেসি । সো একদিবসং

*

*

*

একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে স্থবির বলিলেন—‘আবদুসো, সেখানে আমি এইরূপ একটি প্রেতকে দেখিয়াছি যাহার শরীরপ্রমাণ এইরকম এইরকম । আমি ইহাকে দেখিয়া ‘আমি ইতিপূর্বে এইরূপ প্রেত দেখি নাই’ বলিয়া স্মিত হাসি হাসিয়াছিলাম ।’ শাস্তা ‘হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবকগণ এইরূপ চক্ষুস্মান্’ ইত্যাদি বলিতে বলিতে মৌদ্গল্যায়নের কথাকে স্বীকৃতি দিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, আমিও বোধিমন্ডেই ঈদৃশ প্রেত দর্শন করিয়াছি । কিন্তু যাহারা আমার কথাকে অবিশ্বাস করিবে তাহাদের মহাপাপ হইবে মনে করিয়া পূর্বে প্রকাশ করি নাই । এখন মৌদ্গল্যায়নকে সাক্ষী পাইয়া বলিতেছি । ভিক্ষুগণ ঐ প্রেতের পূর্বজন্মকথা জানিতে চাহিলে শাস্তা বলিলেন—

অতীতে কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে সন্মঙ্গল শ্রেষ্ঠ স্বর্ণময় ইন্টক ভূমিতে বিছাইয়া বিংশতি উসভ (১ উসভ = ১৪০ হাত) পরিমিত স্থান অধিগ্রহণ করিয়া (উক্ত পরিমাণ স্থান ক্রয় করিতে যাহা ব্যয় হইয়াছিল), তদনুরূপ অর্থ ব্যয় করিয়া বিহার নির্মাণ করাইলেন এবং তদনুরূপ অর্থ ব্যয় করিয়া বিহার-

পাতোব সখ্ণ সন্তিকং গচ্ছন্তো নগরদ্বারে একিস্সা
 সালায় কাসাঝং সসীসং পার্দুপিহা কললমক্খিতেহি
 পাদেহি নিপন্নং একং চোরং দিস্সা “অয়ং কললমক্খিত-
 পাদো রত্তিং বিচারিহা দিবা নিপন্নমনুস্সো ভবিস্সতী”তি
 আহ। চোরো মুখং বিবরিহা সেট্ঠিং দিস্সা ‘হোতু,
 জানিস্সামি তে কত্তব্ব’ন্তি আঘাতং বন্ধিহা সত্তক্খত্তুং
 খেত্তুং পেসি, সত্তক্খত্তুং বজে গুন্নং পাদে ছিন্দি,
 সত্তক্খত্তুং গেহং ঝাপেসি, সো এত্তকেনাপি কোপং
 নিব্বাপেতুং অসক্কোন্তো তস্স চুল্লপট্ঠাকেন সন্ধিং
 মিত্তসন্থং কহা ‘কিং তে সেট্ঠিনো পিয়’ন্তি পট্ঠো
 ‘গন্ধকুটিতো অঞ্ঞং তস্স পিয়তরং নথী’তি সুহা
 ‘হোতু, গন্ধকুটিং ঝাপেহা কোপং নিব্বাপেস্সামী’তি
 সথরি পিণ্ডায় পবিট্ঠে পানীয়পরিভোজনীয়ঘটে
 ভিন্দিহা গন্ধকুটিয়ং অপিং অদাসি। সেট্ঠি ‘গন্ধকুটি

*

*

*

মহোৎসব করাইয়াছিলেন। তিনি একদিন প্রাতেই শাস্তার নিকট ষাইবার
 সময় নগরদ্বারে একটি অতিথিশালায় আপাদমস্তক কাষায়বস্ত্রে আবৃত করিয়া
 কললম্মাক্ত পায়ের শায়িত এক চোরকে দেখিয়া বলিলেন—‘এই ব্যক্তি কলল-
 ম্মাক্ত পায়ের রাতে বিচরণ করিয়া দিনের বেলায় সুপ্ত হইয়াছে মনে হইতেছে।’
 চোর মুখ খুলিয়া শ্রেষ্ঠিকে দেখিয়া ‘দাঁড়াও তোমাকে কি করিতে হয় আমি
 জানি’ এই বলিয়া শ্রেষ্ঠির প্রতি ঝুঙ্ক হইয়া সাতবার তাঁহার শস্যক্ষেত্র
 জ্বালাইয়া দিল, সাতবার বজে গরুদের পা কাটিয়া দিল, সাতবার গৃহে
 আগুন দিল,—এইভাবেও সে নিজের কোপ সংবরণ করিতে না পারিয়া
 শ্রেষ্ঠির এক সেবকের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া জানিয়া লইল ‘শ্রেষ্ঠির প্রিয়তম
 বস্তু কি?’ সে বলিল ‘গন্ধকুটি ব্যতিরেকে তাঁহার প্রিয়তম কিছু নাই।’
 ইহা শুনিয়া সেই চোর ‘গন্ধকুটি দণ্ড করিয়া আমার ক্রোধ নির্বাপিত করিব’
 বলিয়া শাস্তা ভিক্ষায় বাহির হইলে সে গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিয়া জলের
 পাত্রসমূহ ভাঙ্গিয়া দিল এবং গন্ধকুটিতে আগুন লাগাইয়া দিল। শ্রেষ্ঠি

কির ঝায়তী'তি সন্না আগচ্ছন্তো ঝামকালে আগন্হা
 গন্ধকুটিং ঝামং ওলোকেন্তো বালগ্গমত্তম্পি দোমনসং
 অকত্তা ঝামবাহুং সমঞ্জিত্তা দক্খিণেন হথেন মহা-
 অপ্ফোটনং অপ্ফোটেসি। অথ নং সমীপে ঠিতা
 পদ্বীচ্ছংসদু—“কস্মা, সামি, এত্তকং ধনং বিস্সজ্জেক্সা
 কত্তগন্ধকুটিয়া ঝামকালে অপ্ফোটেসী'তি ? সো আহ—
 ‘এত্তকং মে, তাতা, অগ্গিআদীহি অসাধারণে বুদ্ধস্স
 সাসনে ধনং নিদহিতুং লঙ্কা, ‘পদ্বনপি এত্তকং ধনং
 বিস্সজ্জেক্সা সথদু গন্ধকুটিং কাতুং লভিস্সামী'তি
 তুট্ঠমানসো অপ্ফোটেসি'ন্তি। সো পদ্বন তত্তকং
 ধনং বিস্সজ্জেক্সা গন্ধকুটিং কারেহা বসীতিসহস্সাভিক্খদু-
 পরিবারস্স সথদুনো দানং অদাসি। তং দিস্সা চোরো
 চিন্তেসি—“অহং ইমং অমারেহা মঙ্কুকাতুং ন সক্খিস্সামি,
 হোতু, মারেস্সামি ন'ন্তি নিবাসনন্তরে ছুরিকং বন্দিহা

*

*

*

‘গন্ধকুটি পদ্বীড়িয়া যাইতেছে’ শুনিয়া আসিতে আসিতে দেখিলেন গন্ধকুটি
 দম্ব হইয়া গিয়াছে। দম্বীভূত গন্ধকুটিকে দেখিয়াও শ্রেষ্ঠি বিন্দুমান্তও
 দৌর্মনস্য উৎপাদন না করিয়া খুব জোড়ে হাততালি দিলেন। যাহারা
 তাঁহার কাছে ছিল তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—‘প্রভু, এত অর্থ ব্যয় করিয়া
 কৃত গন্ধকুটি দম্বীভূত হইলেও আপনি হাততালি দিতেছেন ?’ তিনি বলিলেন
 —‘আমি মনে করি অগ্নি প্রভৃতির দ্বারা আমার এত ধন অসাধারণ বুদ্ধশাসনে
 সন্নিহিত হইয়াছে। আমি আবার এত ধন ত্যাগ করিয়া শাস্তার জন্য
 গন্ধকুটি নিমাণ করিতে সমর্থ হইব—এই ভাবিয়া আনন্দে হাততালি
 দিয়াছি।’ তিনি পদ্বনরায় সেই পরিমাণ ধন দিয়া গন্ধকুটি নিমাণ করাইয়া
 বিংশতি সহস্র ভিক্ষু পরিবার সম্মিলিত শাস্তাকে দান করিলেন। ইহা দেখিয়া
 সেই চোর ভাবিল—‘ইহাকে না মারিয়া চূপ করাইতে পারিব না। অতএব
 ইহাকে মারিবই।’—ইহা ভাবিয়া (পরিধেয়) বস্ত্রাভ্যন্তরে ছুরিকা বাঁধিয়া

সত্তাহং বিহারে বিচরন্তোপি ওকাসং ন লভি। মহা-
সেট্ঠিপি সত্ত দিবসানি বুদ্ধম্পমুখস্স ভিক্খুসঙ্ঘস্স
দানং দত্ত্বা সত্তারং বন্দিত্বা আহ—‘ভণ্তে, মম একেন
পুৱিসেন সত্তক্খত্তুং খেত্তং ঝাপিতং, সত্তক্খত্তুং বজে
গদ্বন্নং পাদা ছিন্না, সত্তক্খত্তুং গেহং ঝাপিতং, ইদানি
গন্ধকুটিপি তেনেব ঝাপিতা ভবিস্সতি, অহং ইমস্মিং
দানে পঠমং পত্তিং তস্স দম্মী’তি।

তং সত্ত্বা চোরো ‘ভারিয়ং বত মে কস্মং কতং, এবং অপরাধ-
কারকে ময়ি ইমস্স কোপমত্তম্পি নথি, ইমস্মিম্পি দানে
ময়্হমেব পঠমং পত্তিং দেতি, অহং ইমস্মিং দত্ত্বামি,
এবরূপং মে পুৱিসং অথমাপেত্তস্স দেবদণ্ডোপি মে মথকে
পতেয়্যা’তি গত্ত্বা সেট্ঠিস্স পাদমূলে নিপজ্জিত্বা ‘খমাহি
মে, সামী’তি বত্তা ‘কিং ইদ’ন্তি বদন্তে, ‘সামি, এবং অযদুত্তকং
কস্মং ময়া কতং, তস্স মে খমাহী’তি আহ। অথ নং

*

*

*

সাতদিন ষাবত বিহারে বিচরণ করিয়াও সুযোগ পাইল না। মহাপ্রের্ষিও
সাতদিন ধরিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া
বলিল—‘ভণ্ডে, এক ব্যক্তি সাতবার আমার শস্যক্ষেত্র জ্বালাইয়া দিয়াছে,
সাতবার বজে গরুদের পা কাটিয়া দিয়াছে, সাতবার গৃহে আগুন লাগাইয়াছে,
এখন মনে হয় গন্ধকুটিও সেই ব্যক্তিই পোড়াইয়া দিয়াছে। অতএব আমি এই
দানের প্রথম পুণ্যানিশংস তাহাকেই দিতেছি।’

ইহা শুনিয়া চোর ‘আমি খুব অন্যায় কাজ করিয়াছি। অপরাধী আমার
প্রতি তাঁহার বিদ্‌মাত্রও কোপ করেন নাই, বরং তিনি তাঁহার দানের প্রথম
আনিশংস আমাকেই দিতেছেন। আমি ইহার প্রতি বিদ্রোহ ভাবাপন্ন হইয়া
তাঁহার কত অনর্থ ঘটাইয়াছি। এইরূপ মহাপদ্রব্ধের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা
না করিলে আমার মস্তকে দেবদণ্ড পতিত হইবে।’—ইহা চিন্তা করিয়া সে প্রের্ষির
পাদমূলে লুটাইয়া ‘প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন।’ ‘কেন কি হইয়াছে?’ ‘প্রভু,
আমি এইরূপ অন্যায় কাজ করিয়াছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।’

সেট্ঠি ‘তয়া মে ইদংদণ্ড কত’ন্তি সৰ্বং পদুচ্ছিত্বা ‘আম, ময়া কত’ন্তি বদন্তে, ত্বং ময়া ন দিট্ঠপদুৰ্বেবা, কস্মা মে কুণ্ঠিত্বা এবমকাসী’তি পদুচ্ছি। সো একদিবসং নগরা নিক্খন্তেন তেন বদন্তবচনং সারেত্বা ‘ইমিনা মে কারণেন কোপো উম্পাদিতো’তি আহ। সেট্ঠি অন্তনা বদন্তং সরিত্বা ‘আম, তাত, বদন্তং ময়া, তং মে খমাহী’তি চোরং খমাপেত্বা ‘উটুঠেহি, তাত, খমামি তে, গচ্ছ, তাতা’তি আহ। ‘সচে মে, সার্মি, খমাসি, সপদুত্তদারং মং গেহে দাসং করোহী’তি। তাত, ত্বং ময়া এত্তকে কথিতে এবরুপং ছেদনং অকাসি, গেহে বসন্তেন পন সন্ধিং ন সন্ধা কিণ্ড কথেতুং, ন মে তয়া গেহে বসন্তেন কিচ্চং অথি, খমামি তে, গচ্ছ, তাতা’তি। চোরো তং কস্মং কত্বা আয়ুপরিয়োসানে

*

*

*

তখন শ্রেষ্ঠি তাহাকে বলিলেন—‘তুমিই আমার এই এই ক্ষতি করিয়াছ?’ ‘হ্যাঁ প্রভু, আমিই করিয়াছি।’ ‘আমি ত তোমাকে কখনও দেখি নাই। তুমি কেন ক্রোধবশতঃ আমার এত ক্ষতি করিলে?’ চোর তখন শ্রেষ্ঠিকে সেইদিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিল যেদিন নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় তিনি এই এই কথা বলিয়াছিলেন। ‘প্রভু, এই কারণেই আপনার প্রতি আমার ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছিল।’ শ্রেষ্ঠিও নিজের সেই কথা স্মরণ করিয়া বলিলেন—‘হ্যাঁ বাবা, আমি বলিয়াছিলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।’ চোর ক্ষমা করিলে তিনি বলিলেন—‘বাবা, উঠ, আমিও তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তুমি যাইতে পার।’ ‘প্রভু যদি ক্ষমাই করেন, তাহা হইলে সপদুত্তভাষা আমাকে আপনার গৃহে দাস করুন।’ ‘বাবা, তোমাকে আমি সামান্য ঐ কথা বলাতে তুমি আমার মহা ক্ষতি করিয়াছ, তোমাকে আমার গৃহে রাখিলে তোমার সঙ্গে ত আমি কোন কথাই বলিতে পারিবনা। অতএব আমার গৃহে তোমার থাকিবার প্রয়োজন নাই। তোমাকে আমি ক্ষমা করিলাম। বাবা, তুমি চলিয়া যাও।’ চোর তাহার সেই দৃষ্কর্মের জন্য আয়ুশেষে অবীচিনরকে

অবীচিম্‌হি নিম্বন্তো দীঘরত্তং তথ পচ্চিহ্না বিপাকাব-
সেসেন ইদানি গিহ্মকুটে পব্বতে পচ্চতীতি ।

এবং সথা তস্স পদ্ব্বকম্মং কথেন্না, ‘ভিক্‌খবে, বালা নাম
পাপানি কম্মানি করোন্তা ন বদ্ব্জ্জান্তি, পচ্ছা পন অন্তনা
কতকম্মেহি উয়্‌হমানা অন্তনাব অন্তনো দাবাংগিসাদিসাব
হোন্তী’তি বহ্না অনদ্ব্‌সন্দিং ঘটেহ্না ধম্মং দেসেসন্তো ইমং
গাথমাহ—

‘অথ পাপানি কম্মানি, করং বালো ন বদ্ব্জ্জান্তি ।

সেহি কম্মেহি দদ্ব্‌ম্মেধো, অপিগডড্‌টোব তম্পতী’তি ॥ ১৩৬

তথ ‘অথ পাপানী’তি ন কেবলং ‘বালো’ কোধবসেন
পাপানি করোতি, করোন্তোপি পন ন বদ্ব্জ্জতীতি অথো ।
পাপং করোন্তো চ ‘পাপং করোমী’তি অবদ্ব্‌জ্জনকো
নাম নথি । ‘ইমস্স কম্মস্স এবরুপো নাম বিপাকো’তি

•

•

•

উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘকাল নরকে পুঙ্ক হইয়া বিপাকাবশেষে এই গৃধ্রকুট পর্বতে
(অজগর প্রেত হইয়া) পুঙ্ক হইতেছে ।

শাস্তা এইভাবে তাহার পূর্বকর্মের কথা ব্যক্ত করিয়া—‘হে ভিক্ষুগণ,
পাপীগণ পাপ করা কালে বদ্বিঝিতে পারে না, পরে নিজের কর্মের দ্বারা দম্ব
হইয়া নিজেই নিজের দাবান্নি সদৃশ হয়’—এই কথা বলিয়া উপসংহারে ধর্ম-
দেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘মূর্খ’ ব্যক্তি যখন পাপকর্ম করে, তখন তাহা বদ্বিঝিতে পারে না ; দূর্মেধ
ব্যক্তি নিজ কর্মদ্বারা (নরকগামী হইয়া) অগ্নিতে দম্ব হইবার ন্যায় যন্ত্রণা
ভোগ করে ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১৩৬ ।

অম্বয় : ‘পাপকর্মসমূহ’ অর্থাৎ কেবলমাত্র ‘বাল’ ক্রোধবশে পাপ করে—
তাহা নহে, পাপ করা কালে বদ্বিঝিতেও পারে না । পাপ করা কালে ‘পাপ
করিতেছি’ ইহা বদ্বিঝিতে পারে না যে তাহা নহে । ‘এই কর্মের এইরূপ

অজাননতায় 'ন বদ্ধ্বাতী'তি বদ্ধ্বং । 'সেহী'তি সো তেহি
অন্তুনো সন্তকেহি 'কম্মেহি দম্মেধো' নিম্পঞ্ণেণা
পদুগলো নিরয়ে নিম্বত্তিহা 'অগ্গিডড্‌টোব তম্পতী'তি
অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্গিংসুতি ।

অজগরপেতবথু ছট্‌ঠং ।

*

*

*

বিপাক হইতে পারে' ইহা জানে না বলিয়াই বলা হইয়াছে 'বদ্ধ্বিতে পারে
না ।' 'নিজ কম্মের দ্বারা' অর্থাৎ সে নিজের সেই সকল 'কম্মের দ্বারা'
'দম্মেধ' নিম্প্রাপ্ত ব্যক্তি নরকে উৎপন্ন হইয়া 'অগ্নিতে দগ্ধ হইবার ন্যায়' যন্ত্রণা
ভোগ করে—ইহাই সরলার্থ ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ অজগর প্রেতের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

—

মহামোগ্গল্লানথেরবথু । ৭

‘যো দণ্ডেনা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লবনে বিহরন্তো মহামোগ্গল্লানথেরং আরব্ভ কথেসি ।

একস্মিৎসোহি সময়ে তিথিয়া সন্নিপতিত্বা মন্তেসুং—
‘জানাথাব্দুসো, কেন কারণেন সমগ্গস্স গোতমস্স লাভস-
ক্কারো মহা হদ্দহ্বা নিস্বত্তো’তি । ‘ময়ং ন জানাম, তুম্হে
পন জানাথা’তি । “আম, জানাম, মহামোগ্গল্লানং নাম একং
নিস্সায় উম্পনো । সোহি দেবলোকং গম্ভ্বা দেবতাহি
কতকম্মং পদ্বিচ্ছিত্তা আগম্ভ্বা মনুস্সানং কথোতি ‘ইদং নাম
কহ্বা এবরুপং সম্পত্তিং লভন্তী’তি । নিরয়ে নিস্বত্তানম্পি
কম্মং পদ্বিচ্ছিত্তা আগম্ভ্বা মনুস্সানং কথোতি ‘ইদং নাম কহ্বা
এবরুপং দদুখং অনুভবন্তী’তি” । মনুস্সা তস্স কথং
সদ্ব্বা মহন্তং লাভসক্কারং অভিহরন্তি, সচে তং মারেতুং

*

*

*

মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবিরের উপাখ্যান । ৭

‘যে দণ্ডের দ্বারা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেগুবনে অবস্থানকালে মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একসময় তীর্থকগণ সন্মিলিত হইয়া মন্ত্ৰণা করিল—‘আব্দুসো, তোমরা জান কি কেন শ্রমণ গোতমের লাভসংকার মহা হইয়া উৎপন্ন হয় ?’ ‘অরামা জানিনা, তোমরা জান কি ?’ ‘হ্যাঁ জানি, মহামৌদ্গল্যায়ন নামক ভিক্ষুর জন্যই উৎপন্ন হয় । তিনি দেবলোকে যাইয়া দেবতাদের কৃতকর্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া মনুষ্যদের বলেন—এইরূপ কর্ম করিলে এইরূপ সম্পত্তি লাভ করা যায় । আবার নরকে যাইয়া তাহাদের কৃতকর্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া মনুষ্যদের বলেন—এইরূপ কর্ম করিলে এইরূপ দুঃখ পাইতে হয় । মনুষ্যগণ তাঁহার কথা শুনিয়া মহা লাভসংকার প্রদান করে । যদি আমরা তাঁহাকে হত্যা করিতে পারি, তাহা হইলে সমস্ত

সক্খিস্সাম, সো লাভসক্কারো অম্হাকং নিব্বত্তিস্সতী'-
 তি । তে 'অথেকো উপায়ো'তি সস্বে একচ্ছন্দা হুত্বা
 'সং কিণ্ড কত্ত্বা তং মারাপেঙ্গামা'তি অন্তনো উপট্ঠাকে
 সমাদপেত্ত্বা কহাপণসহস্সং লভিত্বা পদুরিসঘাতকম্মং কত্ত্বা
 চরন্তে চোরে পক্কোসাপেত্ত্বা 'মহামোঙ্গল্লানথেরো নাম
 কালসিলায়ং বসতি, তথ গন্ত্বা তং মারেথা'তি তেসং
 কহাপণে অদংসু । চোরা ধনলোভেন সম্পটিচ্ছিত্বা 'থেরং
 মারেঙ্গামা'তি গন্ত্বা তস্স বসনট্ঠানং পরিবারেসুং ।
 থেরো তেহি পটিক্খিত্তভাবং ঞ্জত্বা কুণ্ডিকচ্ছিন্দেন নিক্-
 খমিত্বা পক্কামি । তে চোরা তং দিবসং থেরং অদিম্বা
 পদুনেকদিবসং গন্ত্বা পরিক্খিপংসু । থেরো ঞ্জত্বা কল্লিকা-
 মণ্ডলং ভিন্দিত্বা আকাসং পক্খন্দি । এবং তে পঠম-
 মাসেপি মস্সিমমাসেপি থেরং গহেতুং নাসক্খিংসু ।

*

*

*

লাভসংকার আমাদেরই প্রাপ্য হইবে ।' তাহারা 'একটি উপায় আছে' বলিয়া
 সকলেই সহমত হইয়া 'যে কোন উপায়ে হউক তাঁহাকে হত্যা করিতে হইবে'
 এই সিদ্ধান্ত লইয়া নিজ নিজ ভক্তদের প্ররোচিত করিয়া এক সহস্র কার্ষাপণ
 সংগৃহীত করিয়া মনুষ্যঘাতকর্ম করিয়া বিচরণশীল চোরদের ডাকিয়া এক
 সহস্র কার্ষাপণ দিয়া বলিল—'মহামোদগল্যায়ন শ্ববির ঐ কালশিলায় থাকেন,
 তাঁহাকে হত্যা কর ।' চোরেরা অর্থলোভে ঐ কাজের দায়িত্ব লইয়া 'শ্ববিরকে
 হত্যা করিব' বলিয়া তাঁহার বাসস্থানের চতুর্দিকে ঘিরিয়া ফেলিল । শ্ববির
 ব্যাপারটা বুদ্ধিতে পারিয়া (ছদ্মবেশে) দরজার চাবির ছিদ্র দিয়া বহির্গত
 হইলেন । চোরেরা ঐদিন শ্ববিরকে না পাইয়া পুনরায় এক দিন তদ্রূপ
 করিল । শ্ববির জানিতে পারিয়া কর্ণিকামণ্ডল (= ঘরের ছাদে বরগাগুলি
 যেখানে মিলিত হইয়াছে) ভেদ করিয়া আকাশে উঠিয়া গেলেন । এইভাবে
 চোরেরা মাসের গোড়ার দিকে, মাসের মাঝামাঝি সময়ে চেষ্টা করিয়াও
 শ্ববিরকে ধরিতে পারিল না । মাসের শেষে শ্ববির (তাঁহার কোন এক

পচ্ছিমমাসে পন সম্পত্তে থেরো অন্তনা কতকস্মস্স আক-
ড্‌তনভাবং ঐহা ন অপগচ্ছি । চোরা গন্ডা থেরং গহেহা
ত'ডুলকগমত্তানিস্স অট্ঠীনি করোন্তা ভিন্দিস্স । অথ
নং 'মতো'তি সঞ্‌ঞায় একস্মিং গদ্বপিত্ঠে থিপিত্তা
পক্কমিস্স ।

থেরো 'সথারং পস্সিত্তাব পরিনিব্বায়িস্সামী'তি অন্তভাবং
ঝানবেঠেনেন বেঠেহা থিরং কহা আকাসেন সথু সন্তিকং
গন্ডা সথারং বন্দিহা, 'ভন্তে, পরিনিব্বায়িস্সামী'তি আহ ।
'পরিনিব্বায়িস্সসি, মোগ্গল্লানা'তি ? 'আম, ভন্তে'তি ।
'কথ গন্ডা'তি ? 'কালসিলাপদেসং, ভন্তে'তি । 'তেন
হি, মোগ্গল্লান, ময়্‌হং ধম্মং কথেহা যাহি । তাদিসস্স হি
মে সাবকস্স ইদানি দস্সনং নথীতি । সো 'এবং করিস্সামি,
ভন্তে'তি সথারং বন্দিহা আকাসং উম্পতিহা পরিনিব্বান-
দিবসে সারিপদত্তথেরো বিয় নানস্পকারা ইন্ধিয়ো কহা

*

*

*

পূর্বজন্মে) কৃত পাপকর্মের ফলের কথা জানিয়া আর পলায়ন করিলেন না ।
চোরেরা আসিয়া শ্রবিরকে ধরিয়া এমন প্রহার করিল যে শ্রবিরের
অস্থিসমূহ ত'ডুলকগার ন্যায় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল । তারপর তিনি
'মত' মনে করিয়া এক ঘোপে নিষ্ক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল ।

শ্রবির 'শাস্তাকে দর্শন করিয়াই পরিনির্বাণ লাভ করিব' ভাবিয়া নিজের
শরীরকে ধ্যানরত্নর দ্বারা বাঁধিয়া শ্রির করিয়া আকাশপথে শাস্তার নিকট
যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া 'ভন্তে, আমি পরিনির্বাণ লাভ করিব' বলিলেন ।
'মৌদ্‌গল্যায়ন, তুমি পরিনির্বাণ লাভ করিবে ?' 'হ্যাঁ ভন্তে ।' 'কোথায়
যাইয়া ?' 'ভন্তে, কালশিলাপ্রদেশে' । 'তাহা হইলে, মৌদ্‌গল্যায়ন,
আমাকে কিছু ধর্মকথা বলিয়া যাও । তোমার মত শ্রাবকের সহিত ত
আমার আর দর্শন হইবে না ।' তিনি 'ভন্তে, তাহাই করিব' বলিয়া শাস্তাকে
বন্দনা করিয়া আকাশে উঠিয়া পরিনির্বাণদিবসে শারিপদত্ত যেরূপ
করিয়াছিলেন তদ্রূপ নানাপ্রকার ঈক্ষিপদর্শন করিয়া ধর্মভাষণ করিয়া

ধম্মং কথেষ্বা সখারং বন্দিষ্বা কালসিলাটীং গন্ত্বা পরি-
 নিষ্বায়ি। ‘থেরং কির চোরা মারেসদু’ন্তি অয়ম্পি কথা
 সকলজম্বদুদীপে পথারি। রাজা অজাতসত্ত্ব চোরে পরিষ্লে-
 সনথায় চরপদুরিসে পয়োজেসি। তেসদুপি চোরেসদু
 সুরাপানে সুরং পিবন্তেসদু একো একস্স পিট্ঠিং পহরিষ্বা
 পাতেসি। সো তং সন্তজ্জেষ্বা ‘অম্ভো দুৰ্ব্বিনীত, ত্বং
 কস্সা মে পিট্ঠিং পাতেসী’তি আহ। ‘কিং পন অরে
 দুট্ঠচোর, তয়া মহামোঙ্গল্লানথেরো পঠমং পহটো’তি ?
 ‘কিং পন ময়া পহটভাবং ত্বং ন জানাসী’তি ? ইতি নেসং
 ‘ময়া পহটো, ময়া পহটো’তি বদন্তানং বচনং সদুত্বা তে চর-
 পদুরিসা তে সস্বে চোরে গহেষ্বা রঞ্ণেণো আরোচেসদুং।
 রাজা চোরে পক্কোসাপেষ্বা পদুছি—‘তুম্হেহি থেরো
 মারিতো’তি ? ‘আম, দেবা’তি। ‘কেন তুম্হে উয়্যো-
 জিতা’তি ? ‘নঙ্গসমগকেহি, দেবা’তি। রাজা পণ্ডসতে

*

*

*

শাস্তাকে বন্দনা করিয়া কালশিলারণ্যে যাইয়া পরিনিবাণ লাভ করিলেন।
 ‘চোরেরা শ্ববিরকে হত্যা করিয়াছে’ এই কথা সমগ্র জম্বদ্বীপে প্রচারিত
 হইল। রাজা অজাতশত্রু চোরদের ধরিবার জন্য চর নিযুক্ত করিলেন।
 চোরেরাও সুরাপানকালে মত্ত হইয়া একজন অন্যকে পিঠে আঘাত করিয়া
 ফেলিয়া দিল। সে গর্জন করিয়া বলিল—‘ওহে, দুৰ্ব্বিনীত, তুমি আমার
 পিঠে আঘাত করিলে কেন ?’ ‘ওরে দুট্ঠচোর, তুমি শ্ববির মহামোদ্-
 গল্যায়নকে প্রথমে প্রহার কর নাই ?’ ‘আমি যে প্রহার করিয়াছি তুমি কি
 তাহা জান না ?’ এইভাবে তাহারা যখন ‘আমি প্রহার করিয়াছি’, বলিয়া
 বিবাদ করিতেছিল সেই কথা শুনিয়া চরপদুরদের সকল চোরকে বাঁধিয়া লইয়া
 রাজাকে জানাইল। রাজা চোরদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমরাই
 শ্ববিরকে হত্যা করিয়াছ ?’ ‘হ্যাঁ মহারাজ।’ ‘কে তোমাদের (হত্যার
 জন্য) নিযুক্ত করিয়াছিল ?’ ‘মহারাজ দিগম্বর শ্রমণকেরা।’ রাজা পণ্ডত

নগ্গসমগকে গাহাপেত্বা পণ্ডসতেহি চোরেহি সন্ধিং রাজঙ্গণে
নাভিপমাণেসু আবাতেসু নিখগাপেত্বা পলালেহি পটিচ্ছা-
দাপেত্বা অগ্গিং দাপেসি । অথ নেসং ঝামভাবং ঐত্বা
অয়নঙ্গলেহি কসাপেত্বা সবেব খণ্ডাখণ্ডিকং কারাপেসি ।

ভিক্খু ধম্মসভায়ং কথং সমুট্ঠাপেসুং—‘মহামোঙ্গল্লান-
থেরো অন্তনো অননরুপমেব মরণং পত্তো’তি । সথা
আগন্ত্বা ‘কায় নুত্থ, ভিক্খবে, এতরহি কথায় সন্নিহিতা’-
তি পদ্বিচ্ছিত্বা ‘ইমায় নামা’তি বুদ্ধে, ‘ভিক্খবে মোঙ্গল্লানো
ইমস্সেব অন্তভাবস্স অননরুপং মরণং পত্তো, পদ্বেব পন
তেন কতস্স কম্মস্স অনরুপমেব মরণং পত্তো’তি বত্তা
‘কিং পনস্স, ভন্তে, পদ্ববকম্ম’ন্তি পদুট্ঠো বিথারেত্বা
কথেসি—

অতীতে কির বারাণসিবাসী একো কুলপদন্তো সয়মেব

*

*

*

দিগম্বর সাধুদের ধরিয়া পণ্ডশত চোরের সঙ্গে একত্রে রাজাঙ্গণে নাভিপ্ৰমাণ
গর্তে তাহাদের প্রোথিত করিয়া পলালপুঞ্জের দ্বারা ঢাকিয়া তাহাতে অগ্নি-
সংযোগ করাইলেন । তারপর তাহারা দম্ব হইয়াছে জানিয়া অয়লাঙ্গলের
দ্বারা কৰ্ষণ করাইয়া সকলকে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করাইলেন ।

ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা উত্থাপন করিলেন—‘মহামোদগল্যায়ন শ্রবির
নিজের অনরুপ মৃত্যু বরণ করেন নাই ।’ শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলে ?’
‘এই বিষয়ে, ভন্তে ।’ ‘হে ভিক্ষুগণ, মোদগল্যায়ন এই জন্মের অনরুপ
মৃত্যু বরণ করে নাই ঠিকই, কিন্তু তাহার পূর্বজন্মে কৃত কর্মের কথা চিন্তা
করিলে বলিতে হয় সে নিজের কর্মনিরুপ মৃত্যুই বরণ করিয়াছে ।’ ‘ভন্তে,
তাহার পূর্বজন্মে কৃত পাপকর্ম কি ছিল ?’ এই কথা জিজ্ঞাসিত হইলে
শাস্তা বিস্মৃতভাবে বলিলেন—

অতীতে বারাণসীবাসী জনৈক কুলপুত্র স্বয়ং সমস্ত গৃহস্থালী কর্ম

কোট্টনপচনাদীর্নি কম্মানি করোন্তো মাতাপিতরো
 পটিজ্জিগ। অথস্স মাতাপিতরো নং, 'তাত, ত্বং এককোব
 গেহে চ অরঞ্ঞে চ কম্মং করোন্তো কিলমসি, একং তে
 কুমারিকং আনেস্সামা'তি বহ্বা, 'অম্মতাতা, ন ময়্‌হং
 এবরুপায়থো, অহং যাব তুম্‌হে জীবথ, তাব বো সহথা
 উপট্ঠহিস্সামী'তি তেন পটিক্‌খিত্তা পদ্বনপ্পদ্বনং তং
 যাচিস্সা কুমারিকং আনয়িস্সু। সা কতিপাহমেব তে
 উপট্ঠহিস্সা পচ্ছা নেসং দস্সনস্সি অনিচ্ছন্তী 'ন সন্ধা তব
 মাতাপিতর্‌হি সন্ধিং একট্ঠানে বসিতু'ন্তি উজ্জায়িস্সা
 তস্মিং অন্তনো কথং অগ্গণ্‌হন্তে তস্স বহিগতকালে মক-
 চিবাকখ'ডানি চ যাগদুফেণণ গহেহ্বা তথ তথ আকিরিস্সা
 তেনাগন্ত্বা 'কিং ইদ'ন্তি পদ্বট্ঠা আহ—'ইমেসং অন্ধমহল্ল-
 কানং এতং কম্মং, সন্ধং গেহং কিলিট্ঠং করোন্তা বিচর'ন্তি,

*

*

*

করিয়া (রম্মনাদিসহ) মাতাপিতার সেবা করিত। তখন মাতাপিতা
 একদিন তাহাকে বলিলেন—'বাবা, তুমি একাকী গৃহের কাজ, অরণ্যের কাজ
 করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া থাক, তোমার জন্য আমরা একটি বউ আনিব।'
 সে বলিল—'মা এবং বাবা, আমার এইরূপ কোন স্ত্রীলোকের প্রয়োজন নাই।
 ষতদিন আপনারা জীবিত থাকিবেন ততদিন আমিই স্বহস্তে আপনাদের
 সেবা করিব।' কিন্তু সে বারবার নিষেধ করিলেও তাহার মাতাপিতা তাহার
 জন্য একটি বধূ লইয়া আসিলেন। সেই বধূ অল্প কিছুদিন তাঁহাদের
 সেবা করিয়া পরে তাঁহাদের দর্শনেও অনীহা প্রকাশ করিয়া বলিল—'আমি
 তোমার মাতাপিতার সঙ্গে একত্রে বসবাস করিতে পারিব না' বলিয়া গালি-
 গালাজ করিতে লাগিল। কিন্তু তথাপি কুলপুত্র তাহার কথায় কণপাত
 না করিলে একদিন কুলপুত্র বাড়ীর বাহিরে গেলে সেই স্ত্রী গোবর-মাটী,
 খড়কুটো যাগদুফেন লইয়া ঘরের সর্বত্র ছড়াইল। কুলপুত্র আসিয়া জিজ্ঞাসা
 করিল—'ব্যাপার কী?' সে বলিল—'এই অন্ধ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারই এই কাজ,
 সমস্ত ঘর নোংরা করিয়া থাকে, আমি ইহাদের সহিত একত্রে বাস করিতে

ন সন্ধা এতৌহি সন্ধিং একটুঠানে বসিতু'ন্তি । এবং তায়
নং পদনুপদনং কথয়মানায় এবরুপৌপি পদুরিতপারমী সন্তো
মাতাপিতৃহি সন্ধিং ভিঙ্জি । সো 'হোতু, জানিস্সামি
নেসং কত্তব্ব'ন্তি তে ভোজেহা, 'অস্মতাতা, অসদুকটুঠানে
নাম তুম্হাকং ঞ্জাতকা আগমনং পচ্চাসীসন্তি, তথ গমি-
স্সামা'তি তে যানকং আরোপেহা আদায় গচ্ছন্তো অট-
বিমম্বাং পত্তকালে, 'তাত, রস্ময়ো গণ্হাথ, গাবো পতোদ-
সঞ্ঞায় গমিস্সন্তি, ইমস্মিং ঠানে চোরা বসন্তি, অহং
ওতরামী'তি পিতু হথে রস্ময়ো দহা ওতরিহা গচ্ছন্তো
সন্দং পরিবত্তেহা চোরানং উটুঠিতসন্দমকাসি । মাতা-
পিতরো সন্দং সদ্বা 'চোরা উটুঠিতা'তি সঞ্ঞায়, 'তাত,
ময়ং মহল্লকা, হুং অন্তানমেব রক্খাহী'তি আহংসু । সো

*

*

*

পারিব না ।' এইভাবে সেই স্ত্রী বারবার তাহাকে উত্থাপিত করিলে তাঁহার
মত পূর্ণপারমিতার ব্যক্তিও মাতাপিতা হইতে আলাদা হইয়া গেলেন । সে
(স্ত্রীকে বলিল—)

'আমি তাঁহাদের ষথোচিত ব্যবস্থা করিব' বলিয়া তাঁহাদের ভোজন
করাইয়া বলিল—'মা, বাবা, অমরুদস্থানে আপনাদের আত্মীয়রা আপনাদের
আগমন প্রত্যাশা করিতেছে, সেখানে যাইব' বলিয়া তাঁহাদের যানে আরোহণ
করাইয়া লইয়া যাইবার সময় বনের অভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়া বলিল—'পিতঃ,
আপনি এই গোষানের রজ্জ্ব হাতে নিন, প্রত্যাদের ভয়ে গরুগদূলি এমনিই
যাইবে । এইস্থানে ডাকাতরা থাকে, আমি নামিতেছি' বলিয়া পিতার হস্তে
রজ্জ্ব দিয়া নামিয়া যাইতে যাইতে গলার স্বর পরিবর্তন করিয়া ডাকাতদের
গর্জনশব্দ করিল । মাতাপিতা ঐ শব্দ শুনিয়া 'ডাকাত পড়িয়াছে' মনে
করিয়া পদ্রুকে বলিলেন—'বাবা, আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি । (আমাদের মৃত্যু
ভয় নাই) । তুমি নিজেকে রক্ষা কর ।' সে মাতাপিতা করুণ স্বরে সেই

মাতাপিতরো তথা বিরবন্তোপি চোরসন্দং করোন্তো কোট্টেহা
মারেহা অটবিয়ং থিপিহা পচ্চাগমি ।

সখা ইদং তস্স পদুস্বকস্মং কথেষা, ‘ভিক্খবে, মোংগল্লানো
এত্তকং কস্মং কহা অনেকবস্সসতসহস্সানি নিরয়ে পচ্চিহা
বিপাকাবসেসেন অন্তভাবসতে এবমেব কোট্টেহা সংচুদ্বিত্তো
মরণং পত্তো । এবং মোংগল্লানেন অন্তনো কস্মানদুরূপমেব
মরণং লঙ্কং, পণ্ঠহি চোরসতেহি সন্ধিং লভিসু । অস্প-
দদুট্টেসু হি পদুস্সন্তো দসহি কারণেহি অনয়ব্যসনং
পাপদুণাতিয়েবা’তি বহা অনুসন্ধিং ঘটেহা ধম্মং দৈসেসন্তো
ইমা গাথা অভাসি—

‘যো দণ্ডেন অদণ্ডেসু, অস্পদদুট্টেসু দুস্সতি ।

দসন্নমণ্ণং তরং ঠানং, থিম্পমেব নিগচ্ছতি ॥ ১৩৭

‘বেদনং ফরুসং জানিং, সরীরস্স ব ভেদনং ।

গরুদং বাপি আবাহং, চিত্তক্খপং ব পাপদুগে ॥ ১৩৮

*

*

*

কথা বলিলেও ডাকাতির গর্জন করিতে করিতে মাতাপিতাকে হত্যা করিয়া
বনে নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া আসিল ।

ইহাই তাহার (মৌদগল্যায়নের) পূর্বকর্ম । শাস্তা বলিলেন—‘হে
ভিক্ষুগণ, মৌদগল্যায়ন ঐ পাপকর্মের ফলে অনেক শতসহস্র বৎসর নরকে
পড়ি ইহিয়া বিপাকাবশেষে একশত জন্মে অনুরূপভাবে প্রস্তুত ও খণ্ডিত-
বিখণ্ডিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল । এইপ্রকারে মৌদগল্যায়ন
নিজ কমানুরূপ মৃত্যুই লাভ করিয়াছে । পণ্ডিত ডাকাতির সঙ্গেই ঐ ফল
লাভ করিয়াছে । যাহারা অপদ্রুটের প্রতি প্রদ্রুটীচক্ৰ হয় তাহারা দশ
উপায়ে দুঃখ-দুর্দশা লাভ করে’—এই কথা বলিয়া শাস্তা উপসংহারে ধর্ম-
দেশনাকালে এই গাথাগুলি ভাষণ করিয়াছিলেন—

‘যে নির্দোষ নিরপরাধ ব্যক্তিকে দণ্ডের দ্বারা উৎপীড়িত করে, সে শীঘ্রই
দশবিধ গতির মধ্যে এক প্রকার গতি প্রাপ্ত হয়—

‘সে দারুন ‘দৈহিক যন্ত্রণা’, ‘ধ্বংস’, ‘অঙ্গহানি’, ‘কঠিন ব্যাধি’ এবং
‘উন্মত্ততা’ প্রাপ্ত হয়—

‘রাজতো বা উপসঙ্গং, অব্ভক্খানং ব দারুণং ।

পরিক্খয়ং ব ঐতীনং, ভোগানং ব পভঙ্গুরং ॥ ১৩৯

‘অথব’স্স অগারানি, অঙ্গি ডহতি পাবকো ।

কায়স্স ভেদা দম্পপ্ণ্ণো, নিরয়ং সোপপজ্জতী’তি

॥ ১৪০

তথ ‘অদ’ডসু’তি কায়দ’ডাদিরহিতেসু খীণাসবেসু ।
‘অপদ’ট্টেসু’তি পরেসু বা অন্তনি বা নিরপরাধেসু ।
‘দসন্নম’প্ণ্ণতরং ঠান’ন্তি দসসু দ্ধক্খকারণেসু অ’প্ণ্ণ-
তরং কারণং । ‘বেদন’ন্তি সীসরোগাদিভেদং ‘ফর’সুং বেদনং ।
‘জানি’ন্তি কিচ্ছাধিগতস্স ধনস্স জানিং । ‘ভেদন’ন্তি হত্থ-
চ্ছেদাদিকং সরীরভেদনং । ‘গর’দু’ন্তি পক্খহতএকচক্খ-
কপিঠসাম্পিকুণীভাবকুট্ঠরোগাদিভেদং গর’দুকাবাধং বা ।
‘চিন্তক্খপ’ন্তি উস্মাদং । ‘উপসঙ্গ’ন্তি যসবিলোপসেনা-
পতিট্ঠানাদিঅচ্ছিন্দনাদিকং ‘রাজতো’ উপসঙ্গং বা ।

*

*

*

‘সে ‘রাজদ’ড’ ও দারুণ ‘অপবাদ’, ‘জ্ঞাতিক্ষয়’ এবং ‘ধনহানি’
প্রাপ্ত হয়—

‘ইহার ‘গৃহসকল অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়’, ‘দেহান্তে এই মূঢ় নরকে
গমন করে ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক, ১৩৭—১৪০ ।

অর্থঃ—‘নিরপরাধ ব্যক্তিসমূহে’ অর্থাৎ কায়দ’ডাদিরহিত ক্ষীণাস্রব-
সমূহে । ‘অপ্রদ’ট্ট ব্যক্তিসমূহে’ অর্থাৎ নিজ বা পরবিষয়ে যাহারা নিরপরাধ
তাহাদিগেতে, ‘দশবিধ গতির মধ্যে একটি’ অর্থাৎ দশ প্রকার দুঃখের কারণের
মধ্যে একটি কারণ । ‘ঘাতনা’ অর্থাৎ শিরোরোগাদিভেদে তীর যন্ত্রণা ।
‘ধন’স’ অর্থাৎ কৃষ্ণের দ্বারা অধিগত ধনের হানি । ‘ছেদন’ অর্থাৎ হস্তচ্ছেদাদি
অঙ্গহানি । ‘গর’দুতর ব্যাধি’ অর্থাৎ পক্ষাঘাত-একচক্ষু-কুণ্ঠ-কুনী-কুণ্ঠ-
রোগাদি নানাপ্রকার কঠিন ব্যাধি । ‘চিন্তক্ষেপ’ অর্থাৎ উস্মাদ । ‘উপসঙ্গ’
অর্থাৎ রাজার আদেশে যশোলোপ, সেনাপতিস্থানাদি হইতে চ্যুত করা । বধ

অবভক্খানন্তি অদিট্ঠঅসদ্বৃত্তঅচিন্তিতপদ্বৎ ইদং
 সন্ধিচ্ছেদাদিকম্মং, ইদং বা রাজাপরাধিতকম্মং তয়া
 কত'ন্তি এবরূপং 'দারুণং' অবভক্খানং বা । 'পরিব্ধং
 ব ণ্ডাতীন'ন্তি অন্তনো অবস্সয়ো ভবিতুং সমথানং ণ্ডাতীনং
 পরিব্ধং বা । 'পভঙ্গুর'ন্তি পভঙ্গুভাবং পদ্বিত্তিভাবং ।
 যং হিঙ্গস গেহে ধণ্ড্ণং, তং পদ্বিত্তিভাবং আপজ্জতি, সদ্বৎ
 অঙ্গারভাবং, মত্তা কপ্পাসট্ঠিত্তিভাবং, কহাপণং কপাল-
 খণ্ডাদিত্তিভাবং, দ্বিপদচতুষ্পদা কাণকুণাদিত্তিভাবন্তি অথো ।
 'অগ্নি ডহতী'তি একসংবচ্ছরে দ্বিত্তিক্খত্তং অণ্ড্ণস্মিং
 ডাহকে অবিজ্জমানোপি অসনিঅগ্নি বা পতিত্বা ডহতি,
 অন্তনোব ধম্মতায় উট্ঠিত্তো পাবকো বা ডহতিয়েব ।
 'নিরয়'ন্তি দিট্ঠেব ধম্মে ইমেসং দসনং ঠানানং অণ্ড্ণতরং

*

*

*

বন্ধনাদি উপসর্গ । 'অপবাদ' অদৃষ্ট-অশ্রুত-অচিন্ত্যপূর্ব কোন আকস্মিক
 অপবাদ । 'তুমি এইরূপ সন্ধিচ্ছেদাদি কর্ম, রাজাপরাধিতকর্ম করিয়াছ'-
 বলিয়া দারুণ অপবাদ । 'জ্ঞাতিক্ষয়' নিজের আশ্রয় হইতে সমর্থ জ্ঞাতীগণের
 পরিক্ষয় । 'নাশ' অর্থাৎ ভঙ্গুরভাব, পদ্বিত্তিভাব প্রাপ্ত হয় । তাহার গৃহে
 যে ধন তাহা পদ্বিত্তিভাব প্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়, সদ্বৎ অঙ্গারভাব প্রাপ্ত হয়,
 মত্তা কাপ্পাসবীজতুল্য হয়, কাষাপণ ভগ্ন মৎপাঠ খণ্ড তুল্য হয়, তাহার
 দ্বিপদ-চতুষ্পদাদি জন্তু অন্ধ ও খঞ্জ হয় । 'অগ্নি দহন করে' অর্থাৎ বৎসরে
 দুই-তিনবার দাহক কোন পার্থিব অগ্নি না থাকিলেও অশনিপাতের দ্বারা
 তাহার গৃহদাহ হয় অথবা স্বভাবতঃ উৎপন্ন অগ্নিতে তাহার গৃহ প্রজ্বলিত
 হয় । 'নরক' অর্থাৎ এই জন্মেই সেই মূর্খ ব্যক্তি উক্ত দশবিধ শাস্তির যে কোন

পত্নাপি একংসেন সম্প্রায়ে পত্ত্বং দসেসতুং নিরয়ং
সোপপজ্জতীতি বদন্তং ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গিৎসূতি ।

মহামোংগল্লানথেরবথু সত্তমং ।

•

•

•

একটি (একাধিকও হইতে পারে) ভোগ করিয়াও তাহার পরিণাম ভবিষ্যতেও
ভোগ করিতে হয়, তাই সে নরকে উৎপন্ন হয় ।

দেমনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ মহামোদগল্যায়ন শ্রবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

—

বহুভুক্তিকৃষ্ণবথু । ৮

‘ন নগ্গচরিয়া’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো বহুভুক্তিকং ভিক্খুং আরব্ভ কথেসি ।

সাবথিবাসী কিরেকো কুটুম্বিকো ভরিয়ায় কালকতায় পব্বজি । সো পব্বজন্তো অন্তনো পরিবেণণ অগ্গিসালণ ভাণ্ডগবভণ কারেহা সৰ্ব্বম্পি ভাণ্ডগবভং স্পিমধুতেলা-দীহি পুরেহা পব্বজি, পব্বজিহা চ পন অন্তনো দাসে পক্কোসাপেহা যথারুচিকং আহারং পচাপেহা ভুঞ্জতি । বহুভণ্ডো চ বহুপরিচ্ছারো চ অহোসি । রত্তিং অণ্ণ-এণ্ণ নিবাসনপারুপনং হোতি, দিবা অণ্ণ-এণ্ণ নিবাসনপারুপনং হোতি, দিবা অণ্ণ-এণ্ণ বিহারপচ্চন্তে বসতি । তস্সেকদিবসং চীবরপচ্চথরণানি সদ্ধুখাপেন্তস্স সেনাসনচারিকং আহিণ্ডন্তা ভিক্খু পস্সিহা ‘কস্সিমানি,

•

•

•

বহুভুক্তিকৃষ্ণুর উগাথ্যান । ৮ ।

‘নগ্গচরিয়া’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বহুভুক্তিকৃষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীবাসী জনৈক কুটুম্বিক ভাষা কালগত হইলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন । প্রব্রজ্যাকালে তিনি একটি পরিবেণ, একটি অগ্নিশালা এবং একটি ভাণ্ডাগার নির্মাণ করাইয়া ঘৃত-মধু-তৈলাদির দ্বারা ভাণ্ডাগার পূর্ণ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছিলেন । প্রব্রজিত হইয়া নিজের চাকরদের ডাকাইয়া যথারুচি আহার রন্ধন করাইয়া ভোজন করিতেন । তিনি বহু দ্রব্য এবং প্রত্যয় সামগ্রীর অধিকারী হইয়াছিলেন । রাগিতে একপ্রকার অস্তবাস-বহিবাস চীবর পরিধান করিতেন, দিনের বেলায় অন্য । তিনি দিনের বেলায় অন্য বিহারের নিকটেই বাস করিতেন । একদিন তিনি চীবর এবং অন্যান্য শয্যাদ্রব্যাদি রোদ্রে শুকাইতেছিলেন । তখন কিছ্র ভিক্ষু বাসস্থানের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ স্থানে আসিয়া ঐ ভিক্ষুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

আব্দুসো'তি পদচ্ছিত্ত্বা 'মঘ'ন্তি বদন্তে, 'আব্দুসো, ভগবতা
 তিচীবরানি অনুগ্র-প্রাতানি, ত্বং পন এবং অস্পিচ্ছস
 বদন্তস সাসনে পৰ্ব্বজিত্বা এবং বহুপরিচ্ছারো জাতো'তি
 তং সখ্য সন্তিকং নেত্বা, 'ভন্তে, অয়ং ভিক্ষু অতিবহু-
 ভণ্ডো'তি আরোচেসুং । সখা 'সচ্চং কির তং ভিক্ষু'তি
 পদচ্ছিত্ত্বা 'সচ্চং, ভন্তে'তি বদন্তে আহ—'কস্মা পন ত্বং,
 ভিক্ষু, ময়া অস্পিচ্ছতায় ধম্মে দোসিতে এবং বহুভণ্ডো
 জাতো'তি । সো তাবত্ত্বকেনেব কুপিতো 'ইমিনা দানি
 নীহারেন চরিস্সামী'তি পারদপনং ছুডেত্বা পরিসমজ্জে
 একচীবরো অট্ঠাসি । অথ নং সখা উপথম্ভয়মানো 'ননু
 ত্বং ভিক্ষু পদুস্বে হিরোত্তপ্গবেসকো দকরক্খসকালোপি
 হিরোত্তপ্পং গবেসমানো দ্বাদস বস্সানি বিহাসি, কস্মা
 ইদানি এবং গরুকে বদন্তসাসনে পৰ্ব্বজিত্বা চতুপরিসমজ্জে

*

*

*

'আব্দুসো, এইগদলি কাহার ?' 'এইগদলি আমার ।' 'আব্দুসো, ভগবান
 আমাদের জন্য গ্রিচীবরের বিধান দিয়াছেন । তুমি অস্পেচ্ছ বুদ্ধের শাসনে
 প্রব্রজিত হইয়া এত কিছু প্রত্যয়সামগ্রী পদঞ্জীভূত করিয়াছ ?' তখন তাঁহার
 তাঁহাকে শাস্তার নিকট লইয়া যাইয়া শাস্তাকে জানাইলেন—'ভন্তে, এই ভিক্ষু
 অতিবহু দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছে ।' শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষু,
 এই কথা কি সত্য ?' 'হ্যাঁ ভন্তে, সত্য ।' 'হে ভিক্ষু, কেন তুমি এত দ্রব্য
 সংগ্রহ করিয়াছ ? আমি কি নিষ্কাম হইবার জন্য উপদেশ দিই নাই ?'
 সেই ভিক্ষু তাহাতেই ব্রুদ্ধ হইয়া 'তাহা হইলে আমি এইভাবেই চলিব' বলিয়া
 উত্তরাসঙ্গ চীবর পরিত্যাগ করিয়া পরিষদের মধ্যে একচীবর হইয়া দাঁড়াইয়া
 রহিল । শাস্তা তখন তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহার সপক্ষে
 বলিতে লাগিলেন—'হে ভিক্ষু, তুমি ত পূর্বজন্মে হুী (= লজ্জা) এবং
 ঔত্তাপ্য (= পাপকর্মে ভীতি) এর সাধক ছিলে । এমন কি যখন তুমি
 উদক রাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে তখনও হুী এবং ঔত্তাপ্যের সাধনায়
 দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলে । এই জন্মে এমন বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত

পারদুপনং ছন্ডেহা হিরোত্তম্পং পহায় ঠিতোসী'তি । সো
সখদু বচনং সুদ্বা হিরোত্তম্পং পচ্চদুপট্টাপেহা তং চীবরং
পারদুপিহা সখারং বন্দিহা একমন্তং নিসীদি । ভিক্খু
তস্স অথস্স আবিভাবথং ভগবন্তং যাচিংসু । ভগবা
অতীতং আহরিহা কথেসি—

অতীতে কির বারাণসিরএংএষা অগ্গমহেসিয়া কুচ্ছিহ্মং
বোধিসত্তো পটিসন্ধিং গণ্হি । তস্স নামগহণদিবসে
'মহিংসকুমারো'তি নামং করিংসু । তস্স কনিট্ঠভাতা
'চন্দকুমারো' নাম অহোসি । তেসং মাতরি কালকতায় রাজা
অএংএং অগ্গমহেসিট্ঠানে ঠপেসি । সাপি পদুত্তং বিজায়ি,
'সুদুরিয়কুমারো'তিস্স নামং করিংসু । তং দিম্বা রাজা
তুট্ঠো 'পদুত্তস্স তে বরং দম্মী'তি আহ । সাপি থো,
'দেব, ইচ্ছিতকালে গণ্হিস্সামী'তি বহা পদুত্তস্স বয়স্পত্ত-

*

*

*

হইয়া চারি পরিষদের উপস্থিতিতে গায়ের চীবর ফেলিয়া দিয়া হুী এবং
ঔত্তাপ্যবর্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছ ?' তিনি শাস্তার কথা শুনিয়া হুী-
ঔত্তাপ্য জাগ্রত করিয়া উত্তরাসঙ্গের দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া শাস্তাকে
বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন । ভিক্ষুগণ ঐ ভিক্ষুর
পূর্বজন্ম বিষয়ে বিস্মৃতভাবে জানাইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা
করিলেন । ভগবান অতীত উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—

অতীতে বারাণসিরাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে বোধিসত্ত্ব একবার জন্ম
লইয়াছিলেন । তাহার নামকরণদিবসে তাহার নাম রাখা হইল মহিংসকুমার ।
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম চন্দ্রকুমার । তাহাদের মাতা কালগত হইলে রাজা
আর একজন রমণীকে অগ্রমহিষী পদে অধিষ্ঠিত করিলেন । তিনিও এক
পুত্রের জন্ম দিলেন । তাহার নাম রাখা হইল সুদর্শকুমার । রাজা তুষ্ট
হইয়া অগ্রমহিষীকে বলিলেন—'আমি তোমার পুত্রকে বর দিতে চাই ।'
তিনিও 'মহারাজ যখন প্রয়োজন হইবে তখন লইব' বলিয়া পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত

কালে রাজানং আহ—‘দেবেন ময়ং পদ্মস্স জাতকালে বরো দিন্নো, ইদানি মে পদ্মস্স রজ্জং দেহী’তি । রাজা ‘মম দ্বে পদ্মন্তা অগ্নিক্খন্ধা বিয় জলন্তা বিচরন্তি, ন সন্ধা তস্স রজ্জং দাতু’ন্তি পটিক্খিপিত্বাপি তং পদ্মপ্পদনং যাচমানমেব দিম্বা ‘অয়ং মে পদ্মন্তানং অনর্থম্পি করেয়া’তি পদ্মন্তে পক্কোসাপেত্বা, ‘তাতা, অহং সূরিয়কুমারস্স জাতকালে বরং অদাসিং, ইদানিস্স মাতা রজ্জং যাচতি, অহং তস্স ন দাতুকামো, তস্স মাতা তুম্হাকং অনর্থম্পি করেয়া, গচ্ছথ তুম্হে, অরএ্এ বসিত্বা মমচ্চয়েনাগন্ত্বা রজ্জং গণ্হথা’তি উয়োজেসি । তে পিতরং বন্দিত্বা পাসাদা ওতরন্তে রাজস্সণে কীলমানো সূরিয়কুমারো দিম্বা তং কারণং এত্বা তেহি সন্ধিং নিক্খমি । তেসং হিমবন্তং পবিট্ঠকালে বোধিসত্তো মগ্গা ওক্কম্ম অএ্এতরস্সিং

*

*

*

হইলে রাজাকে বলিলেন—‘আমার পুত্রের জন্মকালে তাহাকে বর দিতে চাহিয়াছিলেন । এখন আমার পুত্রকে রাজ্য দিন ।’ রাজা ‘আমার দুই পুত্র অগ্নিস্কন্ধের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া বিচরণ করিতেছে । আমি তোমার পুত্রকে রাজ্য দিতে পারিব না’ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেও বারবার যাচিত হইয়া ‘এই স্ত্রী আমার পুত্রদ্বয়ের ক্ষতি করিতে পারে’ মনে করিয়া পুত্রদ্বয়কে ডাকিয়া বলিলেন—‘বৎসগণ, আমি সূর্যকুমারের জন্মের সময় তাহাকে বর দিয়াছিলাম । এখন তাহার মাতা রাজ্য দাবী করিতেছে । আমি তাহাকে দিতে চাইনা । কিন্তু তাহার মাতা তোমাদের অনেক ক্ষতি করিতে পারে । তোমরা চলিয়া যাও । অরণ্যে আত্মগোপন করিয়া বাস কর এবং আমার মৃত্যুর পর আসিয়া রাজ্য গ্রহণ কর ।’—এই বলিয়া তাহাদের অরণ্যে পাঠাইয়া দিলেন । তাহারা পিতাকে বন্দনা করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণকালে রাজাস্সণে ক্রীড়মান সূর্যকুমারকে দেখিল । সূর্যকুমারে সমস্ত ঘটনা জানিয়া তাহাদের সঙ্গেই চলিয়া গেল । তাহারা হিমালয়ে প্রবেশকালে বোধিসত্তু রাস্তা হইতে

রুদ্ধমূলে নিসীদিহা সূরিয়কুমারং আহ—‘তাত, এতং সরং গম্বা নহহা চ পিবিহা চ অম্‌হাকম্পি পদমিনি-পল্লোহি উদকং আহরা’তি । সো পন সরো বেস্সবল্লস্স সন্তিকা একেন দকরক্‌খসেন লদ্ধো হোতি । বেস্সবল্লো চ তং আহ—‘ঠপেহা দেবধম্মজাননকে যে চ অণ্‌ঞে ইমং সরং ওতরন্তি, তে খাদিতুং লভসী’তি । ততো পট্‌ঠায় সো তং সরং ওতিল্লোতিল্লো দেবধম্মে পদুচ্ছিহা অজানন্তে খাদতি, সূরিয়কুমারোপি তং সরং অবীমংসিহাব ওতরি, তেন চ ‘দেবধম্মে জানাসী’তি পদুচ্ছিতো ‘দেবধম্মা নাম চন্দিমসূরিয়া’তি আহ । অথ নং ‘ত্বং দেবধম্মে ন জানাসী’তি উদকং পবেসেহা অন্তনো ভবনে ঠপেসি । বোধিসত্তোপি তং চিরায়ন্তং দিম্বা চন্দকুমারং পেসেসি । সোপি তেন ‘দেবধম্মে জানাসী’তি পদুচ্ছিতো ‘দেবধম্মা নাম চতস্সো দিসা’তি আহ । দকরক্‌খসো তম্পি উদকং পবেসেহা তথেব ঠপেসি ।

*

*

*

নামিয়া একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া সূর্যকুমারকে বলিলেন—‘বৎস, এই সরোবরে নামিয়া স্নান করিয়া, জলপান করিয়া পশ্চাপাতায় করিয়া আমাদের জন্য জল লইয়া আইস ।’ সেই সরোবর বৈশ্রবণের নিকট হইতে এক উদকরাক্ষস লাভ করিয়াছিল । বৈশ্রবণ তাহাকে বলিয়াছিলেন—‘দেবধর্মজ্ঞাতা ব্যতিরেকে অন্য যে কেহ এই সরোবরে অবতরণ করিবে, তুমি তাহাকে খাইতে পার ।’ ইহার পর হইতে যাহারা ঐ সরোবরে অবতরণ করিয়াছে ‘দেবধর্ম কি ?’ জিজ্ঞাসা করিয়া সঠিক উত্তর দিতে না পারিলে উদকরাক্ষস তাহাদের ভক্ষণ করিয়াছে । সূর্যকুমারও ঐ সরোবর সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া তাহাতে অবতরণ করিয়াছে । তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—‘তুমি দেবধর্ম কি জান ?’ সে বলিল—‘চন্দ্রসূর্যই দেবধর্ম ।’ তখন ‘তুমি দেবধর্ম কি জান না’ বলিয়া উদকরাক্ষস তাহাকে জলে প্রবেশ করাইয়া নিজ ভবনে নিয়া রাখিল । বোধিসত্ত্বও তাহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া চন্দ্রকুমারকে পাঠাইলেন । সেও জিজ্ঞাসিত হইল—‘তুমি দেবধর্ম কি জান ?’ সে বলিল—‘চতুর্দিক হইতেছে দেবধর্ম ।’ উদকরাক্ষস তাহাকেও জলে প্রবেশ করাইয়া সেইভাবেই রাখিয়া দিল ।

বোধিসত্তো তস্মিন্মপি চিরায়ন্তে ‘অন্তরায়েন ভবিতস্ব’ন্তি
 সয়ং গন্ত্বা দ্বিন্মপি ওতরণপদংয়েব দিম্বা ‘অয়ং সরো
 রক্খসপরিগৃহীতো’তি এত্বা খপ্পং সম্ময়হিত্বা ধনং গহেত্বা
 অট্ঠাসি । রক্খসো তং অনোতরন্তং দিম্বা বনকস্মিক-
 পদুরিসবেসেনাগন্ত্বা আহ—‘ভো পদুরিস, ত্বং মঙ্গকিলন্তো
 কস্মা ইদং সরং ওতরিত্বা নহত্বা চ পিবিত্বা চ ভিসম্মূল্যলং
 খাদিত্বা পদুপ্ফানি পিলন্ধিত্বা ন গচ্ছসী’তি । বোধিসত্তো
 তং দিম্বাব ‘এস সো যক্খো’তি এত্বা ‘তয়া মে ভাতরো
 গহিতা’তি আহ । ‘আম, ময়া গহিতা’তি । ‘কিং কারণা’তি ?
 ‘অহং ইমং সরং ওতিগ্নোতিগ্নে লভামী’তি । ‘কিং পন সম্বেব
 লভসী’তি ? ‘দেবধম্মজ্ঞাননকে ঠপেত্বা অবসেসে লভামী’তি ।
 ‘অথি পন তে দেবধম্মেহি অথো’তি ? ‘আম, অথীতি,
 অহং কথেষ্সামী’তি । ‘তেন হি কথেষী’তি । ‘ন সন্ধা

*

*

*

তাহাকেও বিলম্ব করিতে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ‘কোন বিপদ হইয়া থাকিবে’
 মনে করিয়া স্বয়ং যাইয়া দুইজনেরই সরোবরে অবতরণের চিহ্ন দেখিলেন ।
 ‘এই সরোবর নিশ্চয়ই রাক্ষস দ্বারা পরিগৃহীত’ ইহা জানিয়া খজা বাহির
 করিয়া ধনু হস্তে দাঁড়াইয়া পড়িলেন । রাক্ষস তিনি সরোবরে নামিতেছেন
 না দেখিয়া বনকর্মী পদুরুষের বেশে আসিয়া বলিল—‘মহাশয়, আপনি
 পথপ্রাস্ত । কেন আপনি এই সরোবরে নামিয়া স্নান করিয়া, জলপান করিয়া,
 পশ্চম্মূল ভক্ষণ করিয়া, পশ্চমাল্য গলায় ধারণ করিতেছেন না ?’ বোধিসত্ত্ব
 তাহাকে দেখিয়াই বদ্বিলেন ‘ওই সেই যক্ষ’ এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তুমি
 আমার ভাইদের ধরিয়া রাখিয়াছ ?’ ‘হ্যাঁ, আমি ধরিয়া রাখিয়াছি ।’ ‘কেন ?’
 ‘এই সরোবরে যাহারাই নামে আমি তাহাদের সকলকেই ধরিয়া রাখি ।’
 ‘সকলকেই ধরিয়া রাখ ?’ ‘দেবধর্মজ্ঞাতাদের বাদ দিয়া অন্য সকলকে ধরিয়া
 রাখি ।’ ‘দেবধর্ম দিয়া তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি ?’ ‘হ্যাঁ আছে ।’
 ‘আগি বলিবে ।’ ‘তাহা হইলে বলুন ।’ ‘কিন্তু এই নোংড়া শরীরে ত আর

কিলিট্টেন গন্তেন কথেন্তু'ন্তি । যক্থো বোধিসত্তং
ন্থাপেত্তা পানীয়ং পায়েত্তা অলঙ্করিত্তা অলঙ্কতম্‌উপ-
মন্তে পল্লঙ্কং আরোপেত্তা সময়ম্‌স পাদমূলে নিসীদি ।
অথ নং বোধিসত্তো 'সক্কচ্চং সূণাহী'তি বত্তা ইমং
গাথম্মাহ—

‘হিরিওত্তম্পসম্পন্নো, সদ্ধম্মসম্মাহিতা ।

সন্তো সম্পদুরিসা লোকে, দেবধম্মাতি বুদ্ধরে'তি ॥

[জা. ১. ১. ৬]

যক্থো ইমং ধম্মদেসনং সূত্তা পসন্নো বোধিসত্তং আহ—
‘পাণ্ডিত, অহং তে পসন্নো, একং ভাতরং দম্মি, কতরং
আনেনী'তি ? ‘কনিট্টং আনেনী'তি ? ‘পাণ্ডিত, ত্বং
কেবলং দেবধম্মে জানাসিয়েব, ন পন তেসু বত্তসী'তি । ‘কিং
কারণা'তি ? ‘যম্মা জেট্টং ঠপেত্তা কনিট্টং আহরাপেত্তো
জেট্টাপচারিককম্মং ন করোসী'তি । ‘দেবধম্মে চাহং যক্থ

*

*

*

বলা যায় না !’ যক্ক বোধিসত্তকে স্নান করাইয়া, জলপান করাইয়া অলঙ্কৃত
করিয়া সম্ভিজত মন্ডপমধ্যে পালংকে তাঁহাকে বসাইয়া নিজে তাঁহার পাদমূলে
উপবেশন করিল । তখন বোধিসত্ত ‘সাদরে শ্রবণ কর’ বলিয়া এই গাথা ভাষণ
করিলেন—

‘জগতে যাহারা হুঁ-ওস্তাপ্যসম্পন্ন, শুদ্ধধর্মসম্মিষিত, সন্ত এবং সংপূরুষ
তাহাদেরই দেবধর্ম বলা হয় ।’ (জাতক, ১।১।৬) যক্ক এই ধর্মদেশনা
শুনিয়া প্রসন্ন হইয়া বোধিসত্তকে বলিল—‘হে পাণ্ডিতপ্রবর, আমি আপনার
প্রতি প্রসন্ন । আমি আপনার একজন ভাইকে ফেরত দিব । কাহাকে দিব
বলুন ।’ ‘আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া আইস ।’ ‘হে পাণ্ডিতপ্রবর, আপনি
দেবধর্ম জানেন বটে, কিন্তু আপনি ইহার চর্চা করেন না ।’ ‘কেন ?’ ‘যেহেতু
আপনি জ্যেষ্ঠকে বাদ দিয়া কনিষ্ঠকে আনিতে বলিয়া, জ্যেষ্ঠকে অসম্মান
করিতেছেন ।’ ‘হে যক্ক, আমি দেবধর্মও জানি, ইহার চর্চাও জানি । আমরা

জানামি, তেসু চ বত্তামি । ময়ঙ্গ্‌হি এতং নিস্সায় ইমং
 অরঙ্গ্‌ঞং পবিট্ঠা । এতস্স হি অথায় অম্‌হাকং পিতরং
 এতস্স মাতা রজ্জং য়াচি, অম্‌হাকং পন পিতা তং বরং
 অদহা অম্‌হাকং অনুরক্‌খণথায় অরঙ্গ্‌ঞে বাসং
 অনুজানি, সো কুমারো অনিবত্তিত্তা অম্‌হেহি সন্ধিং
 আগতো । ‘তং অরঙ্গ্‌ঞে একো যক্‌খো খাদী’তি বদুত্তেপি
 ন কোচি সন্দাহিস্সতি । তেনাহং গরহভয়ভীতো তমেবাহরা-
 পেমী’তি । যক্‌খো বোধিসত্তস্স পসীদিহা ‘সাধু পি’ডত,
 যমেব দেবধম্মে জানাসি, দেবধম্মেসু চ বত্তসী’তি দে
 ভাতরো আনেহা অদাসি । অথ নং বোধিসত্তো যক্‌খভাবে
 আদীনবং কথেষা পণ্ডসু সীলেসু পতিট্ঠাপেসি । সো
 তেন সুসংবিহিতারক্‌খো তস্মিং অরঙ্গ্‌ঞে বসিত্তা পিতরি
 কালকতে যক্‌খং আদায় বারাগসিং গন্ত্বা রজ্জং গহেষা
 চন্দকুমারস্স উপরজ্জং, সুরিয়কুমারস্স সেনাপতিট্ঠানং

*

*

*

ইহারই কারণে এই বনে প্রবেশ করিয়াছি । ইহারই জন্য ইহার মাতা আমাদের
 পিতার নিকট রাজ্য চাহিয়াছে । আমাদের পিতা তাহাকে বর না দিয়া
 আমাদের জীবন রক্ষার জন্য বনবাসে পাঠাইয়াছেন । কিন্তু সেই কনিষ্ঠ
 কুমার আমাদেরই অনুগমন করিয়াছে । ‘তাহাকে এক যক্ষ খাইয়া ফেলিয়াছে’
 বলিলে কেহই বিশ্বাস করিবে না । তাই নিন্দার ভয়ে ভীত হইয়া আমি
 তাহাকেই ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছুক ।’ যক্ষ বোধিসত্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া
 ‘সাধু পি’ডতপ্রবর, আপনি বাস্তবিকই দেবধর্ম জানেন এবং ইহার চর্চাও
 জানেন’ এই বলিয়া দুই ভাইকেই আনিয়া প্রদান করিল । তখন বোধিসত্ত
 তাহাকে যক্ষজীবনের দোষের কথা জানাইয়া তাহাকে পশুশীলে প্রতিষ্ঠিত
 করিলেন । বোধিসত্ত সেই যক্ষের দ্বারা উত্তমরূপে রক্ষিত হইয়া নিরাপদে
 সেই বনে বাস করিলেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে যক্ষকে সঙ্গে লইয়া
 বারাগসীতে আসিয়া রাজ্য গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকুমারকে উপরাজ এবং সুব-

দত্তা যক্খস্স রমণীয়ে ঠানে আয়তনং কারাপেত্তা যথা সো
লাভংগম্পত্তো হোতি, তথা অকাসি ।

সখা ইমং ধম্মদেশনং আহরিয়া জাতকং সমোধানেসি ‘তদা
রক্খসো বহুভাণ্ডিকভিক্খু অহোসি, সুরিয়কুমারো
আনন্দো, চন্দ্রকুমারো সারিপত্তো, মহিংসকুমারো পন
অহমেবা’তি । এবং সখা জাতকং কথেষা ‘এবং হুং, ভিক্খু,
পদুবে দেবধম্মে গবেসমানো হিরিওত্তমসম্পন্নো বিচারিয়া
ইদানি চতুপারিসমম্বে ইমিনা নীহারেন ঠত্তা মম পদুরতো
‘অম্পিচ্ছোম্হী’তি বদন্তো অযত্তং অকাসি । ন হি সাটক-
পটিক্খপাদিমত্তেন সমণো নাম হোতী’তি বত্তা অনুসন্ধিৎ
ঘটেত্তা ধম্মং দেসেত্তো ইমং গাথমাহ—

‘ন নগ্গচরিয়া ন জটো ন পঙ্কা, নানাসকা থণ্ডিলসায়িকা বা
রজোজল্লং উক্কটিকম্পধানং, সোধেত্তি মচ্চং

অবিতিল্লকথ’ন্তি ॥ ১৪১

*

*

*

কুমারকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি রমণীয় স্থানে যক্ষের জন্য
বাসস্থান নির্মাণ করাইয়া যাহাতে সে লাভ-সংকার পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা
করিলেন ।

শান্তা এই ধর্মদেশনা করিয়া জাতক সম্বধান করিয়া বলিলেন—‘তখন
রাক্ষস ছিল এই বহুভাণ্ডারী ভিক্ষু, সুর্যকুমার আনন্দ, চন্দ্রকুমার শারিপত্ত
এবং মহিংসকুমার ছিলাম আমি ।’ এইভাবে শান্তা জাতক কাহিনী বলিয়া
‘এইভাবেই, হে ভিক্ষু, তুমি পূর্বে দেবধর্মের সন্ধানে হ্রী-ওত্তাপ্য সম্পন্ন হইয়া
বিচরণ করিয়াছ । আর এখন চারি পরিষদের মধ্যে এইভাবে দাঁড়াইয়া আমার
সম্মুখে ‘আমি অপেক্ষু’বলিয়া অন্যায় করিয়াছ । কেবলমাত্র বস্ত্র ত্যাগ
করিলেই শ্রমণ হওয়া যায় না’—এই কথা বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে
এই গাথাটি ভাষণ করিলেন ।

‘নগ্গচর্যা, কিংবা জটো, কিংবা পঙ্ক, কিংবা অনশন, কিংবা ভূমিতে শয়ন,
কিংবা কদম-মর্দন, কিংবা উৎকটুক অর্থাৎ দুই পায়ের গোড়ালির উপর ভর
দিয়া উপবেশন—এই সকলের কিছুই তৃষ্ণাধীন মনুষ্যকে শুদ্ধি দান করিতে
পারে না ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ১৪১ ।

তথ ‘নানাসকা’তি ন অনসকা, ভত্তপাটিক্খপকাতি অথো ।
 ‘থি’ডলসায়িকা’তি ভুমিসয়না । ‘রজোজল্প’ন্তি কন্দমলেপনা-
 কারেন সরীরে সন্নিহিতরজো । ‘উক্কটিকম্পাধান’ন্তি
 উক্কটিকভাবেন আরদ্ধবীরিয়ং । ইদং বদন্তং হোতি—যো
 হি মচ্ছো ‘এবং অহং লোকনিঃসরণসংখাতং সদ্ধিঞ্চিৎ পাপদ্-
 গিস্সামী’তি ইমেসু নগ্গচরিয়াদীসু যং কিঞ্চিৎ সমাদায়
 বত্তেয়া, সো কেবলং মিচ্ছাদস্সনণ্ণেব বড্ঢেয়া, কিলমথস্স
 চ ভাগী অস্স । ন হি এতানি স্দস্সমাদিন্ণানিপি অট্ট-
 বথুদ্ধকায় কথায় অবিতিল্লভাবেন ‘অবিতিল্লকথং মচ্ছং
 সোধেত্তী’তি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদগিংসুতি ।

বহুভাষিকভিক্ষুবথু অট্টমং ।

*

*

*

অম্বয় : ‘অনাসক’ অর্থাৎ অমশন, অম্মের অগ্রহণ এই অর্থ । ‘থি’ড-
 শায়িকা’ অর্থাৎ ভূমিশয়ন । (রজঃ এবং জলীয়) অর্থাৎ কন্দমলেপনাকারে
 শরীরকে রজোষুক্ত করা । ‘উক্কটিক আসন’ অর্থাৎ দুই পায়ের গোড়ালির
 উপর ভর দিয়া আরম্ভবীৰ্য হইয়া উপবেশন করা (বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ উক্কটিক
 হইয়া উপবেশন করিয়া বন্দনাদি করিয়া থাকেন, আপত্তিদেশনাদি
 করিয়া থাকেন । যোগের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই । ইহা কোন
 শারীরিক ব্যায়ামও নহে) । এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে—যে মরণশীল ব্যক্তি
 ‘এইভাবে আমি লোক-নিঃসরণ নামক শুদ্ধি প্রাপ্ত হইব’ বলিয়া এই সকল
 নগ্নচর্চাদির কোন একটিকে চর্চা করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি যে কেবল মিথ্যা-
 দৃষ্টিকেই বৃদ্ধি করিবে তাহা নহে, আত্মপীড়নেরও ভাগী হইবে । এইগুলি
 উত্তমরূপে গৃহীত বা চর্চিত হইলেও অষ্টবস্ত্রুক-সংশয় অনদ্বীর্ণ মর্ত্যকে
 (মরণশীল ব্যক্তিকে) শোধন করিতে পারে না ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ বহুভাষিক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

সন্ততিমহামত্ত্বং । ১

‘অলঙ্কতো চেপী’তি ইমং ধর্মদেসনং সখা জেতবনে
বিহরন্তো সন্ততিমহামত্ত্বং আরম্ভ কথেসি ।

সো হি একস্মিং কালে রঞ্ণেণা পসেনাদিকোসলস্স
পচ্চন্তং কুপিভং ব্দপসমেত্তা আগতো । অথস্স রাজা তুট্টো
সন্ত দিবসানি রজ্জং দত্তা একং নচ্চগীতকুসলং ইথিং
অদাসি । সো সন্ত দিবসানি স্দরামদমত্তো হদ্দত্তা সন্তমে
দিবসে সন্ঝালঙ্কারপটিম্ভিতো হথিক্খন্ধবরগতো
ন্থানতিথং গচ্ছন্তো সথারং পিণ্ডায় পবিসন্তং দ্বারন্তরে
দিম্বা হথিক্খন্ধবরগতোব সীসং চালেত্তা বন্দিত্তা পক্কামি ।
সখা সিতং কত্তা “কো ন্দু থো, ভন্তে, সিতপাতুকরণে
হেতদ্”তি আনন্দথেরেন পদ্দট্টো সিতকারণং আচিক্খন্তো

*

*

*

সন্ততি মহামাত্যের উপাখ্যান । ১ ।

‘অলঙ্কৃত হইয়াও’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে অবস্থানকালে
সন্ততি নামক মহামাত্যকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তিনি অর্থাৎ সন্ততি মহামাত্য একবার রাজা পসেনাদি কোশলের কুপিভ
প্রত্যন্তপ্রদেশ উপশান্ত করিয়া ফিরিয়াছেন । রাজা খুশী হইয়া তাঁহাকে
সাতদিনের জন্য রাজত্ব করিতে দিলেন এবং নৃত্যগীতকুশলা একজন নারীকে
দিলেন । তিনি সাতদিন ধরিয়া স্দরামদমত্ত হইয়া সপ্তম দিবসে সবলিঙ্কার-
প্রতিম্ভিত হইয়া শ্রেষ্ঠ হস্তিস্কন্ধে আরোহণ করিয়া স্নান করিতে যাইবার
সময় পিণ্ডপাতের জন্য শাস্ত্রকে দ্বারে দেখিয়া হস্তিস্কন্ধে থাকিয়াই মাথা
নোওয়াইয়া বন্দনা করিয়া চলিয়া গেলেন । শাস্ত্রা মূর্চক হাসিলেন ।
আনন্দস্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভস্তু আপনি স্মিত হাসি হাসিলেন কেন ?’
কারণ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া শাস্ত্রা বলিলেন—‘আনন্দ দেখ সন্ততি মহা-

আহ—‘পস্সানন্দ, সন্ততিমহামত্তং, অজ্জ সস্বাভরণপটি-
মন্ডিভোব মম সন্তিকং আগন্হা চতুস্পদিকগাথাবসানে
অরহত্তং পত্না সত্ততালমত্তে আকাসে নিসীদিদ্বা পরি-
নিস্বায়িস্সতী’তি । মহাজনো থেরেন সন্ধিং কথেষ্সস
সথ্ধ বচনং অস্সেসি । তথ মিচ্ছাদিট্ঠিকা চিন্তয়িস্সু—
“পস্সথ সমগস্স গৌতমস্স কিরিয়ং, মূখপত্তমেব ভাসতি,
অজ্জ কির এস এবং সুরামদমত্তো যথালঙ্কতোব এতস্স
সন্তিকে ধম্মং সুত্তা পরিনিস্বায়িস্সতি, অজ্জেব তং
মুসাবাদেন নিগ্গণ্হিস্সামা’তি । সম্মাদিট্ঠিকা চিন্তে-
সুং—‘অহো বুদ্ধানং মহানুভাবতা, অজ্জ বুদ্ধলীলণে
সন্ততিমহামত্তলীলণ দট্ঠং লভিস্সামা’তি ।

সন্ততিমহামত্তোপি ন্হানতিথে দিবসভাগং উদককীলং
কীলিত্বা উয়্যানং গন্হা আপানভূমিয়ং নিসীদি । সাপি
ইথী রঙ্গমস্বং ওতরিত্বা নচগীতং দস্সেতুং আরভি ।

*

*

*

মাতাকে । অদ্য তিনি সবাভরণপ্রতিমন্ডিভত হইয়া আমার নিকট আসিবেন
এবং চতুস্পদিক গাথাবসানে অহঁত্ব প্রাপ্ত হইয়া সত্ততালবৃক্ষের উচ্চতায়
শূন্যে উপবেশন করিয়া পরিনিবাণ লাভ করিবেন ।’ স্থবিরের সহিত
আলোচিত বুদ্ধবচন বহু লোক শ্রবণ করিয়াছিল । যাহারা তাহাদের মধ্যে
মিথ্যাদৃষ্টিক তাহারা চিন্তা করিল—‘দেখ শ্রমণ গৌতমের কাণ্ড, যাহা মুখে
আসিল—তাহাই বলিয়া ফেলিলেন । অদ্য নাকি এই সুরামদমত্ত আভরণ-
মন্ডিভত হইয়া ইহার নিকট ধর্মশ্রবণ করিয়া পরিনিবাণ লাভ করিবে ! অদ্যই
তঁাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সাব্যস্ত করিব ।’ যাহারা তাহাদের মধ্যে
সম্যক্দৃষ্টসম্পন্ন তাহারা ভাবিল—‘অহো, বুদ্ধগণের কি মহানুভবতা !
অদ্য আমরা বুদ্ধলীলা এবং সন্ততি-মহামাত্যলীলা দেখিতে পাইব ।’

সন্ততি মহামাত্যও স্নানতীর্থে সারাদিন উদককীড়া করিয়া উদ্যানে যাইয়া
পানশালায় উপবেশন করিলেন । সেই নারীও রঙ্গশালার মধ্যে অবতীর্ণ
হইয়া তাহার নাচগান প্রদর্শন করিতে লাগিল । সেই নারী তাহার শরীর-

তুঙ্গা সরীরলীলায় দম্ভসনখং সন্তাহং অম্পাহারতায় তং
 দিবসং নচুগীতং দম্ভসয়মানায় অন্তোক্তুচ্ছিন্নং সখকবাতা
 সমুদট্ঠায় হৃদয়মংসং কন্তিত্বা অগমংসু । সা তৎখণ্ডেৎসেব
 মদুখেণ চেব অক্খীহি চ বিবটেহি কালমকাসি । সন্ততি-
 মহামত্তো ‘উপাধারেথ ন’ন্তি বহ্বা ‘নিরুদ্ধা, সামী’তি চ
 বদন্তমত্তেয়েব বলবসোকেন অভিভূতো তৎখণ্ডেৎসেবস
 সন্তাহং পীতসুদরা তন্তুকপালে উদকবিন্দু বিয় পরিক্খয়ং
 অগমাসি । সো ‘ন মে ইমং সোকং অৎসেৎসে নিম্বাপেতুং
 সক্খিস্সন্তি অৎসেৎসে তথাগতেনা’তি বলকায়পরিবৃত্তো
 সায়হসময়ে সখু সন্তিকং গম্বা বন্দিগ্বা এবমাহ—‘ভন্তে,
 ‘এবরূপো মে সোকো উপ্পন্নো, তং মে তুম্হে নিম্বাপেতুং
 সক্খিস্সথা’তি আগতোম্হি, পটিসরণং মে হোথা’তি ।
 অথ নং সথা ‘সোকং নিম্বাপেতুং সমথস্সেব সন্তিকং

*

*

*

লীলা প্রদর্শনের জন্য সপ্তাহ ধাবত অভুক্ত থাকার কারণে সেইদিন নৃত্যগীত
 প্রদর্শনকালে তাহার কুক্ষিতে তীরবেদনা অনুভূত হইল, মনে হইল যেন কেহ
 তাহার হৃদয়মাংস (ছুরিকা দ্বারা) ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল । সেই
 মূহুর্তেই সে মদুখব্যাধান এবং অক্ষিষ্মদগল বিক্ষারিত করিয়া মৃত্যুমুখে
 পতিত হইল । সন্ততি মহামাতা ‘তাহাকে ধর ধর’ বলিলেন, কিন্তু বলা
 হইল ‘প্রভু, তিনি মৃত’ । এই কথা শোনামাত্রই তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত
 হইয়া সেই মূহুর্তেই যেন তাহার সপ্তদিবসের পীত সুদরা তন্তুকপালে উদক-
 বিন্দু (= ঘাম) হইয়া পরিক্ষয় প্রাপ্ত হইল । তিনি ভাবিলেন—‘তথাগত
 ব্যতিরেকে অন্য কেহ আমার এই শোকান্নি নিৰ্বাপিত করিতে পারিবে না ।’
 এবং বলকায়পরিবৃত্ত হইয়া সায়াহসময়ে শাস্তার নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া
 বলিলেন—‘ভন্তে, আমার এইরূপ শোক উৎপন্ন হইয়াছে । আপনি আমার
 এই শোক অপনোদন করিতে পারিবেন বলিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি ।
 আমাকে আশ্রয় দিন ।’ তখন শাস্তা বলিলেন—‘শোক নিৰ্বাপণ করিতে

আগতোসি । ইমিস্সা হি ইথিয়া ইমিনাব আকারেন
মতকালে তব রোদন্তস্স পঙ্গরিতঅস্সদ্বী চতুন্নং মহাসম্ভ-
ন্দানং উদকতো অতিরেকতরানী'তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘ষং পদুস্বে তং বিসোসেহি, পচ্ছা তে মাহু কিণ্ণনং ।

মস্কে চে নো গহেস্সসি, উপসন্তো চরিস্সসী'তি ॥

[স্দন্তনিপাত, ৯৫৫, ১১০৫]

গাথাপরিয়োসানে সন্ততিমহামাত্তো অরহত্তং পহ্বা অন্তনো
আয়দুসংথারং ওলোকেন্তো তস্স অস্পবত্তনভাবং এত্তহা
সংথারং আহ—‘ভন্তে, পরিনিব্বানং মে অনুজানাথা'তি ।
সংথা তেন কতকস্মং জানন্তোপি ‘মুসাবাদেন নিগ্গণ্হ-
নথং সন্নিপতিতা মিচ্ছাদিট্ঠিকা ওকাসং ন লভিস্সন্তি,
‘বুদ্ধলীলণ্ণেব সন্ততিমহামত্তলীলণ্ণ পস্সিস্সামা'তি

*

*

*

সমর্থ ব্যক্তির নিকটই আপনি আসিয়াছেন । এই নারী (জন্মজন্মান্তরে)
এইভাবে মৃত হইলে রোদন করিয়া আপনি যে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন
তাহা চারি মহাসাগরের জল অপেক্ষাও অধিক’—এই কথা বলিয়া এই
গাথা ভাষণ করিলেন—

‘মাহা অতীতে ছিল তাহা বিস্মৃত হউন, সন্মুখেও (অর্থাৎ বর্তমানেও)
আপনার কিছুই নাই । (অতীত এবং বর্তমানের) মধ্যেও আপনার
গ্রহণযোগ্য কিছুই নাই । এই উপলব্ধির দ্বারা উপশান্ত হইতে পারিবেন ।’

[স্দন্তনিপাত, গাথা, ৯৫৫, ১১০৫]

গাথাবসানে সন্ততি মহামাত্য অহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় আয়দুসংস্কার
অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার আয়দু অল্পমাত্রই আছে । তিনি
তখন শাস্তাকে বলিলেন—‘ভন্তে, আমার পরিনির্বাণ অনুমোদন করুন ।’
শাস্তা তাঁহার কৃতকর্ম জানিলেও—‘মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিব বলিয়া
উপস্থিত মিথ্যাদৃষ্টিকগণ সন্মুখ পাইবে না, বুদ্ধলীলা ও সন্ততিমহামাত্য-

সন্নিপতিতা সম্মাদিট্ঠিকা ইমিনা কতকস্মং সন্ধান
 পদঞ্জেসু আদরং করিস্সন্তী’তি সল্লক্খেন্না ‘তেন হি
 তয়া কতকস্মং ময়্হং কথোহি, কথেন্তো চ ভূমিয়ং
 ঠিতো অকথেন্না সত্ততালমন্তে আকাসে ঠিতো কথোহী’তি
 আহ। সো ‘সাধু, ভন্তে’তি সথারং বন্দিহা একতাল্পমাণং
 উগ্গম্ম ওরোহিহা পুন সথারং বন্দিহা উগ্গচ্ছন্তো
 পটিপাটিয়া সত্ততাল্পমাণে আকাসে পল্লঙ্কেন নিসীদিহা
 ‘সুণাথ মে, ভন্তে, পদ্বকস্ম’ন্তি বহা আহ—

ইতো একনবদ্বিতিকম্পে বিপস্সীসম্মাসম্বুদ্ধকালে অহং বন্ধু-
 মতিনগরে একস্মিং কুলে নিব্বত্তিহা চিন্তেসিং—‘কিং নু
 খো পরেসংছেদং বা পীলং বা অকরণকস্ম’ন্তি উপধারেন্তো
 ধম্মঘোসককস্মং দিস্সা ততো পট্ঠায় তং কস্মং করোন্তো
 মহাজনং সমাদপেহা ‘পদঞ্জেণি করোথ, উপোসথদিবসেসু

*

*

*

লীলা দেখার জন্য উপস্থিত সম্যক্দ্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাহার কৃতকর্মের
 কথা শুনিয়া পুণ্যকে সমাদর করিবে’—ইহা দেখিয়া শান্তা সন্তীতিকে
 বলিলেন—‘তাহা হইলে তুমি তোমার কৃতকর্মের কথা প্রকাশ কর, তবে
 ভূমিতে থাকিয়া নহে, সপ্ততাল বৃক্ষের উচ্চতায় শূন্য অবস্থান করিয়া বল।’
 তিনি ‘ভস্কে, বেশ তাহাই হউক’ বলিয়া শান্তাকে বন্দনা করিয়া একতাল-
 বৃক্ষের উচ্চতায় আরোহণ করিয়া আবার নামিয়া শান্তাকে বন্দনা করিয়া
 আবার উপরে আরোহণ করিতে করিতে সপ্ততালবৃক্ষের উচ্চতায় উঠিয়া
 উপবেশন করিয়া বলিলেন—‘ভস্কে, আমার পূর্বজন্মের কথা শ্রবণ করুন’—

“এখন হইতে একনবদ্বিতিকম্প পূর্বে বিপশ্যী সম্যক্সম্বুদ্ধের আবির্ভাব-
 কালে আমি বন্ধুমতিনগরে এক বংশে জন্ম লইয়া চিন্তা করিয়াছিলাম—‘কি
 কর্ম করিলে অন্যদের বিচ্ছেদদুঃখ এবং পীড়াদুঃখ হইতে মুক্ত করা যায়’—
 ইহা চিন্তা করিতে করিতে বুঝিলাম ‘ধর্মঘোষককর্ম’ই একমাত্র উপায়। তাহার
 পর হইতে আমি সেই কর্মই করিতে লাগিলাম। লোকজনদের একত্র করিয়া
 —‘পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর, উপোসথদিবসগুলিতে উপোসথ পালন কর, দান

উপোসথং সমাদিয়থ, দানং দেথ, ধম্মং সদ্‌গাথ, বুদ্ধরতনা-
 দীহি সদিসং অঞ্‌ঞং নাম নথি, তিগ্গং রতনানং সঙ্কারং
 করোথা’তি উম্মেহাসেন্তো বিচরামি । তস্স ময়্‌হং সন্দং সদ্‌ত্বা
 বুদ্ধপিতা বন্ধুমতিমহারাজা মং পক্কোসাপেহা, “তাত,
 কিং করোন্তো বিচরসী’তি পদ্‌চ্ছিহ্বা, ‘দেব, তিগ্গং রতনানং
 গুণং পকাসেহা মহাজনং পদ্‌ঞ্‌ঞকম্মেসদ্‌ সমাদপেন্তো
 বিচরামী’তি বুদ্ধে, ‘কথ নিসিন্নো বিচরসী’তি মং পদ্‌চ্ছিহ্বা
 ‘পদসাব, দেবা’তি ময়া বুদ্ধে, ‘তাত, ন ত্বং এবং বিচারিতুং
 অরহসি, ইমং পদ্‌ক্ষদামং পিলিন্ধিত্বা অস্সপিট্‌ঠে নিসিন্নো
 বিচরা’তি ময়্‌হং মত্তাদামসদিসং পদ্‌ক্ষদামং দত্ত্বা দন্তং
 অস্সংঅদাসি । অথ মং রঞ্‌ঞা দিনপরিহারেন তথৈব
 উম্মেহাসেহা বিচরন্তং পদুন রাজা পক্কোসাপেহা, ‘তাত, কিং
 করোন্তো বিচরসী’তি পদ্‌চ্ছিহ্বা ‘তদেব দেবা’তি বুদ্ধে,
 ‘তাত অস্সোপি তে নানদ্‌চ্ছবিকো, ইধ নিসীদিহ্বা বিচরা’তি

*

*

*

দাও, ধর্ম শ্রবণ কর, বুদ্ধরত্নাদির ন্যায় অন্য কোন রত্ন নাই । অতএব
 ত্রিরত্নের সেবা কর’—এইভাবে সর্বজনমধ্যে ঘোষণা করিতে করিতে বিচরণ
 করিতে লাগিলাম । আমার শব্দ শুনিয়া বুদ্ধপিতা বন্ধুমতিমহারাজ
 আমাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘বৎস, তুমি কি কর্ম করিয়া বিচরণ
 করিতেছ ?’ ‘মহারাজ, ত্রিরত্নের গুণ প্রকাশিত করিয়া জনগণকে পুণ্যকর্মের
 দিকে আকৃষ্ট করিয়া বিচরণ করিতেছি ।’ ‘তুমি কিসে বসিয়া যাতায়াত
 কর ?’ ‘মহারাজ, পায়ে হাঁটিয়া ।’ ‘বৎস, তুমি এইভাবে বিচরণের যোগ্য
 নহ । এই পুণ্ড্রমাল্য পরিধান করিয়া অশ্বপৃষ্ঠেই তুমি যাতায়াত কর’—
 এই কথা বলিয়া মত্তামাল্য সদৃশ পুণ্ড্রমাল্য এবং একটি সুদান্ত অশ্ব আমাকে
 দিলেন । আমি রাজপ্রদত্ত উপহার লইয়া সেইভাবে ধর্মঘোষ করিয়া বিচরণ
 করিতে থাকিলে রাজা আবার একদিন আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন—‘বৎস,
 এই অশ্বও তোমার উপযুক্ত নহে । তুমি এই চারি সিম্ধুঘোটকযুক্ত রথ
 বসিয়া বিচরণ কর’ এবং চারি সিম্ধুঘোটকযুক্ত রথ প্রদান করিলেন ।

চতুর্সিন্ধবয়দ্রুতরথং অদাসি । ততিস্বারেপি মে রাজা সন্দং
সুদ্বা পক্কোসাপেহা, 'তাত, রথোপি তে নানুচ্ছবিকো'তি
ময়ং মহন্তং ভোগক্খন্ধং মহাপসাধনং দত্ত্বা একং হিথং
অদাসি । স্বাহং সম্বাভরণপটিটমা'ডতো হিথিক্খন্ধে
নিসিন্নো অসীতি বস্সসহস্সানি ধম্মঘোসককম্মং অকাসিং,
তস্স মে এত্তকং কালং কায়তো চন্দনগন্ধো বায়তি,
মুখতো উম্পলগন্ধো বায়তি । ইদং ময়া কতকম্মন্তি ।

এবং সো অন্তনো পদ্ববকম্মং ঝথেহা আকাসে নিসিন্নোব
তেজোধাতুং সমাপজ্জিহ্বা পরিনিব্বায়ি । সরীরে অগ্নিজালা
উট্ঠাহিহ্বা মংসলোহিতং ঝাপেসি, সুমনপদ্পফানি বিয়
ধাতুরো অবসিস্সিংসু । সমা সুদ্ধবথং পসারেসি, ধাতুরো তথ
পতিংসু । তা পত্তে পক্খাপিত্বা চতুমহাপথে থুপং
কারেসি 'মহাজনো বন্দিহ্বা পুণ্ড্রভাগী ভবিস্সতী'তি ।

*

*

*

তৃতীয়বারও রাজা তাঁহার ধর্মঘোষ শুনিয়া ডাকাইয়া বলিলেন—'বৎস, তুমি
কিভাবে যাতায়াত কর?' 'মহারাজ, আপনি যাহা দিয়াছেন তাহাতেই ।'
'না, রথও তোমার উপযুক্ত নহে' বলিয়া আমাকে অনেক ঐশ্বর্য এবং মহা-
প্রসাধনদ্রব্যাদি সহ একটি হস্তী প্রদান করিলেন । আমি সর্বাভরণপরিমাণে
হইয়া হস্তিকন্ধে উপবেশন করিয়া অশীতি সহস্র বৎসর ধর্মঘোষকের কাজ
করিয়াছি । এতকাল আমার শরীর হইতে চন্দনগন্ধ এবং মুখ হইতে
উৎপলগন্ধ প্রবাহিত হইত । ইহাই আমার কৃতকর্ম ।'

এইভাবে তিনি নিজ পূর্বকর্মের কথা বলিয়া আকাশে উপবেশন করিয়া
তেজোধাতুকে উৎপন্ন করিয়া পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইলেন । তাঁহার শরীরে
অগ্নিজালা উদ্ভিত হইয়া রক্তমাংস দগ্ধ করিল, সুমনপদ্পসদৃশ ধাতুসমূহ
অবশিষ্ট রহিল । শাস্তা শুদ্ধবস্ত্র প্রসারিত করিলেন । ধাতুসমূহ তাহাতেই
পতিত হইল । সেইগুলিকে পাত্রে রাখিয়া চৌরাস্তার মোড়ে স্তূপ নির্মাণ
করিয়া তাহাতে সেইগুলি স্থাপিত করিলেন । উদ্দেশ্য—'বহুলোক ইহাকে
বন্দনা করিয়া পুণ্যের ভাগী হইবে ।' ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় এই কথা উত্থাপিত

ভিক্খু ধম্মসভায়ং কথং সমুট্ঠাপেসদং, ‘আবদুসো, সম্ভতিমহামন্তো গাথাবসানে অরহন্তং পত্না অলঙ্কতপটি-
ষত্তোষেব আকাসে নিসীদিহা পরিনিব্বুতো, ঝিং নু থো
এতং ‘সমগো’তি বত্তুং বট্টিতি উদাহু ‘ব্রাহ্মগো’তি । সত্থা
আগন্ত্বা ‘কায় নুত্থ, ভিক্খবে, এতরহি কথায় সন্নিসিন্না’তি
পদচ্ছিহা ‘ইমায় নামা’তি বত্তুত্তে, ‘ভিক্খবে, মম পদত্তং
‘সমগো’ তিপি বত্তুং বট্টিতি, ‘ব্রাহ্মগো’ তিপি বত্তুং
বট্টিতিয়েবা’তি বহা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘অলঙ্কতো চোঁপ সমং চরেয়া,

সন্তো দন্তো নিয়ত্তো ব্রহ্মচারী ।

সম্বেসদু ভূতেসদু নিধায় দণ্ডং

সো ব্রাহ্মগো সো সমগো স ভিক্খু’তি । ১৪২ ।

তথ ‘অলঙ্কতোতি বত্থাভরণেহি পটিমণ্ডিতো । তম্সথো
—বত্থালংকারাদীহি অলঙ্কতো চোঁপ পদুংগলো কায়াদীহি

*

*

*

করিলেন—‘আবদুসো । সম্ভতি মহামাত্য গাথাবসানে অরহন্ত প্রাপ্ত হইয়া
(সর্বাভরণ) অলঙ্কৃত অবস্থাতেই শূন্যে বসিয়া পরিনিব্বৃত্ত হইয়াছেন ।
তাঁহাকে কি ‘শ্রমণ’ বলা হইবে না ‘ব্রাহ্মণ’ ? শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে এখন
সম্মিলিত হইয়াছ ?’ ‘এই বিষয়ে, ভন্তে ।’ ‘হে ভিক্ষুগণ, আমার এই
পদুত্কে শ্রমণও বলা যায় ব্রাহ্মণও বলা যায়’—এই বলিয়া ধর্মদেশনাকালে
এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘অলঙ্কৃত হইয়াও যিনি শমচারী ; যিনি শাস্ত, দান্ত, সদুসংযত ও
ব্রহ্মচারী ; যিনি সর্বভূতে হিংসারহিত, তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ,
তিনিই ভিক্ষু ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ১৪২ ।

অন্বয় : ‘অলঙ্কৃত’ অর্থাৎ বস্ত্রাভরণের দ্বারা প্রতিমণ্ডিত । ইহার অর্থ
—বস্ত্রালংকারাদির দ্বারা বিভূষিত হইয়াও তিনি কায়াদির দ্বারা ‘শমচর্য্য

‘সমং চরেয়া’, রাগাদিবৃপ্সমেন ‘সন্তো’ ইন্দ্রিয়দমনেনা
 ‘দন্তো’ চতুমঙ্গলনয়মেন ‘নয়তো’ সেট্ঠচরিয়য়া ‘ব্রহ্মচারী’
 কায়দন্ডাদীনং ওরোপিততায় ‘সব্বেসদু ভূতেসদু নিধায়
 দণ্ডং’ । সে এবরুপো বাহিতপাপন্তা ‘ব্রাহ্মণো’তিপি
 সমিতপাপন্তা ‘সমণো’তিপি ভিন্নকিলেসন্তা ‘ভিক্ষু’-
 তিপি বত্তব্বোষেবাতি ।

দেমনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসুতি ।

সন্ততিমহামত্তবখু নবমং ।

•

•

•

করেন’ রাগাদির উশশমের দ্বারা ‘শাস্ত’, ইন্দ্রিয়দমনের দ্বারা ‘দাস্ত’, অহংভ্রাণি
 চারিমাগে নিয়ত গমনহেতু তিনি ‘সদুসংঘত’, শ্রেষ্ঠচর্যার দ্বারা তিনি
 ‘ব্রহ্মচারী’, কায়দন্ডাদির রহিততার জন্য ‘সর্বভূতে তিনি হিংসারহিত’,
 পাপমলকে বাহিত বা বিধৌত করেন বলিয়া তিনি ‘ব্রাহ্মণ’, সর্বপ্রকার
 পাপকে শমিত বিদূরিত করেন বলিয়া তিনি ‘শ্রমণ’, সর্বপ্রকার ক্লেশ বা
 কলুষতাকে ধ্বংস করেন বলিয়া তিনি ‘ভিক্ষু’—এইরূপ জানিতে হইবে ।

দেমনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ সন্ততি মহামাত্যের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

পিলোতিকঠিস্থেববখু । ১০

‘হীরীনিসেধো’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
পিলোতিকথেবং আরব্ভ কথেসি ।

একস্মিণ্ণহি সময়ে আনন্দথেবো একং পিলোতিকথংড-
নিবথং কপালং আদায় ভিক্খায় চরন্তং দারকং দিম্বা
‘কিং তে এবং বিচরিত্বা জীবনতো পম্বজ্জা ন উত্তরিতরা’তি
বত্ত্বা, ‘ভন্তে, কো মং পম্বাজেস্সতী’তি বুদ্ধে, ‘অহং পম্বা-
জেস্সামী’তি তং আদায় গন্ত্বা সহসা ন্হাপেত্ত্বা কম্মট্ঠানং
দত্ত্বা পম্বাজেস্সি । তণ্ড পন নিবথাপিলোতিকথংডং পসারেত্ত্বা
ওলোকেন্তো পরিস্সাবনকরণমত্তম্পি গয়্হুপগং কণ্ঠ
পদেসং অদিম্বা কপালেন সন্ধিং একিস্সা রুদ্ধক্সাথায়
ঠপেসি । সো পম্বাজিত্বা লদ্ধুপসম্পদো বুদ্ধানং উম্পন্নলাভ-

•

•

•

পিলোতিক ঠিস্য স্থবিরের উপাখ্যান । ১০ ।

‘হী-নিষেধ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে পিলোতিক
ঠিস্য স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একসময় আনন্দ স্থবির দেখিলেন ছিন্নবস্ত্রখণ্ড পরিহিত একটি বালক
কপাল বা ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষা করিতেছে । তাহাকে দেখিয়া তিনি
জিজ্ঞাসা করিলেন—‘এইভাবে তোমার জীবনধারণ অপেক্ষা প্রব্রজ্যা শ্রেয়ঃ নহে
কি ?’ ‘ভন্তে, কে আমাকে প্রব্রজ্যা দিবেন ?’ ‘আমি তোমাকে প্রব্রজিত
করিব’ বলিয়া তাহাকে লইয়া ষাইয়া স্বহস্তে স্নান করাইয়া ‘কম’স্থান’ দিয়া
প্রব্রজিত করিলেন । প্রব্রজিত হইয়া সেই বালক পূর্বের ছিন্ন পরিধেয়
বস্ত্রখণ্ডটি প্রসারিত করিয়া দেখিল যে তাহাতে এমন কোন অংশ নাই
যদ্বারা জলছাঁকনিও করা ষাইতে পারে । তখন সে তাহার পূর্বের ভিক্ষা-
পাত্র সহ সেই ছিন্নবস্ত্রখণ্ড একটি বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখিল । সে
প্রব্রজিত হইয়া এবং উপসম্পদা লাভ করিয়া বৃদ্ধগণের জন্য উৎপন্ন লাভ-

সন্ধারং পরিভুঞ্জমানো মহংঘানি চীবরানি অচ্ছাদেহা
 বিচরন্তো থূলসরীরো হুত্বা উৎকীঠিত্বা 'কিং মে জনস্স
 সন্ধাদেয়াং নিবাসেহা বিচরণেন, অন্তনো পিলোতিকমেব
 নিবাসেস্সামী'তি তং ঠানং গন্ত্বা পিলোতিকং গহেত্বা
 'অহিরিক নিল্লজ্জ এবরুপানং বথানং অচ্ছাদনট্টানং পহায়
 ইমং পিলোতিকখণ্ডং নিবাসেহা কপালহথো ভিক্খায়
 চরিতুং গচ্ছসী'তি তং আরম্মণং কত্বা অন্তনাব অন্তানং
 ওবাদি, ওবদন্তস্সেব পনস্স চিত্তং সন্নিসীদি। সো তং
 পিলোতিকং তথৈব পটিসামেহা নিবত্তিত্বা বিহারমেব
 গতো। সো কতিপাহচ্চয়েন পদুন্নপি উৎকীঠিত্বা তথৈব বত্বা
 নিবত্তি, পদুন্নপি তথৈবাতি। তং এবং অপরাপরং বিচরন্তং
 দিম্বা ভিক্খু 'কহং আবদুসো, গচ্ছসী'তি পদুচ্ছন্তি।
 সো 'আচরিয়স্স সন্তিকং গচ্ছামাবদুসো'তি বত্বা এতেনেব

*

*

*

সংকার পরিভোগ করিতে করিতে মহামূল্যবান চীবর পরিধান করিয়া বিচরণ
 করিতে করিতে স্থূলশরীর হইয়া গেল এবং উৎকীঠিত হইয়া চিন্তা করিল—
 'লোকের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত এই চীবর পরিধান করিয়া আমার লাভ কি? আমি
 নিজের ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডই পরিধান করিব'—বলিয়া সেই স্থানে যাইয়া ঐ ছিন্ন
 বস্ত্রখণ্ড লইয়া নিজেকে নিজে এইভাবে উপদেশ দিল—'অত্থীক, নিল্লজ্জ,
 এইরূপ সুন্দর আচ্ছাদনযোগ্য বস্ত্র (=চীবর) ত্যাগ করিয়া এই জীর্ণ
 বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া কপাল-হস্তে ভিক্ষার জন্য যাইতেছ?'—নিজেকে
 নিজে এইভাবে উপদেশ দান কালে তাহার চিত্ত সংস্থিত হইল। সে তখন ঐ
 জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বিহারে চলিয়া আসিল। কিছুদিন
 পরে সে আবার উৎকীঠিত হইয়া সেইভাবে নিজেকে নিজে উপদেশ দিয়া
 ফিরিয়া আসিল। তৃতীয়বারও তদ্রূপ করিল। ভিক্ষুগণ তাহাকে এইভাবে
 মাইতে এবং আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—'আবদুসো, কোথায়
 যাইতেছ?' 'আবদুসো, আমি আচার্যের নিকট যাইতেছি' বলিয়া এইভাবে

নীহারেন অন্তনো পিলোতিকথংডমেব আরম্মণং কত্বা
অন্তানং নিসেধেত্বা কতিপাহেনেব অরহন্তং পাপদুগি ।
ভিক্খু আহংসদু—‘কিং, আব্দসো, ন দানি আচরিয়স্স
সন্তিকং গচ্ছসি, ননদু অয়ং তে বিচরণমগ্গো’তি । ‘আব্দসো,
আচরিয়েন সন্ধিং সংসগ্গে সতি গতোম্হি, ইদানি পন
মে ছিন্নো সংসগ্গো, তেনস্স সন্তিকং ন গচ্ছামীতি ।
ভিক্খু তথাগতস্স আরোচেসদুং—‘ভন্তে, পিলোতিকথেরো
অণ্ডং ব্যাকরোতী’তি । ‘কিমাহ, ভিক্খবে’তি ? ‘ইদং
নাম, ভন্তে’তি । তং সদুত্বা সত্থা ‘আম, ভিক্খবে, মম
পদত্তো সংসগ্গে সতি আচরিয়স্স সন্তিকং গতো, ইদানি
পনস্স সংসগ্গো ছিন্নো, অন্তনাব অন্তানং নিসেধেত্বা অরহন্তং
পত্তো’তি বত্বা ইমা গাথা অভাসি—

‘হিরীনিসেধো পদুরিসো, কোচি লোকস্মিং বিজ্জতি ।

যো নিস্দং অপবোধেতি, অস্সো ভদ্রো কসামিব । ১৪৩ ।

*

*

*

জীর্ণবস্ত্রখণ্ডকেই ধ্যানের আলম্বন করিয়া নিজেকে শুদ্ধ করিয়া কিছুদিনের
মধ্যে অহংত্ব প্রাপ্ত হইলেন । ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আব্দসো, এখন
তুমি আচার্যের নিকট যাইতেছ না, এটা ত অস্বাভাবিক মনে হইতেছে !’
‘আব্দসো, যতদিন আচার্যের সহিত সংসর্গ ছিল গিয়াছি, এখন সংসর্গ ছিন্ন
হইয়াছে, তাই তাহার নিকট যাই না ।’ ভিক্ষুগণ ভগবানকে জানাইলেন—
‘ভন্তে, পিলোতিক স্থবির অন্য কথা বলিতেছে ।’ ‘হে ভিক্ষুগণ কি বলিতেছে ?’
‘ভন্তে, সে এইরূপ বলিতেছে ।’ ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন—‘হ্যাঁ ভিক্ষুগণ,
আমার পুত্র সংসর্গ থাকাকালীন আচার্যের নিকট যাইত, এখন তাহার সংসর্গ
ছিন্ন হইয়াছে, নিজেই নিজেকে নিষেধের দ্বারা শুদ্ধ করিয়া অহংত্ব প্রাপ্ত
হইয়াছে ।’—ইহা বলিয়া এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

‘পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি আছেন যিনি নিজেই লজ্জাবশতঃ নিষিদ্ধ
কর্ম হইতে (= অকুশল বিতর্ক হইতে) বিরত থাকেন ? যিনি সুশিক্ষিত
অশ্ব যেমন কশাঘাতের অপেক্ষা করেনা, তিনিও সেই নিন্দার উৎপত্তির
পূর্বেই অবগত হন ?’

‘অস্সো যথা ভদ্রো কসাম্ভিবিট্ঠো,
 আতাপিনো সংবোগিনো ভবাত্থ ।
 সদ্ধায় সীলেন চ বীরিয়েন চ,
 সমাধিনা ধম্মবিনিচ্ছয়েন চ ।
 সম্পন্নবিজ্জাচরণা পতিস্সতা,
 জহিস্সথ দ্ধুচ্ছমিদং অনম্পক’ন্তি । ১৪৪ ।

তথ অন্তো উম্পন্নং অকুসলবিতক্কং হিরিয়া নিসেধেতীতি
 ‘হিরীনিসেধো’ । ‘কোচি লোকস্মি’ন্তি এবরূপো পদুগলো
 দুল্লভো, কোচিদেব লোকস্মিং ‘বিজ্জতি’ । ‘যো নিন্দ’ন্তি
 অম্পমন্তো সমগধম্মং করোন্তো অন্তনো উম্পন্নং নিন্দং
 অপহরন্তো বদ্ব্যতীতি ‘অপবোধেতি’ । ‘কসাম্ভিবা’তি
 যথা ‘ভদ্রো অস্সো’ অন্তনি পতমানং কসং অপহরতি, অন্তনি
 পতিতুং ন দেতি । যো এবং নিন্দং অপবোধেতি, সো
 দুল্লভোতি অথো ।

দুত্তিয়গাথায় অয়ং সংখপথো—‘ভিক্খবে, যথা ‘ভদ্রো

*

*

*

‘কশাহত শিক্ষিত অশ্বের ন্যায় তোমরা ক্ষিপ্ত ও তেজস্বী হইবে । শ্রদ্ধা,
 শীল, বীর্য, সমাধি, ধর্মবিানশ্চয় দ্বারা বিদ্যাচরণ ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া
 তোমরা এই দ্বঃখরাশি অতিক্রম কর ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ১৪৩-১৪৪ ।

অম্বয় : চিন্তাভ্যন্তরে উৎপন্ন অকুশলবিতর্কে হ্রীর দ্বারা নিষিদ্ধ করে
 বলিয়া ‘হ্রীনিসেধ’ । ‘জগতে কেহ’ অর্থাৎ এইরূপ ব্যক্তি দুল্লভ জগতে এইরূপ
 ব্যক্তি কেহ আছে কি ? ‘যে নিন্দাকে’ অর্থাৎ অপমত্ত হইয়া সমগধর্ম পালন
 করা কালে নিজের নিন্দা উৎপন্ন হইবার পূর্বেই অবগত হয় । ‘কশার
 ন্যায়’ অর্থাৎ ভদ্র অশ্ব যেমন নিজের উপর কশাঘাত পতিত হইতে দেয়
 না । যে এইভাবে পূর্ব হইতেই নিন্দাকে অবগত হয়, সেইরূপ ব্যক্তি দুল্লভ
 ইহাই অর্থ ।

দ্বিতীয় গাথার ইহাই সংক্ষেপার্থ :

—‘হে ভিক্ষুগণ, ভদ্র অশ্ব যেমন প্রমাদগ্রস্ত হইলে কশাহত হয়, আমিও

অস্মৈ' পসাদমাগম্ম কসায় নিবিটঠো, অহম্পি নাম কসায়
 পহটো'তি অপরভাগে আতম্পং করোতি, এবং তুম্হেপি
 'আতাপিনো সংবেগিনো ভবথ', এবংভূতা লোকিয়-
 লোকুত্তরায় দুবিধায় 'সদ্ধায়' চ চতুপারিসদ্বিন্দিসীলেন চ
 কায়িকচেতসিকবীরিয়েন চ অট্টসমাপত্তিসমাদিনা চ
 কারণাকারণজাননলক্ষণেন 'ধম্মবিনিচ্ছয়েন' চ সমন্বাগতা
 হুত্তা তিস্সন্নং বা অট্টন্নং বা বিজ্ঞানং, পঞ্চদসন্নং
 চরণানং সম্পত্তিয়া 'সম্পন্নবিজ্ঞাচরণা'। উপট্ঠিতসতিতায়
 'পতিস্সতা' হুত্তা ইদং অনম্পকং বট্টদুক্ষং পজ্জহিস্সথাতি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসদতি ।

পিলোতিকতিস্সথেরবথু দসমং

*

*

*

তদ্রূপ চিন্তকলুষের দ্বারা আহত' এই মনে করিয়া ভিক্ষু যেমন উদ্যোগী হয়,
 তদ্রূপ তোমরাও 'উদ্যোগী এবং তেজস্বী' হইবে। এইরূপ হইতে পারিলে
 লৌকিক ও লোকোত্তর দ্বিবিধ 'শ্রদ্ধা' এবং চতুঃপারিশুদ্ধি শীলের দ্বারা,
 কায়িক ও চৈতসিক বীর্যের দ্বারা, অট্টসমাপত্তিসমাদির দ্বারা, কারণ-অকারণ-
 জানন-লক্ষণযুক্ত ধর্মবিনিচ্ছয়ের দ্বারা সমন্বাগত হইয়া ত্রিবিদ্যা বা অষ্টবিদ্যা
 পঞ্চদশ চরণ (= আচরণ) সম্পত্তির দ্বারা সম্পন্নবিদ্যাচরণ। উপস্থিত
 স্মৃতির দ্বারা সর্বদা স্মৃতিমান্ হইয়া এই (সংসারের) মহাদুঃখকে ত্যাগ
 করিবে ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ পিলোতিক তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

সুখসামগেরবন্ধু । ১১

‘উদকঞ্ছি নয়ন্তী’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে
বিহরন্তো সুখসামগেরং আরব্ভ কথেসি ।

অতীতস্মিঞ্ছি বারাণসিসেট্ঠিনো গন্ধকুমারো নাম
পুত্রো অহোসি । রাজা তস্স পিতারি কালকতে তং
পক্কোসাপেহা সমস্সাসেহা মহন্তেন সঙ্কারেন তস্সেব সেট্ঠ-
ঠিট্ঠানং অদাসি । সো ততো পট্ঠায় গন্ধসেট্ঠীতি
পঞ্ঞায়ি । অথস্স ভাণ্ডাগারিকো ধনগব্ভদ্বারং বিবরিহা,
‘সামি, ইদং তে এত্তকং পিতু ধনং, এত্তকং পিতামহাদীন’ন্তি
নীরিহা দস্সেসি । সো তং ধনরাসিং ওলোকেহা আহ—
‘কিং পন তে ইমং ধনং গহেহা ন গমিৎসু’তি । ‘সামি, ধনং
গহেহা গতা নাম নখি । অন্ত্রনা কতং কুসলাকুসলমেব হি
আদায় সত্তা গচ্ছন্তী’তি । সো চিন্তেসি—‘তে বালতায়

*

*

*

সুখ-শ্রামগেরের উগাখ্যান । ১১ ।

‘জলকে লইয়া যায়’ ইত্যাদি ধর্মদেগনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে
সুখ-শ্রামগেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

অতীতে বারাণসিশ্রেষ্ঠির গন্ধকুমার নামে এক পুত্র ছিল । তাহার পিতার
মৃত্যু হইলে রাজা তাহাকে ডাকাইয়া আশ্বস্ত করিয়া মহা সৎকারের সহিত
তাহাকেই শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করিলেন । ইহার পর হইতে তিনি গন্ধশ্রেষ্ঠি
নামে পরিচিত হইলেন । একদিন তাহার ভাণ্ডাগারিক ধনগব্ভদ্বার খুলিয়া
‘প্রভু, এতটা হইতেছে আপনার পিতার ধন, এইগুনি আপনার পিতামহাদির
ধন’ বলিয়া বাহির করিয়া দেখাইলেন । তিনি সেই ধনরাশি অবলোকন
করিয়া বলিলেন—‘তাহারা (মৃত্যুর সময়) এই ধন লইয়া যান নাই কেন ?’
‘প্রভু, মৃত্যুকালে কেহ ধন সঙ্গে লইয়া যায় না । সত্ত্বগণ নিজকৃত কুশল এবং
অকুশল কর্মের ফলই লইয়া যান ।’ তিনি চিন্তা করিলেন—‘তাহারা মৃত্যু-তা-

ধনং সন্ঠাপেত্বা পহায় গতা, অহং পনেতং গহেত্বাব গমিস্সামী'তি । এবং পন চিস্তেত্তো 'দানং বা দম্সামি, পূজং বা করিস্সামী'তি অচিস্তেত্বা 'ইদং সম্বং খাদিত্বাব গমিস্সামী'-তি চিস্তেসি । সো সতসহস্সং বিস্সজেত্বা ফলিকময়রং নহানকোট্ঠকং কারেসি, সতসহস্সং দত্ত্বা ফলিকময়মেব নহানফলকং, সতসহস্সং দত্ত্বা নিসীদনপল্লঙ্কং, সতসহস্সং দত্ত্বা ভোজনপাতিং, সতসহস্সমেব দত্ত্বা ভোজনট্ঠানে মণ্ডপং কারাপেসি, সতসহস্সং দত্ত্বা ভোজনপাতিয়া আসিস্তকূপধানং কারেসি, সতসহস্সেনেব গেহে সীহপঞ্জং সন্ঠাপেসি । অন্তনো পাতরাসথায় সহস্সং অদাসি, সাযম্মাসথায়পি সহস্সমেব । পূর্ণমদিবসে পন ভোজনথায় সতসহস্সং দাপেসি, তং ভত্তং ভুঞ্জনদিবসে সতসহস্সং বিস্সজেত্বা নগরং অলঙ্করিত্বা ভেরিং চরাপেসি—'গন্ধ-সেট্ঠিস্স কির ভত্তভুঞ্জন কারং ওলোকেত্তু'তি ।

*

*

*

বশতঃ ধন সংগৃহীত করিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন, আমি কিন্তু এইগুদলি লইয়াই যাইব ।' এইরূপ ভাবিয়া 'দান দিব, পূজা করিব' ইত্যাদি চিন্তা না করিয়া 'আমি এইসব ভোগ করিয়াই চলিয়া যাইব' ভাবিয়া তিনি এক লক্ষ ব্যয় করিয়া স্ফটিকময় স্নানাগার তৈয়ার করাইলেন, এক লক্ষ ব্যয় করিয়া স্ফটিকময় স্নানফলক তৈয়ার করাইলেন, এক লক্ষ ব্যয় করিয়া বসার পালংক তৈয়ার করাইলেন, এক লক্ষ ব্যয় করিয়া ভোজনপাত্র তৈয়ার করাইলেন, এক লক্ষ ব্যয় করিয়া ভোজনস্থানে মণ্ডপ তৈয়ার করাইলেন, এক লক্ষ ব্যয় করিয়া ভোজনপাত্রের জন্য অলঙ্কৃত কুশন তৈয়ার করাইলেন, এক লক্ষ ব্যয় করিয়া গৃহে সিংহপঞ্জর তৈয়ার করাইলেন । (প্রত্যহ) নিজের প্রাতরাশের জন্য এক সহস্র এবং নৈশভোজনের জন্য এক সহস্র ব্যয় করিতেন । পূর্ণিমা দিবসে ভোজনের জন্য এক লক্ষ ব্যয় করিতেন । সেই অন্ন ভোজনের দিন এক লক্ষ ব্যয় করিয়া নগর সজ্জিত করিয়া ভেরীবাদন করাইয়া জানাইতেন—'গন্ধশ্রেষ্ঠির অন্নভোজনের আড়ম্বর সকলে দেখুন ।'

মহাজনো মণ্ডাতিমণ্ডে বন্ধিত্বা সন্নিপতি । সোপি
 সতসহস্রসংঘনকে ন্হানকোট্টকে সতসহস্রসংঘনকে ফলকে
 নিসীদিদ্বা সোলসহি গন্ধোদকঘটেহি ন্হত্বা তং সীহপঞ্জরং
 বিবরিদ্বা তস্মিৎ পল্লভেক নিসীদি । অথস্স তস্মিৎ
 আসিন্তকূপধানে তং পাতিং ঠপেদ্বা সতসহস্রসংঘনকং
 ভোজনং বড্‌তেসুং । সো নাটকপরিবৃত্তো এবরুপায়
 সম্পত্তিয়া তং ভোজনং ভুঞ্জতি । অপরেণ সময়েন একো
 গামিকমন্দুস্সো অন্তনো পরিব্রজ্যাহরণথং দারুআদীনি
 যানকে পক্‌খিপিদ্বা নগরং গন্ত্বা সহায়কস্স গেহে নিবাসং
 গণ্‌হি । তদা পন পল্লমদিবসো হোতি । ‘গন্ধসেট্‌ঠিনো
 ভুজ্জনলীলং ওলোকেন্তু’তি নগরে ভেরিং চরাপেসি । অথ
 নং সহায়কো আহ—‘সম্ম, গন্ধসেট্‌ঠিনো তে ভুজ্জনলীলং
 দিট্‌ঠপদুস্স’ন্তি ? ‘ন দিট্‌ঠপদুস্সং, সম্ম’তি । ‘তেন হি
 এহি, গচ্ছাম, অয়ং নগরে ভেরী চরতি, এতস্স মহাসম্পত্তিং

*

*

*

বিশাল জনতা মণ্ড, অতিমণ্ড বান্ধিয়া সমবেত হইল । গন্ধশ্রেষ্ঠিও শত-
 সহস্র মূল্যের স্নানাগারে শতসহস্র মূল্যের ফলকে বসিয়া ষোড়শ গন্ধোদক
 কলসীর দ্বারা স্নান করিয়া সেই সিংহপঞ্জর উন্মোচন করিয়া সেই (মহার্ঘ)
 পালংকে উপবেশন করিলেন । তারপর সেই অলঙ্কৃত কুশনে (গোলাকার
 বালিশ) ভোজনপাত্র রাখিয়া শতসহস্র মূল্যের ভোজন তাহাতে পরিবেশন
 করা হইল । তিনি নৃত্যকুশলীদের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া সেই আড়ম্বরপূর্ণ
 ভোজন গ্রহণ করিতে লাগিলেন ।

অন্য এক সময়ে একজন গ্রামবাসী নিজের উপার্জনের জন্য দারু
 (= জ্বালানী) প্রভৃতি যানে করিয়া লইয়া নগরে যাইয়া বন্ধুর গৃহে অবস্থান
 করিতে লাগিল । সেইদিন ছিল পূর্ণিমা । ‘গন্ধশ্রেষ্ঠির ভোজনলীলা
 দেখুন’ বলিয়া নগরে ভেরীবাদন করা হইল । তখন বন্ধুটি তাহাকে বলিল
 —‘গন্ধশ্রেষ্ঠির ভোজনলীলা কখনও দেখিয়াছ কি ?’ ‘না বন্ধু দেখি নাই ।’
 ‘তাহা হইলে চল যাই । নগরে ভেরীবাদন করা হইতেছে । আমরা তাঁহার

পস্সামা'তি নগরবাসী জনপদবাসিং গহেত্বা অগমাসি ।
 মহাজনোপি মণ্ঠাতিমণ্ঠে অভিৰুহিষ্বা পস্সতি । গামবাসী
 ভত্তগন্ধং ঘায়িষ্বাব নগরবাসিং আহ—‘ময়্‌হং এতায় পাতিয়া
 ভত্তপিণ্ডে পিপাসা জাতা'তি । ‘সম্ম, মা এতং পথয়ি, ন
 সন্ধা লদ্ধ'ন্তি । সম্ম, অলভন্তো ন জীবিস্সামী'তি । সো
 তং পটিবাহিতুং অসক্কোন্তো পরিসপরিয়ন্তে ঠত্বা ‘পণমামি
 তে, সামী'তি তিক্‌খত্তুং মহাসন্দং নিচ্ছারেত্বা ‘কো
 এসো'তি বদন্তে ‘অহং, সামী'তি । ‘কিমেত'ন্তি । ‘অয়ং
 একো গামবাসী তুম্‌হাকং পাতিয়ং ভত্তপিণ্ডে পিপাসং
 উম্পাদেসি, একং ভত্তপিণ্ডং দাপেথা'তি । ‘ন সন্ধা লদ্ধ'ন্তি
 'কিং, সম্ম, স্দতং তে'তি ? ‘স্দতং মে, অপিচ লভন্তো
 জীবিস্সামি, অলভন্তস্স মে মরণং ভবিস্সতী'তি । সো
 পদুনপি বিরবি—‘অয়ং কির, সামি, অলভন্তো মরিস্সতি,

*

*

*

মহাসম্পত্তি (আড়ম্বরপূর্ণ ভোজন) দর্শন করিব’—এই বলিয়া নগরবাসী
 গ্রামবাসীকে সঙ্গে লইয়া চলিল । বিশাল জনতা মণ্ঠে অতিমণ্ঠে উঠিয়া
 ভোজনদৃশ্য দেখিতে লাগিল । গ্রামবাসী ভাতের গন্ধ আঘাণ করিয়াই
 নগরবাসীকে বলিল—‘তাহার ভোজনপাত্রে প্রদত্ত ভাতের পিণ্ডের প্রতি আমার
 লোভ হইয়াছে ।’ ‘বন্ধু, এইরকম আশা করিও না, পাওয়া সম্ভব নহে ।’
 ‘বন্ধু, আমি না পাইলে বাঁচিব না ।’ সে তাহাকে থামাইতে না পারিয়া
 পরিষদের প্রাস্তে দাঁড়াইয়া তিনবার ‘প্রভু, প্রণাম’ বলিয়া মহাশব্দ করিল ।
 ‘তুমি কে ?’ জিজ্ঞাসা করিলে বলিল ‘প্রভু, আমি ।’ ‘কী চাই ?’ ‘প্রভু এই
 একজন গ্রামবাসী । আপনার ভোজনপাত্রের ভাতের পিণ্ডের প্রতি তাহার
 লোভ উৎপন্ন হইয়াছে । প্রভু, একটা পিণ্ড তাহাকে দিন ।’ ‘না, সম্ভব
 নহে ।’ ‘বন্ধু, শুনিলে ত ?’ ‘শুনিনিয়ারছি, কিন্তু পাইলে বাঁচিব, না পাইলে
 আমার মৃত্যু নিশ্চিত ।’ বন্ধুটি আবার উচ্চৈঃস্বরে বলিল—‘প্রভু, না পাইলে
 এই ব্যক্তি মরিয়া যাইবে । তাহার জীবন দান করুন ।’ ‘ওহে, একটি

জীবিতমস্স দেথা'তি । 'অম্ভো, ভত্তপিম্ভো নাম সতম্পি
অম্বতি, সতদ্বরম্পি অম্বতি । যো যো ষাচতি, তস্স
তস্স দদমানো অহং কিং ভুঞ্জিস্সামী'তি ? 'সামি, অয়ং
অলভন্তো মরিস্সতি, জীবিতমস্স দেথা'তি । 'ন সন্ধাব
মুধা লঙ্কং, যদি পন অলভন্তো ন জীবতি, তীণি
সংবচ্ছরানি মম গেহে ভতিং করোতু, এবমস্স ভত্তপাতিং
দাপেস্সামী'তি । গামবাসী তং সদ্ধা 'এব হোতু, সম্মা'
তি সহায়কং বহা পদন্তদারং পহায় 'ভত্তপাতিঅথায় তীণি
সংবচ্ছরানি ভতিং করিস্সামী'তি সেট্ঠিস্স গেহং পার্বিসি ।
সো ভতিং করোন্তো সৰ্ব্বকিচ্চানি সৰুচং অকাসি । গেহে
বা অরঞ্ঞে বা রত্তিং বা দিবা বা সৰ্ব্বানি কত্তব্বকম্মানি
কতানেব পঞ্ঞায়িসু । 'ভত্তভতিকো'তি চ বদন্তে
সকলনগরেপি পঞ্ঞায়ি । অথস্স দিবসে পরিপদন্তে
ভত্তবেয়াবটিকো 'ভত্তভতিকস্স, সামি, দিবসো পদন্তো,

*

*

*

পিম্ভের মূল্য একশতও হইতে পারে, দ্বিশতও হইতে পারে । যে যাহা চায়,
তাহাকে তা প্রদান করিলে আমি কি ভোজন করিব ?' 'প্রভু, না পাইলে
এই ব্যক্তির মৃত্যু সন্নিশ্চিত । আপনি তাহার জীবন দান করুন ।' 'বিনা-
মূল্যে দেওয়া সম্ভব নহে । যদি না পাইলে তাহার মৃত্যু হয়, তাহা 'হইলে
তিন বৎসর আমার গৃহে ভূত্যের কাজ করুক । তাহা হইলে সে আমার
ভোজন লাভ করিবে ।' গ্রামবাসী এই কথা শুনিলে 'বন্ধু, তাহাই হউক'
বলিয়া স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া 'শ্রোষ্ঠির ভোজন লাভ করিবার জন্য তিন বৎসর
ভূত্যাগিরি করিব' বলিয়া শ্রোষ্ঠির গৃহে প্রবেশ করিল । সে ভূত্যের কাজ
করা কালে সমস্ত কাজ সাদরে সম্পূর্ণ করিত । গৃহে বা অরণ্যে, দিনে বা
রাত্রে সমস্ত কৰ্তব্যকৃত সূচারূপে সম্পন্ন করিত । নগরের সর্বত্র সে 'ভাতের
ভূতা' বলিয়া পরিচিত হইল । যখন তাহার দিন পূর্ণ হইল ভাতের
ব্যবস্থাপক প্রভুকে গিয়া বলিল—'প্রভু, ভাতের ভূত্যের দিন পূর্ণ হইয়াছে ।

দুষ্করং তেন কতং তীর্ণং সংবচ্ছরানি ভতিং করোন্তেন,
একস্পি কস্মৎ ন কোপিতপদ্বব'ন্তি আহ ।

অথস্স সেট্ঠি অন্তনো সায়পাতরাসথায় দে সহস্সানি,
তস্স পাতরাসথায় সহস্সন্তি, তীর্ণং সহস্সানি দাপেত্বা
আহ—‘অজ্জ ময়'হং কত্তব্বং পরিহারং তস্সেব করোথা'তি ।
বহ্বা চ পন ঠপেত্বা একং চিস্তামণিং নাম পিয়ভরিয়ং
অবসেসজ্জনস্পি ‘অজ্জ তমেব পরিবারেথা'তি বহ্বা সব্ব-
সম্পত্তিং তস্স নিয়্যাদেসি । সো সেট্ঠিনো ন'হানোদকেন
তস্সেব নিবাসনসাটকে নিবাসেত্বা তস্সেব পল্লঙ্কে নিসীদি ।
সেট্ঠিপি নগরে ভেরিং চরাপেসি—‘ভত্তভতিকো গন্ধ-
সেট্ঠিস্স গেহে তীর্ণং সংবচ্ছরানি ভতিং কত্বা পাতিং লভি,
তস্স ভুজ্জনসম্পত্তিং ওলোকেন্তু'তি । মহাজনো
মণ্ণাতিমণ্ণে অভিৰু'হিত্বা পস্সতি, গামবাসিস্স ওলোকি-

*

*

*

তিন বৎসর ধরিয়া সে দুষ্কর কর্মের দ্বারা ভূত্যের কাজ সম্পূর্ণ করিয়াছে ।
কোন একটি কাজও তাহার দ্বারা অসম্পূর্ণ থাকে নাই ।’

তখন শ্রোষ্ঠি তাঁহার নিজের প্রাতরাশ ও নৈশভোজনের জন্য দুই সহস্র,
ঐ ব্যক্তির প্রাতরাশের জন্য এক সহস্র—মোট তিন সহস্র দিয়া বলিলেন—
‘আমার জন্য তোমরা যাহা যাহা কর, অদ্য তাহার জন্যই করিবে ।’ এই কথা
বলিয়া তিনি কেবলমাত্র চিস্তামণি নামক প্রিয়ভাষাকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট
স্ত্রীলোকদের বলিলেন—‘অদ্য তোমরা তাহারই মনোরঞ্জন করিবে ।’ এবং সমস্ত
ভোগ্য তাহাকে প্রদান করিলেন । সে শ্রোষ্ঠির স্নানোদকের দ্বারা শ্রোষ্ঠির
স্নানাগারে শ্রোষ্ঠির ফলকে উপবেশন করিয়া স্নান করিয়া তাঁহারই পরিধেয়
বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহারই পালংকে উপবেশন করিলেন । শ্রোষ্ঠিও নগরে
ভেরীবাদন করাইলেন—‘ভত্তভতিক গন্ধশ্রোষ্ঠির গৃহে তিন বৎসর ভূত্যাগির
করিয়া ভক্তপাতি লাভ করিয়াছে । তাহার ভোজনসম্পত্তি দর্শন করুন ।’ বহু
মনুষ্য মণ্ড, অতিমণ্ডে আরোহণ করিয়া দেখিতে লাগিল । সেই গ্রামবাসী

তোলোকিতট্টানং কম্পনাকারম্পত্তং অহোসি । নাটকা পরিবারেয়া অট্টংসদু, তস্ম পদুরতো ভত্তপাতিং বড্ঢেয়া ঠপয়িংসদু । অথস্ম হথধোবনবেলায় গন্ধমাদনে একো পচ্ছেকবদ্বন্ধো সত্তমে দিবসে সমাপত্তিতো বদুট্টায় ‘কথ ন্দু থো অজ্জ ভিক্খাচারথায় গচ্ছামী’তি উপধারেস্তো ভত্তভতিকং অদ্দস । অথ সো ‘অয়ং তীণং সংবচ্ছরানি ভতিং কহা ভত্তপাতিং লভি, অথি ন্দু থো এতস্ম সদ্ধা, নথী’তি উপধারেস্তো “অথী”তি এত্বা “সদ্ধাপি একচে সঙ্গহং কাতুং ন সঙ্কোন্তি, সক্খিস্সতি ন্দু থো মে সঙ্গহং কাতু”ন্তি চিস্তেয়া ‘সক্খিস্সতি চেব মম চ সঙ্গহকরণং নিস্সায় মহাসম্পত্তিং লভিস্সতী’তি এত্বা চীবরং পারদুপিয়া পত্তমাদায় বেহাসং অব্ভুগন্ত্বা পরিসন্তরেন গন্ত্বা তস্ম পদুরতো ঠিতমেব অন্তানং দস্সেসি ।

*

*

*

যেদিকেই অবলোকন করিল সেই দিকই কম্পমান অনুভূত হইল । স্ত্রীলোকেরা তাহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল । তাহার সম্মুখে ভত্তপাতি (=অন্নপাতি) পরিবেশিত হইল । (আহার গ্রহণের পূর্বে) তাহার হস্ত প্রক্ষালনের সময় গন্ধমাদন পর্বতের একজন প্রত্যেকবদ্বন্ধ সপ্তম দিবসে ধ্যান-সমাপত্তি হইতে উঠিয়া ‘অদ্য কোথায় ভিক্ষাচরণের জন্য যাইব’ ভাবিয়া ভত্তভতিককে দেখিতে পাইলেন । তারপর চিন্তা করিলেন—‘তিন বৎসর ভূত্যাগিরি করিয়া ভত্তপাতি লাভ করিয়াছে । তাহার শ্রদ্ধা আছে, কি নাই ?’ ‘আছে’ জানিয়া আবার চিন্তা করিলেন—‘অনেকের শ্রদ্ধা থাকিলেও প্রদর্শন করিতে চাহেন না, এই ব্যক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে ত ?’ দেখিলেন যে সে শ্রদ্ধা অবশ্যই প্রদর্শন করিবে এবং ইহার দ্বারা সে মহাসম্পত্তি লাভ করিবে । ইহা জানিয়া বহির্বাস চীবর পরিধান করিয়া পাত্র লইয়া আকাশে উখিত হইয়া পরিষদের মধ্যে অবতরণ করিয়া ভত্তভতিকের নিকট নিজেই প্রদর্শিত করিলেন ।

সো পক্ষেবদ্বন্ধং দিস্বা চিস্তেসি—‘অহং পদ্বন্ধে অদিস্বাভাবেন
 একিস্সা ভত্তপাতিয়া অথায় তীণি সংবচ্ছরানি পরগেহে
 ভাতিং অকাসিং, ইদানি মে ইদং ভত্তং একং রান্তিন্দিবং
 রক্থেয়া, সচে পন নং অয়্যস্স দস্সামি, অনেকানিপি
 কম্পকোটিসহস্সানি রক্থিস্সতি, অয়্যস্সেব নং
 দস্সামী’তি সো তীণি সংবচ্ছরানি ভাতিং কহা লদ্ধভত্ত-
 পাতিতো একপিণ্ডম্পি মূখে অট্টপেহা তণ্হং বিনোদেহা
 সয়মেব পাতিং উক্থিপিহা পক্ষেবদ্বন্ধস্স সান্তিকং গন্ত্বা
 পাতিং অণ্ণস্স হথে দহা পণ্ণপতিট্ঠিতেন বিন্দিত্বা
 পাতিং বামহথেন গহেহা দক্থিগহথেন তস্স পত্তে ভত্তং
 আকিরি। পক্ষেবদ্বন্ধো ভত্তস্স উপড্ঢসেসকালে পত্তং
 হথেন পিদিহি। অথ নং সো আহ—‘ভন্তে, একোব
 পটিবিসো ন সকা দ্বিধা কাতুং, মা মং ইধলোকেন সঙ্গংহথ,
 পরলোকেন সঙ্গহমেব করোথ, সাবসেসং অকহা নিরবসে-

*

*

*

সে প্রত্যেকবদ্বন্ধকে দেখিয়া চিস্তা করিল—‘পূর্বে দান করি নাই বলিয়া
 একটি ভত্তপাতির জন্য তিন বৎসর পরগেহে ভূত্যের কাজ করিয়াছি। এখন
 এই অন্ন আমাকে একদিন রক্ষা করিবে। যদি আমি ইহা আৰ্ষ (প্রত্যেকবদ্বন্ধ)কে
 দান করি তাহা হইলে এই দান আমাকে অনেক সহস্র কোটি কম্প রক্ষা
 করিবে। অতএব আৰ্ষকেই আমি ইহা দান করিব।’ সে তিন বৎসর ভূত্যের
 কাজ করিয়া লব্ধ ভত্তপাতি হইতে একটি পিণ্ডও মূখে স্থাপন না করিয়া
 তৃষ্ণাকে সংযত করিয়া নিজেই পাতি তুলিয়া লইয়া প্রত্যেকবদ্বন্ধের নিকট
 যাইয়া পাতিটি অন্যের হাতে রাখিয়া পণ্ণপ্রতিষ্ঠিতের দ্বারা তাঁহাকে বন্দনা
 করিয়া বামহস্তে পাতি ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে তাঁহার পাশ্রে ভিক্ষান্ন প্রদান করিল।
 প্রত্যেকবদ্বন্ধ পাতির অন্ন অর্ধপরিমাণ হইলে নিজের হাত দিয়া পাত্র ঢাকিয়া
 দিলেন। তখন সে বলিল—‘ভন্তে, একটি অংশকে দইভাগে ভাগ করা যায়
 না। আমাকে ইহজন্মের জন্য অনগ্রহ করিবেন না, পরলোকের জন্য
 অনগ্রহ করুন। সাবশেষ না করিয়া নিরবশেষ করিয়াই প্রদান করিব।’

সমেব দম্মসামী'তি । অন্তনো হি থোকম্পি অনবসেসেত্বা
 দিম্নং নিরবসেসদানং নাম, তং মহপ্ফলং হোতি । সো
 তথা করোন্তো সত্ত্বং দত্ত্বা পদ্বন বন্দিদ্বা আহ—‘ভন্তে, একং
 ভত্তপাতিং নিম্মসায় তীণি সংবচ্ছরানি মে পরগেহে ভীতিং
 করোন্তেন দ্বক্খং অনদ্বভূতং, ইদানি মে নিব্বত্তানিব্বত্তট্ঠানে
 সদ্ধমেব হোতু, তুম্হেহি দিট্ঠধম্মসেসব ভাগী অস্স'ন্তি ।
 পচ্চেকবদ্বক্কো ‘এবং হোতু, চিন্তামণি বিয় তে সত্ত্বকামদদো
 মনোসংকম্পা পদ্বল্লচন্দো বিয় পদ্বরেন্তু'তি অনদ্বমোদনং
 করোন্তো—

‘ইচ্ছিতং পথিতং তুয়'হং, সত্ত্বমেব সমিচ্ছাতু ।

সত্ত্বে পদ্বরেন্তু সৎকম্পা, চন্দো পন্নরসো যথা ॥

‘ইচ্ছিতং পথিতং তুয়'হং, থিম্পমেব সমিচ্ছাতু ।

সত্ত্বে পদ্বরেন্তু সৎকম্পা, মণি জ্যোতিরসো যথা'তি ॥

*

*

*

নিজের জন্য কিছই না রাখিয়া যে নিরবশেষ দান করা হয় তাহা মহাফলদায়ী
 হয় । সে তাহাই করিয়া সমস্ত দান দিয়া পদ্বনরায় বন্দনা করিয়া বলিল—
 ‘ভন্তে, একটিমাত্র ভত্তপাতির জন্য তিন বৎসর ভূত্যের কাজ করিয়া (অনেক)
 দ্বঃখ অনদ্বভব করিয়াছি, এখন হইতে জন্মজন্মান্তরে আমার যেন সদ্ধই হয়,
 আপনি যে ধর্ম দর্শন করিয়াছেন (অর্থাৎ নিব্বাণধর্ম), আমিও যেন তাহার
 ভাগী হইতে পারি ।’ প্রত্যেকবদ্বক্ক ‘তাহাই হউক । চিন্তামণির ন্যায়
 তোমার সমস্ত ইচ্ছা পদ্বর্ণ হউক, পদ্বর্ণচন্দ্রের ন্যায় তোমার সমস্ত মনঃসংকল্প
 পদ্বর্ণ হউক’—এই বলিয়া অনদ্বমোদম করা কালে দ্বইটি গাথা ভাষণ
 করিলেন—

‘তোমার যাহা কিছই ইচ্ছা সমস্তই পদ্বর্ণ হউক । পদ্বর্ণচন্দ্রের ন্যায় তোমার
 সমস্ত সংকল্প পদ্বর্ণ হউক ।’

‘তোমার যাহা কিছই ইচ্ছা সমস্তই পদ্বর্ণ হউক । জ্যোতিরস মণির ন্যায়
 তোমার সমস্ত সংকল্প পদ্বর্ণ হউক ।’—ইহা ভাষণ করিয়া—‘এই সকল

বহু ‘অয়ং মহাজনো যাব গন্ধমাদনপব্বতগমনা মং পস্সন্তো তিট্ঠতু’তি অধিট্ঠায় আকাসেন গন্ধমাদনং অগমাসি ।

মহাজনোপি নং পস্সন্তোব অট্ঠাসি । সো তথ গন্ত্বা তং পিণ্ডপাতং পণ্ডসতানং পচ্ছেকবুদ্ধানং বিভাজিত্বা অদাসি । সবে অন্তনো পহোনকং গণ্হিংসু । ‘অপ্পো পিণ্ডপাতো কথং পহোসী’তি ন চিন্তেতব্বং । চত্তারি হি অচিন্তেয়্যানি বদন্তানি, তদ্বায়ং পচ্ছেকবুদ্ধাবিসযোতি । মহাজনো পচ্ছেকবুদ্ধানং পিণ্ডপাতং বিভাজিত্বা দিয়্যমানং দিম্বা সাধুকারসহস্সানি পবত্তেসি, অসনিসতনিপাকসম্মো বিয় অহোসি । তং সদুত্ত্বা গন্ধসেট্ঠি চিন্তেসি—

‘ভত্তভতিকো ময়া দিনসম্পত্তিং ধারেতুং নাসক্খি মঞ্ণে, তেনায়ং মহাজনো পরিহাসং করোস্তো সন্নিপতিতো

*

*

*

মনুষ্য যতক্ষণ না আমি গন্ধমাদন পর্বতে ফিরিয়া যাই আমাকে যেন দেখিতে পায়’—এই অধিষ্ঠান করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশপথে গন্ধমাদনে চলিয়া গেলেন ।

বিশাল জনতা দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল । তিনি (প্রত্যেকবুদ্ধ) সেখানে যাইয়া সেই পিণ্ডপাত পণ্ডশত প্রত্যেকবুদ্ধকে ভাগ করিয়া দিলেন । সকলেই ঐ পিণ্ডপাতের অংশ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত সহকারে ভোজন করিলেন । ‘অল্প পিণ্ডপাত কিভাবে (সকলের জন্য) যথেষ্ট হইল’ তাহা চিন্তা করা উচিত নহে । চারি প্রকার অচিন্তেয়্যের কথা উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রত্যেকবুদ্ধ বিষয় একটি । জনতা প্রত্যেকবুদ্ধগণের নিকট পিণ্ডপাত বিভাজন করিয়া দিতে দেখিয়া সহস্র সহস্রবার সাধুবাদ দিলেন । ঐ সাধুবাদ অশনিশতনিপাত শব্দের ন্যায় নিনাদিত হইল । ইহা শ্রুনিয়া গন্ধশ্রেষ্ঠি চিন্তা করিলেন—‘মনে হইতেছে ভক্তভৃতিক মৎপ্রদত্ত সম্পত্তি ধারণে অক্ষম হইয়াছে । তাই উপস্থিত জনতা পরিহাস সহকারে উচ্চশব্দ করিতেছে ।’

নদতী'তি । সো তম্পবত্তিজনানখং মনুস্সে পেসেসি ।
 তে আগন্হা 'সম্পত্তিধারকা নাম, সামি, এবং হোন্তু'তি
 বহা তং পবত্তিং আরোচেসুং । সেট্ঠি তং সুহাব
 পণ্ডবল্লায় পীতিয়া ফুট্ঠসরীরো হুহা 'অহো দ্বক্করং তেন
 কতং, অহং এত্তকং কালং এবরুপায় সম্পত্তিয়া ঠিতো
 কিণ্ডি দাতুং নাসক্খ'ন্তি তং পক্কোসাপেহা 'সচ্চং কির
 তয়া ইদং নাম কত'ন্তি পচ্ছিহা 'আম, সামী'তি বুদ্ধে,
 'হন্দ, সহস্সং গহেহা তব দানে ময়'হম্পি পত্তিং দেহী'তি
 আহ । সো তথা অকাসি । সেট্ঠিপিস্স সন্ধং অন্তনো
 সন্তকং মজ্জা ভিন্দিহা অদাসি ।

চতস্সো হি সম্পদা নাম—বত্থুসম্পদা, প্রত্যয়সম্পদা, চেতনা-
 সম্পদা, গুণাতিরেকসম্পদাতি । তথ নিরোধসমাপত্তিরহো
 অরহা বা অনাগামী বা দক্খিণেয়্যা বত্থুসম্পদা নাম ।

*

*

*

তিনি প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন । তাহারা ফিরিয়া
 আসিয়া 'প্রভু সম্পত্তিধারকগণের এইরূপই হওয়া উচিত' বলিয়া সমস্ত ঘটনা
 জানাইল । তিনি তাহা শ্রুতিবামাত্রই তাহার শরীর পণ্ডবর্ণ প্রীতির দ্বারা
 রোমাঞ্চিত হইল । তিনি 'সে দ্বক্কর কর্ম' করিয়াছে, আমি এতকাল এইরূপ
 সম্পত্তি লাভ করিয়াও কিছুই দান করিতে পারি নাই' চিন্তা করিয়া তাহাকে
 ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'সত্যিই কি তুমি এইরূপ করিয়াছ ?'

'হ্যাঁ প্রভু ।'

'তুমি আরও সহস্র লইয়া তোমার দানের অংশ আমাকে দাও ।' সে
 তাহাই করিল । শ্রেষ্ঠিও নিজের সমস্ত কিছু দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ
 তাহাকে দিলেন ।

চারি প্রকার সম্পদ আছে—বত্থুসম্পদ, প্রত্যয়সম্পদ, চেতনাসম্পদ এবং
 গুণাতিরেকসম্পদ ! ইহার মধ্যে নিরোধসমাপত্তি হইতে উৎপন্ন অহং বা
 অনাগামী 'বত্থুসম্পদ' লাভের যোগ্য । ধর্ম ও শমগুণের দ্বারা প্রত্যয়সমূহের

পচ্চয়ানং ধম্মেন সমেন উম্পত্তি পচ্চয়সম্পদা নাম । দানতো
 পুবে দানকালে পচ্ছা ভাগেতি তীসু কালেসু চেতনায়
 সোমনসসহগতএগণসম্পযুত্তভাবো চেতনাসম্পদা নাম ।
 দক্খিণেয়্যস্স সমাপত্তিতো বদুট্ঠিতভাবো গুণাতিরেক-
 সম্পদা নামাতি । ইমস্স চ খীণাসবো পচ্চেকবদুত্তো
 দক্খিণেয়্যো, ভিত্তি কহা লদ্ধভাবেন পচ্ছয়ো ধম্মতো
 উম্পন্নো, তীসু কালেসু পরিসুদ্ধা চেতনা, সমাপত্তিতো
 বদুট্ঠিতমত্তো পচ্চেকবদুত্তো গুণাতিরেকোতি চতস্সোপি
 সম্পদা নিপ্পন্না । এতাসং আনুভাবেন দিট্ঠেব ধম্মে
 মহাসম্পত্তিং পাপুণন্তি । তস্মা সো সেট্ঠিনো সন্তিকা
 সম্পত্তিং লভি । অপরভাগে চ রাজাপি ইমিনা কতকম্মং
 সুহা তং পক্কোসাপেহা সহস্সং দহা পত্তিং গহেহা তুট্ঠ-
 মানসো মহন্তং ভোগক্খন্ধং দহা সেট্ঠিট্ঠানং অদাসি ।
 ভত্তভতিকসেট্ঠীতিস্স নামং অকাসি । সো গন্ধসেট্ঠিনা

*

*

*

উৎপত্তিই ‘প্রত্যয়সম্পদ’ । দান দিবার পূর্বে, দান দিবার সময়ে এবং দান
 দিবার পরে—এই ত্রিকালে চেতনার যে সোমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত ভাব
 তাহাই ‘চেতনাসম্পদ’ । দক্ষিণাহ’ ব্যক্তির নিরোধসমাপত্তি হইতে যে উৎখিত-
 ভাব তাহাই ‘গুণাতিরেকসম্পদ’ । এই ব্যক্তির নিকট ক্ষীণাস্রব প্রত্যেকবদুত্ত
 দক্ষিণাহ’ । ভূত্যাগিরি করিয়া লব্ধ প্রত্যয়সামগ্রী তাহার নিকট ধর্ম-উপায়েই
 উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার চেতনা ত্রিকালেই পরিশুদ্ধ ছিল । নিরোধসমাপত্তি
 হইতে উৎখিতমাত্র প্রত্যেকবদুত্তকে লাভ করা গুণাতিরেক—এইভাবে তাহার
 নিকট চারিপ্রকার সম্পদ উৎপন্ন হইয়াছিল । ইহাদের প্রভাবে দাতাগণ
 ইহজন্মেই মহাসম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন । সেইজন্য উক্ত ব্যক্তি শ্রেষ্ঠির
 নিকট মহাসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল । অন্যদিকে রাজাও তাহার কৃতকর্মের
 কথা শুনিয়া তাহাকে ডাকাইয়া এক সহস্রের বিনিময়ে পাণ্ড গ্রহণ করিয়া
 সানন্দে মহা ভোগস্কন্ধ তাহাকে প্রদান করিয়া শ্রেষ্ঠিস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ।
 তাহার নাম রাখিলেন ভত্তভতিকশ্রেষ্ঠি । তিনি গন্ধশ্রেষ্ঠির সহিত একত্রে পান-

সন্ধিং সহায়ো হুত্বা একতো খাদন্তো পিবন্তো যাবতায়দুকং
 ঠত্বা ততো চুতো দেবলোকে নিব্বত্তিত্বা একং বুদ্ধান্তরং দিব্-
 সম্পত্তিং অনুভবিত্বা ইমস্মিং বুদ্ধপাদে সারথিয়ং সারি-
 পদন্তথেরস্পট্টাককুলে পটিসন্ধিং গণ্হি। অথস্স মাতা
 লন্ধগত্তপরিহারা কতিপাহচ্চয়েন ‘অহো বতাহং পণ্ডসতেহি
 ভিক্খুহি সন্ধিং সারিপদন্তথেরস্স সতরসভোজনং দত্বা
 কাসায়বথানিবথা সুবল্লসরকং আদায় আসনপরিয়ন্তে
 নিসিন্না তেসং ভিক্খুনং উচ্ছিট্টাবসেসকং পরিভুজেয়া’ন্তি
 দোহলিনী হুত্বা তথৈব কত্বা দোহলং পটিবিনোদেসি। সা
 সেসমঙ্গলেসদুপ তথারূপমেব দানং দত্বা পদন্তং বিজায়িত্বা
 নামগ্গহণদিবসে ‘পদন্তস্স মে, ভন্তে, সিক্খাপদানি দেথা’তি
 থেরং আহ। থেরো ‘কিমস্স নাম’ন্তি পদচ্ছি। ‘ভন্তে,
 পদন্তস্স মে পটিসন্ধিগ্গহণতো পট্টায় ইমস্মিং গেহে
 কস্সচি দদুখং নাম ন ভূতপদ্বং, তেনেবস্স সুখকুমারো-

*

*

*

ভোজন করিয়া যতদিন আয়ু ততদিন থাকিয়া চ্যুত হইয়া দেবলোকে উৎপন্ন
 হইয়া এক বুদ্ধান্তর কাল দিব্যসম্পত্তি ভোগ করিয়াছিলেন এবং বর্তমান
 বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে শারিপদন্ত স্থবিরের সেবককুলে প্রতিসন্ধি গ্রহণ
 করিলেন। অনন্তর গর্ভ রক্ষা করিবার কিছুদিন পরে তাঁহার মাতার এই
 প্রকার দোহদ উৎপন্ন হইল—‘অহো, আমার ইচ্ছা আমি পণ্ডশত ভিক্ষুর
 সঙ্গে শারিপদন্ত স্থবিরকে শতপ্রকার রসযুক্ত ভোজন দিয়া কাসায়বস্ত পরিহিত
 হইয়া সোনার শরা লইয়া ভিক্ষুদের বসিবার আসনের শেষ প্রান্তে বসিব এবং
 ভিক্ষুদের উচ্ছিষ্টাবশেষ ভোজন করিব’। তিনি তদ্রূপ করিয়া তাঁহার
 দোহদ নিবারণিত করিলেন। তিনি অন্যান্য শুভ দিনেও অনুরূপভাবে
 দান দিয়া পদন্তের জন্ম দিয়া পদন্তের নামগ্রহণদিবসে শারিপদন্ত স্থবিরকে
 বলিলেন—‘ভন্তে, আমার পদন্তকে শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা দিন।’ স্থবির
 জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ইহার নাম কি?’

‘ভন্তে, যখন হইতে এই পদন্ত আমার গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়াছে তখন
 হইতে এই গৃহে কাহারও কোন দঃখকষ্ট হয় নাই, তাই ইহার নাম

তি নামং ভবিষ্যতীতি বদন্তে তদেবম্ নামং গহেষ্য
সিক্খাপদানি অদাসি ।

তদা এবণম্ মা তু ‘নাহং মম পদন্তস্স অজ্জ্বাসয়ং ভিন্দি-
স্সামী’তি চিত্তং উম্পজ্জি । সা তস্স কল্লবিজ্জ্বানমঙ্গলাদী-
সদাপি তথৈব দানং অদাসি । কুমারোপি সন্তবস্সিককালে
‘ইচ্ছামহং, অম্ম, থেরস্স সন্তিকে পব্বজিতু’ন্তি আহ । সা
‘সাধু, তাত, নাহং তব অজ্জ্বাসয়ং ভিন্দিস্সামী’তি থেরং
নিমন্তেহা ভোজেহা, ‘ভস্কে, পদন্তো মে পব্বজিতুং
ইচ্ছতি, ইমাহং সায়হুসময়ে বিহারং আনেস্সামী’তি থেরং
উয়োজেহা ণাতকে সন্নিপাতেহা ‘পদন্তস্স মে গিহিকালে
কত্তব্বং কিচ্চং অজ্জিব করিস্সামা’তি বহা পদন্তং অলঙ্করিহা
মহন্তেন সিরিসোভণেন বিহারং নেহা থেরস্স নিয়াদেসি ।
থেরোপি তং, ‘তাত, পব্বজ্জা নাম দুস্করা, সক্খিস্সসি

*

*

*

হইবে ‘সুখকুমার’ ।’ স্থবির ঐ নাম দিয়াই শিশুপুত্রকে শিক্ষাপদসমূহ
দিলেন ।

একদিন তাহার মাতার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—‘আমি আমার
পুত্রের কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখিব না ।’ তিনি তাহার কণ্ঠবেধের শূভদিনে
ঐরূপ দান দিলেন । কুমারও সপ্তবর্ষ বয়সকালে বলিল—‘মা, আমার ইচ্ছা
স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব ।’ ‘বেশ বাবা, তাহাই হইবে । আমি
তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইবনা ।’ এই বলিয়া স্থবিরকে নিমন্ত্রণ করিয়া
ভোজন করাইয়া—‘ভস্কে, আমার পুত্র প্রব্রজিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে,
আমি সন্ধ্যার সময় ইহাকে বিহারে লইয়া আসিব’ বলিয়া স্থবিরকে পাঠাইয়া
দিয়া জ্ঞাতীগণকে একত্রিত করিয়া বলিলেন—‘গৃহীজীবনে আমার পুত্রের
প্রতি যাহা কৰ্তব্য তাহা অদ্যই সম্পন্ন করিব’ । তারপর পুত্রকে অলঙ্কৃত
করিয়া মহা জাঁকজমক সহকারে বিহারে লইয়া যাইয়া স্থবিরের নিকট সমর্পণ
করিলেন । স্থবির ঐ পুত্রকে বলিলেন—‘বৎস, প্রব্রজ্যা খুব দুষ্কর । ইহাতে

অভিরমিতু'ন্তি বহা 'করিস্সামি বো, ভন্তে, ওবাদ'ন্তি
বদন্তে কস্মট্ঠানং দহা পস্বাজেসি। মাতাপিতরোপিঙ্গ
পস্বজ্জায় সঙ্কারং করোন্তা অন্তোবিহারেষেব সত্তাহং
বুদ্ধপ্পমুখস্স ভিক্কুসঙ্ঘস্স সতরসভোজনং দহা সামং
অন্তনো গেহং অগমংসু। অট্ঠমে দিবসে সারিপপুত্তথেরো
ভিক্কুসঙ্ঘে গামং পবিট্ঠে বিহারে কত্তব্বকিচ্চং কহা
সামণেরং পত্তচীবরং গাহাপেহা গামং পি'ডায় পাবিসি।
সামণেরো অন্তরামপ্পে মাতিকাদীনি দিম্বা পি'ডিত-
সামণেরো বিয় পদাচ্ছি। থেরোপি তস্স তথৈব ব্যাকাসি।
সামণেরো তানি কারণানি সদহা 'সচে তুম্হে অন্তনো
পত্তচীবরং গণ্হেয়্যথ, অহং নিবত্তে'ন্তি বহা থেরেন
তস্স অস্সাসয়্যং অভিগ্গিহা, 'সামণের, কোহি মম পত্তচীবর'-
ন্তি পত্তচীবরে গহিতে থেরং বন্দিহা নিবত্তমানো, 'ভন্তে,

ভূমি কি সুখ পাইবে?' 'ভন্তে, আমি আপনাদের উপদেশ পালন করিব'
—এই কথা বলাতে 'কম'স্থান' দিয়া তাহাকে প্রব্রাজিত করিলেন। ইহার
মাতাপিতাও প্রব্রজ্যার সংকার করিবার জন্য সাত দিন ধরিয়া বিহারেই
অবস্থান করিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্কুসঙ্ঘকে শত রসভোজন দিয়া সম্ম্যায় স্বগৃহে
ফিরিয়া আসিলেন। অষ্টম দিবসে শারিপপুত্ত স্থবির ভিক্কুসঙ্ঘ গ্রামে প্রবেশ
করিলে বিহারে কর্তব্যকৃত্য সম্পন্ন করিয়া শ্রামণেরকে দিয়া পাত্তচীবর গ্রহণ
করাইয়া পি'ডপাতের জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলেন। পঞ্চমধ্যে শ্রামণের
জলস্রোত দেখিয়া পি'ডিত শ্রামণেরের ন্যায় প্রশ্ন করিল। স্থবিরও তাহার
প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। শ্রামণের সেই কারণসমূহ জানিয়া স্থবিরকে
বলিল—'আপনি যদি আপনার পাত্তচীবর স্বয়ং গ্রহণ করেন, তাহা হইলে
আমি ফিরিয়া যাইব।' স্থবির তাহার ইচ্ছাতে বাধা সৃষ্টি না করিয়া
বলিলেন—'শ্রামণের, আমার পাত্তচীবর দাও'। স্থবির তাহার পাত্তচীবর
গ্রহণ করিলে শ্রামণের স্থবিরকে বন্দনা করিয়া ফিরিবার সময় বলিল—'ভন্তে,

মহং আহাং আহরমানো সতরসভোজনং আহরেয়্যাখাতি
আহ । ‘কুতো তং লভিস্সামী’তি ? ‘অন্তনো পদুঞ্ঞেন
অলভন্তো মম পদুঞ্ঞেন লভিস্সথ, ভন্তে’তি । অথস্স
থেরো কুণ্ডিকং দত্তা গামং পিণ্ডায় পাবিসি । সোপি বিহারং
আগন্ত্বা থেরস্স গব্ভং বিবরিস্সা পাবিসিস্সা দ্বারং পিধায়
অন্তনো কায়ে ঞ্জাণং ওতারেহা নিসীদি ।

তস্স গদুগতেজেন সঙ্কস্স আসনং উগ্গাহকারং দস্সেসি ।
সক্কো ‘কিং নদুখো এত’ন্তি ওলোকেন্তো সামণেরং দিস্স্বা
‘সুখসামণেরো অন্তনো উপজ্জায়স্স পত্তচীবরং দত্তা
‘সমগধম্মং করিস্সামী’তি নিবন্তো, ময়া তথ্গ গত্তুং বটুতী’-
তি চিন্তেহা চত্তারো মহারাজে পক্কোসাপেহা ‘গচ্ছথ, তাতা,
বিহারস্স উপবনে দদুস্সন্দকে সাকুণে পলাপেখা’তি
উয়োজেসি । তে তথা কহা সামন্তা আরক্খং গগ্গহিংসু ।

*

*

*

আমার আহার যদি আনেন তাহা হইলে শতরসভোজনই আনিবেন ।’
‘আমি কোথায় তাহা পাইব ?’ ‘ভস্তু, নিজের পদুগ্যফলে না পাইলেও আমার
পদুগ্যফলে অবশ্যই পাইবেন ।’ স্থবির তাহাকে ঘরের চাবি দিয়া পিণ্ডপাতের
জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলেন । সেও বিহারে যাইয়া স্থবিরের শয়নকক্ষ খুলিয়া
প্রবেশ করিল এবং দ্বার বন্ধ করিয়া নিজের ‘কায়ে কায়ানদুদশী’ হইয়া
ধ্যানস্থ হইল ।

তাহার গদুগপ্রভাবে শত্রুর আসন উত্তপ্ত হইল । শত্রু ‘ইহা কেন ?’
বলিয়া পৃথিবীতে অবলোকন করিয়া শ্রামণেরকে দেখিয়া—‘সুখশ্রামণের
নিজের উপাধ্যায়কে পাত্তচীবর দিয়া ‘শ্রমগধম’ পালন করিব বলিয়া ফিরিয়া
আসিয়াছে, আমার সেখানে যাওয়া উচিত’ এই চিন্তা করিয়া চারিজন
দিগ্‌পাল মহারাজদের ডাকিয়া বলিলেন—‘ওহে ভোমরা ষাও, বিহারে
উপবনে দদুগ্গন্দকারী পাখীদের তাড়াইয়া দাও’ বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন ।
তাঁহারা যাইয়া বিহারের চতুর্দিকে প্রহরা নিবৃত্ত করিলেন । চন্দ্র এবং

চন্দ্রিমসদুরিয়ে ‘অন্তনো বিমানানি গহেত্বা তিট্ঠথানীতি
 আণাপেসি। তেপি তথা করিংসু। সন্ন্যাসি আবিজ্জনট্ঠা-
 ঠানে আরক্খং গণুহি। বিহারো সন্নিসিন্নো নিরবো
 অহোসি। সামণেরো একগ্গাচিন্তেন বিপস্সনং বড়ুত্বেত্বা
 তীণি মঙ্গফলানি পাপদুণি। থেরো “সামণেরেন ‘সতরস-
 ভোজনং আহরেয়্যাথা’তি বদ্ভুং, কস্স নু থো ঘরে সঙ্কা
 লদ্ধু”ন্তি ওলোকেন্তো একং অস্সাসয়সম্পন্নং উপট্ঠাক-
 কুলং দিম্বা তথ গন্ত্বা, ‘ভন্তে, সাধু বো কতং অজ্জ,
 ইধাগচ্ছন্তেহী’তি তেহি তুট্ঠমানসেহি পত্তং গহেত্বা
 নিসীদাপেত্বা যাগদুখজ্জকং দত্ত্বা যাব ভত্তকালং ধম্মকথং
 যাচিতো তেসং সারণীয়ধম্মকথং কথেত্বা কালং সল্লক্খেত্বা
 দেসনং নিট্ঠাপেসি। অথস্স সতরসভোজনং দত্ত্বা তং
 আদায় গন্তুকামং থেরং দিম্বা ‘ভুজ্জথ, ভন্তে, অপরম্পি তে

*

*

*

সূর্যকে ডাকিয়া বলিলেন—‘তোমরা নিজ নিজ বিমান লইয়া অবস্থান কর।’
 তাহারা তাহাই করিলেন। শত্রু স্বয়ং স্থবিরের কক্ষস্থারের রজ্জ্ব পাহাড়া
 দিতে লাগিলেন (যাতে কেহ দরজা খুলিতে না পারে)। বিহার শান্ত এবং
 নীরব হইল। শ্রামণের একাগ্রচিত্তে বিপশ্যনা বর্ধিত করিয়া তিনটি মার্গফল
 প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে স্থবির ‘শ্রামণের শতরসবৃত্ত ভোজন লইয়া যাইতে
 বলিয়াছে, কিন্তু কাহার গৃহে তদুপ ভোজন পাওয়া যাইবে’ চিন্তা করিতে
 করিতে একটি অধ্যাসয়সম্পন্ন সেবকপরিবার দেখিয়া সেখানে উপস্থিত হইলে
 তাহারা ‘ভন্তে, অদ্য এখানে আসিয়া ভালই করিয়াছেন’ বলিয়া তুট্ঠচিত্তে পাত্র
 গ্রহণ করিয়া স্থবিরকে গৃহে বসাইয়া যাগদুখাদ্যাদি দিয়া দ্বিগ্রাহরিক ভোজন-
 কাল উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত ধর্মকথা শ্রবণ করাইতে প্রার্থনা করিলেন।
 স্থবির তাহাদের নিকট উৎকৃষ্ট ধর্মকথা ভাষণ করিয়া ভোজনকাল উপস্থিত
 হইলে দেশনা সমাপ্ত করিলেন। তারপর তাহাকে শতরসসম্পন্ন ভোজন দেওয়া
 হইলে তিনি তাহা লইয়া গমনোদ্যত হইলে ‘ভন্তে, আপনি ইহা ভোজন করুন।’

দম্ভসামা'তি থেরং ভোজেহা পুন পত্তপ্পরং অদংসু ।
 থেরো তং আদায় 'সামণেরো মে ছাতো'তি তুরিততুরিতো
 বিহারং পায়াসি । তং দিবসং সখা পাতোব নিক্খমিহা
 গন্ধকুটিয়ং নিসিন্নোব আবজ্জেসি—'অজ্জ সুখসামণেরো
 উপজ্জায়স্স পত্তচীবরং দহা 'সমগধম্মং করিস্সামী'তি
 নিবত্তো, নিপ্পফল্লং নু থো তস্স কিচ্চ'ন্তি । সো তিগ্গং
 য়েব মঙ্গফল্লানং পত্তভাবং দিম্বা উত্তরিপি উপধারেস্সো
 'সক্খিস্সতায়ং অজ্জ অরহত্তং পাপদুগ্ধিতুং, সারিপদত্তো
 পন 'সামণেরো মে ছাতো'তি বেগেন ভত্তং আদায় নিক্খ-
 মতি, সচে ইমস্মিং অরহত্তং অম্পত্তে ভত্তং আহরিস্সতি,
 ইমস্স অন্তরায়ো ভবিস্সতি, ময়া গম্মা দ্বারকোট্টকে
 আরক্খং গণ্হিতুং বটুতী'তি চিস্তেহা গন্ধকুটিতো নিক্খ-
 মিহা দ্বারকোট্টকে ঠহা আরক্খং গণ্হি ।

*

*

*

আমরা আপনাকে আরও দিব' বলিয়া ভোজন করাইয়া পুনরায় পাত্রপূর্ণ
 করিয়া উক্ত ভোজন দান করিলেন । স্থবির তাহা লইয়া 'আমার শ্রামণের
 ক্ষুধাত' হইয়াছে' চিন্তা করিয়া দ্রুত বিহারে উপস্থিত হইলেন । সেই দিন শাস্ত্রা
 প্রাতঃকালেই নিষ্কান্ত হইয়া গন্ধকুটিতে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিলেন—
 'অদ্য সুখ শ্রামণের উপাধ্যায়কে পাত্রচীবর দিয়া 'শ্রমগধর্ম' পালন করিব'
 বলিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছে । তাহার কৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে কি ?' তিনি
 দেখিলেন যে শ্রামণের তিনটি মার্গফল লাভ করিয়াছে । সে আরও উত্তরিতর
 কিছু প্রাপ্ত হইবে কিনা চিন্তা করিয়া দেখিলেন—

অদ্য সে অহঁত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবে । এদিকে শারিপদ্র 'আমার
 শ্রামণের ক্ষুধাত' বলিয়া দ্রুত ভোজন লইয়া ফিরিতেছে । যদি এই শ্রামণের
 অহঁত্ব লাভ করিবার পূর্বে শারিপদ্র তাহাকে ভোজন প্রদান করে তাহা
 হইলে ইহার ক্ষতি হইবে । অতএব আমি যাইয়া দ্বারকোষ্ঠে পাহারা দিব'
 চিন্তা করিয়া গন্ধকুটি হইতে নিষ্কান্ত হইয়া স্থবিরের কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া
 পাহাড়া দিতে লাগিলেন ।

থেরোপি ভত্তং আহরি। অথ নং হেট্ঠা বুদ্ধনষেনেব
চত্তারো পঞ্হে পদুচ্ছি। পণ্ডবিস্সজ্জনাবসানে সামণেরো
অরহত্তং পাপদগি। সত্তা থেরং আমন্তেহ্বা ‘গচ্ছ, সারিপপ্পত্ত,
সামণেরস্স তে ভত্তং দেহী’তি আহ। থেরো গন্ত্বা দ্বারং
আকোট্টেসি। সামণেরোপি নিক্কখমিত্তা উপজ্জায়স্স বত্তং
কত্ত্বা ‘ভত্তিকিচ্ছং করোহী’তি বুদ্ধে থেরস্স ভত্তেন অনথিক-
ভাবং ঞ্জ্বা সত্তবাসিককুমারো তত্তথগঞ্হেব অরহত্তং
পত্তো নীচাসনট্ঠানং পচ্চবেক্কথন্তো ভত্তিকিচ্ছং কত্ত্বা পত্তং
ধোবি। তস্মিং কালে চত্তারো মহারাজানো আরক্কথং
বিস্সজ্জেসসুং, চন্দিমসদুরিয়াপি বিমানানি মদুগ্গেসসু।
সক্কোপি আবিজ্জনট্ঠানে আরক্কথং বিস্সজ্জেসি। সদুরিয়ো
নভমস্সং অতিক্কন্তোষেব পঞ্হেয়ায়ি। ভিক্কথু ‘সায়ন্ত্হো
পঞ্হেয়ায়তি, সামণেরেন চ ইদানেব ভত্তিকিচ্ছং কতং, কিং

*

*

*

স্থবিরও ভোজন লইয়া উপস্থিত। শাস্তা বিলম্ব করাইবার জন্য তাঁহাকে
চারিটি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নোত্তর দান শেষ হইলে শ্রামণেরও অহং প্রাপ্ত
হইল। শাস্তা স্থবিরকে ডাকিয়া বলিলেন—‘যাও শারিপপ্পত্ত, তোমার
শ্রামণেরকে ভোজন দাও।’ স্থবির যাইয়া দরজার কড়া নাড়িলেন। শ্রামণেরও
বাহিরে আসিয়া উপাধ্যায়ের ব্রত নিষ্পন্ন করিয়া ‘তোমার আহারকৃত্য শেষ
কর’ বলাতে স্থবিরের ভোজনের প্রয়োজন নাই জানিয়া সেই মনুহুতেই
অহং প্রাপ্ত সপ্তবর্ষীয় কুমার নীচু আসন দেখিয়া তাহাতে উপবেশন করিয়া
আহারকৃত্য শেষ করিয়া পাত্র ধৌত করিলেন। সেই সময় চারিজন দিকপাল
মহারাজগণও তাঁহাদের প্রহরা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। চন্দ্র এবং সূর্য
তাঁহাদের বিমান লইয়া চলিয়া গেলেন। শক্রও কক্ষদ্বাররঞ্জুর স্থান হইতে
নিজ প্রহরা ত্যাগ করিলেন। দেখা গেল সূর্য যেন মধ্যগগন অতিক্রান্ত
হইয়াছে। ভিক্ষুগণ বলিলেন—‘মনে হইতেছে যেন সায়ানু সমাগত। অঙ্ক
শ্রামণের এখনই তাহার ভোজনকৃত্য সম্পন্ন করিয়াছে। অদ্য কি পূর্ণিমা’

নু খো অজ্জ পদ্বগ্হো বলবা জাতো, সায়হো মন্দো'তি
বদিংসু। সথা আগম্বা 'কায় নুখ, ভিক্খবে, এতরিহি
কথায় সন্নিসিন্না'তি পদ্বিহ্বা, 'ভন্তে, অজ্জ পদ্বগ্হো
বলবা জাতো, সায়হো মন্দো, সামণেরেন চ ইদানেব
ভত্তিকিচ্চং কতং, অথ চ পন সু'রিয়ো নভমজ্জং অতিক্কম্বো-
ষেব পঞ্ণায়তী'তি বদন্তে, 'ভিক্খবে, এবমেবং হোতি
পদ্বঞ্ণবস্তানং সমণধম্মকরণকালে। অজ্জ হি চত্তারো
মহারাজানো সামন্তা আরক্খং গণ্হিংসু। চন্দিমসু'রিয়্যা
বিমানানি গহেহা অট্ঠংসু, সক্কো আবিজ্জনকে আরক্খং
গণ্হিং, অজ্জ সুখসামণেরো মাতিকায় উদকং হরন্তে,
উসু'কারে উসুং উজ্জুং করোন্তে, তচ্ছকে চক্কাদীনি
করোন্তে দিস্বা অত্তানং দমেহা অরহত্তং পত্তো'তি বহা
ইমং গাথমাহ—



দীৰ্ঘস্থায়ী এক সায়াহ অল্পস্থায়ী ?' শাস্তা আসিয়্যা জিজ্ঞাসা করিলেন—
'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি বিষয় আলোচনা করিতে সন্মিলিত
হইয়াছ ?'

'ভন্তে, অদ্য পূর্বাহ্ন দীৰ্ঘস্থায়ী এবং সায়াহ্ন ক্ষণস্থায়ী। কারণ শ্রামণের
এইমাত্র তাহার ভোজনকৃত্য সম্পন্ন করিয়াছে, অথচ সূৰ্য মধ্যগগন অতিক্রম
করিয়াছে মনে হইতেছে।'

'হে ভিক্ষুগণ, পূণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের শ্রমণধর্মকরণকালে এইরূপই হইয়া
থাকে। অদ্য চতুর্দিকপাল মহারাজগণ চতুর্দিকে প্রহরা দিয়াছিলেন। চন্দ্র
এবং সূৰ্য নিজ নিজ বিমান লইয়া স্থিত হইয়াছিল। (দেবেন্দ্র) শত্রু দ্বার-
রজ্জুর নিকট প্রহরা দিয়াছিলেন। আমিও দ্বারকোষ্ঠকে প্রহরা দিয়াছি।
সুখশ্রামণের পয়ঃপ্রণালী নির্মাতাকে যথেষ্ট জলকে প্রবাহিত করিতে দেখিয়া,
শরনির্মাণকারীকে শরের ঋজুতা সম্পাদন করিতে দেখিয়া, তক্ষককে (কাষ্ঠ
নামিত করিয়া) চক্রাদি নির্মাণ করিতে দেখিয়া অদ্য নিজেকে দমিত করিয়া
অহং প্রাপ্ত হইয়াছে'। শাস্তা ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘উদকঞ্জিহ নয়ন্তি নৈত্তিকা, উসুকারা নময়ন্তি তেজ্জনং ।

দারুং নময়ন্তি তচ্ছকা, অন্তানং দময়ন্তি

সুস্বতাতি । ১৪৫ ।

তথ ‘সুস্বতা’তি সুস্বদা, সুস্বেন ওবদিতস্বা অনুসাসিতস্বাতি

অথো । সেসং হেট্ঠা বদন্তনযমেব ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্বিগংসদতি ।

সুখসামণেরবথু একাদসমং ।

দণ্ডবগ্গবল্লনা নিট্ঠিতা ।

॥ দসমো বগ্গো ॥

*

*

*

‘পয়ঃপ্রণালী নির্মাতাগণ (যথেষ্ট) জল প্রবাহিত করে, ইষুকারগণ ইষুর ঋজুতা সম্পাদন করে, তক্ষকগণ (= সুব্রতগণ) কান্ঠকে নীমিত করে । (তদ্রূপ) পণ্ডিতগণ আত্মদমন করিয়া থাকে ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক, ১৪৫ ।

অম্বয় : ‘সুব্রতগণ’ বাহারা সুখে উপদেশ প্রদানযোগ্য, অনুশাসিতব্য এই অর্থ । অবশিষ্ট শ্লোক ৮০-র ব্যাখ্যাতুল্য ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। সুখশ্রামণেরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

॥ দণ্ডবগ্গের বর্ণনা সমাপ্ত ॥



গ্রন্থকার সম্বন্ধে

গ্রন্থকার ডক্টর সুকোমল চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সংস্কৃত ও পালিভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং ত্রিপিটক বিশারদ। ইংরাজী ও বাংলায় তাঁহার বহু গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত। দেশবিদেশের বহু পত্র-পত্রিকায় বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সম্পাদনায় “ধর্মধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী” হইতে ইতিমধ্যে ৩৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিগত চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। তিনি কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজের পালি বিভাগের প্রফেসর ও উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৭৬ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ও সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করিতেছেন। শৈশবাবধি বৌদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ। বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠানের অনেক কিছু তাঁহার মনঃপূত না হইলেও এই সমাজকে বাদ দিয়া তিনি চলেন না। সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য তিনি আজীবন যথাসাধ্য প্রয়াস চালাইয়া আসিতেছেন। এই সুবাদে তিনি বহু বৌদ্ধ সংস্থার সক্রিয় সদস্য। বর্তমানে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াও ত্রিপিটক ও ত্রিপিটক-বহির্ভূত পালি গ্রন্থাবলীর অনুবাদের কাজ করিয়া যাইতেছেন।

মহামানব গৌতমবুদ্ধ (হিং সং)	ডঃ সুকোমল চৌধুরী	১২০
মহামানব গৌতম বুদ্ধ (হিন্দী)	ডঃ সুকোমল চৌধুরী	২০০
গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন	ডঃ সুকোমল চৌধুরী	১৫০
বৌদ্ধ সাহিত্য	ডঃ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী	৮০
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস	ডঃ মণিকুন্তলা হালদার	১৫০
বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য	ডঃ সাধন চন্দ্র সরকার	১৪০
দীঘ নিকায়	ভিক্ষু শীলভদ্র	২০০
থেরীগাথা	ভিক্ষু শীলভদ্র	৬০
প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ	শ্রী এস কে দাশগুপ্ত	১০০
ধর্মপদ (বাংলা, পালি, সংস্কৃত)	চারুচন্দ্র বসু	৬০
ধর্মপদ (পালি, বাংলা)	ভিক্ষু শীলভদ্র	৩০
বুদ্ধ ধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ	ডঃ আশা দাশ	১০০
সীবলীত্রত কথা	বিশুদ্ধাচার স্থবির	১৫
অশোকচরিত	ডঃ অমল্যচন্দ্র সেন	৩০
বৌদ্ধ গান ও দোহা	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৩০০
বৌদ্ধ রমণী	ডঃ বিমলাচরণ লাহা	৭৫
বুদ্ধবাণী	ভিক্ষু শীলভদ্র	৯০
বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা	শ্রীশরৎচন্দ্র দাস	৪০০
ধর্মপদটুঁটকথা (১মঃ যমক বর্গ)	শ্রীশীলালঙ্কার মহাস্থবির	১৩০
ধর্মপদটুঁটকথা (২য়ঃ অপ্পমাদ বর্গ)	ধর্মকীর্ত্তি মহাস্থবির	১৩০
ধর্মপদটুঁটকথা (৩য়ঃ চিত্ত, পদ্প বর্গ)	ডঃ সুকোমল চৌধুরী	১৫০
ধর্মপদটুঁটকথা (৪র্থঃ বাল, পিণ্ডিত বর্গ)	ঐ	১৫০
ধর্মপদটুঁটকথা (৫ঃ অরহন্ত, সহস্র, পাপ ও দণ্ডবর্গ)		২০০
অশোকলিপি	ডঃ অমল্যচন্দ্র সেন	১০০
বুদ্ধকথা	ডঃ অমল্যচন্দ্র সেন	১০০
সিদ্ধার্থ (কাব্য)	শ্রীহ্রষীকেশ ভট্টাচার্য	১৫০
সুত্ত নিপাত	ভিক্ষু শীলভদ্র	১২০
ভক্তিশতকম্ ও বৃত্তমালাখ্য	রামচন্দ্র কবিভারতী	৫০
বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর		
জাতীয় জীবনে রামায়ণ	ডঃ বাণী দাশ	২৫০
সৌন্দর্যানন্দ কাব্য	শ্রী বিমলাচরণ লাহা	১০০
বুদ্ধদেব	শ্রী সত্যীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	১০০
কচ্ছায়ন ব্যাকরণ	শ্রী বংশদীপ মহাস্থবির	১৫০
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য	শ্রী প্রবোধ চন্দ্র বার্কটি	৭৫